বার্নাবাসের বাইবেল

আফজাল চৌধুরী অনূদিত

কবি আফজাল চৌধুরী, পিতা-মরহুম মওলানা আব্দুল বসির চৌধুরী, মাতা-সৈয়দা ফয়জুন্নেসা খাতুন। নিবাসঃ খাগাউড়া, থানা- বাহুবল, জেলা- হবিগঞ্জ। হবিগঞ্জ শহরে আপন পৈত্রিক বসতবাটিতে কাটে তার শৈশব-কৈশোর। মধ্যযৌবন অতিবাহিত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র হিসাবে ১৯৬১ সালে যোগদানের পর এবং ১৯৬৯ সাল থেকে সরকারী কলেজের অধ্যাপনায় যোগদান করে চাকুরি উপলক্ষে রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় পেশাজীবন অতিবাহিত করেন। বর্তমানে সিলেটের এম.সি কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে কর্মরত। পূর্ণনাম : আ.ফ.ম. আফজালুর রহমান চৌধুরী। জন্ম সাল ১০ই মার্চ ১৯৪২। তাঁর অগ্রজ কমাণ্ডেন্ট মানিক চৌধুরী প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন। কবি তাঁর এলাকার আধ্যাত্মিকতা ও আভিজাত্যপূর্ণ পরিবারের সন্তান।

ষাটের দশকের মুখ্য কবিরূপে তিনি সাহিত্য জগতে পরিচিত। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কল্যাণব্রত' সুখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ : হে পৃথিবী নিরাময় হও (কাব্য নাটক); শ্বেতপত্র (কাব্য); ঐতিহ্য ও রাসূল প্রশস্তি (গদ্যগ্রন্থ) এবং তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'আফগানিস্থান আমার ভালোবাসা। 'মাসিক ঐতিহ্য' সাহিত্য সাময়িকীর তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

বিশ্বাসের পক্ষে আধ্যাত্মিক চেতনা সমৃদ্ধ সাহিত্য আন্দোলনের তিনি প্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্ব।

www.amarboi.org

বার্নাবাসের বাইবেল

আফজাল চৌধুরী
অনূদিত

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.amarboi.org

বার্নাবাসের বাইবেল

আফজাল চৌধুরী অনূদিত

প্রকাশক
এস.এম.রইসউদ্দিন
পরিচালক (ইনচার্জ)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল
প্রথম ঃ জানুয়ারী ১৯৯৬, মাঘ- ১৪০২
দ্বিতীয় সংস্করণঃ মে ২০০৫, জ্যৈষ্ঠ-১৪১২
তৃতীয় সংস্করণঃ জুন ২০১১

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
-ফানঃ ৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

BARNABASER BIBEL (GOSPEL OF BARNABAS) TRANS LETED BY Afzal Chowdhury. Published by: S.M. Raisuddin Director (Inchage). Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Price: Tk. 200.00 US$: 08.00 ISBN.984-493-003-0

www.amarboi.org

বিভ্রান্তি ও বাতিলের মোকাবেলায় মর্দে মুজাহিদ
মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ এবং
তাঁর সংগ্রামী বন্ধুবর্গ;

আমার মরহুম আব্বা ও মরহুমা আম্মাসহ
অব্যাহত সংগ্রামের সাথী বন্ধুবর্গ এবং
আমি ও আমার পরিবারবর্গের
নাজাত প্রার্থনা--
উৎসর্গিত;
আমীন!

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

বার্নাবাস রচিত বাইবেল এর বৈশিষ্ট্য হলো এতে তাওহীদ বা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের দৃঢ় সমর্থন মিলছে এবং এই ত্রিত্ববাদ খন্ডনকারী বাইবেল যা খ্রীষ্টান জগতের বিদ্যমান গসপেল চতুষ্ঠয়ের সকল অসংগতির নিরসনকারী। গ্রীক দর্শন ও রোমক পৌত্তলিকতার প্রভাবেই খ্রীষ্টধর্মে ত্রিত্ববাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, যা সনাতন একেশ্বরবাদের সাথে সংগতিপপর্ণ নয়। সম্পুপল ছিলেন এই ত্রিত্ববাদী গসপেল সমপহের প্রচারকারী ও ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমান খ্রীষ্টান জগতে বার্নাবাস রচিত বাইবেলের কোন ব্যাপক পরিচিতি নেই। সংগত কারণেই খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ এই বাইবেলের ঘোরতর বিরোধীতাকারী। তবে ঐতিহাসিকদের মতে ৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যুম্প এন্টিওক ও আলেকজান্দ্রিয়ার গীর্জা সমপহে বার্নাবাসের বাইবেল আইন সম্মত গ্রন্থ হিসেবে আচরিত ছিল। টোলান্ড প্রণীত Miscelleneous Work গ্রন্থের (১৭৪৭ সালে প্রকাশিত) উলে-খ মতে ৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জারীকৃত (Glesian Decree of 496) ডিক্রিতে যে সমস্প পুস্পক নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তাতে বার্নাবাসের বাইবেল অন্যতম।

যা হোক বিভিন্ন তথ্যপঞ্জীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়, খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও যুগে যুগে বার্নাবাসের বাইবেলের উপর অনেকেই গবেষণা করেছেন এবং এই বাইবেলের মর্মবাণী মানুষের মাঝে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যাঁরা ইসলাম ও তুলনামপলক ধর্মতত্ব নিয়ে পঠন পাঠনে আগ্রহী কিংবা বাইবেল এর উপর সম্যক ধারণা লাভ করতে চান, তাদের জন্য নিঃসন্দেহে বার্নাবাসের বাইবেল প্রচুর তথ্য ও উপাত্তের উৎস- গ্রন্থ হিসাবে পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে।

পরিশেষে আমি আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব কবি আফজাল চৌধুরীকে এমন অনন্য ও মৌলিক গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও মেধাবী উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জানাই। যে কথা উলে-খ না করলে নয়, তা হলো এই অনুবাদকর্মটি কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর পক্ষ থেকে প্রকাশের জন্য আমি সর্বপ্রথম প্রখ্যাত আলেম ও মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খান এর কাছ থেকে প্রস্পাব পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি প্রকাশের প্রক্রিয়ায় তার অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে বইটির ৩য় সংস্করণ পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে তাঁদের আশাতিরিক্ত চাহিদার জন্য।

এস.এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (ইনচার্জ)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

প্রাক-প্রসঙ্গ

সিলেটের এম, সি কলেজে কর্মরত থাকা অবস্থায় ১৯৭৬ সালের শরৎকালে ঘটনাটি ঘটে। শিক্ষকদের কমনরুমে জটলাটি বেশ ঘনরূপে পাকিয়ে বসেছিলো; বেশ কয়জন বিক্ষুব্ধ সহকর্মীর চোখ আমার ওপর পড়লো দরোজা দিয়ে আমার প্রবেশ করার মুহূর্তে। জনা-চারেক শ্বেতাংগ ভদ্রলোক, সংগে আমাদের মত তামাটে গাত্র-চর্মের সহচরসহ কিছুক্ষণ হয় কমনরুমে এসে ঢুকেছেন; তাঁরা ইতিমধ্যে প্রিন্সিপ্যালের অনুমতি ও সংশ্লিষ্ট ক্লাস-টিচারের সৌজন্যে শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে প্রীচিং শেষ করে এসেছেন। কমনরুমে এসেছেন শিক্ষকদের প্রতি অনুরূপ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য। ইতিমধ্যে তর্ক শুরু হয়েছে; ধার্মিক এবং সেক্যুলার এই উভয় মতবাদী শিক্ষকগণ পাল্টা প্রশ্ন করায় তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেছে। বিদেশী শ্বেতাংগ প্রচারক, এঁদের সংগে বেশ কয়টি চমৎকার মুদ্রণের "THE LIVING BIBLE "এর কপি, হাতে বেহালা; বাইবেলের স্তোত্রগুলি সুরে সুরে পরিবেশন করার চমৎকার নৈপুণ্য তাঁরা দেখিয়ে এসেছেন ক্লাসরুমগুলিতে; পরন্তু কথা ও সুর সংযোগে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানানোর সংগে সংগে আরেকটি চমকপ্রদ কাজও তাঁরা করেছেন; আর তা হলো ঃ "তোমাদের কেউ ব্যাধিগ্রস্ত থাকলে আওয়াজ দাও, আমরা সর্বশক্তিমান খোদাওন্দ ঈসার কাছে প্রার্থনা করে এখনি আরোগ্য দান করবো স্পর্শের মাধ্যমে।"-এইরূপ একটি অলৌকিক আহ্বান জানিয়ে এসেছেন তাঁরা। আমার একজন বিক্ষুব্ধ সহকর্মী সংক্ষেপে তথ্যগুলি আমাকে জানিয়ে বললেন, "আমরা এঁদের সংগে তর্ক জুড়ে দিয়েছি, আপনাকে প্রয়োজন।"

আমি দু'জন শ্বেতাংগ ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসে প্রথমে পারস্পরিক পরিচয়ের পালা শেষ করে জানতে পারলাম, এই অভিযাত্রী টীমের নেতা যিনি, তিনি একজন তিরিশোর্ধ, বেশ কয়টি উচ্চ ডিগ্রিধারী ভদ্রলোক। ড্রাগ-নেশাগ্রস্তদের আরোগ্য প্রদানে সক্ষম, সম্মোহন-পারদর্শী- মনঃসমীক্ষণবিদ। চার্চেও তিনি উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিত্ব। এঁদের চারজনই ভিজিটিং প্রীচার, নরওয়েজিয়ান, স্থানীয় নয়াসড়কের নরওয়েজীয় প্রটেস্ট্যান্ট গির্জার পক্ষ থেকে এম, সি কলেজের সুখ্যাতি শুনে এখানে প্রীচিংয়ের উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন।

প্রিন্সিপ্যাল বা সংশ্লিষ্ট ক্লাসের অধ্যাপকগণ কেন তাঁদের এ-জাতীয় কাজে অনুমতি দিলেন — ধার্মিক ও সেক্যুলার উভয় ধরনের বিক্ষুব্ধ সহকর্মী বন্ধুগণের

www.amarboi.org

ক্ষোভের এই মূলীভূত কারণ— অভ্যাগত বিদেশী ভদ্রলোকদের প্রতি কিছুটা অসৌজন্যরূপে বিস্ফোরিত হতে পারে আশংকায় আমি সুযোগ পেয়ে আল্লাহ-পাকের ইচ্ছায় পারস্পরিক আলোচনা এ্যাকাডেমিক খাতে চালান করার প্রয়াস পেলাম।

আমি তাদের প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা আপনারা তো অত্যন্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন ধর্মপ্রচারক, আর নিশ্চয়ই আপনারা অবগত আছেন যে আমরা প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতার অধিকারী একটি ধর্মবিশ্বাসী দেশ, আমরা একেশ্বরবাদীও বটে, পৌত্তলিক নই। ধর্মবিশ্বাসহীনতার কারণে যে সকল আধুনিক ব্যাধি নিরাময়ে আপনারা দক্ষতা-সম্পন্ন, সে-সমস্যা আমাদের নয়। আমাদের সমস্যা দারিদ্র্য ও অশিক্ষা; কোনো বিশ্বধর্মের বপন এখানে তাই নিষ্প্রয়োজন। এটুকু জানা সত্ত্বেও আপনারা কষ্ট করে আমাদের সুসভ্য করার এত গরজ বোধ করছেন কেন?"

কিছুটা হকচকিয়ে গিয়ে তাঁদের একজন বললেন, "আমরা সত্য নিয়ে এসেছি, আমরা আরোগ্য নিয়ে এসেছি।"

আমি বললাম, "সত্য অর্থাৎ আল্লাহকে জানা এবং মানা আর আরোগ্য হলো আত্মার ব্যাধি নিরাময়করণ। এ-দুটি সমস্যা তো আমাদের নয়, এগুলো রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ ও চীনের সমস্যা। আপনারা রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের প্রতিবেশী দেশ। বর্ণ ও রক্তের দিক থেকেও তারা আপনাদের কাছের লোক বলে আপনারা ভাবতে অভ্যস্ত; তাই আপনাদের মিশন নিয়ে সেখানে না গিয়ে এখানে এসেছেন কেন? আমাকে আরও দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে প্রায় দু'শ বছর আমরা শ্বেতাংগদের দুঃশাসনে শোষিত হয়েছি, তারা আমাদের ওপর তাদের ধর্ম চাপাতে চেয়েছিলো উপনিবেশ রক্ষার হাতিয়ার হিসাবে। আমরা আমাদের নিজেদের ধর্মকে ঢাল ও বল্লমের মতই ব্যবহার করেছি তাদের বিরুদ্ধে। এখন তাই একই ধর্ম নিয়ে আপনাদের আগমনের পেছনে নিশ্চয়ই অন্য মতলব আছে বলে আমরা সন্দেহ করতে পারি।"

"আমরা গডকে সাথে নিয়ে এসেছি।"- বললেন তাঁদের একজন।

"মানে?"

"মানে, গড আমাদের সংগে আছেন, গড আমাকে বলছেন, এখানে যাও, ওখানে যেও না, আমাদের জীবন্ত সম্পর্ক আছে গডের সংগে। আপনাদের আছে কি?"

আমি বললাম, "আমাদের গড এতটা মানবিক নন যে হ্যালো বললেই তিনিও হ্যালোই বলবেন উপাশ থেকে একজন মানুষের মতই; আমরা দিনে পাঁচবার অত্যন্ত প্রস্তুতি নিয়ে তাঁর সভায় উপস্থিত হই এবং রুকু ও সেজদায় গিয়ে তাঁর উপযুক্ত প্রশংসাধ্বনি উচ্চারণ করার প্রয়াস পাই। তিনি অতিশয় মহান ও সমুচ্চ; হ্যাঁ এই

www.amarboi.org

নিত্য যোগাযোগের মাধ্যমেই তাঁর নিদর্শন ও লীলা প্রত্যক্ষ করি নিত্যদিন আমরা জীবনের চরিতার্থতার মাঝে। ভালো কথা, আপনারা বিলক্ষণ জানেন, আমাদের পূর্বসুরীরা ইসলামের মহান বাণী নিয়ে ইউরোপের কলিজার ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন?"

"তাহলে তাঁরা ব্যর্থ হলেন কেন? আপনাদের ধর্ম এত সত্য হলে আমাদের দীক্ষিত করা সম্ভব হলো না কেন?"- বললেন তাঁরা।

আপনাদের ধর্মের ইতিহাস দু'হাজার বছরের, আমাদের ধর্মের বয়স দেড় হাজার। আর পাঁচ শ' বছরের মধ্যে আপনাদের ধর্মের ওপর আমাদের ধর্মের বিজয় সংঘটিত হবে ইনশাআল্লাহ।"

-আমাকে জবাবটা এভাবেই দিতে হলো।

"সেটা হবে সত্যের ওপর মিথ্যার বিজয়।"— তাঁরা গোঁ ধরে বসলেন।

"বেশ !" আমাকে রূঢ় ভাবেই বলতে হলো, "চার্চের বিরুদ্ধে রেনেসাঁর যুদ্ধটা কি আমাদের সভ্যতায় হয়েছিলো না আপনাদের? ইনকুইজিশন আমরা করেছিলাম না আপনারা? জোয়ান অব আর্ককে আমরা পুড়িয়ে মেরেছিলাম না আপনারা? গ্যালিলিও- কোপার্নিকাসকে তাড়া করেছিলাম আমরা না আপনারা? বলুন দেখি, নিশ্চয়ই জানেন আপনারা, জেরুসালেম খ্রীষ্টানদের দখলে যতবার গিয়েছে নির্বিচার গণহত্যাকান্ড হয়েছে, আর মুসলমানেরা যতবার পুনর্দখল করেছেন ততবারই ঘোষিত হয়েছে সেখানে সাধারণ ক্ষমা? সাধারণ ক্ষমার ধারণাই তো বিশ্বসভ্যতায় আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) -এর শ্রেষ্ঠ দান।

"মুহাম্মদ একজন ভন্ড নবী।"- ফস্ করে বলে ফেললেন তাঁদের একজন।

"হোয়াট!" -এইবার দেখলাম আমারও ধৈর্যের বাঁধে ফাটল ধরেছে। আমাদের সকলের মুখেই, কী-সেকুল্যার কী-ধার্মিক, উত্তেজনার প্রবল চাপ।

আমি সহকর্মীদের দিকে অনুনয় করে বললাম, "আমাকে এতটা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ, দয়া করে আরেকটু সুযোগ দিন।"- তারপর মিশনারী ভদ্রলোকদের উদ্দেশ্যে বললাম, "আসল না ভণ্ড তা যাচাইয়ের মাপকাঠি কি?"

"মাপকাঠি হলেন গড, গড আমাদের সংগেই আছেন।"-ওঁরা পুনরায় দাবি করলেন।

আমি তখন যা করলাম তা রীতিমত দুঃসাহসিক। হযরত রাসূল (সাঃ) নাজরানের খ্রীষ্টানদের প্রতি যে-মোবাহেলার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন, আশ্চর্য নাটকীয় ভাবে আমিও তাই করে বসলাম। বললাম, "উত্তম, গড আপনাদের সংগেই আছেন বলছেন?"

www.amarboi.org

"অবশ্যই'-ওঁরা সমস্বরে বললেন।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আসুন, সামনের ময়দানে কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকদের ডাকা হবে। সকলের সামনে আমরা উভয়পক্ষ আসমানের দিকে মুখ তুলে বলবোঃ

"হে গড আমাদের মাঝে যে সত্য তাকে রক্ষা করো, যে মিথ্যা তাকে ধ্বংস করো।"—"দেখি কে রক্ষাপ্রাপ্ত আর কে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে এখানে ফিরে আসে।"

জানিনা আমার কণ্ঠে ঈমানের কী উদ্দীপনা ছিলো এবং চোখে ছিলো কী-বিদ্যুৎ! মুহূর্তে ভয়, আতংক এবং অবিশ্বাস তাঁদের মুখগুলিকে ফ্যাকাশে করে দিলো। তাঁরা আমার উদ্দীপ্ত আহ্বানের গমগম কণ্ঠের বিপরীতে হীন কণ্ঠে অক্ষমতা প্রকাশ করে মাথা নিচু করে সেই যে বিদায় নিলেন, কলেজের ক্যাম্পাসে আর তাঁদের দেখা পাওয়া যায়নি পরবর্তী সময়ে।

কিন্তু বিষয়টা এই সামান্য ঘটনাতেই শেষ হয়নি। তাঁদের সংগে যে-চতুর এ-দেশীয় সহচরেরা ছিলেন (পরে জানতে পেরেছিলাম, এঁদের মাঝে সবচেয়ে চালাক-চতুর একটি তরুণ, সিলেটের একজন প্রসিদ্ধ ধার্মিক লোকের নিকট-আত্মীয়) তাঁরা দিনকয় পর শ্বেতাংগ ভদ্রলোকদের নিয়ে আমার বাসায় উপস্থিত হলেন অলৌকিক কিছু একটা দেখিয়ে সেই দিনের চ্যালেঞ্জের জবাব প্রদান করতে। আমি পরম সৌজন্যে তাঁদের গ্রহণ করে অলৌকিক নয় বরং লৌকিকভাবে বিষয়টি ফয়সালা করার পরামর্শ দিয়ে একটি বাহাসের প্রস্তাবে তাঁদের রাজী করাতে সক্ষম হলাম। দিনক্ষণ ও স্থান (স্থান ঠিক হলো নয়াসড়কের গির্জা) ঠিক করে তাদের সংগে খ্রীষ্টীয় মডার্ণিস্ট চিন্তাধারার যুক্তিতর্কগুলি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম। বলতে কি আমি এঁদের নেতা বিদ্বান ব্যক্তিটির প্রতি খুবই সম্ভ্রম বোধ করে তাঁর কাছ থেকে আধুনিক ইউরোপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করলাম এবং আমার গোঁড়া ধর্মমত তাদের সংগে বন্ধুত্বের অন্তরায় নয় তাও বোঝাবার সুযোগ সৃষ্টি করলাম। ফলে উল্লিখিত গির্জার অন্যান্য ভিজিটিং পাদ্রী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সংগে বেশ ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হতে লাগলো এবং প্রীতির সম্পর্কই গড়ে ওঠলো। কিন্তু সমগ্র সিলেট এবং অন্যান্য জেলায় এ-সময়ে পাদ্রীদের ধর্ম প্রচারণা এতই আগ্রাসী রূপ ধারণ করে এবং বিষয়টি নিয়ে সিলেটের উলামা ও ধার্মিক ব্যক্তিদের সংগে আমার কার্যকর আলোচনা যে-পর্যায়ে পৌছে তাতে উভয় পক্ষের মাঝে তিক্ততা বেড়েই উঠতে থাকে। নির্ধারিত দিনক্ষণে নয়াসড়কের গির্জায় বিতর্ক সভাটি খ্রীষ্টানদের জন্য হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের পক্ষে থেকে প্রচুর লোক সমাগম হয় সেই সভায় যা গির্জা কর্তৃপক্ষের জন্য বিব্রতকর বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকতে পারে। মরহুম মওলানা

www.amarboi.org

আবদুল হান্নান (মাদ্রাসা-ই-ক্বাসিমুল উলুম, দরগা-ই-শাহজালাল-এর তৎকালীন বিদগ্ধ মুহাদ্দিস) এবং তাঁর দোভাষী হিসাবে আমি সেই বিতর্ক সভায় কুরআন হাদীস ও খ্রীষ্টীয় মডার্ণিস্ট যুক্তিতর্ক দিয়েই তাঁদের পরাস্ত করতে সক্ষম হলাম। সন্ধ্যালগ্ন থেকে রাত ১২-টা পর্যন্ত সেই জনাকীর্ণ তর্কসভায় শ্বেতাংগ ভদ্রলোকগণ লা-জওয়াব হয়ে সভা মুলতবী ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। আরও প্রকাশ্য স্থানে (সোলেমান হল, অর্থাৎ প্রাক্তন জিন্নাহ হল, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট) বাহাস করার সিদ্ধান্ত ও দিনক্ষণের প্রস্তাব গ্রহণ করে আমরা বিদায় গ্রহণ করলাম।

সিলেটের উলামা ও ধার্মিক মুরুব্বিগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কালে খ্রীষ্টান মিশনারীদের দুরভিসন্ধি ও তৎপরতা সম্পর্কে ব্যাপক গণসংযোগ শুরু হলো এবং গ্রাম-গঞ্জে প্রতিরোধ দানা বেধে ওঠলো। এ-প্রতিরোধের ধরন ছিলো মারমুখি; আমি এ-সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলাম সেই প্রচারক-টীমের বিক্ষুব্ধ অবস্থায় আমার বাসায় আগমন উপলক্ষে। তাঁদের সৌজন্য সহকারে বসাতে না বসাতেই তাঁরা বললেন যে প্রকাশ্য স্থানে উন্মুক্ত বিতর্কানুষ্ঠানের চুক্তি তাঁরা বাতিল করতে এসেছেন, কারণ আমাদের আলেমরা নাকি জনগণকে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন যে তাদের দেশী-বিদেশী প্রচারক টীম যেখানেই যাচ্ছে জনতা তাঁদের ধাওয়া করছে, মারপিট করছে ; এদের অনেকেই এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। আমি ঘটনা শুনে দুঃখ প্রকাশ করলাম এবং এরকম হওয়া যে অস্বাভাবিক নয় তাও তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, "আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন বিতর্কের দিনে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের, প্রয়োজনে জেলা প্রশাসনের সাহায্য আমরা চাইবো, তবে বিতর্ক-অনুষ্ঠানে যদি আপনারা একান্তই অসম্মত হন তাহলে আপনাদের অক্ষমতার কথা আমি আমাদের উলামাকে জ্ঞাত করবো। এ-ক্ষেত্রে পদক্ষেপটি আপনাদের পশ্চাদপসরণ হিসাবেই গণ করা হবে।"-আমার বক্তব্যের সূক্ষ্ম ধারাটি সেই চালাক-চতুর তরুণটি অনুধাবন করে আমাদের অসহিষ্ণুতার ওপর কটাক্ষ করে তর্ক করতে উদ্যত হলে আমি কঠোর স্বরে মুর্তাদ হওয়ার জন্য তাকে ধিক্কার দিতে বাধ্য হলাম। এভাবেই সিলেট অঞ্চলে প্রবল ধর্মান্তরকরণের একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলো বলে আমাদের ধারণা জন্মেছে। এ ধারণার পেছনে যুক্তি ও তথ্য আমরা পেয়েছিলাম পরবর্তীকালে। আমরা অবগত হয়েছিলাম, ভারত সহ পাশ্চাত্য-দুনিয়ার বিভিন্ন সক্রিয় মিশন '৭১-সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আমাদের জনগণের ইসলাম পরিত্যাগের উপাত্ত হিসাবে ঠাহর করে বসেছিলো। ফলে আমাদের ধর্মান্তরকরণের দুরাকাঙ্ক্ষায় তারা গোপন ব্লুপ্রিন্ট সহ সরাসরি মাঠে নেমে আসলেন। সত্তরের দশকটিতে তারা প্রচুর মিশনারী পাঠিয়েছেন

www.amarboi.org

এবং প্রভুত অর্থ ঢেলেছেন এ কাজে। বহু নতুন মিশনও স্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। বিদ্যমান মিশনগুলির সম্প্রসারণ ও শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে উল্লিখিত খণ্ড খণ্ড প্রতিরোধ (সিলেটে যেমনটি হয়েছিলো) সত্ত্বেও প্রায় শূন্যের কোঠা থেকে বর্তমানে ধর্মান্তরিত খৃষ্টান-সহ মোট খৃষ্টান জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ০.৩% শতাংশে।

বর্তমানে সরাসরি ধর্ম প্রচারের সাহসী রণকৌশল অবলম্বন না করে এন, জি, ও (বেসরকারী সাহায্য সংস্থা) গুলির মাধ্যমে এঁরা বেশ সাফল্য লাভ করছেন। জনহিতকর কাজে এঁদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি ও প্রশংসা আদায় করাও সম্ভব হয়েছে। জাতীয় সরকারকে বশম্বদকরণের লক্ষ্য চরিতার্থ হলে দূর ভবিষ্যতে এদেশটিকে আরেকটি লেবাননে পরিণত করার পদক্ষেপ আরও কার্যকর হবে বৈকি। আমার মনে পড়েছে ১৯৮৪-তে আমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে আমি খুব আগ্রহভাবে ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি ইহুদীদের সিনাগগ দেখতে গিয়েছিলাম। একজন জার্মান ইহূদী গাইড ছিলেন আমার সংগে। তিনি হয়তো আমার আগ্রহের কথা সিনাগগ কর্তৃপক্ষকে আগেই জানিয়েছিলেন। ফলে আমাকে খুব সম্মান ও সৌজন্যের সংগে গ্রহণ করা হলো। সিনাগগটি নাতিবৃহৎ পরিসরের হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাকে জানানো হলো, এ-জন্যে যে ইসরাইলের রাষ্ট্রনায়কগণ ওয়াশিংটন ডিসিতে পদাপর্ণ করলে এখানেই নাকি এসে প্রার্থনায় মিলিত হন তাঁরা। ওপরতলায় তখন একটি ফাতেহানুষ্ঠান চলছিলো। আমাকে সেখানে নেওয়া হলো। কেউ কেউ হলরুমের ভেতরে আসার জন্য আমাকে বললেন, আমি সবিস্ময়ে গাইডের দিকে তাকালাম, তিনি চোখের ইশারায় উৎসাহিত করলেন। কিন্তু কী করে সম্ভব, প্রার্থনা চলছে, লোকেরা দাঁড়িয়ে শ্লোক পাঠ করছেন, মঞ্চের উপর একটি সুদৃশ্য মেহ্‌রাবে রক্ষিত তাওরাত থেকে পাঠ করছেন একজন রাব্বি, সবাই তাঁর সংগে গাইছেন। সকলের মাথায় খাটো গোল টুপি। চোস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ। প্রবেশ-পথের কাছে আলনায় আরো গোল টুপি সারি সারি রাখা আছে, যাঁরা ঢুকছেন তাঁরা সেখান থেকে টুপি তুলে নিয়ে মাথায় পরে ঢুকছেন। সেমিটিক আদলের আরও দু'একজন ভদ্রলোক আমাকে প্রার্থনায় যোগ দেওয়ার জন্য ভেতরে আহবান করায় আমি রীতিমত বিব্রত বোধ করে নিচে নেমে আসলাম। ভাবলাম কেন আমাকে ওরা ডাকছেন, বিষয় কি? তখন আচমকা আবিষ্কার করলাম-আমি, এই প্রাচ্যদেশীয় মধুরাংগা লোকটিকে ওঁদের চোখে একজন রাব্বি বলেই মনে হচ্ছিলো হয়তো-কেননা আমার মাথায়ও টুপি, আমার আদলটিতেও প্রচ্ছন্ন সেমিটিক ছাপ, আর চিবুকভর্তি ছাটা দাড়ি। ওদের মাঝে দাড়ি রাব্বির মুখেই সার্বক্ষণিক ভাবে থাকে, আর থাকে টুপি। যাই

www.amarboi.org

হোক, আমাকে আমার একজন প্রতিপক্ষ অর্থাৎ অবিকল আমার মতই (তবে তিনি ফর্সা রঙের) বেশভুষা পরিহিত অভিন্ন আদলের দাড়িওয়ালা রাব্বি সাহেব খোশ আমদেদ জানালেন এবং একটি চার্ট খুলে দেখালেন বাংলাদেশে অচিরেই একটি সিনাগগ খোলা হচ্ছে। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর সেই টিপিক্যাল ও ক্লাসিক মুখাবয়বের দিকে। ভাবলাম কী আশ্চর্য সংবাদ! সেই সিনাগগ কোথায় খোলা হয়েছে তা জানি না। তবে 'এ, জি মিশন' ও 'খোদার পথ' নামের দুটি ইহূদী প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি এখানে কাজ করছে বলে জানা যায়। ন্যূনাধিক চারশত বিভিন্ন নামের খ্রীষ্টান, ইহুদী ও হিন্দু সেবামুলক প্রতিষ্ঠান আমাদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও নির্বিকারচিত্ততার সুযোগ নিয়ে প্রচুর অর্থ ও জনসম্পদসহ ধর্মান্তর করনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য তৎপরতায় লিপ্ত। ফলে বৃটিশ-রাজত্বকালের মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ ও জমির উদ্দীনের দুঃসময়ের তুলনায় হালের দুঃসময়ের মাত্রাটি কোনো ভাবেই তো কম কিছু নয়।

সিলেটের ঐ ঘটনাসহ দেশের আরও নানা স্থানে অনুরূপ ঘটনাসমূহের জের, দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্বশী মহলকেও আলোড়িত করে এবং সচেতন উলামা ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের শুভ তৎপরতার সূচনা হয়। সারাদেশে বড় বড় ওয়াজ-নসিহত ও ইসলাম প্রচারের অনুষ্ঠানাদির আয়োজন হতে থাকে। অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাসহ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বিপুল কর্মকাণ্ড নিয়ে অগ্রসর হয়। এভাবে প্রায় অর্ধদশক ব্যাপী এই দেশখণ্ডে ইসলামের তাত্ত্বিক বিকাশের একটি অবকাঠামো গড়ে ওঠে। পত্র-পত্রিকায় মিশনারী তৎপরতা সম্পর্কিত খবরসমূহ ছাপা হয় এবং গণচেতনার প্রসার ঘটে। এমন কি কুরআন-অবমাননার বিরুদ্ধে ১৯৮০ সালে সিলেটের রক্তক্ষয়ী গণ-আন্দোলনে একজন নও মুসলিম শাহাদত বরণ করেন। ফলে বাংলাদেশ যেন শকুনির শ্যেন দৃষ্টির কবল থেকে সাময়িকভাবে রক্ষা পেয়েছে বলে অনুভূত হতে থাকে।

১৯৭৭-এ সিলেটে 'দাওয়াতুল ইসলাম, ইংল্যাণ্ড'-এর সভাপতি জনাব আবদুস সালাম এসেছিলেন; তাঁকে একটি ঘরোয়া সম্বর্ধনা-সভায় মিশনারী তৎপরতা সম্পর্কে আমরা অবহিত করি। তিনি আমার মুখে খৃষ্টানদের সংগে আমাদের মোকাবেলার ঘটনা শুনে বেশ আত্মবিশ্বাসের সংগে ওদের ধর্মগ্রন্থের ঠুনকা ভিত্তিটার ওপরই আলোচনা নিবদ্ধ রাখলেন এবং এই সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বারবার একটি ত্রিত্ববাদ বিরোধী বাইবেল বা গসপেলের কথা আমাদের শুনালেন, যা তাদের প্রচলিত বাইবেলগুলির অসারত্ব নিরূপণে চমৎকার ভাবে সক্ষম। তিনি সিলেট ত্যাগ করে যাবার আগে আমার কাছে সেই গসপেল সহ আরও কিছু মূল্যবান বই পাঠাবেন,

www.amarboi.org

এই আশ্বাস দিয়ে গেলেন।

কিছুদিন পরই করাচীর বেগম আয়েশা বাওয়ানী ওয়াকফের পক্ষ থেকে জনাব বাওয়ানীর একটি কার্ড পেলাম আমি ডাকযোগে, জনাব আবদুস সালামের রেফারেন্স সহ এবং জাহাজে করে একটি বইয়ের চালান আসছে বলে আমাকে জানানো হলো। প্রতীক্ষা করছিলাম, তারপর চালানটি ভিড়লো। চট্টগ্রাম থেকে চালান সংগ্রহ করা হলো। 'গসপেল অব বার্নাবাস', 'দ্য বাইবেল, সাইন্স এণ্ড কুরআন', 'যেসাস, এ প্রফেট অফ ইসলাম', এই তিনটি বইয়ের প্রতিটির শতাধিক কপি লাভ করে আমরা সারা দেশের বিভিন্ন আগ্রহী পাঠকের কাছে বিতরণ করে দিলাম। এ-সব বইয়ের ঘন ঘন চালান আমরা পেয়েছি এবং বর্তমানে যাঁদের কাছে এগুলির কপি আছে সেগুলি বিভিন্ন সূত্রে বিতরণকৃত বলেই অনুমান করা যায়। তিনটি বই-ই আয়েশা বাওয়ানী ওয়াকফের প্রকাশনা; আমরা পরম কৃতজ্ঞতার সংগে বাওয়ানী পরিবারের এই অবদানের কথা স্মরণ করছি। ১৯৮৪-তে আমি করাচীর বাওয়ানী দপ্তরে উপস্থিত হয়ে বইগুলির বিতরণ সম্পর্কে রিপোর্ট দিলাম এবং গভীর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। কিন্তু আফসোস, বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের প্রতিষ্ঠাতা আমার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী ধর্মপ্রাণ বয়োবৃদ্ধ বাওয়ানী সাহেবের সংগে দেখা করা সম্ভব হলো না, কারণ তিনি ইতিমধ্যে জান্নাতবাসী হয়েছেন।

'গসপেল অব বার্নাবাস' হাতে পাওয়ার পর থেকে, বলা যায় এর প্রথম পাঠের পরই আমি অনুবাদের কাজ শুরু করে দেই। মাসিক 'কলম' পত্রিকায় এর প্রথম দুটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো। আগ্রহী পাঠকদের উৎসাহ পেতে থাকলাম। তারপর মাসিক 'পৃথিবীতে ধারাবাহিকভাবে এর প্রকাশ চলেছে এবং তার নিকাশও হয়েছে।

জনাব আখ্‌তার-উল আলম (লুব্ধক) ও জনাব ওসমান গণি (ফারাজি মুনশী) 'দ্যা বাইবেল, সাইন্স এণ্ড কুরআন'-এর পৃথক পৃথক অনুবাদ-কর্ম শুরু করলেন, প্রায় একই সময়ে জনাব আখ্‌তার-উল আলমের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে বের হলো সাপ্তাহিক 'রোববার'-এ এবং জনাব ওসমান গণির অনুবাদ প্রকাশিত হলো মাসিক 'পৃথিবী'-তে। বলা বাহুল্য দু'জনের কাছেই মূলগ্রন্থের সরবরাহকারী আয়েশা বাওয়ানী ওয়াকফের পক্ষ থেকে ছিলাম আমরাই। আখ্‌তার-উল-আলমের অনুবাদটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। যুগান্তকারী এ বইটি পাঠ করার জন্য আমরা সকলকে অনুরোধ করছি।

যে কোনো ভাবেই হোক 'গসপেল অব বার্নাবাস' বর্তমানে বাংলাদেশের পাঠকমহলের কাছে পরিচিত গ্রন্থ। মাসিক 'কলমে' যে দুটি তরজমা-অংশ বেরিয়েছিলো, সেগুলির নাম দিয়েছিলাম 'বার্নাবাসের সুসমাচার।' পরে নাম পাল্টিয়ে 'বার্নাবাসের বাইবেল' রাখা যুক্তিসংগত চিন্তা করে এই নামেই গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

www.amarboi.org

আরবী ও উর্দু ভাষায় 'গসপেল অব বার্নাবাস'-এর অনুবাদ ও গ্রন্থ-প্রকাশ বহু আগেই সম্পন্ন হয়েছে। উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদের প্রয়াসও বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছে বলে শুনেছি, কিন্তু কোনো গ্রন্থ আজ পর্যন্ত এই নাম ও বিষয় নিয়ে আমাদের মাতৃভাষায় প্রকাশিত হয়নি। আমার মত অযোগ্য ও নাদান ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ, বাতিলের মোকাবেলায় এভাবে উদ্বুদ্ধ করায় এবং এই অসামান্য কিতাবের খেদমতে নিয়োজিত রাখায় আমি তাঁর পবিত্র দরবারে কৃতজ্ঞতার শির সেজদাবনত করে রেখেছি। আমার সকল বন্ধুবান্ধব যাঁরা মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে শির উচু করে প্রতিকূল পরিবেশের উত্তাল তরঙ্গে সত্যের তরণী বেয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের কথা আজ সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করছি এবং এ গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে এ-সিলসিলার মহান মুজাহিদ মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর পুতঃ নামের সংগে তাঁদের কথাও উল্লেখ করে আল্লাহ-পাকের দরবারে আমাদের সমকালের সমুদয় প্রয়াসকে নিবেদন করার সুযোগ গ্রহণ করলাম।

উল্লেখ্য যে অনুবাদ-প্রক্রিয়ার সূচনা ও এর ধারাবাহিক প্রকাশ পর্যায়ে মাসিক পৃথিবী সম্পাদক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক জনাব আব্দুল মান্নান তালিবের সাগ্রহ অবদান অবিস্মরণীয়। গ্রন্থপ্রকাশের প্রয়াস চালনা কালে তাঁর সহযোগিতার কথাও আমার পক্ষে ভুলবার নয়। জনাব তালিব একজন নিবেদিতপ্রাণ আদর্শবাদী এবং তাঁর প্রেরণা আমার কাজে অমিত শক্তি যুগিয়েছে, এই কথা আজ মুক্তকণ্ঠে প্রচার করার সময় এসেছে।

গ্রন্থটি অনুবাদের সময় সার্বক্ষণিক তাগিদ দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি আমার অগ্রজপ্রতিম কবি, তওহীদী নান্দনিকতার বলিষ্ঠ প্রবক্তা, আল মাহমুদের নাম। আল্লাহপাক তাঁকে এজন্যে প্রতিদান দিন, এই দোয়া করি।

আমি যখন গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা ক্ষীণ দেখে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম তখন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অমিততেজা ইসলামী ব্যক্তিত্ব জনাব মওলানা মুহীউদ্দীন খান আমাকে সে সংকট থেকে উদ্ধার করলেন এবং এই গ্রন্থের প্রকাশনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে চির ঋণে আবদ্ধ করলেন। এদেশে 'মওলানা মুহীউদ্দীন খান' একটি নাম মাত্র নয় বরং একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি আমার মত তাঁর একজন বন্ধুকে কেবল উৎসাহিত করার জন্যই প্রকাশনার এই দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন তা নয়, আমাদের সমাজের সমকালীন সংকটই তাঁর মত দায়িত্বশীল একজন নেতাকে এ-দায়ভার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি একথাই বিশ্বাস করি।

সবশেষে উল্লেখ করছি আমার পরম স্নেহভাজন তরুণ কবি মুকুল চৌধুরীর নাম। মুকুল, তার কঠোর পেশাগত দায়িত্ব পরিচালনার পাশে এই গ্রন্থের প্রুফ পর্যায়ে যাবতীয় কাজ বলতে গেলে একাই সম্পন্ন করেছেন। এই সূত্রে তাঁকে

www.amarboi.org

সহযোগিতা করেছেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রুফ-রীডার মোহাম্মদ মোকসেদ। এদের কাউকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি নিজেকে দায়মুক্ত মনে করবো না বরং অন্তরের অন্তঃস্থলে এদের সকলের জন্য উচ্চারণ করছি এই দোয়া-জাযাক আল্লাহ! জাযাক আল্লাহু খাইরা ফিদ দারাঈন। আমীন। আমীন।

গোনাহগার
আফজাল চৌধুরী

দরগা-ই-শাহজালাল (র)
সিলেট শরীফ
১লা রমজান ১৪১৩ হিজরী

www.amarboi.org

গ্রন্থ-প্রসঙ্গ

ওল্ড ও নিউ টেষ্ট্যামেন্টের এবং কুরআন মজীদের যে কোনো উৎসুক পাঠকের জন্যে সর্বোত্তম কথা এই নয় কি যে ঈসা (আ)-র সাথী বার্নাবাসের বাইবেল দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আবার জগৎবাসীর সামনে প্রকাশিত হয়েছে? পরাক্রান্ত খ্রীষ্টান যাজকতন্ত্র যে বইটিকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে গিয়ে এর প্রচার ও পঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলো, কিন্তু পোপের ফতওয়া ভেদ করে যে-বইটি পুনরায় মানুষের বিবেকের দুয়ারে উপস্থিত হয়ে তার সত্তায় বিস্ফোরণ তুলেছে-জ্ঞানচর্চার জগতে এর তুলনা পাওয়া কি সম্ভব? কিন্ত কে এই বার্নাবাস ? ম্যাথুএলুক, যোহন ও মার্কের কোনো বাইবেলেই তো এই ভদ্রলোকের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে চতুর্থ অধ্যায়ের দশ নম্বর শ্লোকে কলোসিয়ান্থদের প্রতি নিবন্ধে একজন বার্নাবাসের উল্লেখ আছে। ইনিই কি তিনি? হ্যাঁ ইনিই তিনি কিন্তু তিনি কে? সন্ত পলের সহচররূপে একজন বার্নাবাসকে আমরা জানি, কিন্তু? ....?

এই 'কিন্তু থেকেই আলোকরোজ্জ্বল পথের সূচনা সম্ভব। বাতিল গ্রন্থরূপে এইবার একে বিচার করার জন্যে ম্যাথু, লুক, মার্ক ও যোহনের পাশাপাশি বার্নাবাসের বিবরণও তো পড়তে হয়। Non canonical Bible রূপে বার্নাবাসের যেটুকু প্রাপ্য, পাঠকের মনযোগ ঠিক ততটুকুই দরকার, তারপর? হ্যা, তারপর যদি এ বইয়ের নিজস্ব শক্তি কিছু না-ই থাকে, তবে আর এর পৃষ্ঠগুলি উল্টানোর কী প্রয়োজন? ভিয়েনার ইম্পেরিয়্যাল লাইব্রেরীর প্রাচীন ইতালীয় পাণ্ডুলিপি থেকে অনুবাদ ও সম্পাদনা করে 'দ্যা গসপেল অব বার্নাবাস' নামে ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন লনসডেল ও লোরা র‍্যাগ নামক দুই পণ্ডিত ব্যক্তি। গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর খ্রীষ্টীয় ধর্মমণ্ডলীতে মহাবিতর্কের আশু সম্ভাবনা দেখে বইটির প্রায় সকল কপিই কৌশলে বিনষ্ট করা হয়। ইংল্যাণ্ডের জাতীয় গ্রন্থশালায় রক্ষিত একটি দুর্লভ কপি থেকে পরবর্তীকালে এই গ্রন্থের দুনিয়াব্যাপী প্রচার ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন একটি মুসলিম দাতা প্রতিষ্ঠান। ফলে বার্নাবাসের গসপেল একটি অন্যতম মহান গ্রন্থরূপে আজ জগৎবাসীর সামনে প্রতিভাত। প্রশ্ন জাগে, তবে হযরত ঈসা (আ)-র পুনরাবির্ভাবের কাল কি অত্যাসন্ন? তবে কি তাঁর সম্পর্কিত বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে তাঁর উম্মাহ্ মুক্তি লাভ করবে? অপবিত্র শির্ক থেকে তাঁর ভক্ত-চিত্তের নিষ্ক্রান্তি-সম্ভাবনা কি এই বইয়ের মাধ্যমেই দ্রুত নিষ্পন্ন হতে যাচ্ছে?

বইয়ের প্রাথমিক সূচনা অংশে যে কটি অধ্যায় রয়েছে যার প্রতিপাদন মুসলিম

www.amarboi.org

পাঠকের কাছে প্রক্ষিপ্ত বলে গণ্য হবে। এ অধ্যায়গুলিতে বার্নাবাস তৎকালের প্রচলিত ঘটনাই লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে হযরত মরিয়ম (আ)-এর স্বামী গ্রহণ, সন্তান প্রসবের বৃত্তান্তগুলি কুরআন-হাদীসের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একজন মুসলিম পাঠক বিরক্তও হতে পারেন এই ভেবে যে হায় আল্লাহ, এতেও এসব আজগুবি গল্প? তবে সামান্য খেয়াল করলেই অবশ্য তিনি লক্ষ্য করবেন যে এসব কথা বার্নাবাসের নিজের নয়। নবী (আ)-এর সঙ্গে বিচরণশীল অবস্থায় তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন, সে সব কথা, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাবে লেখা এবং সেগুলিতে চমৎকার ধারাবাহিকতা রক্ষিত। সুতরাং প্রাক-তথ্য -বহুল প্রথম অধ্যায়গুলি কিংবদন্তির সংকলনরূপে "কথিত আছে", "বলা হয়ে থাকে" জাতীয় বিবরণের সঞ্চয়ন মাত্র। প্রথমে তিতা ও পরে মিঠার জন্য মুসলিম পাঠক তৈরী থাকতে পারেন।

একজন খ্রীষ্টান পাঠকের জন্য এ অংশ যদিও রুদ্ধশ্বাসের সৃষ্টি করবে তবু কিছু কিছু প্রচলিত বিশ্বাস তাকে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে এবং পরিণামে তিনি শাশ্বত সত্যোপলব্ধিতে উপনীত হয়ে ধন্য হবেন, মিথ্যার ওপর তিনি বিজয়ী হবেন বলে আশা করা যায়।

অবশ্য একথাও ঠিক যে মূল ইতালীয় পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত ও অনূদিত এই 'গসপেল অব বার্নাবাস' এমন কোনো আচানক ও অখ্যাত গ্রন্থ নয় যে এর নাম উচ্চারণ মাত্রই আমরা অবিশ্বাসের খাদে গড়িয়ে পড়বো। আসলে পশ্চিমা দুনিয়ার কাছে গৃহীত বর্তমান বাণী-চতুষ্টয়ের পাশে এই গসপেলের কৌলিন্য কোনো অংশেই ন্যূন নয়। "সিওডেপিগ্রাফা "(Pseudepigrapha --Gr, : Things falsely ascribed ; Uncanonical writings of a biblic type, usually of spurious date and authorship--The Coulmbia Encyclopedia) অর্থাৎ পশ্চিমা চার্চসমূহ কর্তৃক অস্বীকৃত বা অগ্রাহ্য কিন্তু অত্যন্ত প্রাচীন দলিল হিসাবে এই গসপেলের নাম খ্রীসেনডামে উচ্চারিত হয়েছে সর্বদা। হিব্রু, আরামিক, গ্রীক, সিরিয়াক, ইথিওপীয় ও কপ্টিক ভাষায় এই সিওডেপিগ্রাফ জাতীয় বহু হিব্রু ও খ্রীষ্টীয় দলিল ধর্মীয় সাহিত্যিরূপে এখনো মওজুদ রয়েছে। আর. এইচ. চার্লস্ প্রণীত The Apocropha and Pseudepigrapha of the Old Testament (১৯১৯), সি সি, টরে প্রণীত The Apocryphal literature (১৯৪৫), আর, এইচ. চার্লস্ ফেইফার প্রণীত History of New Testament Times (১৯৪৯), নাহমান আভিগাদ ও ঈগীল ইয়াভিন প্রণীত A Genesis Apocryphon (১৯৫৬) প্রভৃতি ক্রমশ প্রকাশিত গবেষণা পুস্তকগুলি এ জাতীয় বিভিন্ন গসপেল নিয়ে

www.amarboi.org

তুলনামূলক আলোচনা নিষ্পন্ন করেছে। তার ফলে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা খ্রীষ্টবাদের সূচনাকালেই যে কী-রূপ দূরতিক্রম্য হয়ে উঠেছিলো, তা আজ সহজে অনুধাবন করা যায়। পশ্চিমারা যে-সব গসপেলকে নাকচ করেছে তার মাঝে অন্যতম হলো 'গসপেল অব মিকেমেডাস', 'প্রটেভেনজেলিয়াম অব জেম্‌স', 'গসপেল অব থমাস', 'গসপেল অব টুয়েলভ এণ্ড গসপেল অব ঈজিপ্সীয়ানস্‌', 'গসপেল অব সেন্ট ক্লিমেন্ট (ফার্স্ট)', 'গসপেল অব পলিকার্প' প্রভৃতি। এমন কি পল ও ইগনেশিয়াসের নামেও গসপেল চালু হয়েছিলো। তবে এসব যাবতীয় সকল গসপেলের মাঝে তৌরাৎ ও যুবরের সঠিক ঐতিহ্যে 'গসপেল অব বার্নাবাস'-এর পরিচিতি বিশ্বাব্যাপী ধর্মীয় চিন্তাজগতে নতুন ভাবনার সঞ্চার করেছে। "An epistle of 1st cent. denouncing the reaction towards Judaism in Christian Circles is ascribed traditionally to St. Barnabas." বার্নাবাসের বাণীর এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য রয়েছে কলাম্বিয়া বিশ্বকোষে। বাইবেলের 'প্রেরিত' অধ্যায়ে বার্নাবাস সম্পর্কিত পরিচিতি হলো নিম্নরূপঃ

হযরত ঈসা (আ)-র অন্তর্ধান হওয়ার পর বিশ্বাসী ভক্তমণ্ডলী তাঁর সম্পর্কিত সুসমাচার সর্বত্র প্রচার করতে লাগলেন। এতে ইহুদী নেতৃবৃন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে খ্রীষ্টানদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করলেন। স্তেফান নামক একজন নেতৃস্থানীয় খৃষ্টানকে ইহূদীরা প্রকাশ্যে হত্যা করলো। আর খ্রীষ্টানদের প্রতি এই নির্যাতন প্রক্রিয়ায় পল নামক এক অত্যুৎসাহী ব্যক্তি ছাড়িয়ে গেলেন সবাইকে। পল বিশ্বাসী ভক্তগণকে ঘরে ঘরে তালাশ করতে লাগলেন এবং অসহায় নারী-পুরুষকে ধরে পাকড়াও করে জেলে পুরতে লাগলেন। এমনকি দূরান্তরে খ্রীষ্ট মতবাদ ছড়িয়ে পড়ছে, এই বাস্তবতাকে রুখতে গিয়ে তিনি প্রধান ধর্মযাজকের ফরমান নিয়ে দামেশকের পথ ধরলেন সেখানেও তাদের নির্যাতন করার জন্যে। কিন্তু মাঝপথে তিনি নাকি ঈসার অলৌকিক দীপ্তি অনুভব করলেন এবং লোমহর্ষক আধ্যাত্মিক রশ্মিপাতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেল। তিনি অন্ধ ও অভিভূত অবস্থায় দামেশকে আসলেন এবং এখানে থাকা কালে আনানিয়াস নামক একজন ভক্ত খ্রীষ্টানের হাতে বায়েত হলেন। বায়েত হওয়ার পর তাঁর অন্ধত্ব ঘুঁচলো। নবদীক্ষিত পল দামেশকের সিনাগগে (ইহুদীদের প্রার্থনাগৃহ) গিয়ে খ্রীষ্ট সম্পর্কিত সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর এ রূপান্তরে সবাই চমৎকৃত হলো এবং ইহুদী নেতারা বড় প্রমাদ গনলেন। দামেশকে তাঁর বিপক্ষে ইহূদীদের ষড়যন্ত্র শুরু হলো। তিনি সে নগর ত্যাগ করে জেরুসালেমে প্রত্যাবর্তন করলেন। এখানে ফিরে এসে তিনি বিশ্বাসী ভক্তমণ্ডলীর সাথে মিলিত হতে সচেষ্ট হলেন কিন্তু জেরুসালেমের খ্রীষ্টানমণ্ডলী জালিম পল-এর এই চেষ্টাকে

www.amarboi.org

কোনো নতুন অভিযান-কৌশল মনে করে সভয়ে তাঁর নাগাল থেকে দূরে সরে রইলেন। এ সঙ্কটাবস্থায় প্রথম যিনি তাঁকে উদ্ধার করলেন তিনি হচ্ছেন স্বয়ং বার্নাবাস। বার্নাবাস ছিলেন একজন সাইপ্রিয়ট এবং প্রচারক মার্ক-এর আত্মীয়। বার্নাবাস অনুতপ্ত পলকে নিয়ে খ্রীষ্টানমন্ডলীর মাঝে উপস্থিত হয়ে তাঁর নব ধর্মজীবন সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করলেন। বার্নাবাসের বক্তব্যে আশ্বস্ত হয়ে খৃষ্টানমণ্ডলী পলকে নিজেদের মাঝে গ্রহণ করে নিলেন।

মহামতি স্তেফানের শাহাদতের পর নিদারুণ নির্যাতনের মুখে যে খ্রীষ্টানগণ দূরান্তরে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের সংস্পর্শে সুদূর গ্রীস, ফিনিসিয়া, সাইপ্রাস, এন্টিওক প্রভৃতি স্থানে সুসমাচার ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং পরজাতীয়দের মাঝেও অনুকূল সাড়া জেগেছিলো। জেরুসালেমের চার্চ এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহামতি বার্নাবাসকে এন্টিওকে পাঠালেন নবদীক্ষিতগণকে সাহায্য করার জন্যে। বার্নাবাস এন্টিওকে এসে সফলকাম হলেন এবং উদ্দীপনার সঙ্গে মানুষকে সত্যের দিকে আহবান করতে লাগলেন। ["Barnabas was a kindly person, full of holy spirit and strong in faith," (Act 11.24)] ফলে দলেদলে এন্টিওকের জনসাধারণ তাঁর কাছে দীক্ষিত হতে লাগলেন।

অতঃপর পল-এর সন্ধানে বার্নাবাস গেলেন টারমাস-এ। সেখান থেকে পলকে উদ্ধার করে তিনি এন্টিওকে নিয়ে আসলেন এবং দুজনে একত্রে পুরা এক বছর রইলেন সেখানে। দুজনের পরম উৎসাহে, প্রচার ও দীক্ষাদানকর্মে এন্টিওকবাসী খ্রীষ্টমতবাদ গ্রহণ করলেন। এ-অবস্থার ফলে ইতিহাসে এন্টিওক থেকেই বিশ্বাসিগণ প্রথম "খ্রীষ্টান" নামে অভিহিত হতে লাগলেন।

বার্নাবাস ও পল-এর মাধ্যমে এন্টিওকবাসীরা জেরুসালেমের খ্রীষ্টানদের জন্যে দুর্ভিক্ষের বছরগুলিয় ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তী বছরগুলিতে রাজা হেরোদ আবার খ্রীষ্টানদের নির্যাতন শুরু করেন এবং কিছু দিনের মাঝেই অভিশপ্ত ভাবে মারা যান। ফলে খ্রীষ্ট মতবাদ নির্যাতন উৎরিয়ে পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বার্নাবাস ও পল এ সময়ে জেরুসালেমে এসে চার্চের কাজ শেষ করেই পুনরায় যোহন ও মার্ককে নিয়ে এন্টিওকে প্রত্যাবর্তন করেন।

এন্টিওকের চার্চের পরিচালনায় এ সময় বার্নাবাস ও পল-এর সহকর্মী ছিলেন সাইমন, মোনাহেম ও লুসিয়াস। এ সময় পবিত্র-আত্মার অলৌকিক নির্দেশে বার্নাবাস ও পল বন্ধুদেরকে এন্টিওকে রেখে নিজেরা সিলুকিয়াতে গমন করলেন। সিলুকিয়া দ্বীপ থেকে উভয়ে পেফস্ নগরে গেলেন এবং সেখানে নানাবিধ অলৌকিক কর্ম সমাধা করে তুরস্কে উপনীত হলেন। তুরস্কের পিসিডিয়া প্রদেশের এন্টিওক নগরে

www.amarboi.org

গিয়ে তাঁরা জনতার মাঝে সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। কিন্তু ইহূদীদের ষড়যন্ত্রে সেখান থেকে বহিস্কৃত হয়ে তাঁরা আইকনিয়াম নগরে উপনীত হলেন। স্থানীয় ইহূদীদের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করে তাঁরা সেখানে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত করলেন। পর লাইকনিয়া, লিষ্ট্রা, ডারবি নগরত্রয়ে উপনীত হয়ে বহু অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করে প্রচার কার্য চালাতে লাগলেন। লিষ্ট্রাতে অবস্থানকালে একজন খঞ্জ ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করায় পৌত্তলিক অধিবাসীরা বার্নাবাসকে দেবতা-জুপিটার ও পলকে দেবতা-মার্কারী বিবেচনা করে উভয়কে পশু-বলি-উপচারে পূজা করতে উদ্যত হলে এইরূপ গর্হিত নরপূজা থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে তাঁরা তারস্বরে খাঁটি একেশ্বরবাদ প্রচার করতে লাগলেন। কিন্তু কথা কে শোনে! অথচ দিনকয় পর (আনাতোলিয়ার) এন্টিওকের ইহুদীরা এসে স্থানীয়দেরকে দুজনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললো। ফলে মত্ত জনতা পলকে পাথর নিক্ষেপ করে মৃতবৎ নগরের বাইরে নিক্ষেপ করলো। বার্নাবাস ও পল তখন ডারবি নগরে প্রবেশ করলেন। এভাবেই তুরস্কের এই অঞ্চলসমূহে প্রচারকার্য শেষ করে তাঁরা পুনরায় জাহাজ যোগে এন্টিওকে প্রত্যাবর্তন করলেন। এখানে দীর্ঘদিন চার্চ সংগঠনের কাজে লিপ্ত থাকার পর পলের প্রস্তাব অনুসারে বার্নাবাস পুনরায় তুরস্কে যেতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু মার্ক-এর সহযাত্রী হওয়ার প্রশ্নে উভয়ে দ্বিমত পোষণ করে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন এবং মার্ককে সাথে নিয়ে বার্নাবাস তুরস্কের বদলে সাইপ্রাস গমন করলেন।

পল-এর সঙ্গে বার্নাবাসের এই বিচ্ছিন্নতা পরবর্তীকালে খৎনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আরো প্রকট রূপ ধারণ করে। এক পর্যায়ে গালাতীয় অধ্যায়ে পিটার ও বার্নাবাস উভয়কেই পল মোনাফেক বলে অভিহিত করেন (গালাতীয়-১১-১৩)। এভাবেই খ্রীষ্টমতবাদে বৌদ্ধদের হীনযান-মহাযান সুলভ দ্বন্দ্বের অবতারণা ঘটে এবং পল-এর বিদআত-পন্থা পিটার-বার্নাবাসের মূল শিক্ষার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। পরবর্তী অধ্যায়ে পল-এর দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে পাশ্চাত্যে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে বাইবেলে সেসব কাহিনী বলা হয়েছে। গ্রীক ও রোমক পৌত্তলিক ঐতিহ্যে সঙ্গতিশীল হয়ে পল-এর বিদআতী মতবাদ খ্রীষ্ট ধর্মকে ত্রিত্ববাদে রূপান্তরিত করে ঈসা (আ)-র আসল প্রচারকদের ভাবমূর্তিকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়। ফলে সমসাময়িককালেই বার্নাবাস প্রমুখের গসপেল পাশ্চাত্যে অগ্রাহ্য হয়। অথচ সত্য কথা এই যে, পল ঈসা (আ)-এর আদৌ কোনো শিষ্য ছিলেন না বরং বিশ্বাসীদের জন্যে ছিলেন এক মারাত্মক উপদ্রব বিশেষ। প্রথম শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই খ্রীষ্টান ধর্ম ছদ্ম-পৌত্তলিকতার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে বিপথগামী হয়-কিভাবে তা হয়, সেই করুণ

www.amarboi.org

ইতিহাসের সমুদয় উপকরণ বার্নাবাসের গসপেলেই বিদ্যমান বলে, বিশ্বের বর্তমান এই মারাত্মক ক্রান্তিকালে এই গ্রন্থের উপযোগিতা বিচারের ভার সহৃদয় পাঠকবর্গের ওপরই ন্যস্ত করা হলো।

আমার শুধু মনে হয় সে সেন্ট বার্নাবাসের বাণী যদি খ্রীষ্টজগৎ গ্রহণ করতো তবে মানব জাতির সভ্যতা ও ইতিহাসের রূপ হতো ভিন্ন। এক মহামিলনের সঙ্গীতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের গভীর অন্তরাশেলষে মানুষের সাফল্য ও বিজয় অনেক বেশী সুনিশ্চিত হতো।

-অনুবাদক

www.amarboi.org

বার্নাবাসের বাইবেল

ইতালীয় পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত
ইনজীল কিতাব

প্রচলিত বাইবেলসমূহের খণ্ডনে
একটি জীবন্ত দলিল

www.amarboi.org

www.amarboi.org

মসীহ্ নামে অভিহিত আল্লাহ্ তায়ালার নতুন নবী ঈসার সত্যময় বাণী যা তাঁর সাথী ও দূত বার্নাবাস কর্তৃক বর্ণিত

মসীহ নামে অভিহিত নাসারতের ঈসার দূত বার্নাবাস পৃথিবীবাসী সকলের শান্তি ও সান্ত্বনা কামনা করছেন এবং এই মর্মে ঘোষণা দিচ্ছেন যেঃ

মহান ও কুদরতময় আল্লাহ্ নিকট অতীতের দিনগুলিতে তাঁর নবী ঈসাকে আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন এবং তখন অলৌকিক ঘটনাবলী (মুজিযা) ও শিক্ষা উপস্থাপিত হচ্ছিলো; কিন্তু আজ তার প্রতিক্রিয়াতে অনেকেই শয়তান কর্তৃক প্রতারিত হয়ে বর্তমানে ধার্মিকতার নামে অত্যন্ত অধার্মিক মতবাদসমূহ প্রচার করছেন, যথা— ঈসা আল্লাহর পুত্র; আল্লাহর নির্দেশিত চিরস্থায়ী আহকাম খৎনা রদ করে দিয়ে অপবিত্র মাংসাহার এঁরা জায়েয করে দিচ্ছেন। আমি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে উল্লেখ করছি যে স্বয়ং পলও এমনি একজন প্রতারিত ব্যক্তি, যে-কারণে আমাকে সেই সমস্ত সত্যবাণী লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে যা আমি স্বকর্ণে শুনেছি এবং সেই সকল ঘটনা যা ঈসার সঙ্গে থেকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি শুধু এই জন্যই যে অন্যেরা মিথ্যাচার থেকে রক্ষা পাবে, শয়তান কর্তৃক প্রতারিত হবে না এবং আল্লাহর বিচারাদালতে অপরাধী হয়ে নিশ্চিহ্নও হবে না। সাবধান, সেই সমস্ত প্রচারক থেকে, যারা এই গ্রন্থের বিপরীত ও বাড়তি নতুন কথা শোনাতে আসে— অনন্ত কালে যাঁরা আত্মরক্ষা করতে চান, তাঁদের প্রতি এই হচ্ছে আমার সাবধান-বাণী।

মহান আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হোন এবং শয়তান ও প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে আল্লাহ্ সকলকে রক্ষা করুন। আমীন।

১। নিম্নোক্ত প্রথম অধ্যায় পবিত্র কুমারী মরিয়মের প্রতি ফেরেশতা জিবজাইল কর্তৃক পরিবেশিত ঈসার জন্ম সম্পর্কিত সুসংবাদঃ

ফেরেশতা জিবরাইল ইতিপূর্বের বৎসরগুলিতে ইয়াহুদা গোত্রের দাউদ বংশোদ্ভূত মরিয়ম নাম্নী কুমারী কন্যার সমীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই কুমারী কন্যা অতীব পবিত্র জীবন যাপনে, ত্রুটিমুক্ত ও কলংকহীনারূপে, নিঃসঙ্গ পরহেজগারিতে সময় ব্যয় করতেন। একদা তাঁর কামরায় জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে-"আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন হে মরিয়ম!" বলে সালাম পেশ করলেন। একজন ফেরেশতার অলৌকিক উপস্থিতিতে সেই কুমারী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতেই স্বর্গীয় দূত তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ভয় নেই মরিয়ম! কেননা মহান আল্লাহ্ আপনাকে অনুকম্পা করেছেন এবং একজন নবীর জননী হওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন, যে-নবী ইসরাইলের লোকদের প্রতি

www.amarboi.org

প্রেরিত হবেন, যেন এই সম্প্রদায়ের লোকেরা হৃদয়ের সততা নিয়ে ঐশী শরীয়তের পাবন্দ হতে পারে।"— কুমারী উত্তরে বললেন, "কিন্তু আমি কোনো পুরুষের সংস্পর্শে যাইনি, কি করে আমি সন্তানের জন্ম দেবো?" ফেরেশতা শুধালেন, "হে মরিয়ম! যে স্রষ্টা মানুষ ছাড়াই প্রথম মানুষের সৃষ্টি করলেন, তিনিই আপনার মধ্য থেকে মানুষের সংস্পর্শ ছাড়াই মানুষ সৃষ্টিতে সক্ষম, কেননা তাঁর কাছে অসম্ভব কিছুই নেই।"— মরিয়ম উত্তর করলেন, "আমি জ্ঞাত যে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, সুতরাং তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"— ফেরেশতা শুধালেন, "তাহলে এখন আপনি অন্তঃসত্তা। যে-নবী আপনার গর্ভে তার নাম হবে ঈসা এবং তাঁকে আপনি শরাব ও অন্যান্য ঝাঁঝাল পানীয় থেকে মুক্ত রাখবেন, অপবিত্র কোনো মাংস খাওয়াবেন না, কেননা এই শিশু যে আল্লাহর একজন পবিত্র বান্দা।" — মরিয়ম বিনয়াবনত শিরে জবাব দিলেন, "আল্লাহর বাঁদীকে অবলোকন করুন, যেন এই সকল প্রত্যাদেশ যথাযথ ভাবেই পালিত হয়।"— ফেরেশতা গায়েব হলেন এবং কুমারী মহান আল্লাহর পবিত্রতা গাইতে লাগলেন, "হে আমার সত্তা, আল্লাহর মাহাত্ম্য দেখ! হে আমার আত্মা, উদ্বুদ্ধ হও আল্লাহর স্মরণে, যাঁর যিকিরেই তোমার মুক্তি। তিনি তো এই দাসীর হীনতাকে এতই মূল্য দিয়েছেন যে আমার প্রতি অতঃপর সালাম জানাবে মর্তবাসিগণ এবং সর্বশক্তিমানের দয়ায় আমি বিপুল মর্যাদার অধিকারিণী, তাই সমস্ত প্রশংসাই আমার প্রতিপালকের। যারা প্রভুকে ভয় করে তাদের বংশ-পরম্পরায় তাঁর দয়া বিস্তার লাভ করে। আর যে গর্বিত তিনি তার বাহুকে স্ফীত করে আপন কল্পনাবৃত্তির অহংকারেই তাকে নিক্ষেপ করেন। শক্তিমানকে আসনচ্যুত করে তিনি অসহায়কে ওপরে তোলেন। ক্ষুধার্তকে উত্তম দানে তুষ্ট করেন যখন ধনশালীকে তিনি শূন্য হাতে রাস্তায় হাঁকিয়ে দেন। তবে ইবরাহীমের প্রতি ও তাঁর সন্তান-কুলের প্রতি প্রভু যা ওয়াদা উচ্চারণ করেছিলেন, চিরদিন তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রয়েছে।"

২। কুমারী মরিয়মের গর্ভসঞ্চার সম্পর্কে ইউসুফের প্রতি জিবরাইল-এর হুঁশিয়ারীঃ

মহান প্রভুর ইচ্ছা অবগত হয়ে মরিয়ম ইউসুফ নামক আপন বংশোদ্ভূত একজন সৎ মিস্ত্রীকে নিজের জীবন-সাথী করে নিলেন। ইউসূফ ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু, নীতি-নিষ্ঠ ও নামাজ-রোজাগোজার এক ব্যক্তি। গর্ভসঞ্চারে সন্দিগ্ধ ও কুপিত হয়ে সমাজ যাতে মরিয়মকে লোষ্ট্রাঘাতের শাস্তি দিয়ে না বসে সেজন্যে তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

একজন মনোমত সঙ্গী লাভ করার পর মরিয়ম তাঁর কাছে অনুরূপ এই স্বর্গীয় ব্যবস্থাপনার কথা প্রকাশ করলেন।

www.amarboi.org

একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরূপে ইউসুফ কিন্তু মরিয়মকে গর্ভবতী দেখে আল্লাহর ভয়ে তাঁকে তালাক দেয়ার কথা ভেবে বসলেন। তখন একদা নিদ্রিত অবস্থায় একজন ফেরেশতা তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, "হে ইউসুফ, তুমি কেন তোমার স্ত্রী মরিয়মকে দূরে সরাতে চাইছো? জেনে রাখো, যা-কিছুই মরিয়মের ক্ষেত্রে হয়েছে তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই। এই কুমারী একজন পুত্র প্রসব করবেন, যাঁকে তুমি ঈসা নামে ডাকবে। তাঁকে মদ ও অন্যান্য ঝাঁঝাল পানীয় এবং অপবিত্র মাংস থেকে পবিত্র রাখবে, কেননা ইনি যে মাদারজাত আল্লাহর এক পবিত্র বান্দা, বনি-ইসরাইলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর নবী। ইয়াহুদাকে ধর্মনিষ্ঠ করে বনি-ইসরাইলকে আবার মূসার কিতাবের বিধান অনুযায়ী আল্লাহ-পাকের শরীয়তের অনুসারী করার জন্যেই ইনি প্রেরিত হচ্ছেন। অসামান্য শক্তি নিয়ে তিনি আসছেন, আর এ-খোদাদাদ শক্তিতে মহান মু'জিযাসমূহ ঘটাবেন তিনি, যার ফলশ্রুতি বহু লোকের নাজাতের কারণ হবে।"

ঘুম থেকে জেগে উঠে ইউসুফ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। অতঃপর পূর্ণ সততার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করে আমৃত্যু মরিয়ম-এর সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করলেন।

৩। আল্লাহর স্তুতিবন্দনামুখে ফেরেশতাদের আগমনসহ ঈসার চমকপ্রদ জন্ম বৃত্তান্তঃ

রোম সম্রাট অগাস্টাস সীজারের এক ডিক্রি বলে ঐ সময় ইয়াহুদায় রাজত্ব করতেন হেরোদ এবং আন্নাস ও কেয়াফাসের যাজকতন্ত্রের প্রশাসক ছিলেন গভর্ণর পীলাত। অগাস্টাস সীজারের ফরমান অনুসারেই গোটা সাম্রাজ্যে শুমারী প্রথা চালু ছিলো যে কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ প্রদেশে গিয়ে আপনাপন গোত্রের নামে সরকারী ফর্দভুক্ত প্রজারূপে গণ্য হচ্ছিলেন। সীজারের এই ডিক্রি অনুযায়ী নিজেকে ফর্দভুক্ত করার জন্যে ইউসুফ তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্তা মরিয়মকে নিয়ে গ্যালিলী অঞ্চলের নাসারত শহর ত্যাগ করে বাইতুল-লাহামে গেলেন, কেননা- দাউদ-এর বংশধারার লোকদের বাসভূমিরূপে এটি ছিলো তাঁদের নিজস্ব শহর। ইউসুফ ক্ষুদ্র শহর বাইতুল-লাহামে গিয়ে দেখলেন, অধিবাসীরা অধিকাংশই বহিরাগত, যাদের কাছে তাঁর আশ্রয় পাবার সম্ভাবনা নেই। তাই, শহরতলীতে রাখালদের জন্যে নির্মিত সাধারণ ছাউনিতে তিনি অবস্থান করতে লাগলেন। ইউসুফের সেখানে অবস্থানকালেই মরিয়মের প্রসবকাল পূর্ণ হয়ে আসলো। ওই সময় এক দীপ্তি আসন্ন প্রসবার ওপর বিকীর্ণ হতে লাগলো এবং তিনি গর্ভযন্ত্রণা ছাড়াই সন্তান প্রসব করলেন। কিন্তু সেই ছাউনিতে কোনো আলাদা কামরা না থাকায় মা তাঁর শিশুকে কাঁথায় জড়িয়ে বাহুবেষ্টন থেকে একটি গামলায় শুইয়ে দিলেন। খোদাভীরুদের জন্যে অভয়বাণী উচ্চারণ

www.amarboi.org

করে আল্লাহর স্তুতি গাইতে গাইতে এ সময় বহু ফেরেশতা সানন্দে সেই ছাউনিতে নেমে আসলেন। ইউসুফ ও মরিয়ম এই শুভ আবির্ভাবের জন্যে আল্লাহর প্রশংসা-রব উচ্চারণ করে মহা খুশিতে শিশুকে লালন করতে লাগলেন।

৪। ফেরেশতাগণ কর্তৃক রাখালদের মাঝে ঈসার জন্মবার্তা প্রচার এবং রাখালগণ কর্তৃক তাঁর সন্ধান লাভ ও সেই সংক্রান্ত রটনাঃ

ওই সময় দেশাচার অনুযায়ী রাখালগণ মেষপালের তত্ত্বাবধান করতো। আর কী আশ্চর্য যে এইরূপ এক রাখালের দল সহসা স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠলো এবং সেই আলোকপুঞ্জ থেকে আল্লাহর নামে অভয়বাণী উচ্চারণ করতে করতে নির্গত হলেন এক ফেরেশতা। ফেরেশতার এইরূপ উপস্থিতি ও আলোকপুঞ্জের উদ্ভাসনে স্বভাবতই রাখালেরা ভীত ও বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাই, প্রভুর সেই দূত তাদের এই বলে সান্ত্বনা দিলেন, "দ্যাখো, আমি এক মহানন্দ বার্তা রটনা করছি, কেননা দাউদের শহরে আল্লাহর নবীরূপে এক শিশুর জন্ম হয়েছে যিনি বনি-ইসরাইলের জন্যে হবেন মহা নাজাতের কারণ। সেই শিশুকে তাঁর মায়ের কাছে পাবে গামলাতে শায়িত অবস্থায়— যাঁর মুখে শুনতে পাবে আল্লাহর প্রশংসাকীর্তন।" আর ফেরেশতা যখন এসব বলছিলেন, তখন সদিচ্ছাপূর্ণ লোকদের জন্যে শান্তিবার্তা মুখে আল্লাহর প্রশংসাধ্বনি উচ্চারণ করে আরো বহু ফেরেশতা সেখানে অবতীর্ণ হলেন। ফেরেশতাগণ অন্তর্হিত হওয়ার পর রাখালেরা পরস্পরকে বললেন, "আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে যা ঘোষণা করলেন, এসো সে অনুযায়ী আমরা বাইতুল-লাহামে যাই।"— রাখালগণ বহুল সংখ্যায় বাইতুল-লাহামের শহরতলীতে এসে ভিড়লেন এবং ফেরেশতাদের বাক্য অনুযায়ী শিশুকে গামলায় শায়িত অবস্থায় পেলেন। তাঁরা যা শুনেছেন ও দেখেছেন সে-সব বৃত্তান্ত উল্লেখ করে জননীকে বিবিধ উপঢৌকন দিয়ে তাঁরা নবজাতকের প্রতি আদব আরয করলেন। মরিয়ম এবং সেই সাথে একই ভাবে ইউসুফও সকল কথা মনে গেঁথে রাখলেন এবং আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। যে মহান দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা হলো সে-কথা সর্বত্র ঘোষণা করে রাখালেরা নিজেদের মেষপালের কাছে ফিরলেন। আর তাতে করে ইয়াহুদার সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে এক অলৌকিক ভীতি ছড়িয়ে পড়লো এবং প্রত্যেকের মনে 'কি মনে হয়, এই নবজাতক কে?'— এই প্রশ্ন উচ্চকিত হয়ে রইলো।

৫। ঈসার খৎনাঃ

মূসার কিতাবে উল্লিখিত আল্লাহর দেয়া তৎকালীন আহকাম অনুযায়ী অষ্টম দিবসে খৎনা করানোর উদ্দেশ্যে তারা নবজাতককে নিয়ে ইবাদতগৃহে আসলেন।

www.amarboi.org

নবজাতককে খৎনা করানো হলো। আর গর্ভকালের আগেই ফেরেশতা যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন সে অনুসারেই শিশুর নাম রাখা হলো ঈসা। মরিয়ম ও ইউসুফ চিন্তা করলেন যে এই শিশু বহুজনের নাজাত ও বহুলোকের লানতের কারণ হবেন, তাই আল্লাহর ভয় হৃদয়ে ধারণ করে তাঁরা শিশুকে লালন করতে লাগলেন।

৬। ইয়াহুদার পূর্বদেশাগত তিনজন জরদশতপন্থীর নক্ষত্র-চালিত হয়ে আগমন ও ঈসার সন্ধান লাভ ও তাঁর প্রতি নজরানা পেশ ও আদাব আরযঃ

ইয়াহুদার নবাব হেরোদের শাসনামলে এবং ঈসার জন্মগ্রহণকালে প্রাচ্যদেশের তিনজন জরদশ্তী বুযুর্গ আসমানে নক্ষত্রের তাৎপর্যময় গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাতে একটি মহা উজ্জ্বল তারকার উদগতি তাঁদের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো। নিজেদের মাঝে এ আলামতের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করে সেই নক্ষত্রের ইশারায় পরিচালিত হয়ে তাঁরা এসে ইয়াহুদায় উপস্থিত হলেন। জেরুসালেমে প্রবেশ করে ইহুদীদের নবজাত রাজার অনুসন্ধান করতে লাগলেন তাঁরা। হেরোদ এই বিস্ময়কর সংবাদ পেয়ে ভীত হলেন এবং গোটা রাজধানী বড় বিব্রত বোধ করলো তাতে। ফলে ইহুদী রাব্বিদের সভা আহবান করে হেরোদ জানতে চাইলেন, "আপনারা বলুন তো, মসীহর জন্ম কোথায়?"— তাঁর জন্ম বাইতুল-লাহামেই হওয়া উচিত বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করলেন, কেননা, নবী বাক্য সাক্ষ্য দিচ্ছে যে-কথা তা এইঃ "হে বাইতুল-লাহাম, ইয়াহুদার রাজন্যদের মাঝে তুমি গৌণ নও, কারণ, তোমার মাঝেই আবির্ভূত হবেন এক মহানায়ক যিনি আমার বনি-ইসরাইলকে নেতৃত্ব দান করবেন।"

অতএব হেরোদ জরদশতীদের একত্রে তলব করে তাঁদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা উত্তরে জানালেন যে, পূর্ব দিগন্তে একটি তারকার অভ্যুদয় পর্যবেক্ষণ করে সেই নক্ষত্র পরিচালিত হয়ে তাঁরা এখানে এসেছেন, কেননা এই তারাটি ইহুদীদের নতুন রাজার আবির্ভাবের ইঙ্গিতবাহী। এখন তাঁরা সেই রাজাকে অভিবাদন করতে চান ও নজরানা দিতে চান।

হেরোদ শুধালেন, "আপনারা তবে বাইতুল-লাহামে যান। সাধ্য ও সাধনা বলে সেই শিশুকে আবিষ্কার করুন। যদি আপনারা তাঁর সন্ধান পান তবে ফিরতি এসে আমাকেও তা অবগত করুন, কেননা আমিও তাঁকে তসলিম জানাতে ইচ্ছা পোষণ করি।" অবশ্য শেষ কথাটি তিনি ছলনা করেই বললেন।

www.amarboi.org

৭। ঈসার সঙ্গে জরদশতীদের সাক্ষাৎকার এবং স্বপ্নে ঈসার হুঁশিয়ারী পেয়ে তাঁদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঃ

অতএব জরদশতিগণ জেরুসালেম থেকে প্রস্থান করলেন। আর, দ্যাখো, দ্যাখো, যে তারকাটি প্রাচ্যদেশে তাঁদের গোচরীভূত হয়েছিল সেটি এখন তাদের সামনে বিচরণশীল হলো। জরদশতিগণ তারকাটি অবলোকন করে অসীম পুলক লাভ করলেন। বাইতুল-লাহামের শহরতলীতে এসে তারাটি যেন সোজা দাঁড়ালো সেই ছাউনির ওপর যেখানে ঈসা জন্ম নিয়েছিলেন। অতএব জরদশতিগণ সেখানে প্রবেশ করলেন এবং মাতাপুত্রকে একত্রে দেখতে পেয়ে তাঁরা নবজাতককে আদাব আরয করলেন। জরদশতিগণ কুমারী মাতাকে তাঁদের আগমনের কারণ জানিয়ে সোনা-রূপাসহ নানা মসলাপাতি নজরানারূপে পেশ করলেন। তখন নিদ্রিত অবস্থায় নবাব হেরোদের কাছে ফিরে না যাবার জন্যে তাঁরা নবাজাতকের হুঁশিয়ারী লাভ করলেন। ফলে ইয়াহুদাতে তাঁরা যা যা দেখেছেন, সে সব কিছু বলতে বলতে ভিন্ন অঞ্চল মাড়িয়ে তাঁরা স্বদেশের পথ ধরলেন।

৮। মিসর অভিমুখে ঈসার অন্তর্ধান এবং হেরোদ কর্তৃক অসংখ্য নিষ্পাপ শিশুর নিধনযজ্ঞঃ

জরদশতিগণ নবাবের কাছে ফেরত না আসায় তাঁকে শঠতা করা হয়েছে চিন্তা করে হেরোদ সকল নবজাতককে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু দ্যাখো, দ্যাখো, নিদ্রিত ইউসুফের কাছে প্রভুর ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে বলেছেন, “ওঠো, জাগো এখনি, আর মাতা-পুত্রকে নিয়ে তুমি ত্বরা মিসরে যাও, কেননা হেরোদ তাকে বিনাশ করতে চায়।”— মহা ভয়ে ঘুম থেকে উঠে মরিয়ম ও তাঁর সন্তানকে নিয়ে ইউসুফ মিসরে পাড়ি জমালেন এবং হেরোদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে দেশেই অবস্থান করলেন। এদিকে জরদশতিগণ কর্তৃক নিজেকে প্রতারিত বিবেচনা করে বাইতুল-লাহামের সব নবজাত শিশুকে নিধন করার নির্দেশ দিয়ে হেরোদ সৈন্য প্রেরণ করলেন। সৈন্যদল সেই নির্দেশ মোতাবেক বাইতুল-লাহামে প্রবেশ করে নবজাত সকল শিশুকেই হত্যা করলো। এভাবেই পূর্বকালের নবীর [জেরেমিয়ার] ভবিষ্যৎ বাণী এই মর্মে সত্য হলোঃ “রামাহ্‌তে হতাশা ও মহাক্রন্দনরোল, রাশেল বিলাপ করছে তার সন্তানদের জন্য, কিন্তু কোনো সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারিত হবার নয়, কেননা, বলো, এই ধ্বংসযজ্ঞের সান্ত্বনা কোথায়?”

www.amarboi.org

৯। ঈসার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং দ্বাদশ বৎসরকালে ধর্মবেত্তাদের সঙ্গে তাঁর চমকপ্রদ বিতর্কঃ

হেরোদের মৃত্যুর পর, দ্যাখো, দ্যাখো, একদা স্বপ্নযোগে প্রভুর ফেরেশতা ইউসুফের কাছে এসে শুধালেন, "ইয়াহূদায় ফিরে যাও, কেননা যারা শিশুর মৃত্যু চেয়েছিলো তারা আর এখন বেঁচে নেই।"— অতএব ইউসুফ শিশু ও মরিয়মকে সাথে নিয়ে ইয়াহূদায় ফিরলেন। সন্তানের বয়স ছিলো তখন সাত বৎসর। কিন্তু ইয়াহূদাতে হেরোদ-পুত্র আকিলাস রাজত্ব করছেন শুনে সেখানে বসবাস ভীতিপ্রদ বিবেচনায় তিনি গ্যালিলী প্রদেশে প্রস্থান করে নাসারাত শহরে বসবাস করতে লাগলেন।

আর জ্ঞানে ও মহিমায় সমৃদ্ধ এই বালক আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের দৃষ্টির সম্মুখেই বড় হতে লাগলেন।

মুসার কিতাবে লিপিবদ্ধ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বারো বছর বয়সে তীর্থ মানসে ঈসা ইউসুফ ও মরিয়মের সঙ্গে জেরুসালেমে এসে পৌঁছলেন। ঈসা আত্মীয়বর্গের সাথে ফিরে গেছেন মনে করে ইবাদত সম্পন্ন করে ইউসুফ ও মরিয়ম প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু ঈসা ফিরে আসেন নি দেখে তাঁরা পুনরায় জেরুসালেমে গিয়ে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের মাঝে তাঁকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। রাব্বিগণের সঙ্গে শরীয়ত নিয়ে বিতর্করত অবস্থায় তৃতীয় দিবসে তাঁকে মসজিদের প্রাঙ্গণে পাওয়া গেল। উপস্থিত সকলেই তাঁর প্রশ্নের ধরন ও উত্তরদানের ভঙ্গীতে চমৎকৃত হয়ে বলছিলেন, "তাঁর মাঝে এসব মতামত এলো কোত্থেকে, এই অল্প বয়সে তো সে লেখাপড়া করতেই শেখেনি বোধ হয়!"

মরিয়ম তাঁকে অনুযোগ করে বললেন, "বাছা, তুমি আমাদের কী দশা করেছো দ্যাখো তো! আমরা যে তোমাকে তিনদিন ধরে হাহাকার করে খুঁজছি।"- ঈসা উত্তর দিলেন, "আল্লাহ পাকের কাজ যে পিতামাতার সেবার চেয়ে অগ্রগণ্য তা কি আপনাদের জানা নেই?"-অতপর তাঁর মা ও ইউসুফের সঙ্গে ঈসা নাসারাতে ফিরলেন আর তাঁদের প্রতি বিনীত ও বাধ্য থেকে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন।

১০। জয়তুন পর্বতে অলৌকিকভাবে ফেরেশতা জিবরাইলের মাধ্যমে তিরিশ বৎসর বয়সে ঈসার ঐশী প্রত্যাদেশ লাভঃ

স্বয়ং তিনি আমাকে (বার্নাবাসকে) বলেছেন যে, তখন তিরিশ বছর বয়স তাঁর পূর্ণ হয়েছিলো যখন একদা, জয়তুন সংগ্রহের জন্যে মাকে সাথে নিয়ে তিনি ওই পাহাড় আরোহণ করেছিলেন। মধ্যাহ্নকালীন প্রার্থনার সময় তিনি নামাজে রত,

www.amarboi.org

সহসা গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেনঃ "প্রভু দয়াময়'— পরমুহূর্তে অতীব উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হলেন তিনি, তাঁকে বেষ্টন করে দাঁড়ালেন অসংখ্য ফেরেশতা, যাঁদের কণ্ঠে "সালাম-সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে" এই রব ধ্বনিত হতে লাগলো। দীপ্ত আর্শির মত উজ্জ্বল একখানা কিতাব জিবরাইল তাঁকে উপহার দিলেন। ঈসার সিনা-মুবারকে কিতাবখানি মুদ্রিত হয়ে গেল। আর আল্লাহ পাক যে কাজসমূহ করেছেন আর যেসব বাণী প্রচার করেছেন এবং ভবিষ্যতে যা-কিছু করবেন, তার জ্ঞান হৃদয়ে প্রাঞ্জলভাবে সঞ্চারিত হলো। এ প্রসঙ্গের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আমাকে আরও বললেন, "বিশ্বাস কর বার্নাবাস, আমি সকল নবীয়ে কেরাম ও তাঁদের বাণী সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়ে গেলাম এমনভাব যে, অতঃপর আমি যা-কিছুই উল্লেখ করি সে-সব কথা সেই কিভাবে হতেই নিসৃত হতে থাকে।"

সেদিনের সেই দিব্যদর্শনের পর নিজেকে বনি-ইসরাইলের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট নবীরূপে জ্ঞাত হয়ে ঈসা আপন জননীকে সবকিছু বলে তাঁর খেদমত থেকে অব্যাহতি চাইলেন। তাছাড়া, মহান আল্লাহর মহিমা প্রকাশের জন্যে কত যে নির্যাতন সইতে হবে তাঁর, সে সব কথাও বললেন। মরিয়ম এসব শুনে বললেন, "পুত্র, তোমার জন্মের আগেই আমাকে এসব বলা হয়েছে বাপ, ধন্য প্রভুর পবিত্র নামের আশীর্বাদ।"— ফলে নবুয়তের কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে, জন্মদাত্রীর খেদমত থেকে সেদিন হতেই তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন।

১১। জনৈক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তকে অলৌকিকভাবে নিরাময় করে ঈসার জেরুসালেম গমনঃ

জেরুসালেমের প্রবেশ-পথে উচ্চভূমি হতে অবতরণ কালে ঈসার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো এমন এক ব্যক্তির, যিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ অবস্থায় আল্লাহর মেহেরবানিতে ঈসাকে একজন সত্য নবীরূপে আবিষ্কার করলেন। অতএব সাশ্রু নয়নে বেচারা আবেদন করলেন, "হে ঈসা, আপনি দাউদ পয়গম্বরের সন্তান, আমার প্রতি করুণা করুন।" ঈসা শুধালেন, "তোমার কী চাহিদা, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি ভাই?" কুষ্ঠরোগী বললেন, "আমাকে স্বাস্থ্য দান করুন হুজুর।" ঈসা তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, "তুমি কেমন আহাম্মক হে, যিনি তোমাকে পয়দা করেছেন সেই স্রষ্টার কাছেই চাও। তিনিই তোমাকে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেবেন। আমি তো তোমার মতই মানুষ।" কুষ্ঠরোগী আরয করলেন, "আপনাকে আমি মানুষ বলেই জানি হুজুর, কিন্তু আপনি যে আল্লাহর পেয়ারা বান্দা। আপনি আমার জন্য হাত তুলুন, তবেই মালিক আমাকে সেহেৎ ফিরিয়ে দেবেন।" ঈসা তখন হাহাকার করে বলতে লাগলেন, "আল্লাহ, মালিক, সর্বশক্তিমান, আপনার পেয়ারা নবীগণের তোফায়েলে

www.amarboi.org

এই রুগ্ন ব্যক্তিকে নিরাময় করুন।" এই দোয়া শেষে বিমার ব্যক্তিকে আল্লাহর নামে স্পর্শ করে বললেন, "তোমার স্বাস্থ্য গ্রহণ করো ভাই।" একথাটুকু বলতেই কুষ্ঠরোগ দূর হয়ে রুগ্ন ব্যক্তির শরীরে নবজাত শিশুর মত কোমল মাংস দেখা দিলো। নিজেকে অলৌকিকভাবে নিরাময় দেখে ঐ ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, "হে ইসরাইলের সন্তানগণ, এসো, এসো, বরণ করে নাও, তোমাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে বরণ করে নাও!" ঈসা তাঁকে মিনতি করে বললেন, "চুপ করো ভাই, বলো না বলো না।" কিন্তু যত তিনি তাকে অনুনয় করছেন ততই সে ব্যক্তি জোরে-শোরে হাঁকাহাঁকি করতে লাগলেন, "দ্যাখো, নবীকে দ্যাখো, দ্যাখো, আল্লাহর পবিত্রজনকে দ্যাখো।" চীৎকার শুনে অনেকেই দৌড়ে আসলেন, যারা সে সময় জেরুসালেম থেকে বহির্গমন করছিলেন, ঈসার পিছু পিছু পুনরায় নগরে প্রবেশ করলেন। কুষ্ঠরোগীর প্রতি ঈসার অনুকম্পার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেই এরা পথ চলতে লাগলেন।

১২। আল্লাহর নাম সম্পর্কে চমৎকার মতবাদ প্রচার করে জনতার উদ্দেশ্যে ঈসার প্রথম খুৎবাঃ

এসব কথা প্রচারিত হতেই জেরুসালেম আন্দোলিত হয়ে ওঠলো এবং ঈসাকে দেখার জন্য গোটা শহর যেন ভেঙ্গে পড়লো। ঈসা যখন মসজিদের ভেতর নামাযের জন্য প্রবেশ করেছেন ততক্ষণে প্রাঙ্গণে জনতা এমনভাবে জমায়েত হলো যে আর তিল ধারণের ঠাই রইলো না। কর্তব্যরত খাদেমগণ ঈসাকে আরয করে বললেন, "হুজুর, সমবেত জনতা আপনাকে দেখতে চায়, আপনার কথা শুনতে চায়। ওই সামনের মিনারায় আরোহণ করুন, আর যদি তকরিরের ক্ষমতা থাকে তবে আল্লাহর ওয়াস্তে জনতাকে কিছু বলুন।"

ঈসা তখন সেই মিম্বরে গিয়ে দাঁড়ালেন, যেখানে উঠে সাধারণত ইহুদী আলেমগণও বাণী প্রয়োগ করেন না। মুহূর্তে হাতের ইশারায় জনতাকে নিস্তব্ধ করে তিনি বলতে লাগলেন, "অনন্ত মহিমা সেই আল্লাহর পবিত্র নামের, যিনি আপন সত্তার বিচিত্র বিকাশের জন্য অপরিসীম শুভাশীষ ও করুণায় এই মখলুকাত সাজিয়ে তুলেছেন। অনন্ত মহিমা আল্লাহর পবিত্র নামের যিনি এই দুনিয়ার নাজাতের জন্য সকল সৃষ্টির আগে নবী ও আউলিয়াগণের গরিমাপূর্ণ সত্তার জাগরণ ঘটিয়েছেন, তিনি দাউদকে এইরূপ জানিয়েছেন যে,— ইবলিসের পূর্বেই আউলিয়াগণের উজ্জ্বলতায় আমি তোমার আত্মার সৃজন সাধন করেছি। অনন্ত মহিমা আল্লাহর পবিত্র নামের যিনি অনুগত সেবক রূপে সৃজন করেছেন ফেরেশতাদের, পবিত্রতা সেই আল্লাহর জন্য, শাস্তি দিয়েছেন যিনি শয়তান ও তার অনুগামীদের এবং অভিশপ্ত

www.amarboi.org

করেছেন এই জন্য যে তিনি যাঁকে উচ্চাসন দিয়েছিলেন ওরা তাকে মানতে ছিলো পরাম্মুখ। পবিত্রতা সেই আল্লাহর নামে যিনি মৃত্তিকা থেকে সৃজন করেছেন মানুষ এবং একে নিজ কর্মফলের চক্রে ছেড়ে দিয়েছেন। অনন্ত মহিমা আল্লাহর পবিত্র নামের যিনি ভ্রাতৃহন্তা কাবিলকে দিয়েছেন যথার্থ শাস্তি, মহাপ্লাবিত করেছেন পৃথিবী, ভস্মীভূত করেছেন পাপাসক্ত-নগরত্রয়, লোহিতসাগরের পানিতে ফেরাউনকে চুবিয়ে চাবুক মেরেছেন মিসরের মুখে— তাঁর মনোনীত সম্প্রদায়ের দুশমনদের ছত্রখান করে, অবিশ্বাসীদের কলুষমুক্ত করে, অবাধ্যদের প্রতি দিয়েছেন শাস্তির বিধান। মহিমা আল্লাহর পবিত্র নামের যিনি তাঁর মখলুকাতের প্রতি করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, সুতরাং মানুষকে সঠিক ইনসাফের পথে পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেছেন নবীদের। তাঁর এই সেবকবৃন্দকে যাবতীয় পাপের কলুষস্পর্শ হতে মুক্ত রেখে ইব্রাহীম ও তাঁর সন্তানের প্রতি কথিত সনাতন ওয়াদা মোতাবেক নির্ধারিত এই দেশটি (ফিলিস্তিনী) দান করেছেন। অতঃপর শয়তানের প্রতারণা থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য আপন দাস মূসার মাধ্যমে পবিত্র শরীয়ত জারি করেছেন এবং অপরাপর জাতিসমূহের মাঝে আমাদের দিয়েছেন অধিক মর্যাদা ও গৌরব।

কিন্তু ভাইসব! কী কাজ করছি আমরা এখন, আমরা কি নিজেদের পাপের জন্য শাস্তিযোগ্য হইনি?'

এই কথাগুলো বলে ঈসা আল্লাহর বাণী ভুলে যাবার কারণে আর মিথ্যা অহমিকায় মত্ত হবার জন্য জনতাকে প্রচণ্ডভাবে তম্বিহ্ করতে লাগলেন; দুনিয়ার লালসায় আল্লাহর কাজে অবহেলার জন্য তিনি ইহুদী রাব্বিদের সমালোচনা করলেন, মিথ্যা মতবাদ প্রচার ও আল্লাহর আইন পরিত্যাগের জন্য কাতিবগণের নিন্দা করলেন, নিজস্ব বিচার প্রয়োগ করে আল্লাহর আহকামসমূহ নিষ্ক্রিয় রাখার জন্য তিনি ধর্মবেত্তাগণের প্রতি ধিক্কার উচ্চারণ করলেন। আর এমন ভাবেই ঈসা কথাগুলো বললেন যে উপস্থিত জনতার মাঝে কান্নার রোল ওঠলো, ছোট-বড় সকলেই হাহাকার করে করুণা ভিক্ষা চাইলেন এবং পাপ- মোচনের জন্য দোয়া করতে ঈসার কাছে আবেদন জানালেন, যদিও বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় রাব্বি ও ধর্মীয় নেতারা নিজেদের প্রতি নিন্দা, তিরস্কার ও ধিক্কারের কারণে ঈসার প্রতি মনে মনে বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠলেন। এমন কি উপস্থিত রাব্বি, কাতিব ও ধর্মবেত্তার ঈসার মৃত্যু কামনা করলেন কিন্তু জনতার কাছে ইনি একজন নবীরূপে বরিত হওয়ায় উচ্চবাচ্য করা থেকে তাঁরা লোক-ভয়ে বিরত রইলেন।

ঈসা হাত তুলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলেন আর ক্রন্দনরত জনতা "কবুল করুন, মাবুদ কবুল করুন" বলে দোয়ায় শামিল হয়ে গেলেন। মোনাজাত

www.amarboi.org

শেষে মসজিদ হতে নির্গত হয়ে ঈসা বহু অনুসারী নিয়ে সেই দিনই জেরুসালেম হতে প্রস্থান করলেন।

আর রাব্বিগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ঈসার নিন্দা করতে লাগলেন।

১৩। ঈসার মনে বিশেষ ভীতির সঞ্চার ও তা নিরসনের জন্য দোয়া এবং ফেরেশতা জিবরাইলের চমৎকার সান্ত্বনা দানঃ

রাব্বিদের মনোভাব সম্পর্কে কাশ্‌ফ্‌যোগে অবহিত হয়ে দিনকয় বিগত হওয়ার পর ঈসা নিভৃতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে জয়তুন পর্বতে আরোহণ করলেন। সমস্ত রাত্রি নামাযে দণ্ডায়মান থেকে সুবেহ্-সাদেকের সময় তিনি দুহাত তুলে মোনাজাত করলেন, "হে মালিক! জানতে পারলাম ধর্মীয় নেতারা আমাকে ঘৃণা করেন, এরা আমাকে হত্যা করতে চান। কিন্তু আমি তো আপনারই দাস, দয়ালরূপে আপনি এই দাসের দোয়া কবুল করুন এবং এঁদের বিদ্বেষ হতে আমাকে মুক্ত রাখুন, কেননা আপনিই তো আমার একমাত্র সান্ত্বনা। হে মালিক, আপনি তো উত্তমরূপেই জানেন যে এই গোলাম কেবল আপনারই মুখাপেক্ষী, আপনাকে নিয়েই তার সকল আকাঙ্ক্ষা আবর্তিত, তাই হে মালিক, আপনার কালাম জারি হোক, কেননা আপনারই বাণী একমাত্র চিরন্তন সত্য ও শাশ্বতরূপে স্থিতিশীল।"

ঈসার এই মোনাজাত শেষ হতে না হতেই সহসা ফেরেশ্‌তা জিবরাইলের আলোকোজ্জ্বল উপস্থিতিতে আশ্বাসবাণী উচ্চারিত হলোঃ "বরাভয় হে ঈসা, আসমানের সহস্র অদৃশ্য সত্তা আপনার জোব্বার হেফাজতকারীরূপে বিদ্যমান এবং সবকিছুর চূড়ান্ত পরিণতির পূর্বে আপনার মৃত্যু নেই, ততদিনে এই দুনিয়াটাও অন্তিম দশায় পৌঁছবে।"

ঈসা সেই মুহূর্তেই সিজদায় গিয়ে মাটিতে পেশানি ছুঁইয়ে আকুল স্বরে বলতে লাগলেন, "হে মহান মালিক আল্লাহ্! আমার প্রতি কী অন্তহীন করুণা, বিনিময়ে এ দাস কী দিতে পারে যে তার প্রতি আপনার মহান সত্তার এই অসামান্য দয়া!"

জিবরাইল শুধালেন, "উঠুন, হে ঈসা এবং স্মরণ করুন আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীমের কথা। আল্লাহর হুকুম তামিলের জন্য তিনি একমাত্র পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং যখন কুদরতময় আল্লাহর ইচ্ছায় নিষ্পাপ সন্তানের গলায় ছুরি চালনা নিষ্ফল হলো, তখন আমারই পরামর্শে তিনি একটি মেষ কুরবানি করেছিলেন। হে আল্লাহর নবী ঈসা, আপনারও তদ্রূপ কিছু কুরবানি করা প্রয়োজন।"

ঈসা শুধালেন, "ঠিক কথা, কিন্তু কোথায় পাই মেষশাবক, আমার যে কপর্দকও নেই, অপহরণ করাও তো জায়েয কাজ নয়।"

www.amarboi.org

জিবরাইল তাঁকে একটি মেষ দিলেন। ঈসা চির গৌরবের অধিকারী স্রষ্টার অনন্ত পবিত্রতার স্তুতি-গান করতে করতে সেই জীবের দ্বারাই কুরবানির কাজ সুসম্পন্ন করলেন।

১৪। চল্লিশ দিবস একটানা চিল্লাকুশির পর ঈসার দ্বাদশ প্রতিনিধি মনোনয়নঃ

জয়তুন পর্বত হতে অবতরণ করে জর্দান দেশের সীমানায় একাকী গমন করে সেখানে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি একটানা উপবাস করে যে-জাতির প্রতি তিনি প্রেরিত, তার নাজাতের চিন্তায় ঈসা আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। চল্লিশ দিন পার হলে পর তিনি প্রথম ক্ষুধার্ত বোধ করলেন। তখন শয়তান সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিভিন্ন লোভ দেখাতে লাগলো। ঈসা আল্লাহর কালামের শক্তি প্রয়োগ করে শয়তানকে বিতাড়িত করলেন। শয়তানের চলে যাওয়ার পর সেখানে ফেরেশতারা আসলেন। ঈসার চাহিদা মোতাবেক সবকিছু তারা সরবরাহ করলেন।

জেরুসালেম অঞ্চলে প্রত্যাবর্তনের পর ঐ তল্লাটের মানুষ তাঁকে পুনরায় নিজেদের মাঝে পেয়ে মহানন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের মাঝেই থাকুন, এই মিনতি তাঁরা করতে লাগলেন। কেননা তাঁর কথা তাদের হৃদয় স্পর্শ করেছিলো এবং তাঁর প্রভাব বিস্তারকারী উপদেশ-বাণী তখনকার (ইহুদী) আলেমদের নিষ্প্রাণ ও কৃত্রিম বাক্য-বিস্তারের তুলনায় ছিলো অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও সজীব।

সেখানে আল্লাহ্‌র অনুশাসন পালনে ইচ্ছুক এমন বহু হৃদয়বান সৎ মানুষের সন্ধান পেয়ে ঈসা নিকটবর্তী পর্বত-চূড়ায় আরোহণ করলেন; সমস্ত রাত নামাযে দণ্ডায়মান থেকে পরদিন অবতরণ করলেন এবং বারোজন সাথীকে খলিফা মনোনীত করলেন। এতে সেই জুদাসও স্থান পেয়েছিলো যার মউত ঘটেছিলো ক্রুশবিদ্ধ হয়ে। প্রতিনিধিদের তালিকাটি নিম্নরূপঃ আন্দ্রু ও তাঁর ভাই পিতর, পেশায় ছিলেন এরা জেলে। এই রেওয়ায়েতকারী বার্নাবাস ও তহশিলদার ম্যাথু, যিনি ইতিপূর্বে কর সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জাবেদীর পুত্রদ্বয় যোহন ও জেমস থাদদায়ুস ; বার্থলোমিউ ও ফিলিপ; জেমস ও মুনাফিক জুদাস ইসকারিও। জনসাধারণের হাদিয়া ও নজর-নেয়াজের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পেয়ে এক দশমাংশ লোপাট করাই ছিলো যে-জুদাস ইসকারিওর নিত্যকর্ম সেই বিশ্বাসঘাতকটি ছাড়া উক্ত সকল ব্যক্তির কাছেই ঈসা ঐশী রহস্যের বিভিন্ন গুপ্ত তথ্য ব্যক্ত করতেন নিয়মিত ভাবে।

www.amarboi.org

১৫। পানি মদে পরিণত করা সংক্রান্ত মু'জিযা যা বিবাহ- অনুষ্ঠানে ঈসার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিলোঃ

ভ্রাম্যমাণ তাজিয়া সমূহের জিয়াফতের দিন সমাগত প্রায় যখন একদা ঈসা, তাঁর জননী ও সঙ্গীদের এক ধনী ব্যক্তি বিবাহ-অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিলেন। ঈসা সেখানে তাশরিফ নিয়ে ভোজের এক পর্যায়ে শরাবের মওজুদে টান পড়তে দেখলেন যখন তাঁর জননী এ-বিষয়ে পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "এদের পানীয় যে ফুরিয়ে গেল বাবা।" পুত্র বললেন, "আমার তাতে কি আম্মাজান।"— পবিত্র মাতা খানসামাদের ডেকে তাঁর পুত্র তাদের যা কিছুই করতে বলেন তাই বিনাবাক্যে সম্পন্ন করার পরামর্শ দিলেন। ইহুদীদের দেশাচার মোতাবেক ওজুর পানির জন্য ছয়টি মটকা সেখানে শূন্য পড়েছিলো। ঈসা হুকুম দিলেন, "এগুলি পানিতে ভর্তি করে দিন।"— খানসামারা নির্দেশ পালন করলেন। ঈসা বললেন, "বিসমিল্লাহ্ বলে মেহমানদের পাতে শরাব তিবরণ করুন।"— খেদমতগারগণ মেজবান-মহোদয়ের গোচরে বিষয়টি উত্থাপন করতেই তিনি খানসামাদের উদ্দেশ্যে হাঁক দিলেন, "ওরে নিষ্কর্মার দল, ভাল শরাব এখনো জমা কইরা রাখ্ছস?— ঈসার অলৌকিক হস্তক্ষেপ সম্পর্কে ভদ্রলোক তখনো কিছুই জানতে পারেন নি।

খানসামারা বললেন, "হুজুর ! এখানে যে আল্লাহর এক পবিত্র বান্দা উপস্থিত যিনি পানিকে শরাবে রূপান্তরিত করলেন।"— মেজবান ভদ্রলোক ভাবলেন যে খানসামারা মাতলামি শুরু করেছে কিন্তু ঈসার পাশে উপবিষ্ট মেহমানবর্গ যাঁরা সব ঘটনার সাক্ষী হয়েছিলেন, সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ঈসার প্রতি আদব প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর পবিত্র বান্দা— আমাদের প্রতি অবতারিত একজন সত্যিকার নবী।"

এতে ঈসার ভক্তগণ তাঁর প্রতি আরো বিশ্বাসপ্রবণ হলেন এবং ঈমানের জযবায় অনেকেই বলতে লাগলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'য়ালার, বনি-ইসরাইলের প্রতি যিনি বড়ই মেহেরবান, ইয়াহুদার ঘরাণায় বারবার নবী প্রেরণ করেন, পবিত্রতা তাঁরই পুণ্যময় নামের জন্য নির্দিষ্ট।"

১৬। তাঁর আপন খলিফাবর্গকে পাপাসক্ত জীবন হতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্পর্কিত চমকপ্রদ শিক্ষা প্রদানঃ

একদা ঈসা সঙ্গীদের নিয়ে পর্বতারোহণ করলেন এবং এক স্থানে উপবেশন করতেই সকলে তাঁর চারদিকে গোল হয়ে বসলেন। তিনি তখন বলতে লাগলেন, "মহান আল্লাহ্ আমাদের যা-কিছুই দিয়েছেন সে-সবের উপকারিতার অন্ত নেই, তাই অন্তর্সত্য দিয়েই মাবুদের দাসত্ব করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর যেভাবে নতুন

www.amarboi.org

পাত্রে নতুন মদ রাখা হয় ঠিক তেমনি তোমরাও নতুন হয়ে যাও, আমার প্রচারিত নতুন মতামত ধারণ করার জন্য। একটি কথা নিকাশ করে বলতে চাই যে একজন লোক একসঙ্গে আসমান-জমিন যেমন দেখতে পায় না তেমনি এই দুনিয়া ও আল্লাহকে একত্রে ভালোবাসা যায় না। কোনো লোকই একসঙ্গে দুই বিরোধী মহাজনের চাকুরী করতে পারে না, কেননা একজন তার প্রতি তুষ্ট হলে অপরজনের বিরাগভাজন সে হবেই। তাই তোমাদের আমি হলফ করে বলছি যে আল্লাহ এবং এ-দুনিয়ার পায়রবি একত্রে করা যায় না, কেননা দুনিয়াদারি মিথ্যাচার, লালসা ও মন্দের ওপরই নির্ভরশীল। তাই এসো আল্লাহর দিকে এসো আর দুনিয়াকে লাথি মারো, কেননা আমি আমাতে তোমাদের নফসের জন্য আশ্রয় নির্মাণ করেছি। শোনো, আমার কথাগুলি শোনো, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে সত্য প্রচার করছি।"

"নিশ্চয়ই পবিত্র সেই লোকজন যারা দুনিয়ার জিন্দেগীর অসারতার জন্য রোদন করে, পরিণামে তারাই শান্তি লাভ করবে।"

"নিশ্চয়ই ভাগ্যবান সেই গরীব-দুঃখীরা যারা দুনিয়ার রং-তামাশাকে ঘৃণা করে, পরিণামে তারাই প্রভুর রাজ্যের আনন্দ উপভোগে তৃপ্তি লাভ করবে।"

"নিশ্চয়ই ভাগ্যবান তারাই যারা প্রভুর খাঞ্চাপোশে খানা খেতে পারবে, খোদ ফেরেশতাগণ তাদের আপ্যায়িত করবেন।"

"তোমাদের সফর তীর্থযাত্রীদের মত। পাশের বালাখানা, উদ্যান বা চলার পথের নানা উপকরণের সঙ্গে কি কোনো মুসাফির নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে? নিশ্চয়ই নয়, বরং সুবিধাজনক, উপকারী ও হাল্কা দ্রব্যই সে সঙ্গে নেয়। তোমাদের জন্য এ উপমাই সমুচিত, আরও উপমা যদি চাও তবে দিতে পারি। এজন্য আমি যা বলি তা তোমরা কাজে পরিণত করো।"

"পার্থিব খায়েশে হৃদয় ভারী করে এরূপ বলতে যেও না— কে কাপড় যোগাবে?— অথবা কে দেবে আহার? বরং তাকাও ফুলের দিকে। গাছের পাখির দিকে। সেগুলি আমাদের পরওয়ারদিগার পূর্ণ পরিচর্যায় সজীব ও সুশোভন করে রেখেছেন; সুলায়মানের সকল গৌরবের চেয়ে অধিকতর মহিমায়। তোমাদের পালনের জন্য তিনিই যথেষ্ট। তিনিই সেই আল্লাহ, তোমাদের স্রষ্টা, তোমাদের তাঁরই কর্মে নিয়োজিতকারী, যিনি তাঁর বনি-ইসরাইলের জন্য জনহীন বিয়াবানে চল্লিশ বছর মান্না নিক্ষেপ করেছেন, এদের কাপড়-জামা জীর্ণ বা ম্লান হতে দেন নি, এঁদের সংখ্যা ছিল ছয়শত চল্লিশ হাজার পরন্তু, সঙ্গে ছিলো নারী ও শিশুরা। অবশ্যই আমি বলতে পারি, আসমান ও জমিন ব্যর্থ হলেও হতে পারে কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের প্রতি তাঁর করুণা ব্যর্থ হবার নয়। অথচ পার্থিব

www.amarboi.org

বিত্তবানগণ তাদের চরম সুখের দিনেও থাকে অতৃপ্ত এবং নিশ্চিহ্ন হয়। একজন ধনী লোক একদা তার মোক্ষম লাভের সময় বলেছিলো, 'হে আমার নফ্স্ এখন কী করবো? মওজুদ গোলাগুলি ভেঙে ফেলতে পারি কেননা এগুলি অপ্রশস্ত বরং গড়তে চাই অধিক প্রশস্ত, বড় রকম গুদাম, হে নফ্স, যাতে তুমি উল্লসিত হও।'— হায়রে দুর্ভাগা! সে— রাতেই সে মারা পড়লো। তার উচিত ছিল, দরিদ্রের দুঃখ-কষ্টের দিকে তাকানো এবং দুনিয়ার অশান্তির কারণ যে টাকা-পয়সা সে সব বিলিয়ে দেয়া। কেননা এভাবেই তো আখেরাতে ধনবান হওয়ার সুযোগ পাওয়া সম্ভব।"

"তোমাদের কাছে একটি বিষয়ে আবেদন করতে চাই, বলো,— দশ থেকে বিশগুণ ফেরত দেয় এমন মহাজনের কাছে যদি টাকা গচ্ছিত রাখার সুযোগ পাও তবে তেমন ব্যক্তির কাছে তোমাদের সর্বস্ব জমা রাখা কিছু উচিত নয়? তাই আমি তোমাদের বলতে চাই যে নিশ্চয়ই আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের জন্য তোমরা যা-কিছু পরহেজ করো অথবা যা-কিছু দান খয়রাত করো, বিনিময়ে পাবে তার একশ' গুণ পুরস্কার ও একটি শাশ্বত জিন্দেগী। তবেই দেখ, আল্লাহর রাস্তায় কিরূপ সন্তোষের সঙ্গে তোমাদের ছুটে আসা উচিত?"

১৭। এ অধ্যায়টিতে মুমিন ব্যক্তির ঈমানের বিশুদ্ধতা ও খ্রীষ্টানদের অবিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোকপাতঃ

ঈসার বক্তব্য শেষ হতেই ফিলিপ আরম্ভ করলেন, "আল্লাহর ইবাদতে আমরা আগ্রহী তবে পরওয়ারদিগারকে আমরা জানতেও চাই বিলক্ষণ! কেননা নবী ইসাইয়াহ্ ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চিতই আপনি প্রভু অলখ মাবুদ' আর আল্লাহ পাক তাঁর নবী মুসাকে জবাব দিচ্ছেন, 'এই আমিই সেই আমি।'

ঈসা বললেন, "ওহে ফিলিপ, যিনি ছাড়া কোন কল্যাণ নেই, আল্লাহ সেই কল্যাণরূপ, যিনি বিনা কোনো কিছু নেই, আল্লাহ হলেন অস্তিত্বের সেই আদি রূপ। আল্লাহ সেই-জীবন যার স্পর্শ ব্যতিরেকে কোনো জীবনই সম্ভব নয়; তিনি এতই ব্যাপ্ত যে সর্বত্র প্রবিষ্ট, সর্বত্র বিরাজমান। একমাত্র তাঁরই কোনো শরিক নেই। তাঁর নেই কোনো সূচনা, নেই কোনো লয়। আর সবকিছুর তিনিই সূচনাকারী এবং পরিণতি-দাতা। তাঁর পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাইবেরাদর বা আত্মীয়-স্বজন কিছুই নেই এবং যেহেতু তিনি কায়াধারী নন, তাই ক্ষুধা, ঘুম, বিচরণ এসবও তাঁর নেই। তিনি আসলে মানবিক সাদৃশ্যকল্পনাতীত শাশ্বত, স্বয়ম্ভু, নিরবয়ব, অজর পরন্তু সকল বস্তু-স্পর্শ মুক্ত অলৌকিক সত্তা। এতই মঙ্গলময় যে শুধু মঙ্গলই তার প্রিয়, এতই ন্যায়বান যে মুক্তি কিংবা শাস্তি যাই তিনি দান করেন, এর সৌষ্ঠব প্রশ্নাতীত।

www.amarboi.org

হে ফিলিপ, মোট কথা এই যে, দুনিয়াতে সম্পূর্ণভাবে প্রভুকে দেখতে বা জানতে পাবে না কিন্তু তাঁর আপন রাজ্যে সর্বদা তুমি তাঁর দীদার লাভ করবে আর এতেই নিহিত চির সুখ ও কল্যাণ।"

ফিলিপ আরয করলেন, "হুজুর! আপনি এইরূপ ইরশাদ করছেন অথচ নবী ইসাইয়ার বাণীতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে আল্লাহ আমাদের পিতা। তাহলে তাঁর সন্তান নেই কথাটার অর্থ কি?"

ঈসা বললেন, "নবী কাহিনীগুলিতে বহু রকমের কথাই লেখা আছে, কিন্তু ওসব কথার সরলার্থের দিকে দৃকপাত না করে তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করো। কেননা আল্লাহর প্রেরিত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরগণ সান্ধ্য বুলিতে ভাববাণী প্রচার করেছেন। একমাত্র আমার পরে নবী ও আউলিয়াদের মুকুটমণি রূপে যিনি আসবেন তিনিই নবীদের যাবতীয় ভাববাণীর ওপর আলোকসম্পাত করবেন, যেহেতু তিনি হবেন আল্লাহর রাসূল।"— অতঃপর ঈসা করুণ কণ্ঠে দোয়া করতে লাগলেন, "হে মালিক আল্লাহ্! ইবরাহীম ও তাঁর বংশধারার প্রতি করুণা-দৃষ্টি দান করুন যেন এঁরা অন্তরের সততায় আপনার খেদমত সম্পন্ন করতে পারেন মা'বুদ।"

সঙ্গীরা কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন, "আমীন! হে আমাদের মালিক আল্লাহ্, আমীন!" ঈসা বললেন, "আসল কথা এই যে কাতিব ও ধর্মবেত্তারা আল্লাহর সত্য নবীদের বাণী বিকৃত করে, মিথ্যা আয়াত শুনিয়ে শরীয়তকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন, যে জন্য বনি-ইসরাইল ও মিথ্যাবাদী সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ রুষ্ট হয়ে আছেন।" সঙ্গিগণ এইরূপ শুনে রোদন করতে লাগলেন এবং দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, মেহেরবানি করুন, দয়া করুন এই মসজিদ ও পবিত্র নগরীর প্রতি। অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের চোখে একে হেয় প্রতিপন্ন করবেন না, আপনার পবিত্র চুক্তিকে নাকচ করে দেবেন না মা'বুদ।" ঈসাও দোয়ায় যোগ দিয়ে বলতে লাগলেন, "আমীন; হে আমাদের আল্লাহ্, হে আমাদের পূর্বপুরুষদের মালিক!"

১৮। আল্লাহর সেবকদের ওপর দুনিয়ার নির্যাতন আর আল্লাহর হেফাজত বিধানের বিষয় এখানে বর্ণিত হলোঃ

উপরোক্ত দোয়া শেষে ঈসা বললেন, "তোমরা আমাকে বরণ করে নাওনি বরং আমিই তোমাদের আমার শিষ্যরূপে আপন করে নিয়েছি। তাতে দুনিয়া যদি বিদ্বেষ করে তবেই সত্য অনুসারীরূপে গণ্য হবে তোমরা। কেননা এ দুনিয়া তো আল্লাহর সেবকদের দুশমন হয়ে আছেই। স্মরণ করো, এলিজার সময় পর্যন্ত এই দুনিয়া কত নবীদের নিধন করেছে, এক জেযেবেলের হাতেই দশ হাজার নবী শাহাদাত

www.amarboi.org

বরণ করেছেন, যদিও কোনো রকমে জান বাঁচিয়েছিলেন এলিজা। আর আহবের মেজমান সৈন্যাধ্যক্ষ লুকিয়ে রেখেছিলেন সাত হাজার নবীপুত্রকে। এই তো সেই ভ্রষ্ট দুনিয়া যা তার প্রভুকে জানলো না। এজন্য তোমরা ভয় করো না। কারণ তোমাদের মাথার সংখ্যা এত বেশী হবে যে বিলুপ্তির আশংকা তোমাদের নেই। দেখ, এই চড়ুই ও অন্যান্য পাখিদের দিকে লক্ষ্য করো, এদের ডানার একটি পালকও আল্লাহর বিনা হুকুমে খসে পড়তে পারে না। তাহলে এই আদমের জন্য যেহেতু সবকিছুর সৃষ্টি, সেই আদমের যত্ন কি পাখিদের চেয়ে বেশী করে আল্লাহ নেবেন না? কোথাও কি এমন লোক আছে যে আপন সন্তানের চেয়ে জুতামোজার প্রতি অধিক যত্নশীল? কোথাও নেই। তাই যে-আল্লাহ পাখির প্রতিও নেগাহবান তিনি যে তোমাদের প্রতি কতটা যত্নশীল হবেন সে কথা ভেবে দেখ একবার। পাখিদের কথাই বা বলছি কেন? আল্লাহ্র ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাটিও তো হেলতে পারে না।"

"বিশ্বাস করো, তোমাদের সত্যই বলছি যে, যদি আমার নির্দেশ যথাযথ পালন করো, তবে দুনিয়া তোমাদের ভয় করেই চলবে। কেননা নিজের পাপ সম্পর্কে জানাজানির আশংকা না থাকলে সে তোমাদের ঘৃণা করতো না। কিন্তু এই জানাজানির ব্যাপারটায় বড়ই আতংকগ্রস্ত বলে সে তোমাদের ঘৃণা করবে, করবে নিপীড়ন। যদি দেখ তোমাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত ও ধিকৃত, তবে অন্তরে তা মেনে নিও না, বরং খেয়াল করে দেখবে তোমাদের চেয়ে আল্লাহ কত মহান যদিও তিনি স্বয়ং প্রত্যাহৃত ও তাঁর অনন্ত প্রজ্ঞা এখানে বাতুলতারূপেই গণ্য। আল্লাহ নিজেই ধৈর্যের সঙ্গে যদি এই জগৎকে সহ্য করে যান তবে হে ধুলিকণা ও পার্থিব কাদার-দলা-বিশেষ, তুমি ভারাক্রান্ত বোধ করবে কেন? ধৈর্যের মাধ্যমেই আত্মার সম্পদ লাভ করবে তুমি। তাই যদি কেউ তোমার এক গালের ওপর চড় কষিয়ে দেয় তবে তার প্রহারের জন্য অপর গালটি পেতে দাও। মন্দের বিনিময়ে মন্দ করো না, কেননা তা যে ইতর জীবের পক্ষেই মানায় বরং মন্দের বিনিময়ে করো ভালো এবং যে তোমাকে ঘৃণা করে তার মঙ্গলের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করো। শোনো, আগুন দিয়ে আগুন নেভানো যায় না বরং পানি দিয়েই যায়, তাই তোমাদের বলি যে, মন্দ দিয়ে মন্দকে দমাতে পারবে না, ভালো দিয়েই পারবে। অতএব তোমরা আল্লাহর দিকেই ফিরে এসো এবং লক্ষ্য করো তিনি সূর্য সৃষ্টি করেছেন ভালো ও মন্দ, উভয়ের ওপর সমান ভাবে বিকীর্ণ হওয়ার জন্য; বৃষ্টির ধারা বর্ষণের ক্ষেত্রেও নেই কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব। সুতরাং সবার উদ্দেশ্যেই ভালো কাজ করে যাও। কেননা শরীয়তের বিধানই হচ্ছে এই যে 'তুমি পবিত্র হও, কেননা তোমার আল্লাহ পবিত্র, তুমি শুদ্ধ

www.amarboi.org

হও, কেননা তোমার প্রভু পরিশুদ্ধ আর তুমি পূর্ণতাভিসারী হও, কেননা তোমার আল্লাহ্ স্বয়ং পূর্ণতা।' তাই তোমাদের বলছি, গোলামকে তার মালিকের মর্জি মাফিকই চলতে হয় এবং মালিক যে পোশাক অপছন্দ করেন গোলাম তা কখনো পরতে যায় না। তোমার পোশাকটি হচ্ছে তোমার অন্তর্প্রেরণা ও প্রেম। তাই সাবধান, তুমি এমন কিছুর প্রতি প্রেরণা বা প্রেম প্রকাশ করো না যা পরওয়ারদিগার আল্লাহর কাছে পছন্দসই নয়। জেনে নিশ্চিত হও যে আল্লাহ্ এই দুনিয়ার খায়েশ-আয়েশকে নাপছন্দ করেন। অতএব ঘোর দুনিয়াদারিকে তোমরা ঘৃণা করো।"

১৯। ঈসার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে পূর্ব ঘোষণা এবং পর্বত হতে অবরোহণ কালে দশজন কুষ্ঠরোগীর আরোগ্য বিধানঃ

ঈসার উক্ত নসিহত শুনে পিতর আরয করলেন, "দেখুন হুজুর! আপনার প্রদর্শিত পথে আমরা সব ত্যাগ করেই এসেছি, বলুন আমাদের পরিণতি কিরূপ?"

ঈসা বললেন, "কিয়ামতের দিনে তোমরাই আমার পাশে বসে বনি-ইসরাইলের বারোটি গোত্রের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে।"

পরক্ষণেই তিনি আফসোসের স্বরে ঊর্ধ্বে তাকিয়ে বললেন, "হে মা'বুদ, এটি কি করে হলো যে আমি বারোজনকে বাছাই করলাম অথচ এর মাঝে একটি শয়তান ঢুকে পড়েছে?"

শিষ্যগণ একথা শুনে গভীর বেদনায় নির্বাক হয়ে গেলেন। এ-অবস্থায় এই বিবরণের লেখক গোপনে ও সাশ্রু নয়নে ঈসার খেদমতে আরয করলেন, "আচ্ছা হুজুর! তাহলে শয়তান আমাকেই প্রতারণা করবে আর আমিই পাপাত্মায় পরিণত হবো, তাই নয়?"

ঈসা বললেন, "এত গভীর বিষাদের কারণ নেই বার্নাবাস। কেননা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ যাদের চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের ক্ষয় নেই। জেনে আনন্দিত হও, তোমার নাম লওহ-কলমে খোদিত আছে হে!" শিষ্যদের সান্ত্বনা দিয়ে ঈসা বললেন, "ভয় নেই, আমাকে যে ঘৃণা করে সে এই কথায় বেজার হবে না। তার মাঝে তো আর ঈমানী জযবা নেই।"

একথায় নেককার শিষ্যবর্গ সুস্থবোধ করলেন। ঈসা এ সময় মোনাজাত শুরু করলে শিষ্যগণ সমস্বরে উচ্চারণ করলেন, "আমীন! তাই হোক, হে আমাদের আল্লাহ্, সর্বশক্তিমান, রাহমানুর রাহীম।"

এইরূপে চিল্লা সম্পন্ন করে শিষ্যগণ সহ ঈসা পর্বত হতে অবতরণ করলেন এবং দশজন কুষ্ঠযোগীকে দেখলেন, যাঁরা দূর হতেই চীৎকার করছিলেন,

www.amarboi.org

"হে দাউদ সন্তান ঈসা, আমাদের প্রতি মেহেরবানি করুন!"

ঈসা তাঁদের কাছে ডাকলেন এবং বললেন, "ভাইসব, আমি তোমাদের কি উপকার করতে পারি বলো?"

ওঁরা চীৎকার করে উঠলেন, "আমাদের স্বাস্থ্য দান করুন।"

ঈসা বললেন, "আহ্ বরবাদ হয়েছো তোমরা। কি করে এতটা জ্ঞানহীন হলে সবাই যে আমাকে বলছো 'স্বাস্থ্য দান করুন!' দেখছো না যে আমিও তোমাদের মত মানুষ, প্রার্থনা করো আল্লাহর দরবারে, যিনি খালেক, সর্বশক্তিমান, রাহমানুর রাহীম, তোমাদের আরোগ্য দানে সক্ষম।"

সাশ্রুলোচনে কুষ্ঠরোগীরা বললেন, "জানি যে আপনিও আমাদের মতই মানুষ, তবু আপনি তো পবিত্র বান্দা, আল্লাহর নবী, তাই আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন, তাতেই আমরা আরোগ্য লাভ করবো!"

শিষ্যগণ আরয করলেন, "হে মুর্শিদ! এদের প্রতি ইহ্সান করুন।"— ঈসা তখন আল্লাহর দরগায় আহাজারি করলেন এবং হাত তুলে বললেন, "মাবুদ আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, রাহমানুর রাহীম, দয়া করুন আর এ-গোলামের কথা শ্রবণ করুন— পিতা ইবরাহীমের প্রতি আপনার পসন্দিদার খাতিরে আর পবিত্র ঐশী চুক্তির ইজ্জতে এই লোকদের দরখাস্ত মোতাবেক এদের সেহেৎ দান করুন।"— এই দোয়া শেষে ঈসা কুষ্ঠাবিমারীদের দিকে ফিরে বললেন, "যাও! রাব্বিদের সামনে নিজেদের প্রদর্শন করো, ঐশী বিধানের কার্যকারিতা দেখাও।"

কুষ্ঠরোগীরা ফিরে গেলেন এবং মাঝপথেই সুস্থ হয়ে ওঠলেন। এঁদের মাঝে একজন ইসমাইল বংশের ব্যক্তি নিজের অলৌকিক আরোগ্য দেখে ঈসার সন্নিধানে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর হুজুরে সালাম পেশ করে আরয করলেন, "নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর পবিত্র বান্দা"— এই বলে ঈসার খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাইলেন। উত্তরে ঈসা শুধালেন, "দশজন মুক্তি পেলো, আর নয়জন কোথায়?" তিনি আরও বললেন, "আমি খেদমত করার জন্যই এসেছি, নেওয়ার জন্য নয়। তাই আপন দেশে ফিরে যাও আর তোমার মাঝে আল্লাহ যে কুদরত জারি করেছেন তা প্রচার করো, যেন মানুষ জানতে পারে যে ইবরাহীম ও তাঁর বংশের প্রতি ওয়াদা মোতাবেক আল্লাহর রাজ্যের সময়কাল সমুপস্থিত।" ব্যাধিমুক্ত ব্যক্তি নিজের দেশে ফিরে গিয়ে কিভাবে যে মহান আল্লাহ ঈসার মাধ্যমে তাঁর রুগ্ন দেহে আপন লীলা প্রকাশ করেছেন সে-সব আশ্চর্য কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন।

www.amarboi.org

২০। সাগরের বুকে ঈসার মু'জিযা প্রদর্শন এবং নবীগণ কোথায় বরিত হন সে-সম্পর্কে ঈসার বাণীঃ

ঈসা আপন শহর নাসারাতে যাবার জন্য গালীল সাগর-তীরে একটি জাহাজে চাপলেন। সাগরে প্রবল ঝড় শুরু হওয়ায় জাহাজডুবির উপক্রম হলো। তিনি সে-সময় জাহাজের ডেকের ওপর নিদ্রাবস্থায় ছিলেন।— "হুজুর! নিজেরে বাঁচান, আমরা তলিয়ে যাচ্ছি"— এইরূপ বলতে বলতে শিষ্যগণ ঈসার কাছে ছুটে এসে তাঁকে জাগিয়ে তুললেন। কেননা প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু ও সমুদ্র-গর্জনে ওঁরা বেশ ভীত হয়েছিলেন। ঈসা জাগ্রত হয়ে আসমানে দৃষ্টি গেঁথে বললেন, "ওগো স্বর্গীয় সৈন্যদলের মালিক! আপন সেবকদের প্রতি অনুকম্পা করুন।" যখন ঈসা এইরূপ বললেন, তখন হঠাৎ বাতাস থেমে গেল এবং সমুদ্র শান্ত হয়ে ওঠলো। এই দেখে মাল্লারা বিচলিত হয়ে বলতে লাগলেন, "ইনি কে, বাতাস আর সাগর যাঁকে মানে?"

নাসারাতে পৌঁছে নাবিকেরা তাঁর এসব মু'জিযার কথা বলতে থাকায় প্রায় সমস্ত নাগরিক তাঁর অবস্থান-গৃহে এসে ভীড় জমালেন। কাতিব ও রাব্বিগণও তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, "সাগরে ও ইয়াহুদায় আপনার সব কীর্তি আমরা জেনেছি; এখানে, আপনার নিজ দেশেও তবে কোনো রূপ আলামত দেখান।"

ঈসা বললেন, "এই অবিশ্বাসী আদম সন্তানেরা আলামত দেখতে চায়, কিন্তু তা যে এদের দেখান হবে না। কারণ কোনো নবীই তাঁর আপন দেশে পাত্তা পান না। এলিজার সময় ইয়াহুদাতে বহু বিধবার বাস ছিলো কিন্তু সীদনের একজন বিধবা মহিলা ছাড়া আর কেউ তাঁর খেদমতে এগিয়ে আসেন নি। ইলিশায়ের সময় ইয়াহুদাতে বহু কুষ্ঠরোগী ছিলো কিন্তু সিরিয়ার না'মান ছাড়া কেউ তো পাপমুক্ত হতে পারলো না।"

একথা শুনে নাগরিকগণ কুপিত হয়ে তাঁকে ঘিরে ফেললো এবং পাহাড়ের ওপরে নিয়ে গেল সেখান থেকে তাঁকে নিচে নিক্ষেপ করার জন্য। কিন্তু ঈসা তাদের মাঝখান দিয়ে সোজা হেঁটে বের হয়ে এসে সে-অঞ্চল হতে প্রস্থান করলেন।

২১। জনৈক জ্বিনগ্রস্ত লোকের আরোগ্য সাধন ও একপাল শূকরের সমুদ্রে ঝম্প প্রদান। অতঃপর জনৈকা কেনানী কন্যাকে আরোগ্য দানঃ

গালীলের কাফুরনায়াম শহরাভিমুখে গমন কালে নগরদ্বারে একটি খান্নাস তাড়িত লোককে রোগস্থান থেকে ধাবিত অবস্থায় পাওয়া গেল। লোকটিকে কোনো শিকল দিয়েই বাঁধা যাচ্ছিলো না। পরন্তু সে জনসাধারণের চরম অপকার করে ফিরছিলো।

লোকটির মুখ দিয়ে তার ওপর আছরকারী খান্নাসের দল সহসা চীৎকার শুরু করলো, "আল্লাহর হে পাক বান্দা ! মেয়াদ শেষ না হতেই আপনি আমাদের

www.amarboi.org

তাড়াতে আসলেন কেন?"— তাদের বিতাড়িত না করার জন্য তারা অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো। ঈসা জানতে চাইলেন এদের সংখ্যা কত। তারা বললো, "ছয় হাজার ছয় শত ছেষট্টি জন।" শিষ্যগণ এতে সন্ত্রস্ত হয়ে ঈসাকে সেখান থেকে সরে পড়ার জন্য অনুরোধ করলেন। ঈসা শুধালেন, "তোমাদের ঈমান গেল কোথায়? আমার নয় বরং জ্বিনগুলিরই এখান হতে সরে পড়া প্রয়োজন।"— খান্নাসের দল চেঁচাতে লাগলো, "আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি তবে আমাদের এই শুয়োরগুলির মাঝে ঢুকে পড়তে দিন।"— কেনানীদের প্রায় দশ হাজার শুকর সমুদ্রতীরে চরে খাচ্ছিলো। ঈসা আদেশ করলেন, "বেরোও আর শূয়োরের পালে ঢুকে পড়ো।" মহাগর্জন করে খান্নাসের দল শূকরের পালে ঢুকে পড়লো আর এ হতভাগা পশুর দঙ্গলটি মুখ-চোখ খাড়া করে বেপরোয়া ভাবে তীব্র গতিতে সাগরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভীত পশুপালকগণ শহরে পালিয়ে গেল এবং ঈসার গমন পথে ঘটনাটা প্রচার করে যেতে লাগলো।

এতেই নগরবাসিগণ সেখানে ছুটে এসে ঈসা ও সদ্য সুস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করে বিব্রত বোধ করলেন এবং ঈসাকে তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ জানালেন। তাদের আবেদন গ্রাহ্য করে ঈসা সেখান থেকে প্রস্থান করে টায়ার ও সীদন নগরাভিমুখে যাত্রা করলেন।

আর দেখুন, ঈসার সন্ধানে যাঁরা দেশ ছেড়েছিলেন, কেনানের সেই মহিলা ও তাঁর সন্তান-দুটি, ঈসাকে শিষ্যগণসহ ভ্রমরণরত দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন, "হে দাউদ-সন্তান ঈসা ! শয়তানের যুলুমের শিকার এই কন্যাটির প্রতি দয়া করুন।"

খৎনাবিহীন সম্প্রদায়ের লোক দেখে ঈসা চুপ করে রইলেন ! শিষ্যগণ করুণায় বিগলিত হয়ে আরয করলেন, "হে মুর্শিদ! এদের দয়া করুন ; কিভাবে এরা রোদন করছে, দেখুন, কিভাবে চীৎকার করছে।"

ঈসা জবাব দিলেন, "আমি বনি-ইসরাইল ছাড়া আর কোনো সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত নই।" ক্রন্দনরত ও আবেদনরত সেই স্ত্রীলোক তাঁর দুটি সন্তানের হাত ধরে ঈসার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে দাউদ-সন্তান ! আমাদের দয়া করুন।"

ঈসা উত্তরে বললেন, "শিশুসন্তানের হাতের রুটি কেড়ে নিয়ে সেটি কুকুরকে খাওয়ানো যুক্তিযুক্ত নয়।" ঈসা কথাগুলো এঁদের নাপাকির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, কেননা এঁরা ছিলেন খৎনা না করা সম্প্রদায়ের লোক।

সে-মহিলা আরয করলেন, "হয়রত ! কুকুর তার প্রভুর খানার টেবিলের উচ্ছিষ্টটুকু পাওয়ার হকদার।" মহিলার এই বিনয়বাক্যে ঈসা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁকে বললেন, 'ওগো মেয়ে, তোমার ঈমানের বল খুব বেশী ! অতঃপর আসমানের

www.amarboi.org

দিকে মুখ তুলে মোনাজাত শেষ করে বললেন, “ওগো নারী ! তোমার মেয়েটি মুক্তি পেয়েছে, তুমি শান্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও।”– মহিলা ফিরলেন এবং ঘরে এসে দেখলেন তাঁর কন্যাটি সুস্থ হয়ে আল্লাহ্‌র গুণগান করছে। মহিলা তখন এইরূপ বলতে লাগলেন, “নিশ্চয়ই বনি-ইসরাইলের আরাধ্য আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই।”— এ ঘটনার পর মহিলার গোত্রের সকল লোকজন মূসার কিতাবের অনুসারী বনে ঐশী শরীয়তের পাবন্দ হয়ে গেলেন।

২২। খৎনাবিহীন লোকের দুর্দশা ঃ অধম কুকুরও যার তুলনায় উত্তমঃ

শিষ্যগণ সেই দিনই ঈসার খেদমতে সওয়াল আরম্ভ করলেন, “ওগো আমাদের পথ প্রদর্শক ! কেন সেই নারীকে আপনি এমন কথা বললেন আর তার স্বজাতীয়দের কুকুরের সাথে তুলনা করলেন?”

ঈসা জবাব দিলেন, “নিশ্চয়ই তোমাদের আমি বলে দিতে চাই যে খৎনাহীন লোকের চেয়ে কুকুর উত্তম।”— এরূপ কঠোর জবাব শুনে শিষ্যগণ আহত হয়ে বলতে লাগলেন, “এই রায় বড় নিষ্ঠুর, এরূপ ফতওয়া কাদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব?”— ঈসা বললেন, “ওরে বুদ্ধিহীনগণ ! কুকুর আপন মনিবকে যেরূপ অন্ধ ভক্তি নিয়ে সেবা করে তা পর্যবেক্ষণ করলে তোমরা আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারতে। বলো তো কুকুর কি তার জীবন দিয়ে দস্যুর হাত হতে নিজের প্রভুকে রক্ষা করে না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তা সে করে। কিন্তু বিনিময়ে কি পায়? প্রচুর মার ও ঠেঙ্গানির সাথে সামান্য রুটি মাত্র। অথচ গৃহস্বামীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে কিরূপ খুশিতে সে বাগবাগ। বলো এ সত্য কিনা?”

“এসব সত্য বটে হুজুর, সত্য।”–শিষ্যগণের উত্তর।

তখন ঈসা বললেন, “তবেই দেখ, মানুষের প্রভু আল্লাহ মানুষকে কত নিয়ামত দিয়েছেন কিন্তু নবী ইবরাহীম-এর প্রতি ঘোষিত আল্লাহর হুকুম মোতাবেক খৎনা না করানো মানুষের পক্ষে কত বড় নাফরমানির কাজ? স্মরণ করো দাউদ গলিয়াথ ফিলিস্তিঞ্জের বিরুদ্ধে বনি-ইসরাইল নেতা সায়াল-কে কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,— “জনাব, আপনার খাদেম যখন নিজের মেষপাল রক্ষার কাজে ব্যস্ত তখন কতকগুলি নেকড়ে, ভল্লুক আর সিংহ ছুটে আসলো সেসব সংহার করতে। তখন আপনার খাদেম আগন্তুক পশুদের হত্যা করে মেষপালের জীবন রক্ষা করেছে। আর এই খৎনাহীন লোকেরা এমন কি উত্তম ? তাই আপনার খাদেম বনি-ইসরাইলের মাবুদের নামে এই অস্পৃশ্যদের বিনাশ করবে যারা আল্লাহর পাক-বান্দাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ।”— শিষ্যরা জানতে চাইলেন, “ইরশাদ করুন হুজুর, কেন খৎনা মানুষের জন্য এতই আবশ্যক ?”

www.amarboi.org

ঈসা উত্তরে বললেন, "তোমাদের জন্য এইটুকুই যথেষ্ট যে আল্লাহ-পাক ইবরাহীমকে এইরূপ নির্দেশ দিয়েছেন,— "হে ইবরাহীম, তোমার লিঙ্গচর্মের অগ্রভাগ কর্তন করো, তোমার সকল পুরুষ আত্মীয়দের তাই করাও। কেননা তোমার ও আমার মাঝে চিরকাল বজায় থাকবে এইরূপ অন্যতম বিধান হচ্ছে খৎনার আহকাম।"

২৩। খৎনার আদি কারণ এবং নবী ইবরাহীম-এর সঙ্গে আল্লাহ-পাকের এ সম্পর্কিত নিয়ম স্থাপন আর খৎনাহীন লোকেরা যে কিরূপ অভিশপ্ত, সেই বিবরণঃ

ওঁরা পর্বতের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলেন। ঈসা কথা শেষ করে সে দিকে মুখ করে বসলেন আর শিষ্যগণও তাঁর সমীপবর্তী হলেন। অতঃপর ঈসা বলতে লাগলেন, "আদি মানব আদম শয়তানের কুমন্ত্রণায় বেহেশ্‌তের বাগানে নিষিদ্ধ ফল গ্রহণ করায় তাঁর নফ্‌স তাঁর রূহ্ বা আত্মার প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করলো। এতে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন এই বলে, "কসম খোদার, আমি তোমাকে কেটেই ফেলবো। তিনি তাঁর জননেন্দ্রিয়ের মাংসখণ্ডটি একখন্ড পাথর ভেঙে সেটির ধারালো অংশ দিয়ে কেটে ফেলতে উদ্যত হলে ফেরেশ্‌তা জিবরাইল তাঁকে তিরস্কার করে নিবৃত্ত করলেন। উত্তরে আদম বললেন, "আমি আল্লাহর নামে এটি কেটে ফেলবো বলে ওয়াদা করেছি, নিশ্চয়ই মিথ্যুক হতে চাই না।"

তখন ফেরেশতা তাঁর অপ্রয়োজনীয় অগ্রভাগ সম্পর্কে অনুমোদন দেওয়ায় তিনি সে অংশই কর্তন করলেন। আর যেহেতু প্রত্যেক আদম সন্তানই তাঁর আদি পিতার নফ্‌সের উত্তরাধিকারী তাই আদম এই ওয়াদা পালন করেছেন বলে সেও তা পালন করতে বাধ্য। আর আদম-পুত্রগণসহ বংশ-পরম্পরায় এ দায়িত্ব পালন করে আসা হচ্ছিলো। কিন্তু নবী ইবরাহীম-এর সময় পৌত্তলিকতা সর্বব্যাপ্ত হওয়ায় খুব কম সংখ্যক খৎনা করা মানুষ দুনিয়ায় বিদ্যমান ছিলো। এ অবস্থায় আল্লাহ-পাক ইবরাহীমকে খৎনা সম্পর্কে জ্ঞান দান করে ঘোষণা জারি করলেন, "যে-কেউ তার লিঙ্গাগ্র ছেদন করবে না, আমার বান্দাদের মধ্য থেকে তাকে চির দিনের জন্য বিতাড়িত করা হবে।"

ঈসার এরূপ বর্ণনায় ভক্তগণ শিহরিত হলেন, কেননা তিনি অত্যন্ত জযবার সঙ্গে কথাগুলি বলে গেলেন। তিনি আরও জানালেন, "সেই ব্যক্তির জন্য সমূহ আশংকা যার লিঙ্গাগ্র ছেদন হয়নি, তার জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ।" পুনরায় বললেন, "মানুষের রূহ সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের ইবাদতে সক্ষম ও উৎসুক কিন্তু নফ্‌স তার বিপরীত। তাকওয়া (খোদাভীতি) সম্পন্ন মানুষের পক্ষে তাই বিবেচনা করা উচিত এই নফ্‌স কি, কি এর উৎস এবং কিভাবে একে দমন করা সম্ভব। মৃত্তিকা দিয়ে

www.amarboi.org

দেহ সৃষ্টি করে আলাহ এতে জীবন ফুঁকে দিয়েছেন, শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া চালু করেছেন। অতএব, এই মৃত্তিকাময় দেহ যখনই আল্লাহর পথ হতে বান্দাকে বিরত রাখে তখনই একে পদাঘাত করতে হবে, পদদলিত করতে হবে। কেননা যে তার নফ্‌সকে বশ করলো অনন্ত জীবনেও এই বিজয়-চেতনা সে ধারণ করতে সক্ষম হবে।"

"এই জগতে নফসের রূপ কি তা এর প্রবণতা থেকেই বোঝা যায়— সকল সুকর্মের ঘোর দুশমন এবং অত্যন্ত পাপোন্মুখ সে।"

"মানুষের পক্ষে এই কি সমুচিত যে সে তার অন্যতম দুশমনকে খুশি করার জন্য সৃজনকর্তা আল্লাহর সন্তোষের তোয়াক্কা করবে না? তোমরা বিষয়টি ভালো করে বিচার করে দেখ। আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের জন্য সকল নবী-আউলিয়াগণই নফ্‌সের বিরুদ্ধাচারণ করে আসছেন, যে-কারণে মিথ্যা দেবদেবীর সামনে মাথা ঝোঁকানোর পরিবর্তে আল্লাহর নবী মুসার শরীয়তের সংরক্ষণের জন্য হাসিমুখে তাঁরা মৃত্যুকেই বরণ করে নিয়েছেন।"

"এলিজার কথা স্মরণ করো, যিনি পার্বত্য অঞ্চলের মরুসঙ্কুল পথে-পথে বিচরণ করেছেন, ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন, ছাগচর্মে আব্রু রক্ষা করেছেন। হায়, কতকাল তাঁর আহার জোটে নি ! হায়, তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে কত হিম-কম্পন ! হায়, কত ঝড়ো ঝড়-বর্ষণ তাঁর মাথার ওপর দিয়ে গেছে আর সাতটি বছর ধরে নাপাক জেযেবেলের কঠিন নির্যাতন তাঁকে সইতে হয়েছে।

ইয়ালিশার কথা স্মরণ করো, যিনি বার্লির রুটি খেয়ে এবং চটের আবরণ পরে জীবন ধারণ করেছেন। নিশ্চয় আমি তোমাদের বলতে পারি যে নফ্‌সকে দমন করতে হবে এই ভয়ে নয় বরং রাজা-বাদশাদের সন্ত্রাসের মোকাবেলাতেই তাঁদের জীবন এভাবে অতিবাহিত হয়েছে। নফ্‌সকে দলনের জন্য তো এই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট, হে মানব সমাজ ! তবু যদি নফ্‌সের স্বরূপ কি তা আরও জানতে চাও তবে সারি সারি কবরগুলির দিকে তাকাও, তবেই বুঝতে পারবে।"

২৪। ভোজন বিলাস ও সুখাদ্য গ্রহণের নেশা হতে নিজেকে দূরে রাখার পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ঃ

(নফ্‌স সংক্রান্ত) কথাগুলি বলার পর ঈসা ফুঁপিয়ে রোদন করলেন এবং নিরাশ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "হায় নফ্‌সের বশম্বদ যারা তাদের জন্য বড়ই দুর্ভাগ্য, কারণ আখেরাতে কোনো ভালাই তাদের নেই, পাপের শাস্তি ভোগ করাই এদের ভবিতব্য। আমি তোমাদের কাছে এক ভোজনবিলাসীর সংবাদ পৌঁছে দিতে পারি, যে উদরসেবা ছাড়া আর কিছুই করতো না এবং প্রতিদিনই মজাদার খানাপিনার

www.amarboi.org

আয়োজন করতো। তার বাড়ির সদর দরজায় বসে থাকতো এক ক্ষতবিক্ষত দরিদ্র ব্যক্তি, যার নাম ল্যাজারস। সে ঐ পেটুকের টেবিলের উচ্ছিষ্ট পাবার আশায় থাকতো উদগ্রীব কিন্তু কেউ তাকে এই উচ্ছিষ্টটুকুও দিতে চাইতো না বরং বিদ্রূপ ছুড়ে মারতো। একমাত্র পথের কুকুর-দলই ছিলো তার বন্ধু কেননা, এ-জন্তুগুলি লোকটির দেহের ক্ষত চেটে দিয়ে তার অশান্তি দূর করতো। ঘটনাক্রমে লোকটির মৃত্যু হলো এবং ফেরেশতাগণ তাঁকে আমাদের পিতা ইবরাহীম-এর কোলে তুলে দিলেন। ধনী লোকটিরও মৃত্যু ঘটলো এবং খান্নাসদল তাকে নিয়ে শয়তানের কোলে নিক্ষেপ করলো আর সে-অবস্থায় ভীষণ আযাবে জর্জরিত হয়ে সে সহসা চোখ তুলে অদূরে ইবরাহীম-এর কোলে ল্যাজারসকে আরূঢ় দেখতে পেলো। ধনী লোকটি চীৎকার করে বললো, "হে পিতা ইবরাহীম ! আমার প্রতি দয়া করুন এবং ল্যাজারসকে একটু আমার কাছে পাঠান, সে তার অঙ্গুলির ডগা দিয়ে আমাকে এক ফোঁটা পানি দিক। অগ্নিশিখায় জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি।"

ইবরাহীম বললেন, "পুত্র, স্মরণ করো। তুমি তো ইহলোকে মজার ভাণ্ডার লুট করেছো আর ল্যাজারস ভোগ করেছে কেবল যন্ত্রণা। এখন তোমার পাওনা যন্ত্রণা ও ল্যাজারসের পাওনা হলো সান্ত্বনা।

ধনী লোকটি আবার চীৎকার করলো, "হে পিতা ইবরাহীম ! আমার আরো তিনজন ভাই আছে একই পরিবারে। ল্যাজারসকে সেখানে পাঠান, আমার আযাবের বর্ণনা সে দিক যেন তারা অনুতপ্ত হয় এবং আমার মত তাদের এখানে আসতে না হয়।"

ইবরাহীম বললেন, "তাদের জন্য মূসা ও নবীগণ আছেন, তারা এদের বাক্য শ্রবণ করুক।"

ধনী লোকটি বললো, "তা নয় পিতা ইবরাহীম মৃত লোকের পুনরুত্থান হলে ওরা সহজে বিশ্বাস স্থাপন করবে।"

ইবরাহীম বললেন, "যারা মূসা ও নবীদের প্রতি ঈমান আনতে পারে না, মৃতকে জীবিত দেখেও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না।"

"তবেই দেখ'— ঈসা বললেন, "গরীবেরা কতটা আশীর্বাদপুষ্ট, যারা ধৈর্য ধারণ করে থাকে, নফ্‌সের খায়েশ মেটাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু চায় না। কী দুর্ভাগ্য তাদের যারা অন্যকে কবরে নিয়ে দাফন করে অন্যের দেহকে কীটের আহার্যরূপে রেখে আসে কিন্তু সত্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় বরং অমর জীবের মত এখানে বসবাস করে, বড় বড় ইমারত বানায়, মস্ত জায়গীর কেনে এবং প্রচণ্ড অহংকার নিয়ে জীবন যাপনের খায়েশ পোষণ করে।"

www.amarboi.org

২৫। কি প্রক্রিয়ায় শরীরকে নিবৃত্ত করা এবং কি কায়দায় দুনিয়ায় বসবাস করা বাঞ্ছনীয় ঃ

এ সময় এই বিবরণ লেখক সওয়াল পেশ করলেন, "হে মুর্শিদ! আপনার বাণীই সত্য, যে-কারণে আমরা সবকিছু পরিত্যাগ করে হুজুরের অনুসারীতে পরিণত হয়েছি। ইরশাদ করুন, কিভাবে শরীর পাতন করবো, যেহেতু আত্মহত্যা নাজায়েয আবার জীবন ধারণের জন্য খোরপোশের সন্ধানতো করতেই হয়।"

ঈসা জবাব দিলেন, "তোমার শরীরটা বানাও ঘোড়ার মত আর এতেই তোমার নিরাপত্তা। কারণ ঘোড়ার আহার খুব পরিমিত কিন্তু শ্রম অপরিমিত, লাগাম পরিয়ে একে যথেচ্ছ চালানো যায় এবং একে এমন ভাবে বেঁধে রাখা হয়, যাতে অন্যকে বিরক্ত করতে না পারে। ঘোড়ার বাসস্থান হীন আস্তাবল আর অবাধ্যতা দেখালে পিঠে পড়ে চাবুক। তুমিও তাই করো বার্নাবাস, তবেই আল্লাহর রেযামন্দি লাভ করতে পারবে হে।"

"আমার কথায় নাখোশ হয়ো না, কারণ নবী দাউদ নিজের সাথে এ আচরণই করতেন, তিনি বলতেন, "তোমার সন্নিধানে আমি অশ্বমাত্র, সারাক্ষণ প্রস্তুত।"

"এখন বলো তো, অল্পে যে তুষ্ট সেই, না বহু ভোগাকাঙ্ক্ষীই আসলে গরীব? অবশ্যই তোমাদের বলবো, সুষ্ঠু চিন্তা-শক্তির অধিকারী কেউই নিজের জন্য বেশী সঞ্চয় না করে বরং থাকতে চাইবে সবার সংগে সমান সমান। কিন্তু ক্ষ্যাপামি এখানেই যে সঞ্চয় যত বাড়ে আগ্রহ ততই বেড়ে যায়। অতএব একটি পোশাকই বিধেয় গণ্য করো, টাকার ব্যাগটির দূরে নিক্ষেপ করো, থলিয়াটা বাদ দাও, পায়ে চপ্পল নেই বলে ভাবতে বসো না— হায় আমাদের কি হবে? বরং লেগে যাও আল্লার ইচ্ছা পূরণের কাজে, তিনিই তোমার গরজ মেটাবেন, এমন ভাবে যে তোমার কোনোই অভাব থাকবে না।"

"অবশ্যই তোমাদের বলতে চাই যে দুনিয়ায় অধিক সঞ্চয়-প্রবণতা এই সাক্ষ্য দেয় যে আখেরাতে বিশেষ কিছু আর প্রাপ্য নেই। কেননা জেরুসালেমকে নিজ দেশ গণ্য করে যে এখানে বাড়ি নির্মাণ করে সে তো আর সুমেরিয়ায় জায়গা কিনতে যায় না, কারণ নগর দুটি পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন। অনুধাবন করলে কি তোমরা?"

— "জী হ্যাঁ! শিষ্যগণের উত্তর।

২৬। আল্লাহ-ভক্তির স্বরূপ কি এবং জন্মদাতার সঙ্গে ইবরাহীম-এর তর্কযুদ্ধের বিষয় কি ছিলো তা এ অধ্যায়ে বর্ণিত ঃ

ঈসা বলতে লাগলেন, "জনৈক ব্যক্তি সফররত অবস্থায় গুপ্তধনপূর্ণ একখণ্ড জমির খোঁজ পেলো যা মাত্র পাঁচ টাকায় বিক্রি হতে যাচ্ছে। খবর পেয়ে লোকটি

www.amarboi.org

সোজা তার গায়ের জামা বিক্রি করে জমিটা কিনতে চাইলো। লোকটির এইরূপ উদ্যোগের কথাটা কি বিশ্বাস করা যায়?"

শিষ্যগণ বললেন, "এমন কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে তবে সে পাগল।"

উত্তর শুনে ঈসা বললেন, "তোমরাও অবশ্য পাগল প্রতিপন্ন হবে যদি আপন আত্মাকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর সমীপে নিজ ইন্দ্রিয়কে বিক্রি না করো। কারণ আত্মাতেই আছে ঈশকের গুপ্তধন আর ঈশ্‌ক এমনই সম্পদ যার মহার্ঘতার তুলনা নেই। কেননা যে আল্লাহর আশেক সে-ই আল্লাহওয়ালা। যে আলাহওয়ালা সে-ই পরিপূর্ণ।"

পিতর আরয করলেন, "ওগো মুর্শিদ ! সত্য প্রেমের শক্তিতে কী করে আল্লাহর আশেক হতে হয়, আমাদের তা বলুন।"

ঈসা বললে, "অবশ্য তোমাদের বলতে চাই যে কেউ যদি তার বাপ, মা, আপন যিন্দেগী, সন্তান-সন্তুতি, স্ত্রী— এসব কিছুর বাঁধনকে আল্লাহর প্রেমের সাধনায় তুচ্ছ করতে না পারে তবে আল্লাহর মাশুক বনার যোগ্যতা সে রাখে না।"

পিতর শুধালেন, "ওগো মুশিদ ! মূসার কিতাবে আল্লাহর আইনরূপে নির্দেশ রয়েছে— 'সম্মান করো তোমার পিতাকে যেন পৃথিবীতে আয়ুষ্মান হতে পারো।'— আরো আছে— 'অভিশপ্ত সেই পুত্র যে তার পিতা-মাতার অবাধ্য।' এ জন্যই আল্লাহর আইনানুসারে অবাধ্য পত্রকে জনতার ক্রোধের সাহায্যে নগরদ্বারে পাথর মেরে শায়েস্তা করা হয়। অথচ আপনি বলছেন যে আল্লাহর কারণেই বাপ-মাকে তুচ্ছ করতে হবে।"

ঈসা বললেন, "আমার প্রতিটি বাক্যই সত্য কেননা এ বাণী আমার নয় বরং আল্লাহ্‌র কালাম, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন বনি-ইসরাইলের ঘরাণায়। এ জন্যেই আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই, তোমাদের যা-কিছুই আছে সে সবের দাতা তো আল্লাহ— বলো, দান না দাতা কোনটি বড়? যদি তোমার পিতাও আল্লাহর পথে চলার ক্ষেত্রে কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়ান, এঁকে শত্রুবৎ পরিত্যাগ করতে হবে। ইবরাহীমকে আলাহ কি বলেন নি, "বের হয়ে এসো তোমার পিতার আশ্রয় ও আত্মীয়বর্গরে ঘেরাটোপ হতে আর বাস করতে এসো সেই নতুন দেশে যা তোমার ও তোমার বংশধারার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে?"— কি জন্য আল্লাহ ইবরাহীমকে এরূপ বলতে গেলেন? কারণ ইবরাহীমের পিতা ছিলেন প্রতিমা নির্মাতা ও মিথ্যা দেবদেবীর পূজারী। আর এ-বিষয়ে পিতাপুত্রের মাঝে এমনই শত্রুতা ছিলো যে পিতা ইচ্ছা করেছিলেন পুত্রকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হোক।"

পিতর বললেন, "আপনার বাণী সত্য হুজুর। দয়া করে বলুন, তাঁর পিতার সঙ্গে ইবরাহীম যে-বিদ্রূপাত্মক আচরণ করেছিলেন সেই বিবরণ।"

www.amarboi.org

ঈসা বলতে লাগলেন, "সাত বছর বয়সেই ইবরাহীমের চিত্তে আল্লাহকে জানার প্রেরণার সঞ্চার হয়। এক দিন তাই তিনি তাঁর পিতাকে প্রশ্ন করে বসলেন, "বাবা, কে মানুষ বানিয়েছে?

অজ্ঞান পিতা উত্তর দিলেন, "মানুষ! সে তো তোকে বানিয়েছি আমি আর আমাকে বানিয়েছেন আমার বাপ।"

ইবরাহীম বললেন, "এ ঠিক নয় বাবা ! আমি যে এক বুড়াকে এই বলে কাঁদতে শুনেছি— ভগবান, কেন তুমি আমাকে ফরজন্দ দিলে না?"

তাঁর পিতা বললেন, "বেটা ! তাও সত্য যে ভগবান মানুষ বানাতে মানুষকে সাহায্য করেন তবে এসব ব্যাপারে ভগবান সরাসরি হাতও দেন না। এটুকুই দরকার যে মানুষ তার দেবতাকে পূজা করবে, মেষ-ছাগ বলি দেবে, তখন দেবতা তাকে সাহায্য করবেন।"

ইবরাহীম শুধালেন, "কতজন দেবতা আছেন বাবা?"

বুড়া বললেন, "বেটা ! এঁদের সংখ্যা তো লেখাজোখা নেই।"

ইবরাহীম বললেন, "আচ্ছা বাবা ! আমি যদি এক দেবতার পূজা করি তবে অন্য দেবতারা আমাকে মন্দ বাসবেন, কারণ আমি তাদের পূজা করছি না। তবে তো দেবতাদের মাঝে ফ্যাসাদ লেগে যাবে এবং তাঁরা লড়াই শুরু করবেন। আর যদি এই হয় যে আমার আরাধ্য দেবতা যুদ্ধে মারা পড়লেন, তাহলে আমার উপায় কি হবে? অবশ্যই বৈরী দেবতারা তখন আমাকেও খতম করবেন।"

বুড়া হেসে হেসে বললেন, "ওরে বেটা সমঝদার ! ভয় করিস না, কারণ দেবতারা একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করেন না। না, মোটেই না। মহামন্দিরে মহাদেব বা'ল-এর সঙ্গে হাজার হাজার দেবতারা আসীন, কই আমার বয়স সত্তর হয়েছে, কিন্তু কখনো এক দেবতা অন্য দেবতাকে গ্রাস করছেন দেখি নি তো। অথচ সব লোক তো আর একজনের পূজা করে না, কেউ ইনার কেউ তেনার পূজা করছে।"

ইবরাহীম শুধালেন, "তাইলে দেবতাদের মাঝে শান্তি বিরাজমান, তাই নয়?"— তাঁর পিতা বললেন, "ঠিক তাই।"

ইবরাহীম তখন শুধালেন, "আচ্ছা বাবা ! দেবতারা দেখতে কার মত?"

বুড়া উত্তর দিলেন, "বোকা ছেলে ! হররোজ আমি একজন দেবতা বানাই, লোকদের কাদে বিক্রি করে রুটি রোজগার করি আর তুই বলছিস ওরা কেমন দেখতে লাগে। তা জানিস না।"—বুড়া এ-সময় একটি দেবমূর্তি গড়ছিলেন, "এই তো," বললেন তিনি, "এটি পাম কাঠের, এটি জলপাইয়ের, আর ঐ ছোটোটি হীরার, দেখ্‌না কত সুন্দর এটি ! একে একেবারে জীবন্ত দেখাচ্ছে না? ব্যস, এর

www.amarboi.org

কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস নেই, এই যা বলতে পারিস।"

ইবরাহীম বললেন," তাই বলো বাবা ! দেবতাদের শ্বাস-প্রশ্বাস নেই তাহলে? তবে কি করে এঁরা শ্বাস-প্রশাস দিয়ে থাকেন? নিজেরা প্রাণহীন হয়ে এঁরা অন্যকে প্রাণ দেন কি করে বাবা? যাই বলো তুমি, এরা কেউ ভগবান নয় বাবা!"

বুড়া এ কথায় ক্ষেপে গিয়ে রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, "তুই যদি লায়েক বেটাছেলে হতিস্ এই হাতুড়িতেই তোর মাথা গুড়া করতাম, কিন্তু নাবালেগ তাই বেঁচে গেলি।"

ইবরাহীম বললেন, "কিন্তু দেবতারা যদি মানুষ বানাতে সাহায্য করেন তবে মানুষ কি করে দেবতা বানায় বাবা? আর কাঠ খোদাই করে যদি দেবতার শরীর নির্মাণ হয় তবে তো লাকড়ি পোড়ানো মহাপাপ। তাছাড়া বলো না বাবা, তুমি নিজে এত অসংখ্য দেবতা বানালে অথচ দেবতারা তোমাকে অসংখ্য সন্তানের পিতা হতে দিলেন না কেন? এতে তো তুমি মহা ক্ষমতাশালী হতে পারতে?"

পুত্রের মুখে এরূপ কথা শুনে পিতা গুম হয়ে গেলেন। পুত্র আবার প্রশ্ন করলেন, "বাবা ! দুনিয়াটা কখনো কি জনমানবশূন্য ছিলো ?"

"ছিলো।"— বুড়া জবাবে বললেন, "কিন্তু কেন?"

"কারণ' ইবরাহীম বললেন, "আমি জানতে চাই যে প্রথম দেবতা কে বানিয়েছিলো?"

"বাস্, এখন তুই এখান থেকে যা তো।" বুড়া বললেন, "আর জলদি এই মূর্তিটা আমাকে বানাতে দে। আর কিচ্ছু জিগাবি না এখন, কারণ ক্ষিদে পেলে তো রুটি চাইবি। কথায় তো আর পেট ভরবে না।"

ইবরাহীম বললেন, "কী সুন্দর দেবতা বাবা, সত্যি তুমি যেরূপ ইচ্ছা কাটাকাটি করছো। বেচারা কোনো ভাবেই তোমায় বাটালির ঘা খাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারছে না।"

গোস্বায় বুড়া গর্জে উঠলেন, "সারা দুনিয়া বলছে এটি একটি দেবতা আর তুই বদ্ধ পাগল বলছিস তা নয়। কসম মহাদেবের ! যদি লায়েক হতিস খুন করতাম।" এই বলে বুড়া ঘুষি, চড়-চাপড় ও লাথি মেরে ইবরাহীমকে ঘরের বাইরে পর্যন্ত ধাওয়া করে গেলেন।

২৭। মানুষের উচ্চ হাসি কত মূল্যহীন এবং ইবরাহীমের প্রজ্ঞা কীরূপ গভীর-এ-অধ্যায়ে সে-বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাঃ

শিষ্যগণ বুড়া লোকটির ক্ষ্যাপামির বিবরণ শুনে উচ্চ হাসি হাসলেন এবং ইবরাহীম-এর প্রজ্ঞার বর্ণনায় বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কিন্তু ঈসা অনুযোগের স্বরে শুধালেন, "তোমরা কি সেই নবীবাক্য ভুলে বসেছো যেখানে বর্ণিত আছে, 'বর্তমানের

www.amarboi.org

হাসি ভবিষ্যৎ রোদনের বার্তাবাহক।' উপরন্তু, 'তোমরা হাসির মাহফিলে বসো না বরং রোদনকারীদের সঙ্গে বসো। কারণ জীবন দুঃখ-কষ্ট ও যাতনাময়।' ঈসা আরো বললেন, "তোমরা কি জানো না যে মুসার কালে মিসরে অন্যের প্রতি বিদ্রূপ করার জন্য এক দল মানুষকে আল্লাহ্-পাক নিকৃষ্ট জানোয়ারে পরিণত করেছিলেন? সাবধান, কোনোক্রমেই অন্যকে বিদ্রূপ করো না, নিশ্চয়ই তবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে রোদন।"

"আমরা তো বুড়ার ক্ষ্যাপামিতে হেসেছি।"— শিষ্যগণ বললেন।

ঈসা বললেন, "অবশ্যই তোমাদের বলতে চাই, প্রত্যেকে নিজের ফিতরাত অনুরূপ ফিতরাতকেই খায়েশ করে আর তাতেই খুশিতে মজে যায়। তাই নিজে ক্ষ্যাপা না হলে বুড়ার ক্ষ্যাপামির জন্য হাসতে পারতে না।"

তাঁরা মাথা নত করলেন— "আল্লাহ্-পাক আমাদের ক্ষমা করুন।"

ঈসা বললেন, "আমীন।"

ফিলিপ শুধালেন, "এটি কেমন করে হলো যে ইবরাহীমের পিতা পুত্রকে পুড়িয়ে মারতে চাইলেন?"

ঈসা উত্তর দিলেন, "তখন ইবরাহীমের বয়স বার। এক দিন তাঁর পিতা তাঁকে বললেন, 'আগামীকাল দেবকুলের উৎসবের দিন, মহাদেব বা'ল-এর উদ্দেশ্যে প্রসাদ নিয়ে আমরা মহামন্দিরে যাবো। তুমি এ-উপলক্ষে নিজের জীবন-দেবতা ঠিক করে নেবে, কেননা তোমার একজন দেবতা গ্রহণের বয়স এখন হয়েছে।'

'ইবরাহীম চতুরতার সঙ্গে বললেন, 'বেশ তো বাবা।'— কথানুযায়ী পরদিন সকালে সকলের আগে তাঁরা গিয়ে মন্দিরে পৌঁছলেন। কিন্তু ইবরাহীম পোশাকের নিচে একটা কুড়াল সাথে নিয়ে গেলেন। তারপর মন্দিরে ঢুকে একটি দেবমূর্তির পেছনে অন্ধকার অংশে আত্মগোপন করলেন, ততক্ষণ মন্দিরে ভীড় জমে ওঠলো। তাঁর পিতা ভাবলেন যে ইবরাহীম বাড়ি চলে গেছেন, তাই ছেলের জন্য অপেক্ষা না করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেলন।"

২৮। ইবরাহীমের হাতে দেবমূর্তিগুলির বিনাশ ঃ

"যখন সকলেই মন্দির ছেড়ে চলে গেল, পুরোহিতগণও ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিদায় নিলো, ইবরাহীম তখন কুড়াল ঠুকে মহাদেব বা'ল ছাড়া আর সকল দেবমূর্তির পা-গুলি বিনষ্ট করে ফেললেন। মহাদেবের পায়ের কাছে তিনি কুড়ালটা রেখে দিলেন। মূর্তিগুলি যদিও ছিলো বনেদি ও ধাতুনির্মিত, কুঠারাঘাতে লুটিয়ে পড়ে চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেল। তবে মন্দির হতে বের হওয়ার সময় তিনি কিছু লোকের চোখে পড়ে গেলেন। তারা তাঁকে মন্দির-সামগ্রীর একটা চোর ভেবে বসলো। ফলে পাকড়াও

www.amarboi.org

করে তারা তাঁকে নিয়ে মন্দিরে ফিরে আসলো কিন্তু আরাধ্য দেবতাদের দুর্দশা দেখে এইবার আসমান মাথায় তুলে বিলাপ শুরু করলো এবং ভীষণ চেচামেচি করে বলতে লাগলো, 'হে লোকজন ! জলদি এসো, এসো ত্বরা এসো, যে-বেটা দেবতাদের খুন করেছে তাকে খতম করতে এসো।'—পুরোহিতসহ হাজার দশেক মানুষ ছুটে এলো এবং তারা ব্যগ্র হয়ে জানতে চাইলো, কেন ইবরাহীম দেবতাদের ধ্বংস করলেন।"

ইবরাহীম জবাব দিলেন, "কী বোকার মত কথা। মানুষ পারে দেবতাদের খুন করতে? মহাদেবই স্বয়ং সকলকে খুন-জখম করেছেন, দেখ না কুড়ালখানা তাঁর পায়ের কাছে পড়ে আছে? নিশ্চয়ই তিনি চান না আর কেউ তাঁর সঙ্গে থাকুক।"

"এমন সময় সেখানে হাজির হলেন তাঁর পিতা। তিনি ইবরাহীমের সঙ্গে দেবতাদের বিষয়ে তাঁর অতীত তর্কাতর্কির কথা স্মরণ করে এবং যে কুড়ালখানা দিয়ে ইবরাহীম মূর্তিগুলি নাশ করেছেন সেটি চিনতে পেরে চীৎকার করে ওঠলেন, 'এ আমার ধর্মত্যাগী পুত্রধনের কাজ আর এই কুড়ালটা আমারই।' ইবরাহীমের সঙ্গে তার তর্কাতর্কির সকল কথাই তিনি মানুষকে জানিয়ে দিলেন তখন।"

"অতঃপর তাঁর দেশবাসীরা প্রচুর শুকনা লাকড়ি যোগাড় করলো এবং চিতা সাজিয়ে ইবরাহীমকে সেখানে নিক্ষেপ করে আগুন জ্বালিয়ে দিলো।"

"দেখ ! আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর দাস ইবরাহীমের কেশস্পর্শ না করার জন্য আগুনের প্রতি নির্দেশ জারি করলেন। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা মহা অগ্নিকাণ্ড সেই মুহূর্তে গ্রাস করলো হাজার দুয়েক পৌত্তলিক যারা এসেছিলো ইবরাহীমকে পুড়িয়ে মারতে। ইবরাহীম নিজেকে এক পর্যায়ে বন্ধনমুক্ত দেখলেন, আল্লাহ-পাকের ফেরেশতারা পিত্রালয়ের কাছেই তাঁকে রেখে গেলেন, তিনি অবশ্য অদৃশ্য সত্তাদের দেখতে পেলেন না। আর এভাবেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়ে গেলেন।"

২৯। ইবরাহীমের প্রতি ওহি নাযিল ঃ

ফিলিপ প্রশ্ন করলেন, "আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। হে মুর্শিদ ! ইরশাদ করুন, কীভাবে ইবরাহীম ঐশী প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছিলেন?"

ঈসা বললেন, "পিত্রালয়ের নিকটে এসেও ইবরাহীম বাড়ির ভেতরে ঢোকার সাহস সঞ্চয় করতে না পেরে নির্জন দূরত্বে গমন করে একটি পাম গাছের তলায় বসে নিজে নিজেই বলতে লাগলেন, "খাঁটি কথা এই যে আসলে এমন কেউ একজন আছেন যার জীবন ও শক্তি মানুষের চেয়ে ঢের বেশী; তিনিই মানুষের স্রষ্টা যার সাহায্য ছাড়া মানুষ মানুষের জন্ম দিতে পারে না।" এইরূপ ভাবতে ভাবতে তিনি

www.amarboi.org

আসমানের দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং নক্ষত্র, চাঁদ ও সূর্যকে পর্যায়ক্রমে তিনি মাবুদ সাব্যস্ত করলেন। কিন্তু এগুলির দোলাচল ও রূপান্তর লক্ষ্য করে তাঁর হৃদয় গুঞ্জন করে বললো, "পরম সত্তার পক্ষে এই নির্দিষ্ট পরিক্রমায় বিচরণ বাধ্যতালাঞ্ছক বটে; তাছাড়া মেঘদল তাঁর গরিমা আচ্ছন্ন করছে, তা কি করে সম্ভব? এতে মানুষের বিভ্রান্তি বাড়বেই শুধু।" হেন অনুসন্ধিৎসায় তাঁর চিত্ত জুড়ে উদ্বেগের সঞ্চার হলো ; আর এ সময় সহসা কে যেন তাঁর নাম ধরে ডাকলো— "ইবরাহীম।" চারপাশে চেয়ে কাউকে না দেখে তিনি গুঞ্জন করলেন, "নিশ্চয়ই আমাকে ইবরাহীম বলে কেউ আহ্বান করেছেন।" এমনি ঘটনার পর আরো দুই দফা অদৃশ্য হতে কে যেন তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করলেন, "ইবরাহীম !"

তিনি শুধালেন, "কে আমায় নাম ধরে ডাকে?"

শুনলেন কেউ বলছেন, "আমি আল্লাহর দূত জিবরাইল।" উত্তর শুনে ইবরাহীম সভয়ে কম্পিত হলেন। কিন্তু ফেরেশতা তাঁকে শান্ত কণ্ঠে সান্ত্বনা দিলেন, "ভয় নেই ইবরাহীম ! আপনি যে আল্লাহর খলিল। যখনই মূর্তিগুলি ভেঙে টুকরা করেছেন তখনই নবী ও ফেরেশতাদের প্রভুর প্রিয়পাত্র বলেছেন আর আপনার নাম সেই মুহূর্তে লওহ-কলমে লিপিবদ্ধ হয়েছে।"

ইবরাহীম শুধালেন, "আমার করণীয় কাজ তবে কী, কিভাবে ফেরেশতা ও নবীদের প্রভুর সেবা করতে পারবো আমি ?"

ফেরেশতা বললেন, "ঐ ঝর্ণায় গোসল সেরে নিজেকে শুদ্ধ করুন, কেননা আল্লাহ্ পাক আপনার সঙ্গে বাণী বিনিময়ে ইচ্ছুক।"

ইবরাহীম শুধালেন, "কিভাবে গোসল সারতে হবে?" ফেরেশতা তখন মনোহর যুবাপুরুষের রূপ ধারণ করে তাঁর সামনে এঁসে তাঁকে ঝর্ণায় গোসল দিয়ে বললেন, "এভাবেই গোসল সম্পন্ন করবেন হে ইবরাহীম।" পাকসাফ ইবরাহীমকে তারপর অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "পর্বতের চুড়ায় উঠে যান, কেননা আল্লাহ পাক ওখানেই আপনার সঙ্গে বাণী বিনিময়ে ইচ্ছুক।"

ফেরেশতার নির্দেশ মত তিনি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করলেন এবং জানুর ওপর দুহাত রেখে বিনীতভাবে আসন গেড়ে বসে গুঞ্জন করে উঠলেন, "ফেরেশতাদের প্রভু কখন আমাকে বাক্য দান করবেন?"

তিনি শুনতে পেলেন এক নম্র কণ্ঠের আহ্বান, "ইবরাহীম!"

ইবরাহীম শুধালেন, "কে আমায় আহ্বান করছেন?"

সুমার্জিত কণ্ঠস্বর ঃ "আমি তোমার প্রভু, 'হে ইবরাহীম।"

—সভয়ে আমূল প্রকম্পিত ইবরাহীম ভূলুণ্ঠিত হয়ে বললেন, "কী করে আপনার

www.amarboi.org

বান্দা আপনার বাণী শোনার সৌভাগ্য লাভ করলো যে কিনা ধূলি ও ছাউভস্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়?"

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন, "ভয় নেই, উঠে এসো, আমি যে বান্দারূপে তোমাকে কবুল করেছি, তোমার প্রতি রহমত নাযিল করবো, তোমা হতে এক মহাজাতি সৃজন করবো। অতএব পিতার গৃহ ও আপন সমাজ ত্যাগ করে হিজরত করো সেই দেশে যা আমি তোমার ও তোমার বংশধরদের প্রতি দান করতে চাই, আবাসস্থল রূপে।"

ইবরাহীম আরয করলেন, "মালিক। সব নির্দেশই পালন করবো আমি শুধু রক্ষা করবেন আমায় অন্য দেবতাদের থেকে যেন কেউ অকল্যাণ করতে না পারে।"

আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করলেন, "লা-শরিক আল্লাহ্ আমি, আমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য দেবতা নেই। ভাঙা আর গড়া আমার কাজ, আমিই নাশক ফের জীবনদাতা আমি; আমিই ধাওয়া করে নেই নরকাগ্নির দিকে আর নিষ্ক্রান্ত করি তা থেকে। আর কেউই আমার হাতের মুঠির নিয়ন্ত্রণমুক্ত নয়।" এ সময়েই আল্লাহ্ ইবরাহীমকে খৎনা সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এভাবেই আল্লাহ্-পাকের সঙ্গে আমাদের পিতা ইবরাহীমের পরিচয় ঘটেছিলো।"

এইরূপ বলে ঈসা দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে ঘোষণা করলেন, "মহিমা ও মর্যাদা একমাত্র তোমারই পবিত্র নামের হে আল্লাহ্!— আমীন।"

৩০। সুমেরীয় সজ্জন ব্যক্তি ঃ

আমাদের জাতীয় ঈদোৎসব সিনোফেজীর সময় ঈসা জেরুসালেমে তশরিফ আনলেন। ইহুদী ধর্মীয় নেতারা এ উপলক্ষে ঈসাকে বাহাসে প্রবৃত্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

এই নিয়তে একজন ধর্মবেত্তা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা হুজুর ! নাজাত লাভের জন্য আমাকে কি কাজ করতে হবে?"

ঈসা শুধালেন, "আল্লাহর কিতাবে এ-বিষয়ে কি লেখা রয়েছে?"

প্রশ্নকারী উত্তর দিলেন, "তোমার মাবুদ আল্লাহকে ভালোবাসো এবং তোমার প্রতিবেশীকে। সব কিছুর চেয়ে বেশী ভালোবাসো আল্লাহ্কে, সর্বান্তকরণে ও সমগ্র চিত্ত দিয়ে আর নিজের মত দেখ তোমার প্রতিবেশীকে।"

ঈসা জবাব দিলেন, "আপনি সদুত্তর দিয়েছেন। অতএব এভাবেই আমল করুন, আমি বলতে পারি যে আপনি নিশ্চিতই নাজাত লাভ করবেন।"

প্রশ্নকর্তা আবার শুধালেন, "আমার প্রতিবেশী তবে কে?"

ঈসা দৃষ্টি উত্তোলন করে বলতে লাগলেন, "জেরুসালেম থেকে এক ব্যক্তি

www.amarboi.org

নির্গত হলেন, যাবেন জেরিখে, যে শহরটি অভিশাপে ধ্বংস হয়ে পুনঃনির্মিত হয়েছিলো। পথিমধ্যে ঐ ব্যক্তি ডাকাতের কবলে পড়লেন, ফলে সর্বস্ব লুণ্ঠন করে দস্যুগণ তাঁকে আহত ও মৃতপ্রায় অবস্থায় রাস্তার পাশে ফেলে চলে গেল। একজন রাব্বি তাঁকে এ-অবস্থায় দেখেও কোনো কিছুই না বলে রাস্তা অতিক্রম করে চলে গেলেন। একই ভাবে জনৈক লেভি খান্দানী বুযুর্গ একটু 'উঃ আঃ' না করেই পাশ কেটে স্বচ্ছন্দে চলে গেলেন। ঘটনাক্রমে এক সুমেরীয় ব্যক্তি ঐ পথে গমনকালে আহত লোক দেখে সমবেদনায় কাতর হয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে, ক্ষতস্থানে সুরা ঢেলে পরিষ্কার করে মলম লাগিয়ে পট্টি বেধে সান্ত্বনা দিতে দিতে শেষে তাঁকে ঘোড়ায় তুলে নিলেন। সারাদিন ঘোড়া হাঁকিয়ে একটি সরাইখানায় পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে সরাইকর্তার হেফাজতে তুলে দিলেন। পরদিন ভোরে তিনি সরাইকর্তাকে অনুরোধ করে বললেন, 'দুস্থ মানুষটির দায়িত্ব গ্রহণ করে একে সারিয়ে তুলুন, আমি যাবতীয় ব্যয় মিটিয়ে দেবো।' তারপর আহত ব্যক্তিকে চারটি আশরাফি দিলেন সরাইকর্তার বিল পরিশোধের জন্য এবং বললেন, 'কিছু ভাববেন না ; আমি জলদি ঘুরে এসে আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবো ভাই।"

"বলুন তো" ঈসা শুধালেন, "এদের মাঝে কোন ব্যক্তি ছিলেন প্রতিবেশী?"— ধর্মবেত্তা সাহেব উত্তর দিলেন, "তিনিই যিনি সদয় আচরণ করেছেন।"— ঈসা তখন বললেন, "আপনি যথার্থ উত্তর দিয়েছেন। তাহলে যান, গিয়ে অনুরূপ আমল করতে থাকুন।"

ধর্মবেত্তা দ্বিধাগ্রস্তভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

৩১। নজরানার টাকা ঃ

তারপর রাব্বিগণ আসলেন এবং ঈসাকে প্রশ্ন করলেন, "হুজুর! সীজারকে নজর দেয়া কি শরীয়তসম্মত ?"— ঈসা জুদাসের দিকে ফিরে বললেন, "তোমার কাছে কোনো টাকা আছে কি?" হাতে একটা মুদ্রা নিয়ে ঈসা রাব্বিদের দিকে ফিরে বললেন, "এই মুদ্রায় একটি প্রতিকৃতি রয়েছে বলুন তো এটি কার?"

তারা সমস্বরে বললেন, "সীজারের।"

"তাহলে দিন" ঈসা বললেন, "সীজারের যা প্রাপ্য সীজারকে আর আল্লাহর যা প্রাপ্য আল্লাহকে দিয়ে দিন।"

দ্বিধাগ্রস্তভাবে এঁরাও বিদায় নিয়ে গেলেন।

দেখা গেল এক রোমক হাবিলদার এসে হাজির। ইনি সবিনয়ে আরয করে বললেন, "প্রভু ! আমার ছেলেটি ব্যাধিগ্রস্ত। এ-বৃদ্ধদশায় আমার প্রতি দয়া করুন।"

www.amarboi.org

ঈসা উচ্চারণ করলেন, "বনি-ইসরাইলের আল্লাহ্ আপনার প্রতি মেহেরবানি করুন।" ভদ্রলোক ফিরছিলেন, ঈসা ডাক দিলেন, "অপেক্ষা করুন আমার জন্য। আমি আপনার ঘরে গিয়ে ছেলেটির আরোগ্যের জন্য দোয়া করবো।"

হাবিলদার আরয করলেন, "প্রভু ! আমি তো এতটা লায়েক নই যে ঈশ্বরের বাণী বাহক আমার ঘরে পদার্পণ করবেন। আমার সন্তানের রোগ আরোগ্যের জন্য আপনি যা উচ্চারণ করলেন তাই যথেষ্ট, কেননা আপনাকে পরমেশ্বর যাবতীয় ব্যাধির নিরাময়কারীরূপে অবতীর্ণ করেছেন। নিদ্রাবস্থায় এই দৈববাণী আমি শ্রবণ করেছি।"

ঈসা এতে বেশ চমৎকৃত ও আন্দোলিত হয়ে জনতার দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, "এই ভিন্নধর্মী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করুন, কেননা এঁর সমান্তরাল ঈমান আমি ইহুদীদের মাঝে পাইনি।" আবার তিনি হাবিলদারের দিকে ফিরে বললেন, "ইত্‌মিনানের সঙ্গে ফিরে যান। আল্লাহ্ আপনাকে মহাবিশ্বাস দান করেছেন, আপনার সন্তানের শেফাও দান করা হয়েছে।"

হাবিলদার ফিরে গেলেন। পথেই আগত তাঁর চাকরদের মুখে জানতে পারলেন, কিভাবে তার ছেলেটি আরোগ্য লাভ করেছে।

তিনি প্রশ্ন করলেন, "ঠিক ক'টার সময় জ্বর ছেড়েছে?"

তারা জানালো, "গতকাল ঠিক ছটার সময় তার শরীরের তাপ নেমে গেছে।"

ভদ্রলোক মিলিয়ে দেখলেন যখন ঈসা উচ্চারণ করেছিলেন, "বনি ইসরাইলের আল্লাহ্ আপনার প্রতি মেহেরবানি করুন" ঠিক সে-সময়েই তাঁর সন্তানটি আরোগ্য লাভ করেছে। এ-অবস্থায় আমাদের আল্লাহর প্রতি তাঁর ঈমান জাগ্রত হলো। ফলে নিজ গৃহে প্রবেশ করে তিনি আরাধ্য দেবমূর্তিগুলি চুর্ণবিচুর্ণ করে বলতে লাগলেন, "বনি ইসরাইলের আল্লাহই একমাত্র সত্য ও জাগ্রত দেবতা।" তিনি গৃহবাসী সবাইকে ডেকে বলে দিলেন, 'বনি ইসরাইলের আল্লাহর যারা পূজা করবে না এই ঘরে তাদের অন্ন নিষিদ্ধ।"

৩২। মুনাফেকি ও শির্কের প্রতি ধিক্কারঃ

প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে একজন ধর্মীয় নেতা ঈসাকে নৈশ ভোজে দাওয়াত দিয়ে গেলেন। ঈসা ভক্তগণ সহ সেখানে তশরিফ নিয়ে দেখলেন প্রভাবিত করার জন্য বহু কাতিব ইতিমধ্যে ভীড় জমিয়ে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছেন। শিষ্যগণ সোজা খাবার জায়গায় গিয়ে বসলেন, হাত-মুখ আর ধুতে গেলেন না। এতে কাতিবেরা ঈসাকে প্রশ্ন করে বসলেন, "বুর্যুগানে দ্বীনের আদত মোতাবেক আপনার মুরীদান খাওয়ার আগে হাত মুখ ধুলেন না কেন?"

www.amarboi.org

"হ্যা আমিও জানতে চাই, কি কারণে আল্লাহ্‌র হুকুম রদ করে আপনারা মনগড়া বিদআত চালু করেছেন?"— ঈসা বলতে লাগলেন, "আপনারা গরীবের সন্তানদের বলছেন— মসজিদের নামে মানত করো ও নেয়াজ দাও।— তারা তখন তাদের সামান্য বিত্ত দিয়েই মানত আদায় করে অথচ এই টাকা দিয়ে তারা তাদের পিতাদের সাহায্যকারী হতে পারতো। আর যখন এদের পিতাগণ কিছু ব্যয় করতে চান পুত্ররা চীৎকার করে ওঠে, "এই টাকা তো আল্লাহর ওয়াস্তে মানত করা।" পিতাদেরও আর ভোগান্তির অন্ত থাকে না। ওরে ভণ্ডের দল, মুনাফিক! এই টাকা কি আল্লাহর কাজে লাগে? নিশ্চয়ই নয়, কেননা আল্লাহ-পাক কিছুই খান না, তিনি তাঁর দাস নবী দাউদ-এর মাধ্যমে বরং ইরশাদ করেনঃ 'আমি কি তবে ষাড়ের গোশত্ খাই ও মেষের রক্ত পান করি? আমার উদ্দেশ্যে ভক্তি-বাণী উচ্চারণ করো এবং মানত শুধু যেন আমার নামেই হয়, কারণ ক্ষুধা লাগলে তো তোমার কাছে আমার চাওয়ার কিছু নেই এবং বেহেশতের মহা প্রাচুর্য আমারই অধিকারভুক্ত।' মুনাফিকের দল ! তোমরা এসব চালিয়েছো নিজেদের থলে ভরার জন্য আর ওশর আদায় করে নির্মাণ করেছো টাকশাল। ওরে দুর্ভাগার দল ! অন্যেরে সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে ডাকো কিন্তু নিজেরা পা মাড়াও না কখনো সরল পথে।"

"ইলমে-দ্বীনের হে ধ্বজাধারিগণ! অন্যের ঘাড়ে চরম বোঝা চাপাতে চাও কিন্তু নিজের আঙুলে সামান্য গুঁতাও দিতে চাও না।"

"অবশ্যই আমি আপনাদের বলতে চাই যে দুনিয়ার যাবতীয় মন্দ আসন গেড়েছে বুর্যুগানের নাম নিয়ে, তাঁদের দোহাই পেড়ে পেড়ে। বলুন তো আপনারা দুনিয়ায় শির্কের আমদানি হয়েছে কিভাবে বুর্যুগদের মহিমা কীর্তন ছাড়া? সেই রাজার কথাই ধরা যাক, যিনি তাঁর পিতা বা'ল-এর নামে তৎগতচিত্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সান্ত্বনার অজুহাতে পুত্র পিতার অবিকল মূর্তি নির্মাণ করে নগরীর বড় বাজারের মাঝখানে স্থাপন করলেন। তারপর তিনি এই মর্মে অধ্যাদেশ জারি করলেন যে যদি কেউ সেই মূর্তির পনের হাত গণ্ডীর ভেতরে এসে পড়ে তবে নিরাপত্তা লাভ করলো, তাকে আর কোনো কারণেই আঘাত করা চলবে না। এতেই দুষ্কৃতিকারীরা, উপকার প্রাপ্তির কারণে মূর্তির চরণে ফুল-চন্দন নিবেদন শুরু করলো, অল্প দিনের মাঝেই প্রসাদ বিতরণ ও অর্থ দানের প্রথা চালু হয়ে গেল ; এতই জোরালো ভাবে যে ভক্তির চোটে এই মূর্তিটিই দেবতায় পরিণত হলো। যা-ছিলো প্রথা মাত্র হয়ে গেল দৈব বিধান এবং তা এতই প্রবল হলো যে বা'লমূর্তি সারা দুনিয়ায় অধিষ্ঠান লাভ করলো, যে-কারণে নবী ইসাইয়ার বচনে বিদআত বিষয়ে আল্লাহ-পাক কী বেদনার সঙ্গেই না ঘোষণা করছেন, 'বাস্তবিক এই লোকেরা আমার মিথ্যা ইবাদত করছে,

www.amarboi.org

কেননা এরা আমার দাস মূসার দেয়া শরীয়ত রদ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের প্রথার অনুসরণ করে চলেছে।'

"অবশ্যই আমি আপনাদের বলতে যে হাত না ধুয়ে কেউ অন্ন গ্রহণ করলে নাপাক হয় না, কারণ যা উদরে ঢোকে তা মানুষকে নাপাক করে না বরং যা মানুষের ভেতর থেকে উদগারিত হয় তাই মানুষকে নাপাক করে দেয়।"

এ কথায় একজন কাতিব প্রশ্ন করলেন, "আমি যদি শূকরের গোশত্ খাই অথবা অন্য কোনো হারাম মাংস, তা কি আমার বিবেক ধ্বংস করবে না?"

ঈসা জবাব দিলেন, "অবাধ্যতা মানুষের ভেতরে গমন করে না, মানুষের মাঝ থেকে, তার হৃদয় থেকে নির্গত হয়, তাই হারাম খাদ্য গ্রহণ করলে তো সে অশুচি হবেই।"

একজন ধর্মবেত্তা বললেন, "হুজুর ! আপনি শির্কের বিরুদ্ধে প্রচুর কথা বললেন যেন ইসরাইলীরা মুশরিক বনে বসেছে এবং এতে আপনি আমাদের প্রতি বড়ই অন্যায় আরোপ করছেন।"

ঈসা বললেন, "আমি ভালো করেই জানি যে ইসরাইল দেশে আজকাল দারুমূর্তি অচল কিন্তু ভোগের মূর্তি ঠিকই পূজা পাচ্ছে।"

ধর্মীয় নেতারা সক্রোধে ও একযোগে প্রশ্ন করলেন, "তাহলে আমরা মুশরিক, আপনি বলতে চান?"

"অবশ্যই আমি আপনাদের বলছি", ঈসা উত্তর দিলেন, "আল্লাহর বাণী এই নয়— তোমরা পূজা করো বরং ইরশাদ হয়েছে— তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে সমস্ত চেতনা দিয়ে আরাধনা করো, সমগ্র অন্তর দিয়ে, অখণ্ড চিত্ত দিয়ে।— এই কি সত্য নয়?"— ঈসা শুধালেন।

"এই সত্য।"— সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

৩৩। ঈসা কর্তৃক তাকওয়া শিক্ষাদান ঃ

ঈসা তখন বললেন, "নিশ্চয়ই যখন মানুষ কোনো কিছুর প্রেমে মজে যায় তখন সে তার জন্যে সব কিছুই ত্যাগ করে এবং তাই শেষে পরিণত হয় তার আরাধ্য দেবতায়। যথা ব্যভিচারীর চোখে ব্যভিচারিণীর মোহন মূর্তি ; পেটুক ও মদ্যপের চোখে তার নিজ দেহের নাদুসনুদুস রূপ, অর্থ গৃধ্নুর চোখে গভীর আকর্ষণ সোনা-চাঁদির— এইরূপ দশা হয় সব পাপীদেরই।

মেজবান ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, "হুজুর ! সবচেয়ে বড় পাপ কি ?"— ঈসা শুধালেন, "একটি দালানের বড় দুর্বলতা কোথায়?— সবাই চুপ করে রইলেন। তখন ঈসা মেঝের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "ঘরটির ভিত্তি যদি দুর্বল হয়

www.amarboi.org

তবে এটি ধ্বসে পড়বে এমন ভাবে যে দালানটির পুনঃনির্মাণ অত্যাবশ্যক হবে কিন্তু অন্যান্য অংশ নষ্ট হলে এটি মেরামত করাও সম্ভব। অনুরূপভাবে বলতে চাই যে শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ, কেননা এ মানুষের ঈমান সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ও আল্লাহ হতে বঞ্চিত করে এমন ভাবে যে, তার আধ্যাত্মিক আকর্ষণ আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অন্যান্য পাপের দশা থেকে মানুষ কিন্তু মুক্তির আশা করতে পারে। তাই শির্ককেই নিকৃষ্টতম কবিরা গোনাহ বলবো।"

প্রত্যেকেই ঈসার বিশ্লেষণ শুনে চমৎকৃত হলেন এবং তিনি যা বললেন তা যে কতটা অকাট্য তা অনুভব করলেন।

ঈসা বলতে লাগলেন, "আল্লাহ যা যা বলছেন তা স্মরণ করুন, মূসা ও যশুয়া নবীর বাণীসমূহ পাঠ করুন, তবেই জানতে পারবেন, এই 'গোনাহ্ যে কত জঘন্য। বনি 'ইসরাইলের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হলো— 'তোমরা নিজেদের জন্য এমন কোনো মূর্তি নির্মাণ করো না, যার অবস্থান আসমানে অথবা এমন কোনো কিছুর, যার অবস্থান আসমানের নিচে, অথবা এমন কোনো কারো যার বিচরণ মর্তের ওপর অথবা এমন কোনো কিছুর যা-কিনা পাতাল-প্রবিষ্ট কিংবা পানির ওপর ভাসমান অথবা পানির তলে সন্তরণরত। কেননা আমিই তোমাদের আল্লাহ্, মহাপরাক্রমশালী, লা-শরীক, এই পাপাচারের শাস্তি বিধানকারী, পিতা-পুত্র-পরম্পরা চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত।' স্মরণ করো, আমাদের সম্প্রদায় যখন একটি বাছুর বানিয়ে মূর্তিটির পূজা শুরু করলো তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশে নবী যশুয়া লেভীর গোত্রের লোকদের নিয়ে ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন এবং এক লক্ষ বিশ হাজার মুশরিক যুদ্ধে মারা পড়েছিলো। আহা ! কী ভয়ংকর শাস্তি আল্লাহ দিলেন সেই গুরু-পূজারীদের।"

৩৪। ঈসা কর্তৃক তাকওয়ার শিক্ষা প্রদান অব্যাহত ঃ

ঐ সময় দরোজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন এক ব্যক্তি যাঁর ডান হাতটি এমন ভাবে চিমসে গিয়েছিলো যে সেটি হয়ে পড়েছিলো সম্পূর্ণ ব্যবহার অনুপযোগী। এ সময় ঈসা আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ্ হয়ে দোয়া করে বললেন, "যাতে আপনারা সবাই এই কথা অবগত হতে পারেন যে আমার বাক্য সত্যবাণী, তাই বলছি আল্লাহ্র নামে, হে ব্যক্তি! আপনি নিজের আতুর হাতটি মেলুন তো দেখি!" পঙ্গু লোকটি গোটা হাতটি সম্পূর্ণ মেলে ধরলেন যেন কখনো তাঁর হাতটি বিনষ্ট ছিলো না।

এঁদের মাঝে আল্লাহর ভীতি ছড়িয়ে পড়লো এবং সবাই খানাপিনায় মনোনিবেশ করলেন। কিছুক্ষণ অন্ন গ্রহণ করে ঈসা পুনরায় বললেন, "অবশ্যই আমি আপনাদের বলতে চাই যে একটি বদরসুম চালু রাখার চেয়ে একটি জনপদ পুড়িয়ে ফেলা উত্তম।

www.amarboi.org

এজন্যই আমরা দেখি মহাকুপিত হয়ে আল্লাহ্-পাক রাজপুরুষদের মাধ্যমে অনাচার দমন করেন এবং এঁদের হাতে আল্লাহর চাবুক নির্দয়ভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।"

কিছুক্ষণ পর তিনি আরও বললেন, "দাওয়াত পেয়ে কখনো মেজবানের ঘরে গিয়ে এমন উচ্চ স্থানে বসা ঠিক নয় যে অধিক সম্মানিত মেহমানের আগমনে মেজবানকে বলতে হয় 'আপনি ঐ নিচের আসনে গিয়ে বসুন।'— এমন অবস্থা বড়ই ন্যক্কারজনক। বরং আহুত হয়ে গিয়ে এমন সাধারণ আসনে বসুন যেন মেজবান এসে বলতে পারেন, 'আসুন বন্ধুবর ! এই উচ্চাসনে বসুন।"— এ অবস্থাই আপনার পক্ষে বেশ গৌরবজনক, কেননা যে কেউ নিজেকে কেউ-কেটা বনাতে চায় সে-ই অপদস্থ হয় আর যে নিজেকে বিনীত করে রাখে পরিণামে গৌরব লাভ করে।"

"অবশ্যই আমি আপনাদের বলতে চাই যে শয়তান অন্য কোনো পাপের জন্য নয় বরং অহংকারের জন্যই লানতগ্রস্ত হয়ে গেল। এমন কি নবী ইসাইয়াহ্ ওকে তিরস্কার করে একথাগুলিই উচ্চারণ করেছিলেন, 'হে ইবলিস ! জান্নাত হতে তোমার পতন হলো কেন, তুমি না ছিলে ফেরেশতাদের সৌন্দর্য, আর ভোরের মত উজ্জ্বল ছিলে তুমি, সত্যই ভূতলে গড়াগড়ি যাচ্ছে তোমার অহংকার এখন।'

"অবশ্যই আমি আপনাদের বলতে চাই, যে কেউ তার দুর্দশা সম্পর্কে অবগত সে-ই, এই দুনিয়ার জীবনে রোদন করতে বাধ্য এবং সবার চেয়ে নিজেকে অধম জ্ঞান করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কেননা পৃথিবীর প্রথম দম্পত্তি নিরবধি শত বছর রোদন করে আল্লাহর কৃপা ভিক্ষা করেছিলেন। কেননা ওই দুইজন জানতেন একরূপ অহমবোধের কারণেই কোন্ সে অবস্থান থেকে ওঁদের পতন ঘটেছিলো।"

এইরূপ বলার পর ঈসা সকলকে ধন্যবাদ জানালেন এবং সেই দিনই সারা জেরুসালেমে এসব বিবরণ জানাজানি হয়ে গেল। যে মহৎ বাণী ও অলৌকিক কীর্তি ঈসা কর্তৃক নিষ্পন্ন হলো তাতে নগরবাসীরা আল্লাহ্র গুণগানে মুখর হয়ে ওঠলেন। কিন্তু কাতিব ও রাব্বিগণ ঈসার বাক্য তাঁদের নেতৃবর্গের উক্তির খেলাপ গণ্য করে অধিকতর ঘৃণায় জ্বলতে লাগলেন। আর ফেরাউনের মতই এদের হৃদয় হয়ে গেল কঠিন যখন এরা তাঁকে হত্যার উপলক্ষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন, যদিও সে সুযোগ তাঁদের হয়ে ওঠলো না।

৩৫। অহংকারের মাধ্যমেই শয়তানের পতন ঃ

ঈসা জেরুসালেম ত্যাগ করে জর্দানের মরুসঙ্কুল স্থানে গমন করলেন এবং সেখানে তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে ঘিরে উপবিষ্ট হয়ে শুধালেন, "ওগো মুর্শিদ ! শয়তান যেভাবে মানুষকে সর্বদা মন্দের দিকে প্রলুব্ধ করে, আমাদের ধারণা সে আনুগত্যহীনতার জন্যই পতিত হয়েছে—কিভাবে অহংকার করে সে ডুবলো

www.amarboi.org

আমাদের তা বয়ান করুন।"

ঈসা জবাব দিলেন, "আল্লাহ কিছু কাদামাটি সৃষ্টি করলেন আর এ-দিয়ে কিছু নির্মাণ না করে পঁচিশ হাজার বছর একে নিষ্ক্রিয় করে রাখলেন। ওস্তাদ ও ফেরেশতা-প্রধান আযাযিল তার মহাপ্রজ্ঞা-বলে জানতে পারলো যে এই মৃত্তিকা-স্তূপ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবুয়ত চিহ্নের ধারক এবং এতে আল্লাহর রাসূলের আবির্ভাব লক্ষণ প্রস্ফুট ; যে-রাসূলের আত্মাকে আল্লাহ সকল সৃষ্টির ষাট হাজার বছর পূর্বে সৃজন দান করেছেন। তাই কুপিত হয়ে সে অন্যান্য ফেরেশতাদের উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বললো, 'দেখ হে তোমরা, আল্লাহ কোনো একদিন এই মাটির দলার সামনে আমাদের শির ঝুঁকাতে হুকুম দেবেন। অথচ দেখ আমরা আলোকময় সত্তা, তাই এরূপ করা আমাদের পক্ষে খুবই আপত্তিজনক।'

"অনেকেই আল্লাহর আনুগত্য হতে মুখ ফেরালো। অতএব এক দিবস আল্লাহ ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, 'যারা আমাকে তাদের প্রভু রূপে গণ্য করে তারা বিনাবাক্যে এই মৃত্তিকার প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করুক।'

"যারা আল্লাহ প্রেমিক তারা তৎক্ষণাৎ অবনত হলেন কিন্তু আযাযিল তার সমমনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বললো, 'হে মালিক ! আমরা আলোকময় সত্তা, তাই মাটির প্রতি অবনত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' এইরূপ উত্তরদানের সঙ্গে সঙ্গে আযাযিল কুৎসিৎ ও ভয়াল দর্শন হয়ে গেল আর তার সঙ্গীদের চেহারাও বিদঘুটে হয়ে গেল। কেননা বিদ্রোহের কারণে আল্লাহ সৃজনকালে এদের প্রতি যে কমনীয়তা আরোপ করেছিলেন তা প্রত্যাহার করলেন। পবিত্র ফেরেশতাগণ অবনত মস্তক উত্তোলন করেই দেখলেন আযাযিল কিরূপ জঘন্য দানবে রূপান্তরিত আর তার সাথীদের কি নারকীয় রূপ— সভয়ে সকলে দৃষ্টি অবনত করলেন।"

শয়তান তখন বললো, "হে মালিক ! বড়ই অন্যায়ভাবে তুমি আমাকে নারকীয় রূপ দান করলে আমি এতেই তুষ্ট, কেননা আমি তোমার সকল কিছুর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চাই।" অন্যান্য দানবের দল ক্রুদ্ধস্বরে বললো, "ওকে আর মালিক পরওয়ারদিগার বলো না হে আযাযিল ! তুমিই এখন থেকে পরওয়ারদিগার।" আল্লাহ তখন শয়তানের চেলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা অনুতাপ করো, আমাকে মাবুদ স্বীকার করো তোমাদের স্রষ্টা হিসাবে।"

ওরা জবাব দিলো, "আমরা অনুতপ্ত যে এতদিন তোমার পূজা করেছি। তুমি ন্যায়বান নও, কিন্তু আযাযিল ন্যায়বান এবং নির্দোষ, তিনিই আমাদের মাবুদ।"

আল্লাহ তখন আদেশ দিলেন, "বিতাড়িত হ-রে অভিশপ্তের দল, আমার অনুকম্পা তোদের জন্য নিঃশেষ।"

www.amarboi.org

আর বিতাড়িত হবার সময় শয়তান মৃত্তিকামূর্তির প্রতি থুথু নিক্ষেপ করলো, জিবরাইল কিছু মাটি খামচে সেই থুথু তুলে নিলেন, সেই খামচানো অংশই মানুষের পেটে নাভিরূপে এখন বিদ্যমান।

৩৬। প্রার্থনা প্রসঙ্গ ঃ

শিষ্যগণ একদল ফেরেশতার এই বিদ্রোহে মহা বিস্ময় মানলেন।

ঈসা তখন বললেন, "অবশ্যই আমি তোমাদের জানাতে চাই, যে-জন সালাত কায়েম করলো না সে শয়তানের চেয়েও বেশী বদ, ভুগবেও বেশী যন্ত্রণা। কেননা শয়তানের পতনের আগে তাকে কোনোরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি, না কোনো নবী ভেজা হয়েছে তার উদ্দেশ্যে তাকে অনুতাপ করানোর জন্য, কিন্তু মানুষের অবস্থাটা কী?— সকল নবীরই আবির্ভাব হয়েছে দুনিয়ায় শুধু আল্লাহর রাসূলের আগমন এখনো বাকি যিনি আবির্ভূত হবেন আমার পর, আল্লাহ্ চেয়েছেন যে আমি যেন তাঁর পথ প্রস্তুত করি— তাহলে মানুষের অবস্থাটা ? আমি আলবৎ বলতে চাই যে আল্লাহর মেহেরবানির অসীম নিদর্শন লাভ করেও সে ভ্রুক্ষেপহীন ও নির্ভয়, যেন আল্লাহ বলতে কারও অস্তিত্ব নেই আদৌ। তাই নবী দাউদকে সখেদে বলতে হয়, 'গবেট লোকগুলি আপন মনে বলে থাকে— আল্লাহ আবার কে? ফলে এরা অন্যায়চারী হয়ে ঘৃণিত হয়ে ওঠে, সৎ কাজ করা আর ভাগ্যে জোটে না।'

"সালাত কায়েম করো হে আমার ভক্তগণ যেন তোমরা গ্রহণ করার যোগ্য হও। কেননা যে সন্ধান করে সে পায়, যে তাঁর দরোজায় টোকা দেয় কপাট উন্মুক্ত দেখে এবং যে প্রশ্ন করে সে উত্তর লাভ করে। আর মোনাজাতের সময় বেশী বলতে নেই কেননা আল্লাহর দৃষ্টি হৃদয়ে নিবদ্ধ। তাই সুলায়মানের প্রতি ঐশী নির্দেশ ছিলো, 'হে আমার দাস আমাকে দাও তোমার হৃদয়।' অবশ্যই তোমাদের বলছি কসম আল্লাহ্র যে মুনাফিকেরা নগরের যত্রতত্র প্রচুর নামায পড়ে যেন জনতা তাদের আউলিয়ারূপে গণ্য করে। কিন্তু তাদের হৃদয় কেবল বদ্‌কারিতে পূর্ণ এবং এজন্যই তারা যা কিছু বলে নিজেরা তা পালন করে না। যা একান্ত প্রয়োজন তা হলো এই যে তোমাদের ইবাদত যেন সনিষ্ঠ হয় আল্লাহর কবুলিয়াতের উদ্দেশ্যে। বলো তো এমন কেউ কি আছে যে রোমক সুবেদার বা নবাব হেরোদের কাছে কোনো বক্তব্য ছাড়াই কথা বলতে যাবে মানসিক প্রস্তুতি না নিয়ে এবং কার দরবারে যাচ্ছে তা না ভেবে? নিশ্চয়ই এমন কেউ নেই। তাহলে যদি মানুষের কাছে কথা বলতেই মানুষ এত সব করে তবে আল্লাহ্র দরবারে হাজিরা দেবার বেলায় তার কি করা বাঞ্ছনীয় এবং পাপমুক্তির জন্য তার কি বলা উচিত ; অযাচিত এত নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা কিভাবে সমুচিত ?"

www.amarboi.org

"অবশ্যই আমি তোমাদের বলবো যে অল্প লোকই সত্যিকার সালাত কায়েম করে আর এজন্যেই এদের ওপর শয়তান প্রভাব ফেলে থাকে। কেননা আল্লাহ নিজেই সেই মৌখিক ইবাদতকারীদের প্রতি বিমুখ। ওরা মসজিদে ঢুকে মুখে মুখে আল্লাহর দয়া ভিক্ষা করে কিন্তু হৃদয় তাদের বিতর্কপূর্ণ। যে কারণে নবী ঈসাইয়ার প্রতি আল্লাহর কালাম হলো এই— 'এই লোকদের সরিয়ে দাও যারা আমার কাছে বিরক্তিকর। কেননা এরা মুখে আমার মহিমা কীর্তন করলেও অন্তরে বহুদূর।'— নিশ্চয়ই তোমাদের বলতে চাই যে যারাই সঠিক নিয়ত ছাড়া নামায পড়তে গেল তারা আল্লাহ্র সঙ্গে তামাশায় লিপ্ত হলো বৈকি।"

"নবাব হেরোদের কাছে গিয়ে কেউ কি পিছন ফিরে কথা বলতে পারবে এবং অযাচিত গুণগান করতে সাহস পাবে সুবাদার পীলাতের, যাকে নবাব সাহেব মৃত্যুবৎ বিদ্বেষ করেন? নিশ্চয়ই এমন কেউই নেই। কিন্তু কাজটা হবে এরকমই যদি কেউ বিনা প্রস্তুতিতে নামাযে দণ্ডায়মান হয়। সে আল্লাহর দিকে পিছন ফিরে থাকে আর মুখমণ্ডল নিবদ্ধ রাখে শয়তানের দিকে এবং কথাও বলে তারই উদ্দেশ্যে। কারণ তার হৃদয়ে রয়েছে ভেদবুদ্ধির টান, যে কারণে তার পক্ষে ইসতেগফার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।"

"যদি কেউ তোমাকে আহত করে বলে 'মাফ করে দাও।' আবার হাত ঘুরিয়ে তোমাকে ঘুষি মারে, তবে কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে? অবশ্য আল্লাহ তাদেরও দয়া করবেন যারা উচ্চারণ করে 'প্রভু আমাদের দয়া কুরন' আবার অন্যায়ের দিকে (দুর্বলতা শত) ঝুঁকে পড়ে ও নতুন পাপে লিপ্ত হয়।"

৩৭। ঈসার প্রার্থনা ঃ

ঈসার কথা শুনে শিষ্যগণ রোদন শুরু করলেন এবং আরয করলেন, "মুর্শিদ ! আমাদের নামায শিক্ষা দিন।"

ঈসা জবাব দিলেন, "রোমক সুবাদার যদি তোমাদের বন্দী করে নিয়ে যায় হত্যা করার জন্য, চিন্তা করো তখন তোমরা কী করবে? অবিকল কাজ করো যখন নামাযে দণ্ডায়মান হও। আর তোমাদের কালাম হবে নিম্নরূপ ঃ ' হে আমাদের পরওয়ারদিগার আল্লাহ ! আলোকোজ্জ্বল তোমার পবিত্র নাম, আমাদের হৃদয়ে তোমার সার্বভৌমত্বের অধিষ্ঠান, তোমার ইচ্ছাই সদা কার্যকর এবং তা যেমন আসমানে তেমনি হোক এই মর্তলোকে, দাও আমাদের রিযিক প্রতিদিন আর ক্ষমা করো আমাদের পাপরাশি, যেমন আমরা ক্ষমা করছি আমাদের পতি কৃত অন্যের পাপ এবং আসক্তির আবর্তে যেন আমাদের পতন না হয় বরং নিষ্ক্রান্ত করো আমাদের মন্দ বেষ্টনী হতে। কেননা তুমিই আমাদের একমাত্র মাবুদ আর তোমারই হাতে চিরন্তন মহিমা ও গৌরব।'

www.amarboi.org

৩৮। প্রার্থনার তাৎপর্য ঃ

যোহন আরয করলেন, "মুর্শিদ ! মুসার মাধ্যমে জারিকৃত আল্লাহর হুকুম মোতাবেক আমাদের পাকিজা হাসিল করা প্রয়োজন।"

ঈসা বললেন, "তোমরা কি ভাবছো আমি এসেছি নস্যাৎ করার জন্য শরীয়তকে এবং নবীদের? অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি, বরং আল্লাহ্ই চিরঞ্জীব, আমার আগমন নস্যাৎ করার জন্য নয়, মজবুত করার জন্য। কেননা সকল নবীর আবির্ভাব আল্লাহর শরীয়তকে বহাল রাখার জন্য এবং অপর নবীবাক্যসমূহ পালনের জন্য। যেরূপ আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর হাস্তির সন্মুখে জাগ্রত আমার আত্মা, যে কেউ তিলমাত্র ব্যতিক্রম করলো, আল্লাহর সন্তোষ লাভে বঞ্চিত হলো, আল্লাহ্র রাজ্যের প্রবেশাধিকার খুইয়ে বসলো এবং সেখানে তার নাগরিকত্ব হারালো। উপরন্তু আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহর আইনের একটি অক্ষরের হেরফের ঘোরতর পাপ, তবে আল্লাহ নবী ইসাইয়ার মাধ্যমে যে কথাগুলি বলেছেন সেসব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পালন অত্যাবশ্যক বিবেচনা করি। আল্লাহর ঘোষণা ঃ 'শুদ্ধ হও এবং পবিত্রতা অর্জন করো, আমার দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আত্মচিন্তা থেকে মুক্ত হও।'

"অবশ্যই আমি তোমাদের বলতে চাই যে সমুদ্রের সমুদয় পানি দিয়েও পাকিজা হাসিল করা সম্ভব নয় যদি দিল্ ঝুঁকে থাকে নাপাকির দিকে এবং আমি তোমাদের আরও বলতে চাই যে কেবল নামায পড়েই আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ করা যায় না যে পর্যন্ত না কেউ পবিত্র হয়। বরং জুলুম করে সে আপন আত্মাকে শির্ক সদৃশ পাপা চারিতায়।"

"বিশ্বাস স্থাপন করো, কসম ! যথোচিত সালাত কায়েম সম্ভব হলে যা চাওয়া যায় তাই অর্জিত হয়। স্মরণ রেখো আল্লাহ্র দাস মূসাকে, যিনি তাঁর সালাতের জোরে মিসরের মুখে চাবুক হেনেছেন, লোহিত সাগর দুভাগ করেছেন এবং নিমজ্জিত করেছেন ফেরাউনকে সেখানে তার দলবলসহ। স্মরণ করো ইউশা নবীকে, যিনি সূর্যের গতি থামিয়ে দিয়েছিলেন এবং সামুয়েলের কথায় যিনি ফিলিস্তিনের বর্বর বাহিনীকে অগ্নিদগ্ধ করে তাড়িয়েছিলেন এবং এলিজার দৃষ্টান্ত, যিনি আসমান হতে ঝরিয়েছিলেন অগ্নিবৃষ্টি ; ইলিশা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন একটি মুর্দা। এরূপ আরও কত মু'জিযা পুণ্যবান নবীদের, যাঁরা সালাতের মাধ্যমে হাসিল করেছিলেন এসব। কিন্তু এই ব্যক্তিগণ কখনও তাঁদের কর্ম সাধনায় প্রাধান্য দেন নি নিজেদের বরং চেয়েছেন আল্লাহ পাকের অনন্ত মহিমার প্রচার।"

৩৯। মানুষের পতন ঃ

যোহন তখন বললেন, "অতি উত্তম বয়ান সম্পন্ন করলেন মুর্শিদ ! কিন্তু এখনও জানতে পারিনি কিভাবে অহংকার করে মানুষের পতন হয়েছিলো।"—

www.amarboi.org

ঈসা বলতে লাগলেন, "আল্লাহ্ যখন শয়তানকে বহিষ্কার করলেন এবং ফেরেশতা জিবরাইল শয়তানের থুথু নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকাংশ পবিত্র করলেন, আল্লাহ্ তখন সকল জানদার সত্তার সৃজন সম্পন্ন করলেন; উড়ন্ত ও বিচরণশীল এবং সন্তরণক্ষম প্রাণীজগৎ আর পৃথিবীকে অলংকৃত করলেন; যা কিছু দেখা যায় সে সব দিয়ে। একদিন শয়তান জান্নাতের দরোজায় উঁকি দিয়ে দেখলো ঘোড়ার দল তৃণ ভক্ষণ করছে; সে এদের উদ্দেশ্যে বললো, যদি ঐ মৃত্তিকা-মূর্তি জীবন লাভ করে তবে এদের ক্লেশের সীমা থাকবে না, তাই উচিত কাজ হলো এমন ভাবে লাথি মারা, যাতে এটি অপদার্থে পরিণত হয়। ঘোড়াগুলি কান খাড়া করে শুনে সংঘবদ্ধ হলো এমন প্রচণ্ডভাবে কেশর ফুলিয়ে যে এখনি মাড়িয়ে যাবে সেই মৃত্তিকা-মূর্তি যা প্রস্ফুটিত গোলাপ ও লিলির সতেজ গুচ্ছের মাঝে দাঁড়িয়েছিলো। এতে আল্লাহ সেই থুথু নিক্ষিপ্ত নাপাক মৃত্তিকাংশে প্রাণ সঞ্চার করলেন যা জিবরাইল মাটির মূর্তি হতে খসিয়ে নিয়েছিলেন আর এটিকে রূপদান করলেন কুকুরে যা ঘেউ ঘেউ করে উঠতেই ঘোড়াবাহিনী ভয়ে পালিয়ে গেল। আল্লাহ্ তখন মানুষের মূর্তিতে আপন রূহ ফুঁকে দিলেন যখন পবিত্র ফেরেশতাকুল সমস্বরে গাইছিলেন, 'রহমত আকীর্ণ আপনার পবিত্র নাম হে আল্লাহ, আমাদের পরওয়ারদিগার।'

"আদম নিজের পায়ের ওপর খাড়া হয়েই দেখলেন বায়ুমণ্ডলে সূর্যের মত দেদীপ্যমান একটি বচন, 'আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'—এরূপ দেখে আদমের অধর স্পন্দিত হলো, তিনি শুধালেন, 'অসীম শুকরিয়া হে আমার মাবুদ আল্লাহ! আপনি প্রসন্ন কৃপায় আমার সৃজন সাধন করলেন তবে আমায় বলুন, আমার প্রার্থনা, এই কথাগুলির তাৎপর্য কী যে—'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল', তবে কি আমার আগে আর কোনো মানবের জন্ম হয়েছে?'

'আল্লাহ ইরশাদ করলেন, "খোশ আমদেদ তোমায় হে আমার দাস আদম, তোমায় বলছি যে তুমিই প্রথম মানব যার সৃষ্টি আমি করলাম। আর যার নাম তুমি দৃশ্যমান দেখলে সে তোমার সন্তান, যার আবির্ভাব হবে মর্তলোকে এখন থেকে বহুযুগ পর আমার রাসূলরূপে। যাঁর উপলক্ষে এই জগৎ-সৃষ্টি, তাঁর আগমন জগতকে আলোকিত করবে, তাঁর আত্মাকে ঐশী গরিমায় সংরক্ষিত রাখা হয়েছে প্রথম সৃষ্টির উষালগ্ন হতে ষাট হাজার বছর পূর্বে।"

আদম আরয করলেন, "মাবুদ ! আমার হাতের নখে এই লিপি খচিত হওয়ার বর দান করুন।" আল্লাহ্ তখন প্রথম মানবের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সেই লিপি দান করলেন, ডান হাতের নখাগ্রে খচিত হল 'আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই' আর বাঁ-হাতের নখাগ্রে

www.amarboi.org

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।' তখন পিতৃসুলভ বাৎসল্যে প্রথম মানব এই কথাগুলিতে চুম্বন দান করলেন এবং দুই চোখের ওপর ঘষে উচ্চারণ করলেন, "ধন্য সেই দিন যে দিন তোমার আবির্ভাব হবে মর্তলোকে।"

"এই মানুষকে নিঃসঙ্গ ও একাকী দেখে আল্লাহ পাক মন্তব্য করলেন, 'এ-তো ঠিক নয় যে সে একাকী থাকবে।' তাই আল্লাহ তাকে নিদ্রাভিভূত করলেন এবং হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী পাঁজরের একখানা হাড় খসিয়ে শূন্যস্থান মাংস দিয়ে পূরণ করে দিলেন। এই পাঁজরের হাড়েই তিনি হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন এবং আদমের স্ত্রীরূপে তাঁকে দান করলেন। এই দম্পতিকে তিনি জান্নাতের অধিকার দান করে বললেন, 'দেখ, এখানকার সকল ফলমূল ভোগের অধিকার তোমাদের দেয়া হলো কেবল সে ও গন্দম ব্যতীত।' অতঃপর তিনি আরও বললেন, 'সাবধান! কোনক্রমেই এই ফলদ্বয় ভক্ষণ করো না, করলে নাপাক হয়ে যাবে এমন ভাবে যে তখন তোমাদের আমি এখান থেকে তাড়াতে বাধ্য হবো এবং মহাদুর্ভোগে তোমরা নিপতিত হয়ে যাবে।"

৪০। মা হাওয়াকে শয়তানের প্রলোভন ঃ

"বিষয়টি অবগত হয়ে শয়তান গোস্বায় উন্মাদ হয়ে গেল। তাই সে একদিন জান্নাতের দ্বারদেশে উপনীত হয়ে দেখলো এক ভয়াল দর্শন সাপ সেখানটায় পাহারারত। সাপটির পাগুলি উটের পায়ের মত এবং পায়ের নখগুলি ক্ষুরের মত চার দিকেই ধারাল। দুষ্ট শয়তান তাকে বললো, 'আমাকে থোড়া বেহেশতের হাওয়া খেতে দাও ভাই।'

'সাপ উত্তর দিলো, 'আমি কী করে তোমাকে বেহেশতে ঢুকতে দেই যখন তোমাকে হাঁকিয়ে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ।'

"শয়তান বললো, 'তুমি কী দেখছো না আল্লাহ তোমাকে কতটা পছন্দ করেন যেখানে তোমাকে বেহেশতের বাইরে পাহারায় রাখা হয়েছে ঐ মাটির স্তুপের জন্য যার নাম মানুষ? তাই যদি তুমি আমাকে বেহেশতে ঢুকিয়ে দাও তবে তোমাকে আমি এমনি সাংঘাতিক কিছু বানাতে পারবো যা দেখে তোমার কাছ থেকে সবাই পালিয়ে যাবে, যেমন খুশি তেমন চলতে পারবে, যথা ইচ্ছা তথা যেতে পারবে তখন।'

"সাপ প্রশ্ন করলো, 'আমি কি ভাবে তোমাকে ভেতরে নিতে পারবো?'

"শয়তান বললো, 'আরে তুমি সত্যই মহান; তাহলে তুমি হা করো। আমি তোমার পেটে ঢুকে পড়ি, আমাকে তুমি সেখানে গিয়ে উগরে দাও যেখানে ঐ দুটি মাটির ঢেলা আজকাল বিচরণ শুরু করেছে।'

www.amarboi.org

"সাপটি তখন তাই করলো এবং হাওয়ার নিকটে নিয়ে তাকে উগরে দিলো। আদম তখন সেখানে নিদ্রাগমন করেছিলেন। শয়তান হাওয়ার সামনে মনোহর ফেরেশতার রূপ ধরে দাঁড়ালো এবং বললো, 'কি জন্য তোমরা এই সেব ও গন্দম খাচ্ছো না লক্ষ্মীটি ?'

"হাওয়া উত্তর দিলেন, 'আমাদের মালিক আল্লাহ্ বলেছেন, এসব খেলে আমরা নাপাক হয়ে যাবো এবং তিনি আমাদের এখান থেকে বিতাড়িত করবেন।' শয়তান বললো, 'উনি সত্য বলেন নি। তোমাদের অবশ্য জানা উচিত আল্লাহ ভীষণ বদ ও ঈর্ষাপরায়ণ। এজন্যে তিনি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করেন না, বরং চান সবাই তার দাস হয়ে থাকুক। তাই তিনি তোমাদের এরূপ বলেছেন যেন তোমরা তার সমান না হয়ে যাও। কিন্তু তুমি ও তোমার সঙ্গী যদি আমার পরামর্শ নাও এবং অন্যান্য ফলমূলের সঙ্গে এগুলি খেয়ে নাও, তাহলে কারো দাস হয়ে তোমাদের থাকতে হবে না, বরং আল্লাহ্ তা'আলার মতই তোমরা ভালমন্দ সব জানতে পারবে আর যা চাও তাই স্বচ্ছন্দে করতে পারবে, কারণ তোমরাও আল্লাহর সমকক্ষ হয়ে যাবে।'

"হাওয়া তখন সেই ফলগুলি সংগ্রহ করে ভক্ষণ করলেন এবং তার স্বামী জাগ্রত হলে শয়তানের সব কথা তাকে জানালেন। আদম সব শুনলেন এবং তাঁর স্ত্রী সেগুলি হাতে তুলে দিলে তিনিও ফলগুলি ভক্ষণ করলেন। সহসা ফলগুলি গিলতে গিলতে আল্লাহর সাবধান বাণীর কথা স্মরণ হলে তিনি তৎক্ষণাৎ টুটি চেপে সেগুলি উগরাতে চেষ্টা করলেন—কণ্ঠমণিরূপে সেই প্রবল টুটি চাপার চিহ্ন মানুষের গলদেশে আজও বিদ্যমান।"

৪১। আদম ও হাওয়া অবজ্ঞাত ঃ

"এ সময় উভয়েই জানতে পারলেন যে, তাঁরা উলঙ্গ হয়ে গেছেন, যে-কারণে লজ্জাতুর হয়ে ডুমুর পাতার আবরণে শরম গা ঢেকে ফেললেন। দুপুর গড়িয়ে যাবার পর তাঁরা আল্লাহর উপস্থিতি বোধ করলেন যখন ঐশী আহ্বান ধ্বনিত হলো ঃ 'আদম, তুমি কোথায়?'

"তিনি জবাব দিলেন, 'মাবুদ! আমি আপনার হুজুর হতে নিজেকে আড়াল করছি কারণ আমি ও আমার সঙ্গিনী উভয়েই উলঙ্গ। তাই আপনার সামনে নিজেদের উপস্থাপন করতে সংকোচ বোধ করছি।'

"তখন আল্লাহ্ শুধালেন, 'তোমাদের মাসুম অবস্থার লুণ্ঠনকারী কে, যদি না নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে নাপাক হয়ে গিয়ে থাকো, আর তাহলে তো জান্নাতে বেশীক্ষণ অবস্থান করতে পারবে না তোমরা?'

www.amarboi.org

"আদম জবাব দিলেন, 'ওগো মাবুদ ! যে-সঙ্গিনী আমায় দিয়েছিলেন সে আমাকে ভক্ষণে প্রবৃত্ত করেছে এবং আমিও তা উদরস্থ করেছি।'

"আল্লাহ্ নারীকে শুধালেন, 'কেন তুমি এমন খাদ্য তোমার স্বামীকে খাওয়াতে গেলে?'

"হাওয়া উত্তর দিলেন, 'শয়তান আমাকে প্রবঞ্চিত করেছে তাই আমি গ্রহণ করে ফেলেছি।'

'ইবলিসটা এখানে প্রবেশ করলো কীভাবে?'— আল্লাহ্-পাক শুধালেন।

"হাওয়া উত্তর দিলেন, 'দক্ষিণ দুয়ার যে সাপটি আগলে আছে সেই তাকে আমার কাছে এনেছে।'

"আল্লাহ্ পাক তখন আদমকে বললেন, 'যেহেতু তুমি তোমার স্ত্রীবাক্য শ্রবণ করে ফল ভক্ষণ করছো তাই মাটিই হবে তোমার পরবর্তী কর্মস্থল, যা তোমাকে কন্টকের ঘায়ে বিক্ষত করবে এবং কপালের ঘাম ঝরিয়ে সেখানে তোমার অন্ন যোগাতে হবে। আরও স্মরণে রেখো যে তুমিও মাটি, মাটিতেই মিশতে হবে তোমাকে।'

"আর তিনি হাওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আর তুমিই শয়তানের বাক্য শুনেছো আর স্বামীর মুখে তুলে দিয়েছো সেই ফল। তোমাকে নরের শাসনাধীন করে দেয়া হলো যে তোমাকে দাসী করে রাখবে এবং দারুণ প্রসব বেদনায় সন্তানের জন্ম দিতে হবে তোমাকেই।'

"আর সর্পকে ডেকে আনা হলো যখন, ফেরেশতা মিকাইল যিনি আল্লাহর তরবারির ধারক, আল্লাহ্ পাক তাঁকে নির্দেশ দিলেন, 'এই দুষ্ট সর্পকে বিতাড়িত করাই প্রথম কাজ, যাবার সময় এর ঠ্যাং দুটি কেটে দিও, যেন সে মাটির উপর বিচরণ করতে চাইলে গোটা শরীর পাকিয়ে চলে।' সবশেষে আল্লাহ্ শয়তানকে তলব করতেই সে হাসি বিস্তৃত মুখে এসে উপস্থিত হলো। আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন, 'যেহেতু তুই অভিশপ্ত তাই এদের ঠকিয়েছিস এবং নাপাক করে দিয়েছিস। আমি চাই যে এদের ও এদের সন্তান-সন্ততির সকল নাপাকী, যা থেকে এরা পরিত্রাণ প্রার্থনা করবে আমার ইবাদতের জন্য, এদের শরীর হতে নির্গত হয়ে ঢুকবে তোর মুখে। তাই নাপাকিতেই হবে তোর পরিতৃপ্তি।'

"শয়তান এক বিকট আওয়াজে ফেটে পড়ে বললো, 'যেহেতু তুমি আমাকে আরও নিকৃষ্ট করে ছাড়লে, আমিও যতটা পারি দেখব নিজেকে দিয়ে কি করতে পারি।'

"আল্লাহ বললেন, 'ভাগ্, বদবখত্ ! আমার সামনে থেকে।' শয়তান চলে গেল। আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকে রোরুদ্যমান দেখে বললেন, 'জান্নাতের বাইরে

www.amarboi.org

এখন যাও এবং অনুতাপ করতে থাকো। তোমাদের আশা যেন নিঃশেষ না হয়। কেননা তোমাদের পুত্রকে এমন ভাবেই প্রেরণ করা হবে যে সে মানব জাতির উপর শয়তানের প্রভুত্বের নিরসন করবে। কারণ তার অভ্যুদয় হবে আমার রাসূল হিসেবে, তার প্রতি আমার সকল নিয়ম পূর্ণ করা হবে।"

"আল্লাহ্ এভাবেই যবনিকাপাত করলেন আর মিকাইল তাঁদের জান্নাত হতে নির্গত করে দিলেন। তখন যেতে যেতে মুখ ঘুরিয়ে আদম বেহেশতের তোরণে খোদিত দেখলেন সে বাক্য ঃ 'আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।' যা দেখে ডুকরে উঠে আদম বললেন, 'আল্লাহ্ মনজুর করুন, হে পুত্র ! দ্রুত তুমি আবির্ভূত হও এবং আমার দুর্দশার লাঘব করো।'

"আর এভাবেই" ঈসা বললেন, "শয়তান ও আদম দুজনেই অহংকারের পাপে লিপ্ত হলেন, একের পাপ ছিলো মানুষকে অবজ্ঞা করা আর অপরের পাপ ছিলো নিজেকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বানাবার খায়েশ।"

৪২। রূপান্তরঃ

শিষ্যগণ এ আলোচনা শূনে রোদন শুরু করলেন এবং ঈসাও ক্রন্দন করতে লাগলেন যখন, তাঁর অনুসন্ধানে অনেকেই আসতে শুরু করেছেন। নেতৃস্থানীয় রাব্বিগণ যাদেরকে পাঠাতে লাগলেন কথা-বার্তার মাঝখানে তাঁকে ফাঁসানোর উদ্দেশ্যে। সিদ্ধান্তে নেয়া ছিলো তাঁকে এভাবেই বেকায়দায় ফেলতে হবে। লেভীর বংশোদ্ভুত বিচক্ষণ রাব্বি ও কাতিবগণ এসেই তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে জনাব?"

ঈসা স্বীকার করলেন এবং সত্য জ্ঞাপন করে উত্তর দিলেন, "আমি মসীহ্ নাই।"

তাঁরা শুধালেন, "আপনি কি এলিজা বা জেরেমিয়া অথবা কোনো প্রাক্তন নবীদের অন্তর্ভূক্ত কেউ ?"

ঈসা বললেন, "না।"

তাঁরা তখন বলেন, "আপিন তবে কে জনাব? বলুন যাতে আমরা তাদের কাছে বলতে পারি যাঁরা আমাদের জানতে পাঠিয়েছেন।"

ঈসা তখন বললেন, "আমি একটি কণ্ঠস্বর যা গোটা ইয়াহুদার উদ্দেশ্যে ডাক দিয়ে বলছি ঃ আল্লাহর রাসূলের আগমনের পথ মুক্ত করো—যেরূপ ঈসাইয়ার সহিফায় লিপিবদ্ধ ঠিক তেমনিভাবে।"

তাঁরা বললেন, "আপনি যদি প্রতিশ্রুত মসীহ বা এলিজা না হন, কিংবা কোনো নবী না হন, তবে নতুন কথা প্রচার করছেন কেন আর নিজেকে মসীহর চেয়েও

www.amarboi.org

বেশী গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছেন কেন?”

ঈসা জবাব দিলেন, “যে-সব মু'জিযা আল্লাহ্ আমার হাত দিয়ে সমাধা করছেন তাতে এই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ যেরূপ বলাতে চাইছেন আমিও তাই বলছি। বরং আপনারা যাঁর সঙ্গে আমার তুলনা করছেন, তাঁর মোকাবেলায় নিজেকে বাড়িয়ে তোলার ব্যাপার নয়। কেননা আল্লাহ্‌র রাসূল যাঁকে আপনারা 'মসীহ' বলছেন, আমি তাঁর মোজার বাঁধন বা জুতার ফিতা খোলার যোগ্যতাও রাখি না। তাঁর সৃষ্টি আমার সৃজনের পূর্বে এবং আবির্ভাব আমার পরে। তিনি সত্যের বাণীসহ আবির্ভূত হবেন যেন তাঁর ধর্মের বিলয় কখনো আর না হয়।”

লেভীর বংশধরগণ ও রাব্বিগণ দ্বিধান্বিত অবস্থায় প্রস্থান করলেন এবং ধর্মীয় নেতাদের সমীপে সব বিবরণ দান করলেন। নেতারা মন্তব্য করলেন, “লোকটার সঙ্গে জ্বিন আছে তাকে সব গায়েবী খবর দেবার জন্যে।”

অতপর ঈসা শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, “অবশ্যই আমি তোমাদের জানাতে চাই যে— আমাদের সম্প্রদায়ের সমাজপতি ও নেতৃবর্গ আমার বিরুদ্ধে সুযোগের সন্ধান করছেন।”

পিতর আরয করলেন, “তাহলে হুযুরের আর জেরুসালেমে যাবার দরকার নেই।”

ঈসা তার উদ্দেশ্যে বললেন, “তুমি বোকার মত কথা বলছো এবং কি বলছো তা অনুধাবন করতে পারছো না। কেননা বহুবিধ জুলুম আমাকে সইতে হবে যেমন আল্লাহ্‌র অন্যান্য নবী ও প্রিয়জনেরা সয়েছেন। তবে ভয়ের কারণ নেই যা-কিছু আমাদের স্বপক্ষে তা যেমন হবে যা-কিছু বিপক্ষে তাও তেমনি হবে, এই যা।”

আর এরূপ বক্তব্যের পর ঈসা সেখান থেকে গাত্রোত্থান করে তুর পর্বতে আরোহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন পিতর, জেম্‌স্ ও তাঁর ভাই যোহন এবং এই বিবরণীর লেখক। সেখানে সহসা এক দিব্য নূর তাঁর ওপর ঝলসিত হতে থাকলো এবং তাঁর পিরহান বরফের মত শূভ্র হয়ে গেল; মুখমণ্ডল চমকাতে লাগলো সূর্যের মত। আর দেখুন! মূসা ও এলিজা এসে সেখানে দাঁড়ালেন এবং তাঁরা বলে গেলেন আমাদের জাতি ও পবিত্র নগরীর ওপর কী-সব ঘটতে থাকবে। পিতর আরয করলেন, “হুজুর! এখানে থাকতে পারলেই ভালো হতো। যদি আপনি রাজি হন তবে আমরা তিনটা হুজুরাখানা বানিয়ে নেই। একটি আপনার জন্য, একটি মূসা ও অন্যটি এলিজার জন্যে।” একথাগুলি বলার সময় তাঁদের মাথার ওপর এক শুভ্র মেঘখণ্ড দেখা দিলো এবং সেখানে মেঘমন্দ্র আওয়াজ ভেসে আসলো ঃ ‘অবলোকন করো এই আমার দাস, তাঁর প্রতি আমি তুষ্ট, তোমরা তার অনুসরণ করো।”

www.amarboi.org

শিষ্যগণ অলৌকিক ভীতিতে আমূল কম্পিত হয়ে জমিনে মাথা নত করে মড়ার মত পড়ে রইলেন। ঈসা তাঁদের নিকটে গিয়ে ডেকে তুলে বললেন, "ভয় নেই ! কারণ আল্লাহ তোমাদের ভালবাসেন, এরূপ ঘোষণা দিলেন এজন্যে যেন আমার বাক্যে তোমাদের একীন হয়।"

৪৩। মসীহ্ সম্পর্কিত তত্ত্ব ঃ

যে আটজন শিষ্য পর্বত-ঢালে অবস্থান করেছিলেন ঈসা তাঁদের কাছে নেমে আসলেন। সঙ্গী-চারজন অপেক্ষমান আটজনের কাছে যা দেখেছেন তা বললেন। ফলে সেই দিবস হতে ঈসা সম্পর্কে তাঁদের দিলের সন্দেহের বিন্দু-বিসর্গও দূর হয়ে গেল। কেবল জুদাস ইসকেরিওর বেলায় ঘটলো ব্যতিক্রম, সে আসলে ঈমানই আনতে পারেনি। ঈসা পর্বতের সানুদেশে উপবেশন করলেন, রুটি সঙ্গে ছিলো না বলে তাঁরা বন্য ফলমূল ভক্ষণ করলেন।

আঁদ্রু তখন বললেন, "মসীহ সম্পর্কে হুজুর বহু কিছুই ইরশাদ করেছেন। তাই মেহেরবানি করে বাকি সব বলার মর্জি হোক এখন।" অনুরূপ আবেদন জ্ঞাপন করলেন অন্য শিষ্যগণও। অতএব ঈসা বলতে লাগলেন, "যে-কেউ কোনো কাজ শুরু করে সে আপন তৃপ্তির জন্য কাজটা সমাধাও করতে চায়। এ জন্যেই তোমাদের বলছি যে আল্লাহ পাক, অবশ্যই তিনি যেহেতু পরিপুর্ণ, পরিতৃপ্তির প্রয়োজনীয়তা তাঁর নেই, কেননা তিনি খোদ পরিতৃপ্তি, আর তাই সৃষ্টি পত্তনের ইচ্ছা পোষণ করেই সব কিছুর সূচনায় তিনি তাঁর রাসূলের আত্মার সৃজন সাধন করলেন। তাঁর নিমিত্তই সব কিছু সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এইজন্য সৃষ্ট জীবগণ আল্লাহর পক্ষ হতে নাজাত ও রহমত লাভ করবে তখনি যখন তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ প্রীতি বোধ করবেন। কেননা সকল সৃষ্টিকেই তাঁর সেবক রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর কেন এইরূপ করা হলো, তা একমাত্র এই জন্য যে আল্লাহ পাক স্বয়ং এইরূপই ইচ্ছা করেছেন।"

"অবশ্যই তোমাদের বলছি যে, যখনই কোনো জাতির উদ্দেশ্যে কোনো পয়গম্বরের আবির্ভাব হয় তিনি সেই জাতির জন্য নাজাতের উপলক্ষ হয়ে আসেন। তাই তাঁদের বাণী সেই নির্দিষ্ট জনতার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে না, মাত্র যাদের উদ্দেশ্যে তিনি প্রেরিত তাদের ছাড়া। কিন্তু আলাহর রাসূল, যখন তার আবির্ভাব হবে, আল্লাহ যেন তাঁর হাতে নিজের সিলমোহর দান করবেন, গোটা দুনিয়ার সকল জাতিসত্তার কাছেই তিনি নিয়ে যাবেন নাজাতের আবেহায়াৎ অবশ্য তাদের কাছেই যারা তাঁর দ্বীন কবুল করবে। দুষ্ট দমনের শক্তি নিয়েই তিনি আগমন করবেন এবং পৌত্তলিকতা উৎখাত করে ছাড়বেন এমনিভাবে যে শয়তান হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। কেননা আল্লাহ পাক ইবরাহীমকে এই মর্মে কথা দিয়েছিলেন, 'দেখ, তোমার বংশধারায় আমি

www.amarboi.org

সকল জাতির জন্য রহমত নাযেল করবো, তুমি যে ভাবে পুতুল ভাঙলে অনুরূপ ভাবে হে ইবরাহীম তোমার পুত্রও তাই করবে।'

জেমস্ আরয করলেন, "হে মুর্শিদ! ইরশাদ করুন, কার মাঝে এই প্রতিজ্ঞা কার্যকর হবে। কারণ ইহুদীরা বলে 'ইসহাকের বংশে' আর ইসমাইলীরা বলে 'ইসমাঈলের বংশে'।

ঈসা প্রত্যুত্তরে বললেন, "দাউদ ছিলেন কার সন্তান এবং কোন বংশধারার?"

জেমস জবাব দিলেন, "ইসহাকের। কারণ ইসহাক ছিলেন ইয়াকুবের পিতা, আর ইয়াকুব ছিলেন ইয়াহুদার পিতা, আর দাউদ সেই বংশেরই সন্তান।"

ঈসা তখন শুধালেন, "আর আল্লাহর রাসূলের আবির্ভাব যখন হবে, কোন বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন ?"

শিষ্যগণ বললেন, "দাউদের।"

অতঃপর ঈসা বললেন, "তোমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করছো, কেননা রূহানী পর্যায়ে দাউদ তাকে (রসুলুল্লাহকে) 'হুজুর' সম্বোধন করেছেন তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ আমার 'হুজুর'-কে বললেন, তুমি আমার দক্ষিণ বাহুতে লগ্ন হয়ে থাকো যে পর্যন্ত না তোমার দুশমনদের আমি তোমার পদধূলিতে পরিণত করছি। আল্লাহ তোমার জন্য যে মানদণ্ড প্রেরণ করছেন তা দুশমনদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে।' যদি আল্লাহর রাসূল যাঁকে তোমরা 'মসীহ' বলছো দাউদের সন্তানই হতেন তবে কি করে দাউদ তাঁকে 'হুজুর' বলে বর্ণনা করলেন? বিশ্বাস করো, কেননা অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যে, আল্লাহর ওয়াদা ইসমাইলের জন্যেই নির্দিষ্ট, ইসহাকের জন্যে নয়।"

৪৪। মসীহর বংশসূত্রঃ

অতঃপর শিষ্যগণ বললেন, "হে মুর্শিদ। মূসার কিতাবে তো এইরূপ তথ্য লিপিবদ্ধ যে এই ওয়াদা ইসহাকের প্রতি উচ্চারিত ?" ঈসা কাতরোক্তি করে বললেন, "হ্যা একথাই লিপিবদ্ধ, কিন্তু মূসা কিতাবখানা লিখেন নি, যশুয়াও লিখেন নি, লিখেছেন আমাদের রাব্বিগণ যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত নন। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের বলছি যে, যদি তোমরা ফেরেশতা জিবরাইলের বাক্য বিবেচনা করো তবেই আমাদের কাতিব ও রাব্বিদের দুষ্কৃতি আবিষ্কার করতে পারবে। কেননা ফেরেশতা বলছেন, "ইবরাহীম ! সারা দুনিয়াই জানতে পারবে আল্লাহ আপনাকে কতটা ভালবাসেন। কিন্তু আপনি আল্লাহর প্রতি যে প্রেম পোষণ করেন তা জগদ্বাসী জানবে কেমন করে? অবশ্যই তাই আল্লাহর ঈশকে আপনার কিছু একটা করা দরকার।"

ইবরাহীম বললেন, "দেখুন আল্লাহর এই গোলামকে আল্লাহ যা চান তাই করতে প্রস্তুত।"

www.amarboi.org

"তখন আল্লাহ্ পাক ইবরাহীমকে ইরশাদ করলেন, 'তোমার পুত্রকে নিয়ে এসো, তোমার প্রথম পুত্র ইসমাইল এবং পর্বতে আরোহণ করে তাকে কুরবানি করো।' ইসহাক কি প্রথম পুত্র? ইসহাকের জন্ম-লগ্নে ইসমাইল ছিলেন সাত বছর বয়সের বালক।"

শিষ্যগণ বললেন, "ধর্মবেত্তাদের কারচুপি এখন পরিষ্কার হলো, আমাদের সত্যবাণী দান করুন, কেননা, আমরা জানি আপনি আল্লাহর কাছ হতেই প্রেরিত।"

ঈসা বললেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের বলছি, শয়তান সব সময় আল্লাহর আইনকে রদ করতে চায়। তাই সে তার চেলামুণ্ডাসহ মোনাফেক ও মন্দ লোকদের নিয়ে প্রথম দলকে মিথ্যা মতবাদ ও দ্বিতীয় দলকে দুশ্চরিত্র জীবন যাপন করিয়ে বর্তমানে সব কিছুই প্রায় দুষিত করে ফেলেছে। তাই সত্য লাভ দুঃসাধ্য বটে। হায়রে মোনাফেকের দল ! দুনিয়ার তাবৎ সুখ্যাতি তাদের জন্য দোযখের অপমান ও শাস্তিতে রূপান্তরিত হবে।"

"তাই তোমাদের বলতে চাই যে আল্লাহর রাসুল এক অতুল ঐশ্বর্য যা আল্লাহর সারা আলমকে স্ফুর্তি দান করবে। কেননা তিনি বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রেরণায় অলংকৃত হবেন। শক্তি ও প্রজ্ঞার প্রেরণায় হবেন উদ্বুদ্ধ, তাকওয়া ও আল্লাহর ঈশক, কৌশল ও হিকমতের আলোয় হবেন উদ্ভাসিত। তিনি দানশীলতা ও সহমর্মিতার আকর হবেন, হবেন ন্যায় ও করুণার প্রশান্ত মূর্তি, ধৈর্য ও সভ্যতা-বোধের প্রতীকী চরিত্র হবে তাঁর। এমন ভাবেই যে এসব গুণ গোটা সৃষ্টির প্রতি যতটা আরোপিত হয়েছে তার তিন গুণ বেশী বিকশিত হবে তাঁর মহান সীরাতে। হে রহমতের কাল যখন তাঁর আবির্ভাব দুনিয়ায় হবে। বিশ্বাস করো যে আমি তাঁকে দেখেছি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি যেরূপ সকল নবীগণই তাঁকে দেখে থাকেন। তাঁর রূহ-মোবারকের সঙ্গে মোলাকাতের পরই আল্লাহর তরফ হতে নবুয়ত দান করা হয়। আর যখন তাঁকে আমি প্রত্যক্ষ করলাম আমার হৃদয় স্বস্তিতে ভরে গেল। বললাম, "হে মুহাম্মাদ ! আল্লাহ্ প্রতি রাজি থাকুন আর আমাকে আপনার জুতার ফিতা বাঁধার যোগ্যতা দান করুন আপনার। কেননা এই করেই আমি মহান পয়গম্বরে পরিণত হবো এবং আল্লাহর পবিত্র-জনদের একজন হিসাবে পরিগণিত হতে পারবো।"

এইরূপ আলোচনার পর ঈসা আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

৪৫। মোনাফেকির নিন্দাঃ

অতঃপর ফেরেশতা জিবরাইল ঈসার প্রতি অবতীর্ণ হয়ে এমন স্বরে বাক্য বিনিময় করলেন যা শোনার সৌভাগ্য আমাদেরও হলো ; ফেরেশ্‌তা আদেশ দিলেন, "উঠে পড়ুন, জেরুসালেমের দিকে যান।"

www.amarboi.org

নির্দেশ মোতাবেক ঈসা প্রস্থান করে জেরুসালেম অভিমুখে গমন করলেন। বিশ্রাম দিবসে তিনি মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে জনতার উদ্দেশ্যে নসিহত দান শুরু করলেন। এতে দারুণ সাড়া জাগলো, মসজিদে ভীড় জমে ওঠলো এবং প্রধান রাব্বি সহ রাব্বিগণও জনতার মাঝে মিশে গিয়ে ঈসার সমীপবর্তী হয়ে প্রশ্ন রাখলেন, "হুজুর! শুনলাম আপনি আমাদের নিন্দাবাদ করছেন, তাই সাবধান হয়ে যান যাতে আপনার মন্দ কিছু না ঘটে যায়।"

ঈসা জবাব দিলেন, "অবশ্যই আমি আপনাদের বলতে চাই, আমি মোনাফেকদের ধিক্কার দেই, যদি আপনারাও মোনাফেক হয়ে থাকেন তবে আমার কথা তো আপনাদের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।"

তাঁরা বললেন, "মোনাফেক কে? আমাদের স্পষ্ট করে বলুন।"

ঈসা জবাব দিলেন, "অবশ্যই আমি আপনাদের বলছি, যে পুণ্য কাজ করে নিজের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সেই এক নম্বর মোনাফেক। কেননা তার কাজে অন্তরের প্রেরণা নেই, মানুষ তার অন্তরকে জানে না, সেখানে কেবল অপবিত্র খেয়াল ও অশ্লীল বাসনাই বিদ্যমান। আপনারা জানতে চান মোনাফেক কে? সে-ই যে মুখে আল্লাহর দাসত্ব আওড়ায় কিন্তু ভেতরে ভেতরে মানুষের দাসত্বই করে বেড়ায়। হায় রে হতভাগা! কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে তার সকল উপার্জন খুইয়ে বসে। এ জন্যেই এ-বিষয়ে নবী দাউদ ইরশাদ করেন, "রাজা-বাদশাদের উপর একীন স্থাপন করো না কিংবা কোনো আদম-সন্তানের ওপর, কারণ এদের হাতে নাজাত মিলবে না, মৃত্যুর সাথে সাথে এদের চিন্তাভাবনার শেষ।'— না না, এমন কি মৃত্যুর আগেই উপস্বত্ব ভোগে এরা বঞ্চিত হয়, কেননা, নবী আইয়ুবের বাণীতে বলা হয়েছে, 'মানুষ বড়ই অস্থির, যেহেতু কোনো বিষয়েই সে অনড় থাকতে পারে না।' তাই, আজ যদি সে আপনার প্রশংসায় হয় পঞ্চমুখ, কালই শুরু করে দেয় নিন্দা। আর যদি সে আজই চায় আপনাকে পুরস্কৃত করতে তবে আগামীকাল আপনাকে অপদস্থ করতে ইচ্ছা করে। দুর্ভাগ্য তাই মোনাফেকদের জন্য, কেননা তাদের প্রাপ্তি শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়। আল্লাহ-পাকের অমরত্বর দোহাই, যাঁর পলকহীন দৃষ্টিপাতের সামনে আমি দণ্ডায়মান ; মোনাফেক একজন দস্যু, সে ধর্মবিশ্বাস লুণ্ঠনকারী, এইরূপ যে, সে শরীয়তের সৌজন্য বজায় রেখে চোরের মত হরণ করে আল্লাহর অধিকার, একমাত্র যে-সত্তার জন্যই নির্ধারিত চিরন্তন প্রশংসা ও অখণ্ড মর্যাদা।

"আপনাদের উদ্দেশ্যে আরও বলছি, মোনাফেকের কোনোরূপ ঈমান নেই। এই জন্যে যদি সে বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা এবং দুষ্কর্মের জন্য মারাত্মক

www.amarboi.org

বিচারকর্মের পর তীব্র সাজা দান করবেন তবে নিজের আত্মাকে সে পরিশ্রুত করতো, ঈমান নেই বলেই তার আত্মাকে সে পাপে মজিয়ে রাখে। অবশ্যই আমি আপনাদের আরও বলতে চাই, মোনাফেক ব্যক্তিটি এমনই ভণ্ড যে তার মুখোশটি খুব সফেদ কিন্তু অন্তরে অপরাধ ও কীটের কিলবিলানি চলছে। অতএব আপনারা, হে রাব্বিবর্গ! আল্লাহর কাজে অগ্রণী হোন, কেননা আল্লাহ্ আপনাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি চান আপনারা তাঁর সেবা করেন। আমি আপনাদের নিন্দা করছি না, যেহেতু আপনারা আল্লাহর খেদমতে নিয়োজিত, কিন্তু যদি আপনারা লাভের আশায় সব কাজ করেন এবং হাট-বাজারের মতই মসজিদে বেচা-কেনা চালান, যদি আল্লাহর ঘরকে ইবাদতের স্থান গণ্য না করে পণ্যের গুদাম বলে বিবেচনা করেন, যা ইতিমধ্যে চোর-ছেচড়ের গুহায় পরিণত হয়েছে। যদি আপনারা মানুষকে খুশি রাখার জন্যেই সব কাজ করেন আর আল্লাহর ইয়াদগারি থেকে নিজের দেমাগকে মুক্ত করে ফেলেন, তবে আমি আপনাদের বিপক্ষে এই মর্মে ডাক ছেড়ে বলছি— আপনারা সব শয়তানের সন্তান, ইবরাহীমের আওলাদ নন, যিনি আল্লাহর প্রেমে পিতৃগৃহ ত্যাগ করেছিলেন এবং নিজের পুত্রকে কুরবানি দিতে ইচ্ছা করেছিলেন। বড়ই মন্দ ভাগ্য আপনাদের, হে রাব্বিবর্গ ও ধর্মবেত্তাগণ ! যদি আপনারা এরূপই হন তবে আল্লাহ আপনাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবেন ধর্মীয় নেতৃত্ব।"

৪৬। দ্রাক্ষা-উদ্যানের মজদুরগণ ঃ

পুনরায় ঈসা বলতে লাগলেন, "আপনাদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। কোনো এক গৃহস্থ একটি আঙ্গুর বাগান করে ঝাড় বেঁধে দিলেন যাতে, পশুর পায়ের তলে ক্ষেতটি দলিত না হয়। এতে তিনি একটি চোলাই যন্ত্র স্থাপন করলেন মদ প্রস্তুতের জন্য এবং কয়জন ক্ষেতমজুর নিয়োগ করলেন এটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তারপর যখন মদ সংগ্রহের মওসুম আসলো তিনি তাঁর কর্মচারীদের সেখানে এই কাজে পাঠিয়ে দিলেন। ক্ষেতমজুরগণ গৃহস্তের কর্মচারীদের দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে কাউকে আহত করলো, কাউকে আগুনে ঝলসে দিলো আর কারো গায়ের চামড়া তুলে ফেললো তীক্ষ্ণ ছুরি চালিয়ে। বেশ কয়েকবার তারা এরূপ করলো। আমাকে বলুন, এ অবস্থায় সেই গৃহস্থ ক্ষেতমজুরদের প্রতি কী আচরণ করবেন?"

সবাই একযোগে বললেন, "অবিকল নিষ্ঠুরভাবে ইনি তাদের বিনাশ করবেন এবং আঙ্গুর বাগানে অন্য ক্ষেতমজুর নিয়োগ করবেন।"

অতঃপর ঈসা বললেন, "জানেন না আপনারা এই আঙ্গুর বাগিচা হলো বনি-ইসরাইল-ঘরাণা আর ইয়াহুদা ও জেরুসালেমের বাসিন্দারা হলো ক্ষেতমজুরের

www.amarboi.org

উপমা ! হায়, আপনাদের ভাগ্য ! কেননা আল্লাহ আপনাদের প্রতি রুষ্ট, আল্লাহর বহু নবীর গাত্র-চর্ম তুলে নেয়া হয়েছে এদেশে, আহবের সময় পুণ্যাত্মাদের কবর দেয়ার লোকও এদেশে মেলেনি!"

আর যখন তাঁর বাক্য এরূপ পর্যায়ে পৌঁছলো প্রধান রাব্বি তাঁকে পাকড়াও করতে চাইলেন, কিন্তু সাধারণ জনতার ভয়ে পিছিয়ে গেলেন ; এদের সংখ্যা ছিলো অনেক বেশী।

তারপর ঈসা একজন মহিলাকে দেখলেন যার মাথা জন্মাবধি নিচের দিকে কাৎ হয়েছিলো, তিনি মহিলাকে বললেন, "হে নারী, মাথা তুলে দাঁড়াও বিসমিল্লাহ বলে এজন্যে যে, এঁরা যেন বুঝতে পারেন আমি সত্য প্রচার করছি এবং তিনি যা চান আমি তাই ঘোষণা করছি।"

পর মুহূর্তেই মহিলাটি সম্পূর্ণভাবে হেঁট মাথা সোজা করে দাঁড়ালেন, আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রদর্শন করে।

প্রধান রাব্বি চীৎকার করে বললেন, "এই লোকটি আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি নয়, বিশ্রাম-দিবসের নিয়ম লংঘন করেছে সে, কারণ আজ সে রুগ্ন ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করলো নিয়ম ভঙ্গ করে।"

ঈসা জবাব দিলেন, "আচ্ছা আমাকে বলুন, বিশ্রাম-দিবসে কথাবার্তা বলা তো হালাল তবে অন্যের নাজাতের জন্য দোয়া করাটা কি হারাম? আপনাদের মাঝে কি এমন কেউ আছেন যিনি বিশ্রাম-দিবসে তার গাধা বা গরু খানাখন্দে আটকে পড়লে সেটিকে দিবসের কারণে উদ্ধার করবেন না? নিশ্চয়ই এমন কেউ নেই। তবে আমিও বিশ্রাম-দিবসে বনি-ইসরাইলের এক কন্যার স্বাস্থ্য লাভের জন্য মোনাজাত করে কি দোষটা করেছি? নিশ্চিতভাবেই এখানে আপনার মোনাফেকির প্রকট রূপে ধরা পড়লো। হায়, আজকাল এমন কয়জন আছে, যে অন্যের চোখে সামান্য কাঁটার খোঁচা বিধলো দেখে আঁতকে ওঠে অথচ ঘরের বর্গা ছিটকে পড়ে তার নিজের মাথা যে গুড়িয়ে যাবে সে খবর নেই ! হায়, এমন কয়জন আছে, যে সামান্য পিঁপড়াকেও ভয় পায় কিন্তু হাতীর পরোয়া করে না!"

এই কথাগুলি বলে তিনি মসজিদ হতে নির্গত হলেন। কিন্তু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ক্রোধের আগুনে জ্বলতে থাকলেন। কারণ তাঁরা তাঁকে পাকড়াও করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং আপন খায়েশ চরিতার্থ করতে সমর্থ হননি, অতীতে এমন অবস্থায়, যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ওপর নিজেদের খায়েশ মেটাতে বেশ সক্ষম হয়েছিলেন।

www.amarboi.org

৪৭। নেঈন শহরের বিধবার সন্তানঃ

নবুয়তের দ্বিতীয় বছরে ঈসা জেরুসালেম হতে নির্গত হয়ে নেঈন শহর অভিমুখে গমন করলেন। তিনি যখন নগরদ্বারে সমীপবর্তী হলেন, নগরবাসীরা জনৈকা বিধবার একমাত্র সন্তানের মৃতদেহ নিয়ে গোরস্থানের দিকে যাচ্ছিলেন ; তাঁদের সবার চোখেই ছিলো শোকাশ্রু। এ অবস্থায় ঈসা যখন পৌছলেন লোকেরা কি করে জানি বুঝতে পারলেন, গালীলের নবীর আগমন হয়েছে, তাঁরা তাঁকে ঘিরে ধরে মৃতকে জীবন দানের জন্য কাকুতি প্রকাশ করলেন। একজন নবী হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই এ কাজ পারেন যেখানে তাঁর শিষ্যদের পক্ষেই এরূপ কাজ সম্ভবপর হচ্ছে। ঈসা মহাভীত হয়ে আকাশে চক্ষু স্থাপন করে আরয করলেন, "ওগো মাবুদ ! আমাকে দুনিয়া হতে তুলে নিন, কেননা, এটি উন্মাদাগারে পরিণত হয়েছে। মানুষ স্বচ্ছন্দে আমাকে খোদা বলতে শুরু করেছে !"— এই রূপ আহাজারি করে তিনি রোদন করতে লাগলেন।

তখন জিবরাইল অবতীর্ণ হলেন এবং বললেন, "হে ঈসা ! ভয় নেই, কারণ আল্লাহ পাক আপনাকে জরা-মৃত্যুর ওপর অধিকার দান করেছেন ; সে অধিকারের মাত্রা এতই যে আপনি বিসমিল্লাহ বলে যে অবস্থায়ই তা প্রয়োগ করেন না কেন তৎক্ষণাৎ তাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হবে।" তারপর ঈসা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে মাবুদ, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, রাহমানুর রাহীম।" এইরূপ বলে তিনি মৃতের জননীর নিকটে গিয়ে বিগলিত কণ্ঠে বললেন, "ওগো মেয়ে, কাঁদাকাটি করো না।" এবং মৃতের হাতটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "আমি তোমায় বলছি, হে যবকু! আল্লাহর নামে তুমি সুস্থ দেহে জাগ্রত হও।"

ছেলেটি জীবন লাভ করলো, যা-দেখে সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে বলতে লাগলেন, "এক মহানবীকে আল্লাহ আমাদের মাঝে দান করেছেন, আর তিনি তাঁর কওমের মাঝে বিচরণ শুরু করেছেন।"

৪৮। নেঈন শহরে আলোড়ন ঃ

এই সময় আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপে স্বদেশভূমি পরাধীন এবং রোমক সৈন্যদল গোটা ইয়াহুদায় ছাউনি গেড়ে বসেছে। রোমকদের মাঝে একটি প্রথা চালু ছিলো যে, যদি কেউ কোনো অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারতো এবং মানুষের উপকার সাধন করতে পারতো তবে সেই ব্যক্তিকে তারা খোদা রূপে পূজা করতো। নেঈন শহরে অবস্থানরত ছাউনির সেনাদল এখন একে-ওকে এই বলে তিরস্কার শুরু করলো, "আরে মিঞা তোমাদের এত বড় এক দেবতার আবির্ভাব ঘটলো এই শহরে আর কেউ কোনো তোয়াক্কা করলে না। নিশ্চয় আমাদের কোনো দেবতা যদি

www.amarboi.org

এভাবে এখানে আসতেন তবে আমরা তাকে সর্বস্ব দিয়ে সেবা করতাম। তোমরা দেখ, আমরা আমাদের দেবতাদের কতটা সমীহ করি যে তাঁদের প্রতিমার সামনেই আমাদের যা সেরা বস্তু তাই নিবেদন করি।" শয়তান এই বক্তব্যটিকে এতই ফেনিয়ে তুলতে লাগলো যে নেঈনের জনতার মাঝে এ-বিষয়ে মহা-আলোড়নের সূচনা হলো। কিন্তু ঈসা নেঈন শহরে আর কালক্ষেপ না করে কাফুর্নামের পথ ধরলেন। নেঈনের বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে কেউ মন্তব্য করলো— "ইনি আমাদের খোদা, হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছেন।" অন্যেরা বললো, "আল্লাহ্ তো অদৃশ্য, কেউ তাই তাঁকে কখনো দেখেনি, এমন কি মূসাও নন, যিনি ছিলেন তার খাস বান্দা, তাই ইনি খোদা নন বরং খোদার পুত্র বটে।" তৃতীয় একদল বললো, "ইনি খোদা নন, খোদার পুত্রও নন, কারণ সন্তান জন্ম দেবার জন্য আল্লাহর শরীর নেই। তিনি আসলে আল্লাহর এক মহানবী।"

আর এভাবেই শয়তান বিষয়টিকে এমন তুঙ্গে তুললো যে নবুয়তের তৃতীয় বছরে আমাদের জনসাধারণের মাঝে মহাকলহ সংঘটনের উপক্রম হয়ে গেল।

ঈসা কাফুর্নামে গমন করলেন, যখন তামাম নাগরিকগণ সকল ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে নিয়ে, ঈসা শিষ্যবর্গ সহ যে-বাসগৃহে অবস্থান করছিলেন সেই প্রাঙ্গণে এসে ভীড় জমালেন। আর ঈসাকে আহ্বান করে তাঁরা এঁদের রোগারোগ্যের জন্য আবেদন জানাতে লাগলেন। তখন ঈসা এঁদের প্রত্যেকের গায়ে হাত রেখে দোয়া করলেন, "হে বনি ইসরাইলের মাবুদ আপনার পবিত্র নামের গুণে এদের স্বাস্থ্য দান করুন।" তখন প্রত্যেকেই আলৌকিক ভাবে আরোগ্য লাভ করলেন।

বিশ্রাম দিবসে ঈসা সিনাগগে (ইহুদিদের প্রার্থনাগৃহ) প্রবেশ করলেন আর সেখানে সকল নগরবাসী ছুটে গেলেন তাঁর বাণী শ্রবণের জন্য।

৪৯। কাফুর্নামে ঈসার প্রচার ঃ

সেই দিন কাতিবগণ দাউদ-সঙ্গীত অধ্যায় পাঠ করলেন, যেখানে দাউদ বলছেন, "যখন আমার সময় হবে আমি সঠিক বিচার সম্পন্ন করবো।" তখন নবীদের অধ্যায় পাঠ শেষ হলে ঈসা দাঁড়ালেন এবং সকলকে নীরব হওয়ার জন্য ইঙ্গিত করে বললেন, "ভাইসব ! আমাদের পিতা নবী দাউদের বাণী আপনারা শুনলেন ; তিনি বলছেন, যদি তাঁর সময় মিলতো তবে তিনি সঠিক বিচার করতেন। আমি আপনাদের সত্যই বলছি যে, বহু বিচারক আপন স্বার্থের অনুকূল নয় শ্রেফ এ কারণেই সঠিক বিচার করতে ব্যর্থ হন। আর যে-বিচার তার স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিশীল তিনি তা সময়ের আগেই দ্রুত নিষ্পন্ন করে ফেলেন। এ জন্যেই আমাদের পূর্ব পুরুষদের মাবুদ, দাউদের মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত বাণীতে বলছেন,

www.amarboi.org

'ঠিক মত বিচার করো হে আদম সন্তানগণ।' বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত সেই লোকেরা, যারা পথের মোড়ে বসে অন্য কোনো কাজ না করে পথচারীদের বিচার করে এরূপ বাক্যে— 'ওই লোকটি খুবসুরত, এই লোকটি নোংরা, ওই লোকটি ভালো, এই লোকটি মন্দ।' তাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, কেননা ঐশী বিচারের মানদণ্ড তারা স্রষ্টার হাত থেকে নিজেদের হাতে তুলে নেয়। আল্লাহ বলেন, 'আমিই সাক্ষী এবং বিচারকর্তা, এই মর্যাদা অপর কাউকে প্রদান করি না।' অবশ্যই আমি আপনাদের বলছি এরূপ আমল এই প্রমাণ করে যে তারা সত্যিকার অর্থে দেখেও নি শুনেও নি, আর বিচারক নয় বলেই তারা বিচার শুরু করে। তাই এরা পৃথিবীতে ঘৃণিত হয় আল্লাহর চোখে এবং শেষ বিচার-দিনে এদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর। দুর্ভাগ্য ওদের, যারা ভালোকে মন্দ বলছে এবং মন্দকে ভালো। কেননা তারা অপরাধীর মত আল্লাহকেই দোষী সাব্যস্ত করছে যিনি সকল কল্যাণের উদ্‌গাতা এবং যিনি সঠিকভাবেই শয়তানকে সকল মন্দের হোতা রূপে চিহ্নিত করেছেন। কিরূপ ভয়াবহ হবে তাদের শাস্তি বিবেচনা করুন, যারা ঘুষের বিনিময়ে অপরাধীকে নির্দোষ বলে খালাস দেয় আর এতিম ও বিধবাদের হক বিলুপ্ত করে। অবশ্যই আমি আপনাদের বলছি, খোদ শয়তানও এদের শাস্তি দেখে ভয়ে প্রকম্পিত হবে ; এমনি ভয়াবহ হবে এই সাজা। আপনারা যারা বিচারক পদে আসীন, অন্য সকল বিবেচনা যথা আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব, খ্যাতি কিংবা লাভ, সব পরিহার করে আল্লাহর ভয়ে সত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন। পরম যত্নের সঙ্গে একে লালন করুন; কারণ আল্লাহর বিচারে আপনাকে তা রক্ষকরূপে সাহায্য করবে। কিন্তু আমি আরও সাবধান করছি, যারা সহানুভূতিশূন্য হৃদয়ে বিচার কর্ম করবেন তাদেরও হৃদয়হীন হক বিচারের মোকাবেলা করতে হবে।"

৫০। বিচারকর্ম সম্পর্কে ঃ

"হে মানুষ ! আমাকে বলুন, আপনি যে অন্য মানুষের বিচার করছেন, জানেন নাকি যে সেও আপনার মত একই মৃত্তিকাজাত? আপনি কি জানেন না যে আল্লাহ ছাড়া 'ভালো' আর কাউকেই বলা যায় না? যে কারণে প্রত্যেক মানুষই মিথ্যুক ও পাপী। বিশ্বাস করুন, হে মানুষ! যদি আপনি কারো দোষ নির্দেশ করে বিচার করেন, তাহলে নিজের হৃদয়কেও অনুরূপ দোষে বিচার করুন। অহো ! বিচার করা কি বিপজ্জনক কাজ ! আহা ! ভুল বিচারের কারণে কত লোকই না ধ্বংস হয়েছে! শয়তান মানুষকে নিজের তুলনায় অধমরূপে বিচার করলো, সে জন্যে সে বিদ্রোহ করে বসলো আল্লাহর বিরুদ্ধে, যিনি তার স্রষ্টা ; যে কারণে সে হয়ে গেল অনুতাপশূন্য। আমি তার সাথে আলোচনার অভিজ্ঞতা হতেই একথা বলছি। আমাদের আদি

www.amarboi.org

পিতা-মাতা শয়তানের কথাকে সঠিক বিচার করলেন, যে জন্যে তারা জান্নাত হতে বিতাড়িত হলেন এবং সন্তান-সন্ততিকে করে গেলেন দুর্দশাগ্রস্ত। অবশ্যই আমি আপনাদের সত্য বলছি, চিরঞ্জীব আল্লাহর কসম, যাঁর সম্মুখে আমি দণ্ডায়মান, ভুল বিচার সকল পাপের জনক। যেহেতু কেউই ইচ্ছা না হলে পাপ করতে সক্ষম হয় না এবং কেউই এমন কিছু ইচ্ছা করে না, যে-বিষয়ে সে জানে না কিছুই ; দুর্ভাগ্য তাই সেই সব পাপাচারীদের জন্য যারা পাপকে পুণ্য বলে রায় দেয় এবং পুণ্যকে পাপ বলে এবং এভাবেই যারা সততা নাকচ করে পাপকে বাড়তে দেয়। সুনিশ্চিত যে এমন ব্যক্তির জন্য মহাশাস্তি অপেক্ষমান; যেদিন আল্লাহ দুনিয়ার বিচার করবেন সেই দিবসটিতে। হায়, মিথ্যা বিচার করে কত লোক যে বিলুপ্ত হলো এবং কত লোক যে এখনও বিলুপ্ত হচ্ছে! ফেরাউন মুসাকে ও বনি ইসরাইলকে অধার্মিক রূপে বিচার করলো, সউল দাউদকে মৃত্যুযোগ্য বলে বিচার করলো; আহব এলিজাকে বিচার করে বসলো, বখ্‌ত্‌নসর বিচার করলো শিশু তিনটিকে যারা মিথ্যা দেবতার পূজা নিবেদনে অস্বীকার করেছিলেন। দুই মহামুরুব্বী সুসান্নার বিচার করলো এবং সকল পৌত্তলিক রাজারা যুগে যুগে নবীদের কত বিচারই না করলো। অহো ! কি প্রচণ্ড রায় আল্লাহ-পাকের! বিচারকর্তাগণ ধ্বংস হলো, রক্ষা পেল বিচারপ্রাপ্তগণ। আর কেন এরূপ হলো হে মানুষ, বলুন এই জন্যেই কি নয় যে তারা দ্রুত সিদ্ধান্তে নির্দোষকে ভুল বিচারে দণ্ডিত করেছিলেন? ভুল বিচারে কি ভাবে যে ভালোও ধ্বংসের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে তা লক্ষ্য করা যায় ইউসুফের ভাইদের কাণ্ডে, যারা তাঁকে মিসরীদের কাছে বিক্রি করেছিলো; মুসার ভাই হারুন ও বোন মরিয়মের কাজেও, যখন তারা ভাই সম্পর্কে ভুল বিচার করেছিলেন। আল্লাহর নির্দোষ বন্ধু আইয়ুবেরও বিচার করেছিলেন তাঁর তিন বন্ধু। দাউদ বিচার করেছিলেন মেফিবুশেথ ও উরিয়াহ্‌র। সাইরাস দানিয়েলকে সিংহের খাঁচায় খাদ্য বনার যোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন; এইরূপ আরো অনেকের বিচার অনেকের ধ্বংস ডেকে এনেছে। এ কারণেই আমি আপনাদের বলছি বিচার করতে যাবেন না, তবে নিজেরাও বিচারের হাত থেকে বাঁচবেন।" তারপর যখন ঈসা ভাষণ শেষ করলেন অনেকেই তৎক্ষণাৎ অনুতাপে বিগলিত হয়ে নিজেদের পাপের জন্য মহা আহাজারি শুরু করলেন এবং সবকিছু ত্যাগ করে তাঁর সহগামী হওয়ার জন্য প্রকাশ করলেন। কিন্তু ঈসা বললেন, "নিজেদের সংসারেই অবস্থান করুন, পাপ বর্জন করে আল্লাহর কাজে নিবেদিত হোন, এভাবেই নাজাত লাভ হবে, কারণ আমি কারো খেদমত নিতে আসিনি, এসেছি খেদমত করার জন্য।"

www.amarboi.org

৫১। শয়তানের প্রতি ঈসার অনুকম্পা ঃ

যখন তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত নিবেদন করলেন, শিষ্যগণ সমীপবর্তী হয়ে প্রশ্ন করলেন, "হে মুর্শিদ ! দুটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দান করুন, একটি হলো আপনার কথোপকথন শয়তানের সঙ্গে, যাকে বলছেন আপনি একেবারেই অনুতাপশূন্য; আর দ্বিতীয়টি হাশর দিবস সম্পর্কে, সেদিন মাবুদ কিভাবে বিচার সম্পন্ন করবেন।"-ঈসা জবাব দিলেন, "অবশ্যই আমি তোমাদের বলতে চাই যে শয়তানের জন্য আমার বেশ মায়াই হতো, এভাবে বেচারার অধঃপতন হলো! আর দরদ বোধ করতাম মানবজাতির জন্য যাকে সে পাপের পথে প্ররোচিত করে থাকে। তাই আমি রোযা ও ইবাদত শুরু করলাম আল্লাহর উদ্দেশ্যে যিনি ফেরেশতা জিবরাইলের মাধ্যমে আমার সঙ্গে বাক্য বিনিময় করলেন এই মর্মেঃ "কি চাও তুমি হে ঈসা, তোমার আর্জিখানা কি?" আমি বললাম, "মাবুদ ! আপনি সম্যক অবগত আছেন যে সকল মন্দের গোড়ায় হলো শয়তান, তার প্ররোচনায় অনেকেই বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, সেও আপনারই মাখলুক, দয়াল আল্লাহ, আপনি তাকে সৃজন করেছেন, অতএব, মা'বুদ ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।"

আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, "দেখ হে ঈসা, আমি তাকে মাফ করে দেবো। তুমি তাকে একটিবার শুধু বলাও— হে আমার স্রষ্টা আল্লাহ! আমি পাপ করেছি, আমার প্রতি করুণা করো— তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।"

"আমি তো মহাখুশি"— বললেন ঈসা, "যখন ঐশী আশ্বাস শুনলাম, ভাবলাম তাহলে মীমাংসা হতে যাচ্ছে। তাই শয়তানকে তলব করলাম, সে আসলো এবং বললো, "আমি তোমার জন্য কি করতে পারি হে ঈসা?"

আমি বললাম, "তোমার নিজের জন্যই কিছু একটা করো হে শয়তান, কারণ আমি তোমার খেদমতটুকু আবার না-পছন্দ করি, বরং তোমার ভালোর জন্যই তোমাকে তলব করা হয়েছে।"

শয়তান বললো, "তুমি যদি আমার খেদমত না চাও তবে আমিও তোমারটা চাই না, কারণ তোমার চেয়ে আমি উত্তম, ফলে আমার কাজে লাগার যোগ্যতাই নেই তোমার— তুমি মাটির স্তুপ মাত্র আর আমি বিদ্যুৎ তরঙ্গ।"

"আরে এসব রাখো হে"— আমি বললাম, "বরং বলো তো দেখি, এই কি উত্তম প্রস্তাব নয় যে তুমি তোমার মৌল রূপ ও মর্যাদায় প্রত্যাবর্তন করছো? নিশ্চয়ই তোমার ভালোই জানা আছে যে হাশর দিবসে ফেরেশতা মিকাইল আল্লাহর তরবারি দিয়ে তোমাকে এক লাখবার আঘাত করবেন, তার প্রতিটি ঘা তোমাতে দশটি

www.amarboi.org

মহানরক-যন্ত্রণা আরোপ করবে?"

শয়তান বললো, "আমরাও দেখে নেবো সেই দিন কার দৌড় কতটুকু, নিশ্চয়ই আমার পক্ষে বহু ফেরেশতা ও জবরদস্ত পৌত্তলিকগণ থাকবে যারা আল্লাহকে গোলযোগে নিক্ষেপ করবে, সেদিন তিনি বুঝবেন, তুচ্ছ মাটির দলার জন্য আমাকে বহিষ্কার করা ছিলো তার পক্ষে কত বড় ভুল।"

আমি তখন বললাম, "হে শয়তান, তোমার মাথা ঠিক নেই, তাই বুঝতে পরছো না কি সব বলছো।"

তখন শয়তান এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বললো, "এসো, ঠিক আছে, আমার আর আল্লাহর মাঝে একটা সন্ধি হয়ে যাক, আর আমাকে কি করতে হবে তুমিই বলো হে ঈসা, কেননা তোমার মাথাটাও বেশ ঠিক।"

আমি বললাম, "মাত্র দুটি বাক্য বললেই হবে।"

শয়তান বললো, "কি বাক্যি?'

আমি বললাম, "এই—আমি গোনাহ করেছি, আমাকে করুণা করো।"

শয়তান তখন বললো ঃ "তাহলে তো আমার পক্ষ হতে সন্ধিতে কোনোই বাধা নেই যদি আল্লাহ বাক্য-দুটি আমার উদ্দেশ্যে বলে ফেলেন।"

"যাও আমার কাছ হতে বিদায় হও",—বললাম আমি, "হে অভিশপ্ত সত্তা, কারণ তুমিই সকল অন্যায় ও পাপের দুষ্ট কারিগর কিন্তু আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ ও বেআয়েব।"

শয়তান যেতে যেতে তীক্ষ্ম গলায় বললো, "যা বলছো তা সত্য নয় হে ঈসা, বরং তুমি মিথ্যা বলে আল্লাহকে খুশি করতে চাইছো।"

"তবেই বলো," ঈসা শিষ্যগণের উদ্দেশ্যে বললেন, "কি করে সে ক্ষমা পেতে পারে?"

তাঁরা বললেন, "কখনো নয়, হে মুর্শিদ ! কারণ সে অনুতাপশূন্য !—আল্লাহ-পাকের বিচারকর্ম সম্পর্কে এখন ইরশাদ করুন।"

৫২। হাশরের রুদ্র রূপ ও কেয়ামতের পূর্বে ঈসার পুনরাবির্ভাবঃ

"আল্লাহর বিচারের দিনটি হবে এতই ভয়াবহ যে অবশ্যই তোমাদের বলছি, পাপাত্মারা অবিলম্বে দশটি দোযখের আযাবকে উত্তম গণ্য করবে তাদের প্রতি প্রয়োগকৃত আল্লাহ রুদ্র বাক্যের বিনিময়ে। গোটা মখলুকাতই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে। অবশ্যই তোমাদের বলছি, কেবল পাপীরাই আতঙ্কগ্রস্ত হবে এমন নয়, বরং আউলিয়া ও আল্লাহর মনোনীত বান্দারাও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠবেন ; কেননা ইবরাহীমের অবস্থা হবে এমন যে তিনি তাঁর ন্যায়াচরণের উপর ভরসা অটুট

www.amarboi.org

রাখতে পারবেন না এবং আইয়ুব তাঁর মা'সুমত্বের উপর নির্ভরশীল হতে আর ভরসা পাবেন না। আর আমার দশা যে কি হবে? এমন কি আল্লাহর রাসুলও ভয়ে কাতর হবেন, কেননা আল্লাহ আপন মহিমা প্রকাশের জন্য সেই মুহূর্তে তাঁর রাসূলের স্মৃতি হরণ করবেন। ফলে রাসূলুল্লাহও ভুলে বসবেন কি ভাবে যে আল্লাহ সকল কিছুই তাঁকে বর দান করেছেন। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি, আমি অন্তর হতে উচ্চারণ করছি যে আমি, ভয়ে কাঁপতে থাকবো। কেননা জগৎ আমাকে খোদারূপে আহ্বান করবে এবং এ-বিষয়ে আমাকে সুস্পষ্ট জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ যেরূপ চিরন্তন, যাঁর মোকাবেলায় আমার আত্মা দণ্ডায়মান, আমি অপর মানুষের মতই সামান্য মর জীব মাত্র, যদিও আল্লাহ আমাকে বনি ইসরাইল সমাজে দুর্বলের আরোগ্য ও গোনাহগারের পথ প্রদর্শনের জন্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আমি তো আল্লাহর বান্দা মাত্র, আর তোমরাই এ ব্যাপারে আমার সাক্ষী যে কিভাবে আমি ওদের বিরুদ্ধে সাবধান-বাণী প্রচার করছি যারা আমার প্রস্থানের পর আমার কথাকে শয়তানের প্ররোচনায় বিকৃত করে ফেলবে। তবে আখেরী যুগে আমি প্রত্যাবর্তন করবো, আমার সাথী হবেন ইউনুস ও এলিজা এবং আমরা মিথ্যুকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবো যারা পরিণামে অভিশাপগ্রস্ত।"—আর এরূপ বলে ঈসা অশ্রুপাত করতে লাগলেন, যা দেখে তার শিষ্যগণ উচ্চস্বরে রোদন করলেন এবং স্বর উঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "ক্ষমা করুন, ওগো মা'বুদ আল্লাহ! করুণা করুন আপনার মা'সুম খাদেমের প্রতি।"— ঈসা উচ্চারণ করলেন, "আমীন! আমীন!"

৫৩। কেয়ামতের লক্ষণসমূহ ঃ

"সেই দিবসটির আগমনের পূর্বে", ঈসা বললেন, "দুনিয়ার বুকে মহা ধ্বংসলীলার সূচনা হবে। কেননা এমনি নিষ্ঠুর ও দয়াহীন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটবে যে পিতা পুত্রকে নিধন করবে, পুত্র পিতাকে; মানুষের মাঝে পারস্পরিক কোন্দলেই এরূপ ঘতে থাকবে। ফলে নগরসমূহে চলবে গণহত্যা এবং জনপদগুলি বিরাণ হয়ে যাবে। এমন মহামারী দেখা দেবে যে কবর দেয়ার লোকেরও পাত্তা মিলবেন না; লাশগুলি নরখাদক পশুর ভোজ্য বস্তুতে পরিণত হবে। যারা কোনোমতে বেঁচে থাকবে আল্লাহ তাদের এমনি কাহাতে নিক্ষেপ করবেন যে সোনার চাকতির চেয়ে রুটির মূল্য হবে বেশী এবং জীবিতেরা নানা নাপাক দ্রব্য গলাধঃকরণ করবে। হে দুর্দশাগ্রস্ত যুগ! তখন কোথাও এমন একটি আদমীকেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে যে বলবে, 'আমি গোনাহগার, আমাকে দয়া করো মা'বুদ!' বরং ভয়ানক কোলাহলে সকলে ধিক্কার দেবে তাঁকে যিনি চির মহিমান্বিত ও চির আর্শীবাদের উৎস। অতঃপর, সেই দিবসটি ঘনিয়ে আসলে পনের দিন ব্যাপী জগৎবাসীর সামনে প্রতিদিন এক একটি ভয়ানক

www.amarboi.org

লক্ষণ পরিস্ফুট হতে থাকবে। প্রথম দিন সূর্য আকাশ-মার্গে আলোহীনরূপে অস্তগমন করবে যেন কালো বস্ত্রখণ্ড; এবং সে আর্তনাদ করবে যেরূপ মরণাপন্ন সন্তানের দশায় পিতা আর্তনাদ করে থাকে। দ্বিতীয় দিনে চাঁদ রক্তরঞ্জিত হবে আর মর্তের ওপর শিশির কণার মত রক্তবিন্দু ঝরতে থাকবে। তৃতীয় দিনে নক্ষত্রপুঞ্জকে পরস্পর যুদ্ধমান সৈনিকের মত লড়তে দেখা যাবে। চতুর্থ দিনে পাথর ও শিলাস্তরগুলি একটি অপরটির সাথে দুশমনের মত ঠোকাঠুকি করে চুরমার হতে থাকবে। পঞ্চম দিনে প্রত্যেক তরুলতা-বৃক্ষ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে রক্ত নির্গত করবে। ষষ্ঠ দিবসে সমুদ্র স্বস্থানে অবস্থান করেই দেড়শ হাত উঁচুতে ফেঁপে উঠবে এবং সারাদিন দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। সপ্তম দিবসে আবার সে এমন অধঃমুখে গমন করবে যে কোথায় তলিয়ে গেল তা বোঝা ভার হবে। অষ্টম দিনে যমিনের পশু-পাখি ও মিঠাপানি একত্রিত হয়ে বেদম চীৎকার করতে থাকবে। নবম দিবসে এমনই ভয়ানক শিলাবর্ষণ হবে যে শতকরা দশ ভাগ জীবিত প্রাণী এর আঘাতে বেঁচে থাকতে পারবে। দশম দিবসে এমনই ভয়ংকর বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাত হবে যে পর্বতসমুহের তৃতীয়াংশে ফাটল ধরবে ও সেগুলো অগ্নিস্পৃষ্ট হবে। একাদশ দিনে প্রত্যেক নদ-নদী উজান বইবে এবং পানির বদলে রক্ত প্রবাহিত হবে। দ্বাদশ দিবসে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু চীৎকার ও আর্তনাদ শুরু করবে। ত্রয়োদশ দিবসে আকাশকে বইয়ের পাতার মত উল্টানো হবে এবং তা থেকে অগ্নিবৃষ্টি হবে এমন ভাবে যে প্রাণ সম্পন্ন সকল কিছুই মারা পড়বে। চতুর্দশ দিবসে এমনি এক মারাত্মক ভূকম্পন হবে যে সকল পর্বতের চূড়া পাখির মত উড়তে থাকবে এবং গোটা পৃথিবীটা সমতলে পরিণত হবে। পঞ্চদশ দিবসে সকল ফেরেশতাগণ মৃত্যুবরণ করবেন এবং একমাত্র আল্লাহ্ চিরঞ্জীব অমর রূপে বিরাজ করবেন, যাঁর নিমিত্ত চিরন্তন মর্যাদা ও গৌরব।"

এইরূপ ইরশাদ করে ঈসা উভয় হাতের তালু নিজের মুখমণ্ডলে বুলালেন। পরে মাটিতে মাথা ঠুকলেন আর, মাথা তুলে বলতে লাগলেন, "অভিশপ্ত সেই লোক যে আমার বচনে এইরূপ প্রক্ষেপ করবে যে আমি আল্লাহর পুত্র।" কথাগুলি শুনেই মড়ার মত লুটিয়ে পড়লেন শিষ্যগণ। তখন ঈসা তাদের উত্তোলন করে বললেন, "এসো এখনই আমরা আল্লাহকে ভয় করি যেন সেই দিবসে আমাদের ভীত ও আতঙ্কিত হতে না হয়।"

৫৪। হাশর দিবস ঃ

"যখন এসব লক্ষণ অতিক্রান্ত হবে, চল্লিশ বৎসর বিশ্বজগৎ ঘনান্ধকারে বিলীন হয়ে থাকবে। একমাত্র আল্লাহর সত্তাই জীবন্ত রইবে যাঁর জন্য চিরন্তন মর্যাদা ও গৌরব। চল্লিশটি বছর পর আল্লাহ্ জীবন দান করবেন তার রাসুলকে যিনি সূর্যের মত

www.amarboi.org

পুনরুত্থিত হবেন, তবে সহস্র সূর্যের মত উজ্জ্বল রূপ হবে তাঁর। তিনি উপবেশন করবেন যেন নিমগ্ন হয়ে তাঁর আপন সত্তার মাঝে কিন্তু নির্বাক। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় চার ফেরেশতাকে উত্থিত করবেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহকে সন্ধান করে তাঁকে পাবেন ও তাঁর চারপাশে নিজেদের মোতায়েন করবেন প্রহরায়। তারপর আল্লাহ জীবন দান করবেন সকল ফেরেশতাদের যাঁরা মক্ষিকার মত আল্লাহর রাসূলের চারপাশে ভীড়বেন চক্রাকারে। তারপর আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন সকল নবীদের যাঁরা প্রত্যেকেই আদমকে অনুসরণ করে আল্লাহর রাসূলের হস্ত চুম্বন করবেন তাঁর আশ্রিতজনরূপে। তারপর আল্লাহ সকল কামেল লোকদের জীবন দান করবেন যাঁরা উচ্চ স্বরে আহ্বান করতে থাকবেন, 'হে মুহাম্মদ ! আমাদের দেখুন !' এঁদের চীৎকারে রাসূলুল্লাহর হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত হবে এবং এঁদের নাজাত চিন্তায় তিনি ইতিকর্তব্য সম্পর্কে বিবেচনা শুরু করবেন। তারপর আল্লাহ তামাম মাখলুকাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন এবং সকল কিছুই নিজ নিজ আকৃতি লাভ করবে, পরন্তু, বাকশক্তি সঞ্চারিত হবে সকল কিছুতেই। তারপর আল্লাহ জীবন দেবেন সকল পাপাত্মাদের, এদের পুনর্জীবন-প্রাপ্তিতে, এদের কদাকার ছবি দেখে সকল সৃষ্ট জীব সভয়ে চীৎকার করে বলবে, 'আপনার দয়া হতে যেন আমরা বঞ্চিত না হই ওগো মা'বুদ আল্লাহ!' তারপর আল্লাহ জীবিত করবেন শয়তানকে যার ভয়াবহ অবয়ব দেখেই সকল জীব যেন আতঙ্কে মারা পড়বে। আল্লাহ এমন করুন যেন," ঈসা বললেন, "সেই দানবের ওপর সেইদিন আমার চোখ নিবদ্ধ না হয়। একমাত্র আল্লাহর রাসূলই এই আকৃতি দেখেও নিঃশঙ্ক থাকবেন, কেননা তিনি শুধু আল্লাহকেই ভয় করবেন, অন্য কিছুকে নয়।"

"তখন ফেরেশতাগণের নাকাড়া ধ্বনিতে সবাই জাগ্রত হবে, নাকাড়া ধ্বনিতে ঘোষণা করা হবে, 'এসো, এসো, বিচারের জন্য এসো, হে সৃষ্ট জীব-সকল, তোমাদের স্রষ্টা তোমাদের বিচার নিষ্পন্ন করবেন।' তখন হাশরের ময়দানের উর্ধ্বদেশে একটি দীপ্তোজ্জ্বল আসন দৃশ্যমান হবে যার ওপর ভাসমান হবে সফেদ মেঘমালা, যার মাঝে ফেরেশতাদের সমস্বর গীতধ্বনি মঞ্জিরিত হবে এই রূপ ভাবে : 'চির আশীর্বাদের আকর হে আমাদের মা'বুদ, যিনি আমাদের স্রষ্টা, যিনি শয়তানের পতন হতে আমাদের রক্ষা করেছেন।' এই সময় আল্লাহর রাসুল পেরেশান হবেন এই দেখে যে কেউই আল্লাহকে ঠিক ততটা ভালবাসতে পারেনি যতটা তার পক্ষে বেশ সমুচিত ছিলো। কেননা যদি কেউ এক টুকরা সোনা বিনিময় চায় তবে ষাটটি মুদ্রা হাতে থাকা দরকার। মাত্র একটি মুদ্রার বিনিময়ে এক টুকরা সোনা পাওয়া তো সম্ভব নয়। তবে যদি স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ভয়ে ভীত হন, অধার্মিক দুষ্ট লোকদের অবস্থাটা কীরূপ হবে কল্পনা করো।"

www.amarboi.org

৫৫। হাশর দিবসে আল্লাহর রাসূল ঃ

" আল্লাহর রাসূল সকল নবীদের একত্রিত করে আহ্বান করবেন যেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে আল্লাহর দরবারে ঈমানদারদের পক্ষে সুপারিশের জন্য গমন করেন। কিন্তু প্রত্যেকেই অজুহাত দেখাবেন, ভীতি প্রকাশ করে বলবেন, আল্লাহর সমীপে সব জেনে শুনে কী করে উপস্থিত হবো? আল্লাহ তখন অবস্থা অবলোকন করে তাঁর রাসূলকে স্মরণ করিয়ে দেবেন যে কী ভাবে তাঁর প্রেমাকর্ষণে জগতের সব কিছুই করা হয়েছিলো। ফলে রাসূলের চিত্ত হতে সকল ভীতি দূর হবে, তিনি ভক্তি ও প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একাকী বিচারাসনের সমীপবর্তী হবেন যখন ফেরেশতারা গাইতে থাকবেন, 'রহমত পরিপূর্ণ আপনার পবিত্র নাম, হে আল্লাহ, আমাদের মা'বুদ।'

"আর যখন তিনি ঐশী আসনের সান্নিধ্যে গমন করবেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি উন্মোচিত হবেন, একেবারেই একজন বন্ধু যেমন বন্ধুর প্রতি দীর্ঘদিন অসাক্ষাতের পর মিলিত হন, তেমনি। প্রথম বাক্য আল্লাহর রাসূলের মুখ হতেই নিসৃত হবে। তিনি বলবেন, 'আমি বন্দনা করি ও ভালোবাসি আপনাকেই হে আমার আল্লাহ এবং সমস্ত হৃদয় ও সত্তা দিয়ে শুকরিয়া জানাই কেননা আমাকে দাসরূপে সৃজন করেছেন, আমার প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন, যেন গোটা সৃষ্টির হয়ে আমি আপনাকে ভালোবাসতে পারি, এবং সকল বস্তুতে আর সকল বস্তুর উর্ধ্বে এই লীলা স্বয়ম্প্রকাশ হয়। অতএব তামাম মাখলুকাত আপনার নান্দীপাঠ করুক হে আমার মা'বুদ আল্লাহ।'— তৎক্ষণাৎ তামাম সৃষ্ট বস্তু সমস্বরে গেয়ে উঠবে, 'আপনাকে জানাই মোবারকবাদ হে আল্লাহ, রহমত পরিপূর্ণ আপনার নাম।'— "অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি", ঈসা উল্লেখ করলেন, "শয়তান সহ সকল দানব ও পাপাত্মার দল তখন এমন ভাবে কাঁদতে থাকবে যে এদের একটির চোখ হতেই এত পানি ঝরবে যার পরিমাণ জর্দান নদীর পানির চেয়েও বেশী হবে। তবুও আল্লাহর দর্শন লাভে এরা বঞ্চিতই থাকবে।"

"আর আল্লাহ-পাক তখন তাঁর রাসূলের প্রতি উচ্চারিত বাণীতে ঘোষণা করবেন, 'খোশ আমদেদ হে বিশ্বাসী ভক্ত আমার, তুমি মাগো যা চাও, যা চাইবে তাই পাবে।' আল্লাহর রাসূল বলবেন, 'ওগো মা'বুদ ! স্মরণ করছি সেই সময়ের কথা যখন আপনি আমার সত্তার জাগৃতি ঘটিয়েছিলেন, ইরশাদ করেছিলেন যে আমার স্নেহ-রসেই জগৎ জনতা, বেহেশত ও ফেরেশতাদের সৃষ্টি করছেন যেন সব কিছুই আমি হেন দাসের প্রতীকত্বে আপনার মহিমা প্রকাশে সক্ষম হয়। অতএব, মা'বুদ আল্লাহ। দয়াময় ও ন্যায়বান, আমি আরয করি আপনি এই দাসের প্রতি সেই বিঘোষিত বাক্য স্মরণ করুন!'

www.amarboi.org

"আর আল্লাহ এমনি বন্ধুসুলভ কণ্ঠে জবাব দেবেন যেমন কোনো বন্ধু অপর বন্ধুকে সকৌতুকে জবাব দেন 'তোমার কি কোন সাক্ষী আছে, হে আমার বন্ধু মুহাম্মদ?' সশ্রদ্ধ কণ্ঠে তিনিও বলবেন, 'জ্বী হ্যা মা'বুদ, সাক্ষী আছেন।' আল্লাহ্ হুকুম দেবেন, 'ওহে জিবরাইল, যাও সাক্ষীদের আনো।' জিবরাইল আল্লাহর রাসূলের সমীপবর্তী হয়ে শুধাবেন, 'হুজুর ! আপনার সাক্ষীরা কারা?' আল্লাহর রাসূল উত্তর দেবেন, 'আমার সাক্ষী, আদম, ইবরাহীম, ইসমাইল, মূসা, দাউদ এবং মরিয়ম তনয় ঈসা।'

"ফেরেশতা ময়দানে গিয়ে উল্লিখিত সাক্ষীদের আহ্বান করবেন, তাঁরা সভয়ে জড়ো হবেন। তাঁরা উপস্থিত হলে আল্লাহ্ শুধাবেন, 'আমার রাসূল যা বলেছেন তা তোমাদের স্মরণ হয়?' তাঁরা বলবেন, 'কি বিষয়ে হে মা'বুদ !' আল্লাহ বলবেন, 'এই যে আমি নাকি সকল কিছু সৃষ্টি করেছি তারই প্রেমাকর্ষণে যেন সকলে তারই প্রতিনিধিত্বে আমার মহিমা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়?' তখন এঁদের প্রত্যেকেই জবাব দেবেন, 'এ-বিষয়ে আমাদের চেয়ে উত্তম আরও তিনটি সাক্ষী আছে মা'বুদ।' আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ-সাক্ষীত্রয় কে কে?' মূসা তখন বলবেন, 'আমাকে যে-কিতাব দেওয়া হয়েছিলো, সে-ই প্রথম সাক্ষী।' দাউদ বলবেন, 'যে-কিতাব আমাকে দেয়া হয়েছিলো, সে দ্বিতীয়।' আর যে এখন তোমাদের সঙ্গে বাক্যরত সে বলবে, "মা'বুদ ! শয়তানের ধোঁকায় গোটা দুনিয়া বলেছিলো যে আমি আপনার সন্তান এবং শরীক, কিন্তু যে কিতাব আমাকে আপনি দান করেছিলেন তাতে সত্যরূপেই বলা হয়েছে যে আমি আপনার দাসমাত্র, আর সেই কিতাব অবিকল এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে যা আপনার রাসূল দাবি করেছেন।" তখনই আল্লাহর রাসূলও বলবেন, 'অনুরূপ সাক্ষ্য আমার ওপর প্রেরিত কিতাবেও আছে মা'বুদ আল্লাহ।' যখন আল্লাহর রাসূল এরূপ বলবেন তখন আল্লাহ উচ্চারণ করবেন, 'এখন এই যা কিছু করলাম, এই জন্যই যে সবাই জ্ঞাত হোক যে আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি।' আর এইরূপ বলার পর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে একখানা গ্রন্থ উপহার দেবেন যাতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তালিকা লিপিবদ্ধ। অতঃপর প্রত্যেক জীব আল্লাহকে বন্দনা করে গাইবে, 'একমাত্র আপনার জন্যই মা'বুদ, মহিমা ও গৌরব, কেননা আমাদের মাঝে উপহার দিয়েছেন আপনার প্রিয় রাসূলকে।'

৫৬। শাহরের দিনে পুণ্যাত্মাদের অবস্থান ঃ

"আল্লাহ-পাক তাঁর রাসূলের হাতে ধৃত পুস্তকটি উন্মোচন করবেন, আর তাঁর রাসূল পাঠ করে করে, একে একে ডাকবেন সকল ফেরেশতাদের, নবীদের, সকল কামেল বান্দাদের এবং এঁদের প্রত্যেকের ললাটেই আল্লাহর রাসূলের মার্কা লিপিবদ্ধ

www.amarboi.org

হয়ে যাবে। আর এ-পুস্তকে বেহেশতের গৌরবের বর্ণনাও লিপিবদ্ধ থাকবে।"

"তখন সকলকে আল্লাহর দক্ষিণ হস্তের ছায়ায় স্থান দেয়া হবে, যেখানে আল্লাহর আসনের পাশেই উপবিষ্ট হবেন আল্লাহর রাসূল; নবীগণ রাসূলুল্লাহর পাশেই উপবেশন করবেন, আউলিয়াগণ নবীদের পাশে, সৎ ও আশীর্বাদধন্য ব্যক্তিগণ বসবেন আউলিয়াগণের পাশে। তখনই ফেরেশতারা নাকাড়া বাজিয়ে শয়তানকে বিচারের জন্য তলব করবেন।"

৫৭। হাশর-দিবসে পাপাত্মাদের দশা ঃ

"অতঃপর সেই অভিশপ্ত সত্তাটিকে আনা হবে এবং সকল সৃষ্ট জীব তীব্র ভাষায় ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবে। আল্লাহ্ তখন ফেরেশতা মিকাইলকে আহ্বান করবেন, যিনি একশত হাজার বার আল্লাহর তরবারি হেনে ওকে আঘাত করবেন। তিনি আঘাত করবেন শয়তানকে, আর প্রতিটি আঘাত দশটি দোযখের ওজনের সমান হবে, আর ওকেই প্রথমে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ওর চেলাদেরও হাজির করা হবে যারা সমানভাবে নিন্দিত ও অভিযুক্ত হতে থাকবে। ফলে ফেরেশতা মিকাইল আল্লাহর হুকুম মোতাবেক কতকগুলিকে একশতবার, কতককে পঞ্চাশ, কতককে বিশ, কতককে দশ, কতককে পাঁচবার অনুরূপ আল্লাহর তরবারির আঘাতে শাস্তি দান করবেন। আর তখন তাদেরকেও গহ্বরের মাঝে ঠেলে দেয়া হবে। কারণ আলাহ্ তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'জাহান্নামই তোদের বাসস্থান রে অভিশপ্তের দল।'

"তারপর বিচার করা হবে অবিশ্বাসী ও পাপাত্মাদের, যাদের বিরুদ্ধে মানবেতর জীবেরা প্রথমে অভিযোগ উত্থাপন করে সাক্ষ্য দেবে কিভাবে ওরা এদের অন্যায় হুকুম পালনে বাধ্য হয়েছিলো এবং কিভাবে ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর মাখলুকাতকে ক্রুদ্ধ করেছিলো। নবীগণও এদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তখন সাক্ষ্য দান করবেন। ফলে আল্লাহ্ এদের ধিকৃত করে অনন্ত আগুনে নিক্ষেপ করবেন। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যে সামান্যতম অলস বাক্য বা চিন্তাও সেই ভয়ানক দিবসে শাস্তির আওতায় না এসে ছাড় পাবে না। অবশ্যই তোমাদের বলছি যে সামান্য মস্তকাবরণটিকে সূর্যের মত প্রোজ্জ্বল দেখাবে এবং আল্লাহর প্রেমে ভ্রূক্ষেপহীন শরীরে বহন করা উকুনটিকে মুক্তার মত জ্বলতে দেখা যাবে। হায়, তিনগুণ চারগুণ ভাগ্যবান হচ্ছে গরীবের দল যারা খাঁটি গরীবী সত্ত্বেও আল্লাহর কাজে নিবিষ্ট হয়েছে মনে প্রাণে। কারণ এই দুনিয়াতে তারা পার্থিব যত্ন হতে বঞ্চিত বলে বহু পাপের স্পর্শ হতেও মুক্ত। আর সেই দিবসে তারা কিভাবে ধনের ব্যয় করলো সেই জবাবদিহির ঊর্ধ্বে থাকবে বরং, তারাই সংযম ও দারিদ্র্যের জন্য সেই দিন পুরস্কার লাভ করবে। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি, জগৎ যদি এই তথ্য লাভ করতো তবে অবিলম্বে

www.amarboi.org

মুকুটের চেয়ে সামান্য শিরোভূষণকে অঙ্গীকার করতো এবং সোনার মোহরের চেয়ে উকুনের কামড় আর ভোজের চেয়ে উপবাস থাকাই পছন্দ করতো।"

"যখন সকলের বিচার শেষ হবে তখন আল্লাহ তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'দেখ হে বন্ধু আমার, এদের দুষ্কর্মের বহর কত প্রবল। কেননা, আমি তাদের স্রষ্টারূপে তামাম সৃষ্টিকে এদের সেবায় নিয়োজিত করেছিলাম। আর এই দানের বিনিময়ে এরা আমাকে কেমন অসম্মানিত করলো। উচিত বিচারে তাই এদের প্রতি আমার মহা অনুকম্পা প্রত্যাহৃত।' আল্লাহর রাসুল জবাব দেবেন, 'এই তো হক মীমাংসা, হে মা'বুদ, আমাদের মহিমান্বিত প্রতিপালক! আপনার কোনো বন্ধু ও সেবকই এদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের সুপারিশ করতে পারেন না, পরন্তু আমি আপনার দাস সবার আগে এদের বিপক্ষে সুবিচার প্রত্যাশা করি।'

"তিন এরূপ বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সকল ফেরেশতা ও নবীগণ, আল্লাহর সকল প্রিয় বান্দা, না হে প্রিয়দের কথা বলছি কেন?— অবশ্যই বলছি, তামাম মাখলুকাত, মাকড়শা, মাছি, পাথর, বালুকণা, চিৎকার করে পাপাত্মাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলবে ও বিচার চাইতে থাকবে।"

"আল্লাহ তখন, মানবেতর সকল প্রাণীকে মৃত্তিকায় পরিণত করবেন এবং পাপীদের দোযখে পাঠাবেন। ওরা যেতে, যেতে যখন দেখবে যে কুকুর, ঘোড়া ও অন্যান্য ইতর জীব মাটিতে মিলিয়ে যাচ্ছে, ওরা আরয করবে, 'হে মাবুদ আল্লাহ! আমাদেরও মাটিতে মিশিয়ে দিন।' কিন্তু তাদের এরূপ আবেদন মনজুর করা হবে না।"

৫৮। পুণ্যাত্মাদের আচরণ ঃ

ঈসা যখন এইরূপ বর্ণনা দিচ্ছিলেন, শিষ্যগণ অসহায় ভাবে রোদন শুরু করলেন, ঈসার পবিত্র চিবুকেও বহু বার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো।

তখন কান্না থামিয়ে যোহন বললেন, "ওগো মুর্শিদ। দুটি বিষয় আমরা জানতে চাই। একটি হলো এই যে আল্লাহ্র রাসূল, যিনি পরিপূর্ণ দয়া ও করুণার মূর্তি, তাঁর পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে পাপাত্মাদের প্রতি এতটা বিমুখ হওয়া, যেখানে এরাও তাঁরই মত অবিকল মৃত্তিকাজাত? দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা হলো মিকাইলের তরবারি দশটি দোযখের সমান বলতে আমরা কি বুঝবো, তবে কি দোযখের সংখ্যা একাধিক?" ঈসা জবাব দিলেন, "নবী দাউদ কি বলেছিলেন তা তোমরা শোনোনি? কিভাবে নেক মানুষেরা বদ লোকদের ধ্বংস দেখে হাসিমুখে তার প্রসঙ্গে বলবে, 'গর্বিত লোকটির দশা এখন কেমন যে তার শক্তি ও ধনের ওপরই নির্ভর করেছিলো এবং ভুলে গিয়েছিলো তার স্রষ্টাকে?' অবশ্যই তাই, তোমাদের বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইবরাহীম তাঁর পিতাকে

www.amarboi.org

অস্বীকার করবেন, আর আদম সকল পাপী সন্তানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবেন এবং এরূপ অবস্থা হবে এজন্যে যে পুনরুত্থান দিবসে পুণ্যাত্মারা এতই পূর্ণতা ও মাবুদের সঙ্গে এমনই একাত্মতা নিয়ে জাগ্রত হবেন যে তাঁর বিচারকর্মে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করার প্রবৃত্তি তাঁদের হবে না। তাই তাঁদের প্রত্যেকেই সুবিচার দাবী করবেন এবং সর্বাগ্রে আল্লাহর রাসূলই তা করবেন। আল্লাহ্ পাক যেরূপ চিরঞ্জীব, যাঁর চিরবিদ্যমানতার সামনে আমি দন্ডায়মান, যদিও এখন মানব জাতির জন্য আমি করুণায় বিগলিত। সেই দিবসে, যারা আমার বাক্যকে অস্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে বড়ই নিষ্করুণভাবে আমি বিচার প্রত্যাশী হবো ; বিশেষ করে আমার প্রচারিত বাক্যসমূহ বিকৃত করবে যারা, অধিকাংশ তাদেরই বিরুদ্ধে।"

৫৯। দোযখের বর্ণনা ও পার্থিব আরাম সম্পর্কে ঃ

"দোযখ এমনি এক স্থান, হে আমার ভক্তগণ। যেখানে পাপীর দল চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। আর এর মাঝে রয়েছে সাতটি স্তর, একটি অপরটির চেয়ে গভীরতর। এর গভীরতম স্তরে যে নিক্ষিপ্ত হবে তার আযাব হবে তীব্রতম। তাছাড়া মিকাইলের তরবারি সংক্রান্ত আমার বর্ণনাও সত্য। কেননা, যে একটি পাপ করলো তার এক দোযখের সমান শাস্তি প্রাপ্য হলো, যে করলো দুটি তার প্রাপ্য দুটি দোষখের সমান আযাব। অতএব একটি দোষখে অবস্থান করেই কোন পাপী দশ দোষখের আযাব ভোগ করতে পারে কিংবা একশ' অথবা হাজার গুণ বেশী শাস্তি পেতে পারে। আর ইচ্ছাময় আল্লাহ্ তাঁর অমিত ক্ষমতাবলে এবং তাঁর ন্যায়বিচারের যুক্তিবলে শয়তানকে শত হাজার দোযখের শাস্তি দেবেন, আর বাকি সকল দুষ্কৃতিকারীরা শাস্তি পাবে তাদের ব্যক্তিগত পাপের পরিমাণ অনুযায়ী।"

তখন পিতর আরয করলেন, "হে মুর্শিদ ! বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার বড়ই মহিমাপূর্ণ। আর আজকের এই আলোচনা আপনাকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। তাই আরয করি, আজ বিশ্রাম নিন এবং আগামী কাল দোযখ সম্পর্কে আমাদের বাকি শিক্ষা প্রদান করুন।"

ঈসা জবাব দিলেন, "হে পিতর, তুমি আমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছো। হে পিতর, তুমি জানো না যে তুমি কী বলছো, জানলে অবশ্যই এরূপ বলতে পারতে না। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যে ইহলৌকিক জীবনে, আরাম হলো পরহেজগারির পক্ষে বিষতুল্য এবং এই আগুন সকল উত্তম কাজের ভক্ষক। তুমি কি ভুলে গেলে আল্লাহ্‌র নবী সুলায়মানের কথা, যিনি অন্য সকল নবীর মতই আরামকে কিভাবে হারাম করেছিলেন? বাস্তবিক এই তো সত্য যখন তিনি বলেন, 'কুড়ে লোকটি শীতের ভয়ে জমিটা আবাদ করলো না, তাই গ্রীষ্মে তাকে ভিখ্

www.amarboi.org

মাগতে হবে।' আরও তিনি বলেন, 'তোমার হাত যত সময় কাজ করতে পারে, আরাম না করে কাজ করে যাও।'— আল্লাহর মা'সুম বন্ধু আইয়ুব নবী কি বলেছেন, 'পাখির ফিৎরত যেমন উড়া মানুষের ফিৎরত তেমনি কাজ করা।' অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি, "সব কিছুর চেয়ে আমি বেশী ঘৃণা করি আরাম করার প্রবৃত্তিকে।"

৬০। দোযখের আযাব সম্পর্কে ঃ

"দোষখ বেহেশ্তের বিপরীত, যেমন শীত গ্রীষ্মের এবং যেমন, ঠান্ডা গরমের ঠিক তেমনি। তাই যদি কেউ দোযখের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনা দেয় তবে বেহেশতের অনন্ত ঐশী নিয়ামতেরও সাক্ষ্য প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।"

"আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারে শাস্তিপ্রাপ্ত অবিশ্বাসী ও পাপীদের এই অভিশপ্ত অবস্থান— যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বন্ধু আইয়ুবের সংজ্ঞাটি হচ্ছে এইরূপঃ 'সেখানে অন্য কোন কানুন নেই একমাত্র চিরস্থায়ী আতঙ্ক ছাড়া।' আর নবী ইসাইয়ার পাপীদের সম্পর্কিত উক্তি হচ্ছেঃ 'এদের আগ্নেয় তৃষ্ণার নিবারণ নেই, নেই এদের আযাবের কীটসমূহের মৃত্যু।' আর আমাদের পিতা দাউদ রোদন করে বলছেন ঃ 'এদের ওপর বজ্র বিদ্যুৎ ও শিলাবর্ষণ এবং প্রচণ্ড ঝড় বইতে থাকবে।'— হায়রে হতভাগ্য পাপীর দল, কেমন বিতৃষ্ণ ঠেকবে এদের চোখে তখন সুস্বাদু গোশত, দামী পোশাক, নরম কুশন ও সঙ্গীতের সুরলহরী ! অসহ্য ক্ষুধা, জ্বলন্ত দাহ, তীব্র জ্বালা এবং ক্ষমাহীন শাস্তি সহ তিক্ত ক্রন্দন তাদের কেমন ভঙ্গুর দশায় নিক্ষেপ করবে।"

আর তখন ঈসা কাতর বিলাপে ভেঙ্গে পড়ে বললেন, "সত্যই হেন শাস্তি ভোগের চেয়ে অস্তিত্ব লাভ না করাই ছিলো উত্তম। কেননা, ভাবো দেখি, একজন মানুষ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রত্যেক অংশে যন্ত্রণা ভোগ করছে, যার পক্ষে সমবেদনা প্রকাশের কেউ নেই বরং বিদ্রূপ করছে সকলে। আমাকে বলো, এর চেয়ে মহা যাতনা আর কী হতে পারে?"

শিষ্যগণ বললেন, "এই চূড়ান্ত।"

ঈসা বললেন, "এখন এই হলো দোযখের আস্বাদন। কেননা, আমি তোমাদের সত্যই বলছি যে দুনিয়ার সকল দুঃখকষ্ট, যা মানুষ আজ তক ভুগেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত ভুগবে— এক পাল্লায় নিয়ে যদি অপর পাল্লায় দোযখের এক ঘন্টার আযাব ধারণ করা হয়, তবে পাপীরা সন্দেহাতীত ভাবে দুনিয়ার ভোগান্তিকে বিনিময় রূপে পেতে চাইবে। কেননা দুনিয়ার কষ্ট মানুষের পক্ষ থেকে আর দোযখের আযাব হবে শয়তানদের হাতে যারা সম্পূর্ণ অনুকম্পাশূন্য। হায় ! কী নিষ্ঠুর অগ্নিতে নিক্ষেপ করবে ওরা পাপীদের ! হায়, কী তীব্র শীতলতায় ওদের আড়ষ্ট করা হবে তবু তো তৃষ্ণা নিবারণ হবে না ! কী ভয়ংকর দন্ত-কিড়িমিড়ি যোগে ওদের তাড়া করা হবে

www.amarboi.org

এবং হাহুতাশ ও ক্রন্দনে ব্যয় হবে সময়। কেননা, জর্ডন নদীতেও এত পানি নেই যা প্রতিমুহূর্তে ওদের চোখ বেয়ে ঝরবে। আর ওদের জিহ্বা সারাক্ষণ সকল সৃষ্ট জীব ও এদের পিতা-মাতাদের অভিশাপ দেবে, এমনকি তাদের স্রষ্টাকেও, যিনি চিরন্তন অশীর্বাদের উৎস।"

৬১। সওদাগরের দৃষ্টান্ত ঃ

এইরূপ বলার পর মূসার কিতাব মোতাবেক ওযু সম্পন্ন করলেন ঈসা নিজে ও তাঁর শিষ্যগণ এবং নামায আদায় করলেন। আর শিষ্যগণ তাঁকে অত্যন্ত গমগীন দেখে সেদিন আর কিছুই বললেন না। বরং নিজেরাও আতঙ্কিত অবস্থায় নির্বাক হয়ে রইলেন।

মাগরিবের নামায আদায়ের পর ঈসা মুখ খুললেন, বললেন, "একজন গৃহস্বামী কি ঘুমুতে পারবেন যদি তিনি অবগত হন যে আজ তাঁর ঘরে চোর ঢুকবে? নিশ্চয়ই নয়, বরং তিনি পাহারা দেবেন এবং প্রস্তুত থাকবেন যেন চোরটাকে খতম করতে পারেন। তোমরা কি অবগত নও যে শয়তান একটি নরখাদক সিংহের মত ঘুরে বেড়ায় কখন কাকে ধরে গিলবে সেই উদ্দেশ্যে ? তাই সে চায় মানুষ পাপ করুক। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যে মানুষ যদি সওদাগরের ভূমিকা পালন করে তবে সে-দিনটিতে তার ভয়ের কারণ নেই কেননা, সে বেশ প্রস্তুতি নিয়েই থাকবে। একজন লোক তাঁর প্রতিবেশীদের টাকা অনুদান দিয়েছিলেন যেন ওরা তা লগ্নিতে খাটিয়ে আয় বাড়াতে পারে এবং লাভের অর্থ সমান ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। অনেকেই ভালো ব্যবসা করে দ্বিগুণ উপার্জন করলো। কিন্তু অনেকেই টাকাটা সেই লোকের দুশমনদের জন্য ব্যয় করলো এবং তাঁর প্রচুর নিন্দাবাদও করলো। এখন আমাকে বলো—এই লোক যখন তাঁর বিনিয়োগকৃত অর্থ সম্পর্কে ঋণগ্রহীতাদের জবাবদিহি চাইবেন তখন কি অবস্থা হবে? নিশ্চয়ই তিনি তখন উত্তম বিনিয়োগকারীদের পুরস্কৃত করবেন কিন্তু অন্যদের প্রতি তাঁর ক্রোধ তিরস্কার রূপেই প্রকাশ পাবে। আর তিনি তখন ওদের প্রচলিত আইনানুযায়ী বিচার করবেন। চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র দোহাই, যাঁর সন্নিহিতে আমার আত্মা দন্ডায়মান, এই ঋণদাতা স্বয়ং আল্লাহ্‌ যিনি মানুষকে দিয়েছেন তাঁর সব কিছু, এই জীবনসহ, এই জন্যই যে মানুষ মর্তলোকে সুন্দর রূপে বাঁচতে পারে, আল্লাহর সাধুবাদ লাভ করতে পারে এবং মানুষ অর্জন করতে পারে স্বর্গীয় মহিমা। তাই যারা সুচারুরূপে জীবন যাপন করলো তারা তাঁদের তহবিল দ্বিগুণ করলো। যেন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। কেননা, যারা পাপী তারা এই দৃষ্টান্ত দেখে নিজেরা অনুতপ্ত জীবনে প্রত্যাবর্তন করবে, অতএব সুজীবন-যাপনকারীরা মহাপুরস্কার লাভ করবে। কিন্তু দুষ্ট পাপীর দল, যারা পাপ করে

www.amarboi.org

আল্লাহ্ প্রদত্ত মুলধন খুইয়ে বসলো এবং আল্লাহ্র দুশমন শয়তানের সেবায় জীবন নিয়োজিত করে আল্লাহর প্রতি কলংক আরোপ করলো ও অন্যদের ক্ষতিগ্রস্ত করলো— বলো, তাদের কিরূপ হবে শাস্তি?"

"সে-তো হিসাবের বাইরে বটেই— " শিষ্যগণ জবাব দিলেন।

৬২। নির্ভুল বাণিজ্যের উপমা ঃ

ঈসা তখন বললেন, "যে ভালোভাবে বাঁচতে চায় তার উচিত সেই বণিকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা, যিনি তাঁর দোকানে তালা দেওয়ার পরও দিন-রাত সেটি উত্তমরূপে পাহারা দিতেন। আর সে দ্রব্যই তিনি বিক্রি করতেন যাতে তার লাভ হয়। যদি দেখা যেতো কোনো পণ্যে তার লাভের অংশ নেই তবে তিনি তা বিক্রি বন্ধ করতেন আপন ভাইকেও তা হস্তান্তর করতেন না। অনুরূপ আচরণ তোমাদেরও হওয়া চাই। কেননা, বাস্তবিক তোমার আত্মাই এই বণিকস্বরূপ। আর দেহটি হচ্ছে পণ্যশালা, সে ইন্দ্রিয়যোগে বাহির হতে যাই গ্রহণ করে তাই সে বেচা-কেনা করে। আর টাকা হলো আসক্তি। লক্ষ্য করো, যেন তোমাদের আসক্তি বা প্রেম দিয়ে ক্ষুদ্রতম কোনো ভাবনার কেনাবেচা না হয় যাতে তোমাদের লাভের অংকটি শূন্য। বরং তোমাদের ভাবনা, বাক্য ও কর্ম সবই যেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, আর তাতেই সেই দিবসে নিরাপত্তা অর্জিত হবে। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি, অনেকেই ওযু করে ও নামায পড়ে, অনেকেই রোযা রাখে ও যাকাত দেয়, অনেকেই তালিম নেয় ও তবলিগ করে— যাদের ঘৃণিত পরিণতি আল্লার সমীপে নির্ধারিত। কেননা, ওরা শরীরকে সাধু করেছে কিন্তু হৃদয়কে নয়, ওরা মুখে হাহাকার করে কিন্তু হৃদয় দিয়ে তা করে না, ওরা হারাম গোশত খায় না কিন্তু পাপে নিমজ্জিত হয়, নিজের জন্য যা উত্তম নয় এমন দ্রব্য তারা অন্যকে দেয় নিজের সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য; ওরা জ্ঞান সঞ্চয় করে ভালোভাবে বক্তৃতা করার জন্য, কাজের জন্য নয়; অন্যের কাছে প্রচারণা করে এমন বিষয়ের বিরুদ্ধে, যাতে তারা নিজেরাই লিপ্ত এবং আপন রসনাতেই ওরা আপনিতে নিন্দিত হয়ে যায় এভাবেই ! চিরঞ্জীব আল্লাহর কসম। এরা হৃদয়যোগে কখনো আল্লাহর জ্ঞান লাভ করতে পারে না; কেননা, যদি তারা তাঁকে জানতো তবে তাঁকে তারা ভালোবাসতো ; আর যেহেতু একজন মানুষের যা বিত্ত-রেসাত সবই আল্লাহ প্রদত্ত, তার উচিত সবই আল্লাহর প্রেমে উৎসর্গ করে দেওয়া।"

৬৩। প্রতিহিংসাপরায়ণতার বিরুদ্ধে ঃ

কিছু দিন পর ঈসা সামেরীদের একটি নগরে প্রবেশ করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁরা তাকে সেখানে ঢুকতে দিলো না, এমনকি তাঁর সঙ্গীদের কাছে রুটি বিক্রয়

www.amarboi.org

করতে অস্বীকার করলো। তা দেখে জেম্‌স্‌ ও যোহন আরয করলেন, "হুজুর ! আপনার মর্জি হলে আমরা আল্লাহর কাছে চাই, যাতে এই লোকগুলির ওপর আসমানী গযব নেমে আসে?"

ঈসা বললেন, 'তোমরা জানো না, কোন চেতনায় তোমরা পরিচালিত হচ্ছো, তাই এরূপ বলতে পারলে। স্মরণ করো, আল্লাহ্ নিনেভা নগর ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ সেখানে একটি মানুষও মেলেনি, যে আল্লাহর ভয়ে ভীত। পরন্তু নগরটি ছিলো এতই পাপাসক্ত যে আল্লাহ ইউনুস নবীকে নির্দেশ করলেন সেখানে যাবার জন্য, যিনি নিনেভাবাসীদের অত্যাচারের ভয়ে তার্সাস শহরে পালিয়ে গেলেন, যে জন্য আল্লাহ তাঁকে সাগরে ডুবিয়ে মাছের পেটে ঢুকিয়ে আবার তাঁকে নিনেভার তীরে উগরে দিতে বাধ্য করলেন। আর তিনি সেখানে প্রচারণা চালালে মানুষ অনুতপ্ত হয়ে ফিরলো, আর আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করলেন।"

"দুর্ভাগ্য তাদের যারা প্রতিশোধের জন্য ডাক দেয়; কেননা, এটি তাদের ওপরই এসে পড়ে, যেহেতু প্রত্যেক মানুষের মাঝে আল্লাহ্‌র প্রতিশোধ নেবার উপকরণ বিদ্যমান। আমায় বলো তো, বাসিন্দাগণ সহ এই শহরের স্রষ্টা কি তোমরা? ওরে ক্ষ্যাপার দল ! নিশ্চয়ই নও। কেননা, সকল জীব একত্রিত হয়েও অনস্তিত্ব হতে একটি মাছির অস্তিত্ব বিধানে অক্ষম, আর এটির সৃষ্টি কর্ম ! যদি আশিসময় আল্লাহ যিনি এই শহরের স্রষ্টা এখন এটিকে পালন করেন তবে তুমি কেন চাও ধ্বংস করতে? তোমরা কেনই বা বলছো না, 'আপনার মর্জি হোক হুজুর, আমরা আল্লাহর দরবারে দোয়া করি যেন নগরবাসীরা অনুতপ্ত হয়?' সুনিশ্চিত আমার শিষ্যবর্গের যথোচিত কাজ হলো এই যে— সে মন্দ লোকের প্রত্যাবর্তনের জন্য দোয়া করবে, যেরূপ হাবিল দোয়া করছিলেন যখন তার অভিশপ্ত ভাই কাবিল তাঁকে খুন করছিলো। ইবরাহীমও ফেরাউনের প্রতি অনুরূপ আচরণ করেছিলেন যখন তাঁর স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো। তাই আল্লাহর ফেরেশতা ফেরাউনকে খতম না করে পঙ্গু করেছিলেন মাত্র। যাকারিয়াকে যখন পাষণ্ড রাজার হুকুমে মসজিদ প্রাঙ্গনেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হচ্ছিলো, তিনিও অনুরূপ দোয়াই করেছিলেন। জেরেমিয়াহ্, ঈসাইয়াহ্, হিযকিয়াল, দানিয়াল, দাউদ প্রমুখ সকলেই, সকল অলিআল্লাহ্‌গণ ও পবিত্র নবীগণ অনুরূপ আমল করে গেছেন। আমায় বলো, যদি তোমার কোনো ভাইয়ের মাথাটা বিগড়ে যায়, সে মন্দ বলতে ও আঘাত করতে শুরু করে তাদের যারা তার কাছে আসে, তবে কি তাকে খুন করে ফেলবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা করবে না বরং উপযুক্ত ওষুধ সেবনের মাধ্যমে তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস চালানোই হবে ভাই হিসাবে তোমার করণীয় কাজ।"

www.amarboi.org

৬৪। অনুকম্পার স্বপক্ষে ঃ

"যেহেতু আল্লাহ্ চিরঞ্জীব যাঁর সম্মুখে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, একজন পাপী তো অসুস্থ চিত্তই বটে যখন সে লোকের প্রতি অত্যাচার শুরু করে। কেননা, আমাকে বলো দেখি, কেউ কি তাঁর শত্রুর ছদ্মাবেশ ছিন্ন করার জন্য নিজের মাথাটা গুড়িয়ে ফেলবে? এখন কি করে তাকে সুস্থ বলবো যে নিজেকে পৃথক করে আল্লাহ হতে, যিনি তার আত্মার জন্য শির প্রতিম, এই উদ্দেশ্যে যে সে তার শত্রুর শরীরটি আহত করবে?"

"বলো আমাকে, হে লোকজন ! তোমার দুশমন কে? আসলে তোমার শরীর এবং তাদের প্রত্যেকেই যারা তোমার প্রশংসা কীর্তন করে। তাই যদি তুমি সুস্থচিত্ত হও তবে তোমার সমালোচকদের হস্ত চুম্বন করবে এবং হাদিয়া পাঠাবে তাদের জন্য যারা তোমার প্রতি অত্যাচার করে ও তোমাকে বেশ আঘাত করে। কেননা, হে লোক সকল ! কেননা, নিজের পাপের জন্য তুমি যত বেশী তিরস্কৃত ও উৎপীড়িত হচ্ছো ইহজীবনে, বিচার দিবসে ততটুকুর দায়ভাগ হতে রেহাই পেয়ে গেলে। কিন্তু আমাকে বলো হে লোকজন ! যদি অলিআল্লাহগণ ও আল্লাহর নবীগণ অত্যাচারিত ও কুখ্যাত হয়ে থাকেন এমন কি তাঁরা নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও, হে পাপী বান্দা ! তোমার ক্ষেত্রে তবে কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়? আর তাঁরা যদি ধৈর্যের সঙ্গে এসব সয়ে থাকেন এবং উৎপীড়নকারীদের জন্য দোয়া করে থাকেন, তবে তোমার পক্ষেও বলো কী করা উচিত ? হে লোকসকল ! দোযখের উপযুক্ত কারা ? আমায় বলো, হে আমার ভক্তগণ ! তোমরা কি জানো না যে আল্লাহর সেবক, নবী দাউদকে শিমেই তো অভিশাপ দিয়েছিলো ও পাথর নিক্ষেপ করেছিলো? এখন শিমেইকে যারা খতম করার কথা ভাবছিলো দাউদ তাদের কি বলেছিলেন?—'তোমার তাতে কি হে জোয়েব, যে তুমি শিমেইকে খুন করতে চাও? দিক না সে আমাকে অভিশাপ, কেননা, আল্লাহর ইচ্ছা এইরূপ যে এই অভিশাপকে তিনি আশীর্বাদে রূপান্তরিত করবেন।' আর তাই হলো শেষ তক, কারণ আল্লাহ তার ধৈর্যকে নিরীক্ষণ করলেন, আর নাজাত দিলেন তাঁকে, তাঁর স্বপুত্র আবু সালামের নির্যাতন হতে।"

"সুনিশ্চিত যে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও হেলে না। অতএব ক্লেশ-ক্লিষ্ট হয়ে ভাবতে বসো না যে কী-পরিমাণ তুমি সইলে, কিংবা যার কারণে এই দশা তার কথা, বরং স্বোপার্জিত পাপের জন্য দোযখের শয়তানদের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা তোমার কতটুকু তাই বিবেচনা করো। তোমরা এই শহরের প্রতি ক্রুদ্ধ কেননা এটি আমাদের স্বাগত জানায়নি বা রুটি বিক্রয় করেনি। বলো তো এই লোকেরা কি তোমাদের ক্রীতদাস? তোমরা কি তাদের এই শহরটি পত্তনি দিয়েছো? তাদের খাদ্য শস্য তোমরাই দান করেছো ? অথবা তাদের

www.amarboi.org

ক্ষেত্রের ফসল পাকার বিষয়ে তোমাদের সাহায্য বিদ্যমান? নিশ্চয়ই নয়, কেননা, তোমরা এখানে মুসাফির মাত্র আর গরীব লোক তোমরা। তাহলে কথাটা কী বললে তোমরা ?"

উভয় শিষ্য উত্তর দিলেন, "হুজুর ! আমরা গোনাহ্ করেছি, আল্লাহ্ আমাদের মাফ করুন।"

ঈসা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আমীন।"

৬৫। প্রবেটিকা নামক ঝর্ণা ঃ

ইয়াহুদার বার্ষিক পর্বটি নিকটে আসছিলো, অতএব ঈসা তাঁর শিষ্যবর্গসহ জেরুসালেমে গমন করলেন। আর 'প্রবেটিকা' নামক ঝর্ণার পাড়ে গিয়ে তিনি উপনীত হলেন। অবিকল নামে এখানে একটি পুণ্যস্নান চালু হয়েছে। কারণ, এই ঝর্ণার পানি ফেরেশতারা প্রতিদিনই মন্থন করেন। এজন্য যে-লোকই মন্থনের পর প্রথম স্নাত হয় সেই যাবতীয় রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তি পায়। এ-কারণে বিপুল সংখ্যক অসুস্থ মানুষ ঝর্ণার পাড়ে ভীড় জমায় যেখানে পাঁচটি বিশ্রামশালা বিদ্যমান। ঈসা সেখানে একজন নপুংসকের দেখা পেলেন, যে-বেচারা আটত্রিশ বছর ধরে আরোগ্যের আশায় এখানে আছে মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায়। এ অবস্থায় ঈসা ইলহামের (ঐশী প্রেরণা) মাধ্যমে অবগত হয়ে রোগীর প্রতি করুণাপরবশ হয়ে শুধালেন, "তুমি কি পরিপূর্ণ মরদ হতে চাও?"

নপুংসক ব্যক্তিটি বললেন, "জনাব, আমার কোনো লোক নেই যে ফেরেশতাদের মন্থনের পরপরই আমাকে সেখানে নিয়ে যায়। আমি নিজে পা বাড়ালে অন্য লোক আমার আগেই সেখানে আমাকে হটিয়ে নেমে যায়।"

তখন ঈসা আসমানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, "প্রভু ! আমাদের আল্লাহ্, আমাদের পিতা-প্রপিতামহের মাবুদ, এই নামরদ্ লোকটির প্রতি দয়া করুন।"

আর এরূপ দোয়ার পর ঈসা তাকে বললেন, "আল্লাহর নামে হে ভাইটি, তুমি পুরা মরদ হয়ে যাও। ওঠো এবং তোমার বিছানা গুটিয়ে ফেলো।"

তখন নপুংসক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা গাইতে গাইতে বিছানা গুটিয়ে কাঁধে তুললেন এবং, নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাঁকে প্রশংসারত অবস্থায় দেখে কেউ কেউ বললেন, "আজ তো সাপ্তাহিক বিশ্রাম দিবস (সাব্বাত) আজ তোমার বিছানা গোটানো শরীয়ত সিদ্ধ হয়নি।"

তিনি বললেন, "যিনি আমাকে পূর্ণ মরদ বানালেন, তিনিই বললেন, 'বিছানা গুটাও আর নিজের বাড়ির পথ ধরে চলে যাও।'

ওরা জিজ্ঞাসা করলেন, "উনি কে?"

www.amarboi.org

তিনি বললেন, "আমি তো তার নাম জানি না।"

এতে তাঁরা নিজেদের মাঝে মত বিনিময় করে বললেন, নিশ্চয়ই নাসারাতের ঈসাই হবেন তিনি।" অন্যেরা বললেন, "না হে ! উনি তো আল্লাহর এক পবিত্র বান্দা, এটি যার কাজ সে দুষ্ট লোকই হবে, কেননা সে সাব্‌বাতের নিয়ম ভঙ্গ করলো।"

আর ঈসা মসজিদুল আক্‌সার দিকে গেলেন, বিপুল জনতা তাঁর বাক্য শ্রবণের জন্য তাঁর চারপাশে জমায়েত হলো, যা দেখে ইহুদী রাব্বিগণ ঈর্ষায় জলতে লাগলেন।

৬৬। বাক্যের বিভীষিকা ঃ

এঁদের মাঝ হতে একজন এগিয়ে এসে বললেন, "হে উত্তম মুর্শিদ ! আপনি ভালো এবং সত্য শিক্ষাই দিচ্ছেন ; আচ্ছা আমাকে বলুন তাহলে বেহেশ্‌তে আল্লাহ আমাদের কী পুরস্কার প্রদান করবেন?"

ঈসা জবাব দিলেন, "আপনি আমাকে বললেন 'উত্তম' তবে কি জানেন না যে একমাত্র আল্লাই হচ্ছেন 'উত্তম' আল্লাহর দোস্ত নবী আইয়ুব ইরশাদ করেছেন, 'একটি দিনের বয়সপ্রাপ্ত শিশুও মা'সুম নয়, হ্যা, আল্লাহর মোকাবেলায় ফেরেশতাগণও ত্রুটিশূন্য নন।' তিনি আরও বলেন, 'এই দেহ পাপকে আকর্ষণ করে এবং চোষণ করে দুর্নীতি, যেমন স্পঞ্জ চুষে নেয় পানি।"

লাজওয়াব হয়ে রাব্বি সাহেব চুপ মেরে গেলেন। ঈসা বললেন, "কথার চেয়ে মারাত্মক আর কিছুই নয়। তাই সুলায়মান বলছেন, 'জিহবার ডগায় জীবন ও মরণ; স্থিতিশীল।'

আর তিনি শিষ্যগণের দিকে ফিরে বললেন, "সাবধান ওদের সম্পর্কে যারা দেখা হলেই খোশামোদি-বাক্য আওড়ায়, তাদের উদ্দেশ্য তোমাদের প্রবঞ্চনা করা। শয়তান জিহবা দিয়েই আমাদের আদি পিতামাতাকে তা'রিফ করেছিলো, কিন্তু কি মর্মান্তিক পরিণতি ছিলো সেই প্রশংসাবাণীর। ফেরাউনকে মিসরের জ্ঞানীরা এ ভাবেই খোশামোদ করতো। এইরূপ বাক্যই ছিলো ফিলিস্তিনীদের প্রতি গলিয়াথের। অবিকল চারশত ভণ্ড নবী আহবকে বন্দনা করেছিলো ; কিন্তু মিথ্যা ছিলো সে সকল প্রশংসা-বাক্য। ফলে প্রশংসিত জনও প্রশংসাকারীর সাথেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এই জন্যই সংগত কারণে আল্লাহ্ পাক নবী ইসাইয়ার মাধ্যমে এইরূপ বলেছেন, "হে সম্প্রদায় ! যারা তোমাদের খোশামোদ করে তারা তোমাদের প্রবঞ্চনাই করে।"

"দুর্ভাগ্য আপনাদের জন্য হে কাতিব ও ফরিসীবৃন্দ, দুসংবাদ আপনাদের জন্য হে রাব্বি ও লেভি বংশীয়গণ। কেননা আপনারাই আল্লাহর-ওয়াস্তের কুরবানি বিকৃত করে ছেড়েছেন। তাই যারা কুরবানি করতে অগ্রসর হয় তারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্ মানুষের মতই পক্ক মাংস ভক্ষণ করায় অভ্যস্ত।"

www.amarboi.org

৬৭। নতুন বিশ্বাসী সম্প্রদায়ঃ

"কেননা, আপনারা ওদের উদ্দেশ্যে বলে থাকেন— গোটা দঙ্গলটি নিয়ে এসো, নর-মাদী সহ তোমাদের মা'বুদের দরগায়, সব নিজেরা খেয়ে ফেলো না, যে-আল্লাহ্ এসব দিয়েছেন তাঁর ভাগ দিয়ে যেও।— আর আপনারা কুরবানির মূল ঘটনা ওদের জানতে দিতে চান না যে এটি একটি সাক্ষ্যমাত্র। পিতা ইব্রাহীমের সন্তান এইরূপ ঘটনায় জীবন লাভ করেছিলেন। পিতা ইব্রাহীমের ঈমান ও আনুগত্যের পরীক্ষা ছিলো এটি। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তাঁকে পুরস্কার দিয়েছিলেন ও আশীর্বাদ করেছিলেন, আর দুনিয়া যেন কখনো তা ভুলে না যায় তাই চলছে এর পুনরাবৃত্তি। অথচ জাকিয়েল নবীর প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছিলো এইরূপ, 'এই সব পশু-বলি সরিয়ে নাও, মৃত পশুগুলো আমার ঘৃণার উদ্রেক করছে।' তাছাড়া সেই সময় আসছে যখন সেই ঘোষণা পূর্ণ করা হবে যে সম্পর্কে হোসিয়া-নবীর মাধ্যমে বলা হয়েছে, 'আমি বাতিলের মোকাবেলায় মক্‌বুল জনগোষ্ঠীকে উত্থিত করবো।' জাকিয়েল— নবীর মাধ্যমে আরও ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ্ নতুন শরীয়ত দান করবেন সেই জনতাকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রদত্ত শরীয়ত যা পালিত হয়নি, সেইরূপ নয়। আর তাদের পাথরপ্রতিম হৃদয়বৃত্তির তুলনায় আল্লাহ্ নতুন হৃদয়বৃত্তি দান করবেন।' এসব হবে এই জন্য যে তোমরা এখন সেই নিয়ম লংঘন করেছো। তোমাদের হাতে ছিলো চাবি কিন্তু তোমরা তা দিয়ে কিছুই খুললে না; বরং যাঁরা এ-পথে চলতে চায় তাদের গতিপথ রুদ্ধ করেছো মাত্র। রাব্বিদের দল বিদায় নিতে চাইলেন প্রধান রাব্বির কাছে সব কিছু বর্ণনা করার জন্য যিনি পবিত্র অঙ্গনের সমীপবর্তী দাঁড়িয়েছিলেন। ঈসা তাঁদের বললেন, "দাঁড়ান, আপনাদের প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি।"

৬৮। পুরস্কার চাওয়ার বিরুদ্ধেঃ

"আপনারা আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, বেহেশ্‌তে আল্লাহ্ আপনাদের কী দান করবেন। অবশ্যই আমি আপনাদের বলতে চাই যে, যারা মজুরির কথাই কেবল ভাবে তারা তাদের প্রভুকে ভালবাসে না। রাখাল যখন দেখে নেকড়েরা এগিয়ে আসছে তার মেষের পালের দিকে সে তখন প্রতিরক্ষার আয়োজন করে, বিপরীতে সাধারণ চাকর সে-অবস্থায় মেষের পাল ফেলে দৌড়ে পালায়। যেহেতু আল্লাহ্ চিরঞ্জীব যাঁর মহাগোচরে আমি দণ্ডায়মান, যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের মহান প্রতিপালক আপনাদেরও পালনকর্তা হতেন, তবে এরূপ বলার অবকাশই হতো না যে— 'আল্লাহ্ আমাদের কী পুরস্কার দেবেন?' বরং দাউদের মতই বলতেন

www.amarboi.org

'আমি আমার প্রভুকে কী দিতে পারি যে তিনি আমায় এত নিয়ামত দান করেছেন?'

"আপনাদের বোঝার জন্য একটি গল্পের উল্লেখ করছি। এক রাজা একদা রাস্তার পাশে একটি আহত লোক পেলেন যাকে ডাকাতেরা প্রায় আধমরা করে ফেলে রেখে গেছে। রাজা লোকটির প্রতি সদয় হয়ে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে শহরে নিয়ে যাওয়া ও চিকিৎসা করার জন্য তাঁর লোকদের হুকুম দিলেন যা তারা বেশ সাবধানতার সঙ্গেই পালন করলো। রাজার হৃদয়ে আহত লোকটির প্রতি এতই স্নেহের উদ্রেক হলো যে তিনি তাকে স্বকন্যা দান করে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন। নিশ্চয়ই এই রাজা পরম দয়ালু সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু ঐ লোকটির আচরণ ছিলো ভিন্ন। সে গোলামদের প্রহার করতো, ওষুদবিষুদ ছুড়ে ফেলতো, স্ত্রীকে গালাগাল দিতো, রাজার নিন্দা করতো এবং ভৃত্যদের উস্কানি দিতো বিদ্রোহ করার জন্য। রাজা যখন কোনো কাজের দায়িত্ব তাকে দিতেন সে বলতো, 'আমাকে বিনিময়ে কী দেয়া হবে?' এখন রাজা যখন এসব জানলেন তখন এই অকৃতজ্ঞ লোকটির প্রতি তিনি কী আচরণ করলেন?

সবাই এক বাক্যে বললেন, "হায়রে দুর্ভাগা ! নিশ্চয়ই রাজা তাকে সবকিছু হতে বঞ্চিত করে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন।" ঈসা তখন বললেন, "ওহে রাব্বি, কাতিব ও ফরিসিগণ, যারা আমার বচন শুনতে পাচ্ছেন, শুনুন, আমি নবী-ইসাইয়ার প্রতি আল্লাহর যে বাণী তাই ঘোষণা করছি, 'আমি আমার দাসদের শুশ্রূষা করেছি ও সমুন্নত করেছি কিন্তু তারা আমায় প্রত্যাখ্যান করেছে।'

"এই রাজাই আমাদের আল্লাহ্ যিনি বনি-ইসরাইলকে দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে উপহার স্বরূপ দান করলেন যারা তাঁর ইবাদত করেছেন। আর আল্লাহ্ একে (বনি-ইসরাইল) এতই ভালবেসেছেন যে এর কারণে মিসরকে চাবুক মেরেছেন, ফেরাউনকে চুবিয়ে দিয়েছেন, কেনানী ও মিদিয়াবাসী ছয় কুড়ি রাজন্যকে উৎখাত করেছেন ; এর উদ্দেশ্যে স্বর্গীয় বিধান (শরীয়ত) জারি করেছেন এবং উত্তরাধিকারী করেছেন এই ভূখণ্ডের যেখানে আমাদের স্বজাতীয় লোকেরা সেই হতে বাসিন্দা হয়ে আছেন।"

"কিন্তু বনি-ইসরাইল তা কী ভাবে নিয়েছে? কত শত নবীকেই না সে হত্যা করেছে। কত শত নবীবাক্যই না সে বিকৃত করেছে ; আল্লাহর শরীয়তকে সে কীভাবে লঙ্ঘন করেছে, কত লোকই না এ-কারণে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে পুতুল-পূজারী বনেছে— আপনাদের অপরাধের কারণেই হে রাব্বির দল ! আর কীভাবেই না আপনারা আল্লাহকে অপদস্থ করেছেন, আপনাদের জীবনাচারণের মাধ্যমে। আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'বেহেশতে আমাদের কী দেয়া হবে?' আমাকে

www.amarboi.org

বরং জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিলো — কী হবে সেই শাস্তি যা আপনাদের জন্য আল্লাহ দোযখে নির্ধারিত করে রেখেছেন; আর কী করা উচিত আপনাদের পরিত্রাণের জন্য যাতে আল্লাহ্ আপনাদের মাফ করতে পারেন, আমি বরং তাই বাৎলাতে চাই আর, এ-উদ্দেশ্যেই সুনিশ্চিত যে আপনাদের মাঝে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।"

৬৯। অন্ধ, বোবা ও কালা জ্বিনগ্রস্ত লোকটি ঃ

"চিরঞ্জীব আল্লাহর দোহাই, তাঁর সামনে আমার সত্তা দণ্ডায়মান, আপনারা আমার কাছে অতিরঞ্জিত কোনো কথা পাবেন না, পাবেন সত্য। অতএব, আপনাদের বলছি, অনুতাপ ও তওবা করুন আল্লাহর গোচরে, যেভাবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা গোনাহ হতে পানাহ চাইতেন, আর হৃদয়কে পাষণ্ড করে ফেলবেন না।"

এইরূপ শুনে ইহুদী ধর্মীয় নেতারা রাগে কাঁপতে লাগলেন, কিন্তু জনতার ভয়ে টু-শব্দটি উচ্চারণ করা থেকেও বিরত রইলেন।

আর ঈসা বলতে লাগলেন, "হে আইন বিশেষজ্ঞগণ, হে ধর্মীয় নেতৃত্ব, হে ধর্মসাধকগণ, ফরিসী ও সদ্দুকিগণ ! বলুন আমাকে ; আপনারা নবাবের মত ঘোড়ায় চড়তে চান কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে যেতে অনিচ্ছুক। আপনারা মেয়েদের মত ফিনফিনে মখমল পরতে চান কিন্তু চরকা চালানো ও শিশুদের সেবায় আপনাদের রুচি আদৌ নেই। মাঠের ফসল পেতে খুবই আগ্রহ আপনাদের কিন্তু জমিতে লাঙল চষতে বড়ই নারাজ আপনারা। সাগরের মাছ ভক্ষণের খায়েশ খুব বেশী আপনাদের কিন্তু শিকারে যাওয়া দারুণ অপছন্দ। পূর্ণাঙ্গ (রোমক) নাগরিকত্ব লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা আপনাদের আছে কিন্তু একটি জনগণতন্ত্র পরিচালনার দায়-দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক ; আর বুযুর্গ্ হিসাবে দশমাংশ ও প্রথম ফসলটি আপনাদের চাই কিন্তু সততার সঙ্গে আল্লাহর খেদমতে আপনাদের মন বসতে চায় না। আল্লাহ তাহলে আপনাদের নিয়ে কী করবেন যে, ইহলোকে অমঙ্গল এড়িয়ে তাবৎ মঙ্গলেরই অধিকারী হতে ইচ্ছুক আপনারা? অবশ্যই আমি বলতে চাই যে আল্লাহ এমন স্থানে নিয়ে যাবেন যেখানে কোনো মঙ্গল ব্যতিরেকে অমঙ্গলের ভাগীদারই আপনাদের হতে হবে শেষতক।"

যখন ঈসা এসব কথা বলছিলেন, তখন একটি অন্ধ, বোবা ও কালা জ্বিনগ্রস্ত লোককে তাঁর সামনে আনা হলো। তাঁর প্রতি আগন্তুকদের গভীর বিশ্বাস দেখে তিনি আসমানে দৃষ্টি গেঁথে প্রার্থনা করলেন, "মাবুদ আল্লাহ! হে আমাদের মুরুব্বীদের খোদা, দয়া করুন এই বিমার লোকটির প্রতি এবং তাকে দান করুন সেহেৎ যেন, জনগণ বুঝতে পারে যে আপনিই আমাকে এদের মাঝে প্রেরণ করেছেন।"

এইরূপ বলার পর ঈসা জ্বিনটাকে নির্গত হওয়ার জন্য আদেশ করে বললেন, "আমাদের মা'বুদ আল্লাহর নামের শক্তির গুণে বের হ' হেই দুষ্ট জ্বিন, এই লোকটির

www.amarboi.org

মাঝ থেকে।"

জ্বিনটা কেটে পড়লো এবং তৎক্ষণাৎ বোবা লোকটির মুখ ফুটে বাক্য বের হলো আর তার চোখে দৃষ্টি ফুটে ওঠলো। তা দেখে প্রত্যেকেই ভীতি বোধ করলো। কিন্তু ধর্মীয় নেতারা বললেন, "জ্বিন-নায়ক বীলযেবুবের শক্তি প্রয়োগ করেই তিনি জ্বিন তাড়াতে সক্ষম হলেন।"

তখন ঈসা বললেন, "প্রত্যেক রাষ্ট্রশক্তি নিজের বিপক্ষে দ্বিধাবিভক্ত হলেই তবে এর পতন হয় এবং রাজবংশ ধ্বংস হয় নিজ বংশের হাতে। শয়তানের শক্তিতেই যদি শয়তান তাড়ানো সম্ভব হতো তবে তার রাজত্ব টিকে আছে কোনো শক্তিবলে? আর তোমাদের সন্তানেরা যদি নবী সুলায়মান প্রদত্ত ঐশী কালামের মাধ্যমেই শয়তান খেদায় তবে তারাই সাক্ষ্য দেবে আমি আল্লাহর শক্তিতেই শয়তানকে তাড়িয়েছি কিনা। যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব, কোনো পবিত্র সত্তার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করার ক্ষমা ইহলোকে ও পরলোকে হয় না। কেননা, দুষ্ট লোক জেনে শুনেই কুফুরীর পাপে নিমজ্জিত হয়, কুফুরী কি চীজ তা জানা থাকা সত্ত্বেও।"

এইরূপ বলার পর ঈসা মসজিদ হতে বের হলেন। আর সাধারণ জনতার সংখ্যা বাড়তেই লাগলো। কারণ তারা সবাই রুগ্ন লোকদের জড়ো করে নিয়ে আসছিলেন। আর ঈসা প্রার্থনার মাধ্যমে এদের আরোগ্য দান করতে লাগলেন। এ অবস্থার ফলে সেই দিনেই শয়তানের প্রক্রিয়ায় জেরুসালেমে অবস্থানরত রোমক সৈন্যদল জনতাকে এইরূপ বাক্যে চেতিয়ে তুললো যে, ঈসা-ই বনি-ইসরাইলের দেবতা, যিনি অবতার রূপে তাঁর লোকদের দর্শন দিতে এসেছেন।

৭০। কীসারিয়া ফিলিপ্পিতে ঃ

ইহুদীদের বার্ষিক পর্ব ঈদুল ফেসাখের পর ঈসা জেরুসালেম ত্যাগ করে কীসারিয়া ফিলিপ্পির শহরতলিতে প্রবেশ করলেন। তখন জিবরাইল সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন, যাদের মাঝে আন্দোলন পাকিয়ে তোলা হচ্ছিলো। তিনি তখন প্রশ্ন করলেন, তাঁর আপন সাথীদের, "আমার সম্পর্কে জনতা কী বলাবলি করছে হে?"

তাঁরা জবাব দিলেন, "কেউ বলে আপনি এলিজা, কারো মতে জেরেমিয়াহ্, আর কেউ বলে অতীতের কোনো বড় নবী।"

ঈসা শুধালেন, "আর তোমরা, তোমরা আমাকে কি বলছো।"

পিতর জবাব দিলেন, 'আপনি মসিহ্ আল্লাহর পুত্র।"

ঈসা ক্রুদ্ধ হলেন, ক্রুদ্ধভাবে তিনি তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, "যাও আমার

www.amarboi.org

কাছ হতে বিদায় হও। কারণ তুমিই পাপাত্মা যে, আমাকে অপরাধী বানাতে হয়েছো ইচ্ছুক। বাকি এগারজনকে তিনি শাসিয়ে বললেন, "আফসোস তোমাদের জন্য যদি তোমাদের আকিদাও এইরূপ হয়। কারণ আমি আল্লাহ্‌র দরবার হতে এইরূপ বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য চেয়ে নিয়েছি মহা অভিশাপ।" আর তিনি হৃষ্টচিত্তে পিতরকে বিদায় দিতে চাইলেন, যখন এগারজন তাঁর পক্ষে আবেদন জানিয়ে তাঁকে রক্ষা করলেন। তবে ঈসা পুনরায় তিরস্কার করে বললেন, "সাবধান, আর কখনও এমন কথা বলতে যেও না। বললে আল্লাহ তোমাকে কাফের রূপে চিহ্নিত করবেন।"

পিতর ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, "মুর্শিদ ! আমি বোকার মতই বলে বসেছি, আল্লাহর দরবারে আমার মাফির জন্য দোয়া করুন।"

তখন ঈসা বললেন, "আমাদের মা'বুদ যখন তাঁর দাস বা এলিজা, যাঁদের তিনি এত স্নেহ করতেন কিংবা অন্য কোনো নবীর বেলায় নিজকে প্রদর্শন করেন নি, সেক্ষেত্রে এই বেঈমান সমকালীন বংশধরদের সামনে নিজেকে প্রদর্শন করবেন? কিন্তু তোমরা কি জানো যে একটি মাত্র ধ্বনিযোগে আল্লাহ নাস্তি হতে সব হাস্তি সম্ভব করেছেন এবং মানব জাতির মৌলে বিদ্যমান মাত্র একটি মৃত্তিকা-খণ্ড? বলো তাহলে আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য কোথায়? আফসোস! তাদের জন্য যারা শয়তানের ধোকায় ক্ষতিগ্রস্ত!"

এই বলে ঈসা পিতরের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাত তুললেন। এগারজন ও বোরুদ্যমান পিতর একত্রে বললেন, "আমীন, আমীন, হে রহমত পরিপূর্ণ মওলা, হে আল্লাহ আমাদের!"

অতঃপর ঈসা প্রস্থান করলেন ও গালিলী অভিমুখে চললেন এই জন্য যে, যে-ভ্রান্ত ধারণা জনমনে পল্লবিত হচ্ছে তার নিরসন করা ছিলো একান্ত প্রয়োজন।

৭১। জনৈক পক্ষাঘাতগ্রস্তের রোগমুক্তিঃ

ঈসা আপন তহশিলে পৌছতেই গালিলীর সারা অঞ্চলে জানাজানি হয়ে গেল যে নাসারত প্রদেশে নবী ঈসা তশরিফ এনেছেন। এ অবস্থায় বহু পরিশ্রম করে অসুস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে লোকজন তাঁর সামনে হাজির হয়ে আবেদন জানালেন যেন তিনি পবিত্র হাতে এদের একটু স্পর্শ করেন। আর জনতার ভীড় ছিলো এত প্রচণ্ড যে এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ধনী ব্যক্তি ভীড় ঠেলে দরজায় পৌছতে ব্যর্থ হয়ে যে গৃহে ঈসা অবস্থান করছিলেন তার ছাদে উঠে, ছাদের এক টুকরা কাঠ খুলে রশি বাধা অবস্থায় তাঁর সামনে নেমে পড়লেন। ঈসা মুহূর্তের জন্য ইতস্ততঃভাবে দাঁড়িয়ে থেকে পরে বললেন, "ভয় নেই ভাই, আপনার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।"

www.amarboi.org

এইরূপ উক্তি শুনে প্রত্যেকেই আহত বোধ করলেন। তাঁরা বললেন, "ইনি পাপ ক্ষমা করার কে?"

ঈসা তখন বললেন, "চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র দোহাই, পাপ ক্ষমা করার কোনো ক্ষমতাই আমার নেই, একমাত্র আল্লাহ্‌ই ক্ষমা করতে পারেন। তবে আল্লাহর বান্দা হিসাবে আমি অপরের পাপ মোচনের জন্য দোয়া করতে পারি, আর আমি এই রুগ্ন ব্যক্তির জন্য তাই করেছি, আমি প্রত্যয় রাখি যে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন। অতএব আপনাদের সত্য লাভ হোক, এই কারণে আমি এই বিমার ব্যক্তিকে বলছি, "ইবরাহীম ও তার সন্তানদের যিনি আল্লাহ্‌, আমাদের সেই মুরুব্বীদের আল্লাহ্‌র নামে বলছি — সুস্থ হয়ে দাঁড়ান।" ঈসার বাক্য শেষ হতে না হতেই সেই ব্যক্তি সুস্থ রূপে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করলেন।

তখন সাধারণ জনতা বাইরে অপেক্ষমান রুগ্ন ব্যক্তিদের আরোগ্যের জন্যও তিনি দোয়া করুন, এ আবেদন জানালেন। ঈসা বাইরে এসে জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে দুহাত উর্ধ্বে তুলে দোয়া মাঙলেন, "জনগণের মহান আল্লাহ্‌, চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌, সত্যময় আল্লাহ, পবিত্র আল্লাহ্‌, যিনি অজর, অমর, দয়া করুন এদের প্রতি!" তখন প্রত্যেকেই একবাক্যে উচ্চারণ করলেন, "আমীন।" আর এইরূপ মোনাজাত শেষে ঈসা রুগ্ন ব্যক্তিদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন আর এঁদের প্রত্যেকেই অলৌকিকভাবে স্বাস্থ্য ফিরে পেতে লাগলেন।

এতে সবাই আল্লাহর মহিমা যিকির করে বলতে লাগলেন, "আল্লাহ্‌ তাঁর নবীর মাধ্যমে আমাদের মাঝে স্বতঃপ্রকাশ হয়েছেন, আর এক মহান নবীকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছে।"

৭২। রাসূলুল্লাহর নিদর্শনসমূহঃ

রাতের বেলা সংগোপন আলোচনায় ঈসা সাথীদের বললেন, "অবশ্যই তোমাদের বলছি যে, শয়তান তোমাদের গমের দানার মত ছিটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আমি মা'বুদের দরবারে তোমাদের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেছি। ফলে কেউই নিশ্চিহ্ন হবে না একমাত্র সেই লোকটি ব্যতীত, যে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।" আর এই ইঙ্গিতটি প্রদান করলেন তিনি জুদাস সম্পর্কে। কারণ ফেরেশতা জিবরাইল ইতিমধ্যে তাঁকে জানিয়েছেন যে, কি ভাবে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে জুদাস ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং তিনি যা বলছেন তার সব কিছুই ওদের কাছে সে কি ভাবে নিয়মিত পৌছে দিচ্ছে।

এই বিবরণ-লেখক ঈসার কাছে গিয়ে সাশ্রু নয়নে প্রশ্ন করলেন, "ওগো মুর্শিদ! মেহেরবানি করে বলুন কে সে, যে আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?"

www.amarboi.org

ঈসা জবাবে বললেন, "হে বার্নাবাস, তোমার জন্য সেই সময় এখনো আসেনি যে তাকে চিনতে পারবে, তবে খুব সত্বর সেই পাপাত্মা আত্মপ্রকাশ করবে। কারণ, আমিও দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে যাবো।"

ক্রন্দন-রোলে ভেঙ্গে পড়ে শিষ্যগণ সমস্বরে বললেন, "ওগো মুর্শিদ ! কেন আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন? বরং এই ভালো আপনার বিচ্ছেদের বদলে আমাদের মৃত্যু হোক।"

ঈসা বললেন, "তোমাদের হৃদয়কে দুর্বল করো না, কিম্বা ভয়াতুর হয়ো না, কারণ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করিনি বরং আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, রক্ষাও করবেন তিনি। আর আমার বিষয়টি এই যে পৃথিবীতে আমার আগমন রাসূলুল্লাহর আবির্ভাবের প্রস্তুতি স্বরূপ যিনি দুনিয়ায় নাজাতের আবেহায়াত নিয়ে আসবেন। কিন্তু সাবধান, দেখ, তোমরা প্রতারিত হয়ো না, কারণ বহু ভণ্ড নবীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে যারা আমার নামে আমার বাণী বিকৃত করবে।"

আঁদ্রু তখন আরয করলেন, "মুর্শিদ ! তাঁর লক্ষণ কিছু বয়ান করুন যেন আমরা তাঁকে চিনতে পারি।"

ঈসা জবাব দিলেন, "তিনি তোমাদের কালসীমায় আবির্ভূত হবেন না। বরং তোমাদের বহু পরেই তিনি আসবেন, যখন আমার সত্য বাণী নিষিদ্ধ হয়ে যাবে এমনি মাত্রায় যে কোনো মতে তিরিশ জনের বেশী মুমিন ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ দুনিয়ার প্রতি রহমত নাযিল করবেন এবং তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করবেন। তাঁর উন্নত শিরের ওপর নিত্যই বিরাজ করবে এ শুভ্র মেঘখণ্ড, যার ফলে তিনি আল্লাহর প্রিয়জনরূপে চিহ্নিত হবেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ ঘটবে। তাঁর আবির্ভাব হবে মহাশক্তিসহ এবং পৌত্তলিকদের প্রভাবিত করবেন তিনি। আর পুতুল পূজার দিন দুনিয়া হতে শেষ হবে চিরতরে। আর আমাকে উৎফুল্ল করছে যে বিষয়টি তা এই যে, তাঁরই মাধ্যমে আল্লাহ পরিজ্ঞাত ও মহিমান্বিত হবেন এবং আমিও সত্য পরিচয়ে উদ্‌ঘাটিত হবো। আর যারা আমাকে মানুষের চেয়ে ভিন্ন কিছু বলবে তিনি তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। অবশ্যই তোমাদের বলছি আমি যে শৈশবে চাঁদ তাঁকে ঘুম পাড়াবে, পূর্ণ বয়সে তিনি চাঁদকে স্বহস্তে ধারণ করবেন। জগৎ তাঁকে অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকুক। কেননা তিনি পৌত্তলিকদের খতম করবেন। আল্লাহ দাস মূসা যত সংখ্যক খতম করেছিলেন সে তুলনায় অনেক বেশী এবং যশুয়া নবী যেরূপ অগ্নিদগ্ধ শহরগুলি বাদ দেননি, শিশুদেরও রেহাই দেননি তেমনি, কারণ পুরান ঘায়েই মানুষ আগুনের সেক দিয়ে থাকে কিনা।"

www.amarboi.org

"তিনি আসবেন, ইতিপূর্বে আবির্ভূত সকল নবীদের চেয়ে অধিক সুস্পষ্ট ও সত্য বাণীসহ এবং পৃথিবীকে পাপে নিমজ্জনকারীদের তিনি ঠেকাবেন। আমাদের পিতৃপুরুষের নগরীর সৌধমালা সানন্দে শিহরিত হয়ে একে অন্যকে অভিনন্দিত করবে, তখন পৌত্তলিকরা ধুলিসাৎ হবে এবং আমাকে আর দেবতা নয় বরং মানুষ রূপেই গণ্য করা হবে। অবশ্যই তোমাদের বলছি, সেই হবে রাসূলুল্লাহর আবির্ভাবকাল।"

৭৩। প্রলোভনকারীর পদ্ধতিসমূহ ঃ

"অবশ্যই তোমাদের বলছি যে শয়তান পরখ করে দেখবে, তোমরা আল্লাহর বন্ধু বনে গেছো কিনা—কেননা কেউ তার নিজস্ব জনপদে কখনো আক্রমণ পরিচালনা করে না।— যদি শয়তান তোমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তবে সে চাইবে তোমরা আত্মসুখের সন্ধানে ধাবিত হও। কিন্তু যদি সে বুঝতে পারে যে তোমরা তার দুশমন তবে, এমন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে যাতে তোমাদের বিলুপ্তি ঘটে যায়। কিন্তু ভয় নেই তোমাদের। কেননা একটা শেকল পরা কুকুরের মতই তার দুশমনি তোমাদের ক্ষতির কারণ হবে না, আলাহ পাক আমার দোয়া শ্রবণ করেছেন।"

যোহন আরয করলেন, "ওগো মুর্শিদ কেবল আমাদের জন্য নয় বরং যারা ইনজীলের বাণী বিশ্বাস করবে তাদের বেলাতেও, বলুন সেই প্রাচীন প্রলোভনকারী মানুষকে কীরূপে ধ্বংস করে থাকে?"

ঈসা জবাব দিলেন, "মোট চার রকমে সেই পাপাত্মা প্রলোভন বিস্তার করে থাকে। প্রথমেই সে নিজে মানুষের চিন্তাপ্রবাহে লোভের জাল বিছিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ঃ সে তার সেবকদের মাধ্যমে কথা ও কর্মের মাঝে লোভের ফাঁদ পাততে থাকে। তৃতীয়তঃ সে ভুল তত্ত্বের ঘোরপ্যাঁচ প্রলুব্ধ করতে থাকে এবং চতুর্থতঃ সে মিথ্যাময় দর্শন ও কাল্পনিক ছবির মাধ্যমে প্রলোভনের প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে। এ অবস্থায় মানুষকে কীরূপ হুঁশিয়ার হতে হয়, উপরন্তু, যেহেতু মানুষের নফ্‌স্ পাপের প্রতি স্বতঃই আসক্ত যেরূপ জ্বরতপ্ত ব্যক্তি আকৃষ্ট পানির প্রতি— অবশ্যই তোমাদের বলছি যে যদি কোনো লোক আল্লাহকে ভয় করে তবেই সে এসব বিষয়ে জয়ী হতে পারে। নবী দাউদ-এর কথায়, 'আল্লাহ ফেরেশতা মোতায়েন করবেন তোমার প্রতি, যাঁরা তোমার পথ মুক্ত রাখবেন যেন শয়তান তোমাকে পথে হোঁচট খাওয়াতে না পারে। হাজারটা তোমার বাম বাহুতে এবং দশ হাজার তোমার দক্ষিণ বাহুতে লুটিয়ে পড়বে কিন্তু তোমাতে কোনো কুপ্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।'

"উপরন্তু, আমাদের মা'বুদ দাউদের প্রতি স্নেহরসে সিক্ত হয়ে আরও প্রতিজ্ঞা করেছেন এই মর্মে, 'আমি তোমাকে দিচ্ছি জ্ঞান, যা তোমাকে প্রশিক্ষিত করবে

www.amarboi.org

এবং তোমার পথ চলায় তুমি যেখানেই গমন করো, আমার চোখ তোমায় সারাক্ষণ নিরীক্ষণ করবে।'

"তবে আর কি বলবো আমি? ইসাইয়ার মাধ্যমে আরও ইরশাদ হয়েছে, 'কোনো মা কি তার পেটের সন্তানকে ভুলে যেতে পারে? তবে আমি তোমাকে বলছি, মা-ও ভুলে যেতে পারে কিন্তু আমি স্রষ্টা তোমাকে কখনো ভুলবো না।'

"বলো আমাকে তাহলে, শয়তানকে ভয় পাবার কী আছে যখন ফেরেশতারা পাহারায় রত এবং চিরঞ্জীব আল্লাহর নিরাপত্তা সার্বজনীন? তবু এটি খুবই প্রয়োজনীয় যে নবী সুলায়মানের কথায়, 'তুমি, হে আমার সন্তান। চাইছো আল্লাহভীতি অর্জন করতে তবে তোমার নফ্স্‌কে প্রলোভনের মোকাবিলায় জাগ্রত রাখো।' অবশ্যই তোমাদের বলছি যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই আপন চিন্তাকে এমনিভাবে বাজিয়ে দেখতে হবে, যেভাবে কোনো মহাজন পরীক্ষা করে রূপার টাকা, যে সে আল্লাহর বিপক্ষে কোনো পাপে লিপ্ত কিনা।"

৭৪। পাপতত্ত্বঃ

"গোনাহ্‌র ব্যাপারে গাফিল মানুষ দুনিয়ায় আগেও ছিলো এবং এখনও আছে যারা বড় রকমের ভুলের শিকার। আচ্ছা, আমাকে বলো দেখি, শয়তান কিভাবে গোনাহ্‌য় জড়িয়ে পড়লো? সন্দেহ নেই যে সে মানুষের চেয়ে উত্তম, এই চিন্তাতেই পাপ করেছিলো। সুলায়মান গোনাহ্ করে ফেললেন এই ভেবে যে, তিনি আল্লাহর তামাম মাখলুকাতকে ভোজে আপ্যায়িত করবেন। তখন একটি মাত্র মাছ তাঁর সমুদয় আয়োজন উদরস্থ করে তাঁকে তওবা করিয়ে ছাড়লো। আমাদের পিতা দাউদ এই জন্যই বিনা কারণে একথা বলেন নি, 'কারও দিল-এ আসন গাড়তে হলে এক আঁসুর দরিয়ায় অবগাহন করতে হয়।' আর এ-জন্যই আল্লাহ তাঁর নবী ইসাইয়ার উদ্দেশ্যে তারস্বরে বলছেন, 'আমার নজর হতে সরিয়ে নাও পাপচিন্তা-রাশি।' আর কি হেতুই সুলায়মান বলেন, 'তোমার সকল তাকৎ দিয়ে দিল্‌টা সামলাও।' যেহেতু আল্লাহ্ চিরঞ্জীব যাঁর গোচরে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, এই সবই মন্দভাবের বিরুদ্ধে উচ্চারিত, যা সব রকম পাপের মূলাধার; কেননা, চিন্তা ছাড়া তো পাপকর্ম সম্ভব নয়। তাহলে বলো, আঙুর বাগানের মালি যখন চারা রোপণ করে তখন সেগুলি বেশ দাবিয়ে করে কি না? নিশ্চয়ই সে তাই করে। ঠিক তেমনি, শয়তানও যখন পাপ বপন করে, চোখ বা কান পর্যন্ত করেই থেমে যায় না। অন্তরের গভীরেই সে গমন করে, যে অন্তর্রাজ্য খোদার আরশেরই শামিল। কেননা, তাঁর দাস মুসার প্রতি আল্লাহর বাণী হচ্ছে এইরূপ, 'আমি তাদের অন্তরের মাঝেই আছি যেন তারা আমার শরীয়ত মোতাবেক জীবন চালনা করতে সক্ষম হয়।'

www.amarboi.org

"এখন আমাকে বলো দেখি, নবাব হেরোদ যদি তোমাদের হাতে একটি বাসগৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তুলে দেন, যাতে তিনি নিজেই বসবাস করতে ইচ্ছুক, তাঁর দুশমন পীলাতকে সেখানে ঢুকতে দেবে তোমরা কিংবা, এতে তাঁর মাল-সামান রাখতে দেবে কি? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে নিজেদের হৃদয়ে শয়তানকে ঢুকতে দেয়ার ব্যাপারে, কিংবা এতে তার চিন্তাকে ফলতে দেয়ার ব্যাপারে কতদুর সাবধান থাকা চাই তা অনুধাবন করো। কেননা, আল্লাহ মানুষকে হৃদয়ে দান করেছেন আমানত স্বরূপ, যা তাঁর আপন অধিষ্ঠান মাত্র। অতএব, লক্ষ্য করো, একজন মহাজন কিভাবে একটি টাকা পরীক্ষা করে, সীজারের মুণ্ডুটা ঠিক আছে কিনা সে দেখে, রূপা আসল না নকুল, তাও সে যাচাই করে। সঠিক ওজন মেপে নেয়, তারপর ঠুনকা দিয়ে বাজিয়ে হাতের তালুতে সেটি ওলটপালট করে। হায় উন্মাদ দুনিয়া। আপন কারবারে তুমি কতই না পোখ্‌তা। তাই তো হাশরের দিন তুমি আল্লাহ্‌র গোলামদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ আনবে। কেননা, এতে সন্দেহ নেই যে আল্লাহর গোলামদের চেয়ে তোমার গোলামরা বেশ যোগ্য। আমাকে বলো দেখি, কে আছে এমন তার চিন্তাকে ঠিক মহাজনের রূপার টাকা পরীক্ষার মত বাজিয়ে দেখে ? বে-শক্, কেউ নেই এমন।"

৭৫। হৃদয় জাগ্রত রাখা ঃ

তখন জেমস্ শুধালেন, "ওগো মুর্শিদ ! টাকার মত চিন্তাকে কীরূপে বাজিয়ে দেখা যায়?"

ঈসা জবাব দিলেন, "চিন্তার খাঁটি রূপ হলো খোদাভীতি। কারণ প্রত্যেক কু-চিন্তার উৎস হচ্ছে শয়তান। নেক বান্দা ও নবীদের কর্মসাধনায় আছে সত্যের সঠিক ধারণা, যা আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আর আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ চিন্তায় কর্ম পরিচালনাও একান্ত দরকার। এ অবস্থায় সেই দুশমন তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে তোমার মনে অসৎ ভাবনা উস্কে দেবে, (যে চিন্তা) দুনিয়ার সঙ্গে সংগতিশীল, নফসের দুষণে তৎপর, (যে-চিন্তা) দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ, কিন্তু আল্লাহর প্রেমের পরাম্মুখ।"

বার্থলোমিউ বললেন, "ওগো মুর্শিদ! এরূপ কম চিন্তা-ভাবনার জন্য আমাদের তবে কী করা উচিত, যাতে আমরা লোভে পতিত না হই।"

ঈসা উত্তর দিলেন, "দুটি বিষয় অত্যাবশ্যক। এক, প্রচুর পরিশ্রম করা। দুই, কম কথা বলা। কেননা, আলস্য হলো সকল পাপ-চিন্তার কুণ্ড, আর এতেই পাক খায় যত অপবিত্র চিন্তা এবং অতিকথন স্পঞ্জের মত চোষণ করে অন্যায়। তাই এ খুবই আবশ্যক যে তোমার দেহ নিরন্তর শ্রমে যেরূপ ব্যস্ত থাকবে তেমনি আত্মাকে নিয়োজিত রাখতে হবে ইবাদতে। কেননা কোনো অবস্থাতেই ইবাদতশূন্য করে

www.amarboi.org

রাখা যাবে না তাকে।"

"দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমাদের বলছি, একদা এক লোক ছিলো যে স্বল্প মজুরি দিতো বলে চেনা-জানা লোকেরা তার ক্ষেত চষতে যেতো না। তখন বেশ দুষ্ট লোকের মতই সে বললো, 'আমি হাটে গিয়ে সব অলস বেকারদের নিয়ে আসবো যারা আমার আঙুর ক্ষেতে খুশি হয়ে কাজ করবে। লোকটিও বাড়ি হতে বের হয়েই পেয়ে গেল বহু লোক যাদের টাকা-পয়সা নেই, অর্থহীন আলস্যে দণ্ডায়মান। তাদের সঙ্গে টুকিটাকি আলাপ করে নিয়ে আসলো তার বাগানে। অবশ্যই এদের কেউ তার খাসলৎ জানতো না বলেই এ-কাজে এসে জুটলো ওরা।"

"সে হলো শয়তান, মজুরি কম দেয় কিন্তু কাজ আদায় করে বেশী, বদলা মানুষ পায় অন্তহীন অগ্নিদাহ। সে তো জান্নাত হতে বিতাড়িত অবস্থায় মজুরের খোঁজই করে বেড়াচ্ছে। নিশ্চিত যে অলস ও বেকারদেরই সে কাজে লাগায়, ওরা যে কেউ হোক না কেন, তবে অধিক সংখ্যক তারাই যারা তাকে চেনে না। আবার মন্দকে জানলেই কেবল হয় না এবং একে পরিহার করাও যায় না বরং সৎকর্মে নিয়োজিত থেকেই একে অতিক্রম করতে হয়।"

৭৬। তিন আঙুর চাষী ঃ

"দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমাদের বলছি, একদা এক লোকের তিনটি আঙুর বাগান ছিলো যা তিনি তিনজন বর্গাচাষীর কাছে ভাগী দিয়েছিলেন। যেহেতু প্রথম ব্যক্তির জানা ছিলো না কিভাবে চাষ করতে হয় ; তাই বাগানটিতে কেবল পাতা গজালো সে-বছর। দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনকে শেখালো কিভাবে আঙুর ফলাতে হয় যা, সে চমৎকারভাবে শুনলো এবং যে ভাবে শুনলো, সেভাবে চাষ করায় প্রচুর ফসল ফললো। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি চাষবাস করলো না, কেবল উপদেশ দিয়ে বেড়ালো। যখন ফসল জমা দেয়ার সময় এলো তখন প্রথম ব্যক্তি মালিককে বললো, 'হুজুর আমি জানতাম না কিভাবে ফসল ফলাতে হয়, তাই এ বছর ফসল ফলেনি আপনার বাগানে।'

"মালিক বললেন, 'রে বুর্বক দুনিয়ায় তুই একাই থাকিস নাকি যে, আমার দ্বিতীয় চাষীকে বলে জেনে নিতে পারলি না— যে-লোক চাষবাস সম্পর্কে এত ভালো জানে? অবশ্যই আমার পাওনা তোকে মিটিয়ে দিতে হবে।'

"এই বলে তিনি তাকে জেলে পুরার নির্দেশ দিলেন, যেখানে সে তার কায়িক পরিশ্রমে মালিকের পাওনা মেটাতে পারবে। তবে লোকটির সারল্য দেখে তিনি দয়া করে তাকে মুক্তি দিয়ে বললেন, 'চলে যা, আমি চাই না আর খামাকা তোকে আমার বাগানে খাটাতে, তোর জন্য এই যথেষ্ট যে আমি তোর ঋণ তোকে ফেরত দিলাম।'

www.amarboi.org

"দ্বিতীয়জন হাজির হলে মালিক তাকে বললেন, 'এসো, এসো, হে আমার আঙুর চাষী! আমার ভাগের ফসল কোথায়? নিশ্চয় তুমি যখন আঙুর লতার ছাটাছাটির কায়দা জানো, আমি তোমাকে যে বাগান বর্গা দিয়েছিলাম তাতে প্রচুর ফল ধরেছে এবার!'

"দ্বিতীয়জন বললো, 'হে মালিক, আপনার বাগানটি নিষ্ফলা। তাই আমি জঙ্গল সাফ করতে পারিনি, মাটিও চষতে পারিনি। বাগানে ফসলও ফলেনি। আমি তো আপনাকে উপস্বত্ব দিতে পারবো না।'

"তারপর মালিক তৃতীয় জনের কথা শুনে বললেন, 'তুমি আমাকে বলছো, যাকে আমি দ্বিতীয় বাগানটি ইজারা দিয়েছিলাম, সে তোমাকে ভালোভাবে শিখিয়েছে কি ভাবে চাষবাস করবে তোমার বাগানে যা আমি তোমাকে বর্গা দিয়েছিলাম। তাহলে কি করে এমন হলো যে যে-বাগানটি তাকে বর্গা দিলাম সেটিতে কিছুই ফললো না, অথচ দেখা যাচ্ছে একই রকম জমি তোমাদের দুজনার?'

"তৃতীয়জন বললো, 'হুজুর, কেবল কথায় তো আর আঙুর ফলে না বরং, যে তার ফসল তুলতে চায় সে প্রতিদিন একটি জামা তো ঘামেই ভেজায়। আর কি করে আপনার আঙুর-চাষীর বাগানে ফসল ধরবে যদি তিনি সারাক্ষণ বাক্যলাপেই সময় গুজরান করেন? সুনিশ্চিত যে হে মালিক, যদি বেচারা নিজের কথাকে কাজে পরিণত করতেন তবে এই আমি যে গুছিয়ে কথা বলতে অনভ্যস্ত কিন্তু পাওনা মেটালাম দু বছরের, তিনি আপনাকে অন্তত পাঁচ বছরের টাকা অগ্রিম মেটাতে পারতেন।'

"মালিক রাগান্বিত হলেন, তিরস্কার করে আঙুরচাষীকে বললেন, 'আর এভাবেই জঙ্গল সাফ না করেও আঙুরলতার ছাটাকাঁটা না করে তুমি বেশ বড় কাজ করেছো, যে জন্য তোমাকে মহা পুরস্কার দিতে হয়।' আর এরূপ বলে তিনি তাকে চাকরদের হাত দিয়ে নির্দয়ভাবে প্রহার করালেন। নিষ্ঠুর সেপাইয়ের তত্ত্বাবধানে তাকে জেলে পুরে রাখলেন। সেখানে নিয়মিত তাকে পেটানো চললো এবং বন্ধুদের শত আবেদন সত্ত্বেও তাকে আর মুক্তি দিতে তিনি রাজি হলেন না।"

৭৭। জ্ঞানের ব্যবহারঃ

"অবশ্যই তোমাদের বলছি, হাশরের দিনে অনেকেই সাফাই গেয়ে বলবে, 'মা'বুদ! আপনার শরীয়ত মোতাবেক আমরা তবলীগ করেছি ও তালিম দিয়েছি।' তাদের বিপক্ষে এমন কি গাছ পাথরও চীৎকার করে বলবে, 'যখন তোমরা তবলীগ করছিলে তখন নিজের জিহবাতেই নিজেকে নিন্দিত করছিলে হে অন্যায়চারীর দল!'

"দোহাই আল্লাহর অমরত্বের'—বললেন ঈসা, "যে সত্য জানা সত্ত্বেও বিপরীত আমল করে সে এমন কঠিন শাস্তি পাবে যে প্রায় শয়তানও তাকে করুণা করতে

www.amarboi.org

থাকবে। আমাকে বলো এখন, আল্লাহ্ আমাদের শরীয়ত দান করেছেন কি কেবল জানার জন্য না আমল করার জন্য? অবশ্যই তোমাদের বলছি আমি, যাবতীয় জ্ঞানর্চার শেষ লক্ষ্য হচ্ছে সেই অভিজ্ঞতা, যতটুকু জানা গেল ততটুকু কিভাবে কাজে পরিণত করা যায়।"

"বলো আমাকে, টেবিলের উপর সুস্বাদু গোশত স্বচক্ষে দেখেও যদি কেউ অখাদ্য বস্তুর দিকে হাত বাড়ায় ও সেসব গলাধঃকরণ করে তবে কি সে পাগল নয়?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"— শিষ্যগণ বললেন।

তখন ঈসা বললেন, "ওহে পাগল, সকল পাগলের সেরা পাগল তুমি হে মানুষ, যে তোমার জ্ঞানের সাহায্যে পরিচয় পাও জান্নাতের আর তোমার দুহাত পছন্দ করে এই দুনিয়া ; তোমার জ্ঞান তোমাকে দেয় আল্লাহ্র পরিচয় আর তোমার মোহ যোগায় পার্থিব আকাঙ্ক্ষা। তোমার জ্ঞান তোমাকে স্বর্গীয় আনন্দের সন্ধান দেয় আর তোমার আমল পছন্দ করে দোযখের আযাব। কী সাহসী সৈনিক যে তলওয়ার ফেলে খাপ নিয়ে ছুটছো যুদ্ধ করতে ; এখন, জানো না কি তোমরা যে যে-ব্যক্তি রাতের বেলা বিচরণ করে সে আলো খোঁজে, আলোর আলো দেখার জন্য নয় বরং ভালো ভাবে রাস্তা দেখার জন্য যাতে সে নিরাপদে তার আশ্রয়ে ফিরতে পারে? হে দশাগ্রস্ত দুনিয়া, হাজারগুণ ঘৃণা ও তিরস্কারের যোগ্য তুমি! কেননা, আমাদের আল্লাহ তাঁর নবীদের মাধ্যমে আমাদের পথ দেখাতে চাইছেন বঞ্চিত শান্তির রাজ্যে; আর তুমি, হে দুষ্ট শিরোমণি, কেবল যে পথ রোধ করছো তাই নয়, সে আলোও নেভাতে চাইছো। উটের জন্য সেই প্রবাদই সত্য যে সে পরিষ্কার পানিতে তৃষ্ণা নিবারণ করে না, এই জন্য যে সে তার কদাকার চেহারা দেখে ফেলবে। ঠিক তেমনি যে অবিশ্বাসী ও দুষ্কর্মে রত সে বিদ্বেষ করে হেদায়েতের আলোককে। কেননা এতে তার দুষ্কর্ম সনাক্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে-ব্যক্তি সত্য লাভ করলো অথচ ভালো কাজ করলো না, বরং পাল্টা একে মন্দে নিয়োজিত করলো, সে সেই কৃতঘ্নের মতই যে দান নিয়ে, সেই দান দিয়েই দাতার প্রাণ সংহার করলো।"

৭৮। বিদ্যাচর্চা ঃ

"অবশ্যই তোমাদের বলছি, শয়তানের পতনে আল্লাহ্র কোনো অনুকম্পা ছিলো না অথচ আমাদের পতনে তা ছিলো। আর এই তোমাদের জানার জন্য যথেষ্ট হোক যে, কী করুণ দুর্দশা হবে সেই ব্যক্তির, যে ভালোকে জানা সত্ত্বেও লিপ্ত হয় মন্দে।"

তখন আঁদ্রু প্রশ্ন করলেন, "হে মুর্শিদ ! তাহলে এই কি উত্তম নয় যে এমন

www.amarboi.org

দুর্দশায় পড়ার চেয়ে আদৌ জানলাম না এই সব?"

ঈসা উত্তরে বললেন, "যদি সূর্য না থাকলে জগতের কল্যাণ হয়, চোখ না থাকলে মানুষের, আর আত্মার পক্ষে প্রজ্ঞার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তবেই আদৌ না জানাটা খুব ভালো একটি কাজ। অবশ্যই তোমাদের বলবো, অনন্ত জীবনের জন্য জ্ঞানের চাহিদা, ইহজীবনের রুটির চেয়েও বেশী। তোমরা কি জানো না, বিদ্যাচর্চা আল্লাহর দেয়া ফরয কাজ? তাই আল্লাহর বাণী হলো এই রূপ, 'মুরুব্বীদের প্রশ্ন করো, তারা তোমাদের প্রশিক্ষণ দেবে।' শরীয়ত সম্পর্কেও আল্লাহর নির্দেশ এইরূপঃ 'লক্ষ্য করো, আমার আহকামগুলি যেন তোমার চোখের সামনে ধরা থাকে এবং যখন তুমি উপবেশন করো, কিংবা যখন করো বিচরণ, তামাম সময় জুড়ে এগুলো নিয়ে ধেয়ান করো।' তাহলে এখন, বিদ্যাচর্চা ভালো না মন্দ তা নিজেরাই বিচার করো। হায় ! হতভাগ্য সেই লোক যে জ্ঞানের প্রতি প্রদর্শন করে অবজ্ঞা। কারণ, নিশ্চিতই সে খুইয়ে বসলো তার অনন্ত জীবন।"

জেম্‌স্‌ বললেন, "হে মুর্শিদ ! আমরা তো জানি, আইয়ুব কোনো উস্তাদের মারফত জ্ঞান লাভ করেন নি, সেইরূপ ইবরাহীমও। তা সত্ত্বেও তারা তো হলেন পাক বান্দা এবং নবী।"

ঈসা বললেন, "অবশ্যই তোমাদের বলতে চাই, দুলহা বা বরের পরিবারের লোককে বিয়ের দাওয়াত দিতে হয় না কারণ, তার ঘরেই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু যারা দূরে থাকে তাদের তো দাওয়াত না দিলে হয় না। তবে কি তোমরা জানো না যে আল্লাহর নবীগণ মাবুদের রহমত ও বরকতের তাঁবুর বাসিন্দা বটে, তাঁদের মাঝে প্রকাশিত হয় আল্লাহর কুদরত, আর এ-বিষয়ে আমাদের পিতা দাউদের বচন হলো, 'আল্লাহর মহিমা তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত তাই তাঁর পথ এবড়ো-খেবড়ো নয়।' অবশ্যই তোমাদের বলছি, সৃষ্টির সময় আমাদের স্রষ্টা মানুষকে কেবল সৎ রূপেই সৃজন করেছেন তাই নয় পরন্তু তার হৃদয়ে সঞ্জীবিত করেছেন এক জ্যোতি যা তাকে উদ্বুদ্ধ করে সেই কর্মে, যাতে চরিতার্থ হয় স্রষ্টার উদ্দেশ্য। অতএব পাপের কালিমায় এই জ্যোতি আচ্ছন্ন হলেও সম্পূর্ণ নিভে যায় না। তাই দেখা যায় প্রত্যেক জাতিরই আল্লাহর খেদমতের জন্য আগ্রহ আছে যদিও তারা সত্য খোদার পরিচয় হারিয়ে ভ্রান্ত ও মিথ্যা দেবতার পূজা করছে। অনুরূপ ক্ষেত্রে তাই প্রয়োজন আল্লাহর নবীদের প্রশিক্ষণ। কেননা তাদের কাছেই আছে দ্বীনের সত্য আলো যা মানুষকে প্রবেশ করায় জান্নাতে, যা আমাদের আসল ঠিকানা, আল্লাহর যোগ্য ইবাদতের মাধ্যমে যা হাসিল করা সম্ভব। যেমন কোনো চক্ষু-রোগীকে হাত ধরে নিয়ে যেতে হয় এবং সঠিকভাবে দেখাতে হয় তার গন্তব্য পথ— অনেকটা তেমনি।"

www.amarboi.org

৭৯। প্রত্যেক জাতিসত্তার প্রতি আল্লাহর ইহ্সান

জেমস্ আরয করলেন, "আর নবীগণ আমাদের কিভাবে শেখাবেন যখন তাঁরা মৃত এবং কি করেই বা কেউ শিখবে যদি নবীদের সম্পর্কে তার জ্ঞান লাভ না হয়?"

ঈসা বললেন, "তাঁদের বাণী লিখিত রয়েছে, তাই তা পাঠ করতে হবে। কেননা (এই বাণী), তোমাদের জন্য নবীদের বিকল্প স্বরূপ। অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের বলছি যদি কেউ নবী-বাক্যের প্রতি অবজ্ঞা করে তবে সে অবজ্ঞা করলো খোদ আল্লাহকে, যিনি তাঁদের প্রেরক। কিন্তু এমন সব জাতি যারা নবীদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় তেমন ক্ষেত্রে যদি কোনো আদম সন্তান তার হৃদয়ের ধর্ম অনুসরণ করে চলে ; অন্যে তার ক্ষতি না করলে যদি সে অন্যের ক্ষতি না করে, সে যা অপরের কাছ হতে অর্জন করে তা প্রতিবেশীদের নিয়ে মিলেমিশে ভোগ করে, তেমন ব্যক্তি আল্লাহ্র মেহেরবানি হতে বঞ্চিত নাও হতে পারে। সে অবস্থায় খুব জলদি না হলেও মৃত্যুর সময় আল্লাহ তাকে দয়াময় রূপে তাঁর শরীয়তে দীক্ষিত করবেন। দেখ, তোমরা না আবার ভেবে বসো যে আল্লাহ শরীয়তের কারণেই শরীয়ত দান করেছেন? নিশ্চয়ই তা নয়, বরং আল্লাহ শরীয়ত দিয়েছেন যেন ঐশী প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর বান্দারা মঙ্গলজনক কাজে প্রবৃত্ত হয়। আর তাই যদি আল্লাহ অবলোকন করেন যে কেউ ভালো কাজ করছে তাঁরই প্রেমে উৎসাহিত হয়ে, তবে কি এমন হতে পারে যে তিনি তাকে অবজ্ঞা করবেন? নিশ্চয়ই নয়, বরং তেমন লোকদের তিনি পছন্দ করবেন তাদের চেয়ে বেশী যাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র আইন। আমি তোমাদের বলছি দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ একদা এক লোক ছিলেন প্রভূত বিত্তের অধিকারী এবং তার অধিকৃত বিশাল ভূখণ্ড ছিল মুরুসঙ্কুল, যাতে ভাডলা কিছুই ফলতো না। আর তাই এ-অবস্থায় একদিন যখন তিনি এই মরু সদৃশ অঞ্চলে বিচরণ করছিলেন, নিষ্ফলা বনবাদাড়ের মাঝে পেয়ে গেলেন একটি সুমিষ্টি ফলবান বৃক্ষ। এ অবস্থায় এই লোক বললেন, 'এখানে কি করে এই গাছটি এমন ফল ফলাতে পারলো? নিশ্চয়ই আমি দেখবো যাতে গাছটি কাটা না হয় এবং আগুনের সাথে পুড়িয়ে না ফেলা হয়।' আর এরূপ বলে তিনি তাঁর চাকরদের দিয়ে গাছটি তুলে নিয়ে তাঁর বাগানে রোপণ করলেন। ঠিক এমনি আমি তোমাদের বলছি যে আমাদের আল্লাহ দোযখের আগুন হতে বাঁচাবেন ওদের যারা সৎকর্মশীল, তা তারা যেখানেই থেকে থাকুক না কেন।"

৮০। আল্লাহ তারতম্য করেন না ঃ

"বলো আমাকে আইয়ুবের নিবাস কোথায় ছিলো, উয্ অঞ্চলের পৌত্তলিকদের মাঝে নয় কি? আর বন্যা চলাকালে কি করেই বা মূসা বাণী লিপিবদ্ধ করতেন?—

www.amarboi.org

বলো, আমাকে। তিনি তো বলেছেন 'নূহ আসলে আল্লাহ্‌র দয়া পুরোপুরি পেয়েছিলেন।' আমাদের পিতা ইব্রাহীমের ছিলেন এক কাফের পিতা, যিনি মূর্তি বানাতেন ও পুতুল পূজা করতেন। পৃথিবীর জঘন্যতম লোকদের সঙ্গে বসবাস করতেন লূত। দানিয়েল শৈশবেই আনানিয়াস্‌, আযারিযাস্‌ এবং মিশায়েলের সঙ্গে বখ্‌তনসরের হাতে এমন ভাবে বন্দী হলেন যে তাঁদের বয়স ছিলো তখন মাত্র দু'বছর এবং তাঁরা বড় হলেন একদল পৌত্তলিক গোলামদের সান্নিধ্যে। দোহাই চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র, আগুন যেমন শুকনা দাহ্য বস্তুকে লেলিহানরূপে গ্রাস করে এবং জয়তুন, দেবদারু বা পামের মাঝে কোনো পার্থক্য করে না, ঠিক তেমনি আমাদের আল্লাহ্‌র দয়া প্রত্যেক সৎকর্মশীলের প্রতি নির্দিষ্ট— ইহুদী, সাঈদীয়, ইউনানী, ইসমাইলী নির্বিশেষে। কিন্তু এখানেই তোমার হৃদয় না থামুক হে জেমস্‌ ! কারণ, যেখানে আল্লাহ্‌র নবী প্রেরিত হন সেখানে অত্যাবশ্যক এই যে আপন বিবেচনা রহিত হবে, নবীর অনুসরণ শুরু হবে, এবং কক্ষণও এমন বলা হবে না ঃ 'তিনি এরূপ বলছেন কেন?' অথবা 'তিনি কেন এটা বলছেন আর সেটা নিষেধ করছেন?' বরং বলতে হবে ঃ 'আল্লাহর ইচ্ছা এইরূপ। আল্লাহর আদেশ এইরূপ।' কেননা ইসরাইলীদের অবজ্ঞার কারণে মূসাকে আল্লাহ্‌ কি বলেছিলেন? বলেছিলেন, 'ওরা তো তোমায় অবজ্ঞা করলো না, করলো আমাকেই।'

"অবশ্যই তোমাদের বলছি, কিভাবে কথা বলতে হবে বা কিভাবে অক্ষর শিখতে হবে সেইটুকু বিদ্যা শিখেই মানব জীবন নিঃশেষিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় এবং কাজের কায়দা কানুনও শিখতে হবে। এখন আমাকে বলো নবাব হেরোদের এমন কোনো গোলাম আছে কি, যে তার প্রভুর সেবায় চূড়ান্ত অধ্যবসায় না দেখাচ্ছে? হায় দুনিয়া ! কাদা ও মল-মূত্রে পূর্ণ মরদেহের খেদমতে তার কিরূপ-শ্রম-সাধনা, অথচ, প্রয়াস তো নেইই উল্টা ভুলেই বসেছে আল্লাহ্‌র পথে তার নির্দিষ্ট কাজ, যে-আল্লাহ্‌ সব কিছুর স্রষ্টা, যিনি চির-বরকতের উৎস।"

৮১। সুমেরীয় মহিলার প্রশ্ন ঃ

"আমাকে বলো ধর্মীয় নেতাদের জন্য কি খুব গুরুতর পাপ হবে না যদি আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য-তরী বহন করার সময় সেটি মাটিতে পড়ে যায়?"

শিষ্যগণ এ কথা শুনে প্রকম্পিত হলেন, কারণ তাঁরা জানতেন, আল্লাহ্‌ উয্‌যাহকে নিধন করেছিলেন এই সাক্ষ্য-তরীটি ভুল করে স্পর্শ করার জন্য। তাঁরা বললেন, "অত্যন্ত গুরুতর হবে অবশ্যই এই পাপ।"

তখন ঈসা বললেন, "চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র দোহাই, আল্লাহর কালাম ভুলে যাওয়া এর চেয়েও গুরুতর পাপ, যে-কালামের শক্তিতে আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন,

www.amarboi.org

যে-কালামের অনুকরণে দিয়েছেন তোমাদের অনন্ত জীবন।”

এইরূপ বলে ঈসা সালাত আদায় করলেন। আর সালাতের পর তিনি বললেন, “আগামীকাল আমাদের অবশ্যই সুমেরিয়ায় গমন করতে হবে। কেননা, আল্লাহর পবিত্র ফেরেশতা আমাকে এই নির্দেশ দিয়ে গেলেন।”

তারপর একদিন ভোর বেলা ঈসা সেই কূপের নিকটে পৌঁছলেন যা ইয়াকুব নির্মাণ করেছিলেন এবং দান করেছিলেন তাঁর পুত্র ইউসুফকে। তখন সফরজনিত ক্লান্তিতে হয়রান হয়ে ঈসা তাঁর একজন শিষ্যকে শহরে খাবার কিনতে পাঠালেন। আর তিনি কূপের পাশে, কূপের পাথরের উপর বসে পড়লেন। আর দেখা গেল সুমেরিয়ার এক মহিলা কূপের পানি তোলার জন্য সেখানে এসেছেন।

ঈসা মহিলাকে বললেন, “আমাকে পানি দিও।” মহিলা বললেন, “বাহরে ! আপনি ইহুদী হয়ে যে আমার কাছে পানি চাইতে সঙ্কোচ বোম করলেন না, আমি যে তবে সুমেরীয় নারী?”

ঈসা বললেন, “ওগো মেয়ে যদি তুমি জানতে কে তোমার কাছে পানীয় চাইছে তুমিই উল্টা তার কাছে পানীয় প্রার্থনা করতে বৈকি।”

মহিলা বললেন, “কিন্তু আপনি আমাকে কিভাবে পানি দিতেন, পানি তোলার কোনো পাত্র নেই আপনার, রশিও নেই আর কুয়াটি কত গভীর ?”

ঈসা জবাব দিলেন, “হে নারী, এই কুয়ার পানি যারা খায় তাদের তৃষ্ণা আবার ফিরে আসে, কিন্তু আমি যে পানি পান করাই তাতে আর তৃষ্ণা থাকে না, কিন্তু তার পরেও যদি তৃষ্ণা পায় তবে এত বেশী পরিমাণে দেই যে সে অনন্ত জীবন পেয়ে যায়?

মহিলা তখন বললেন, “হুজুর ! আমাকে সেই পানীয় দিন তবে।”

ঈসা বললেন, “যাও তোমার স্বামীকে নিয়ে এসো, এবং তোমাদের দুজনকেই সে পানীয় দান করবো।”

মহিলা বললেন, “আমার কোনো স্বামী নেই।”

ঈসা বললেন, “হ্যা, তুমি সত্য কথাই বলেছো, কারণ তোমার জীবনে পাঁচটি স্বামী এসেছে এবং এখন যার সঙ্গে আছো সে তোমার স্বামী নয়।”

মহিলা এ-কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন এবং বললেন, “হুজুর ! বুঝতে পারছি যে সাক্ষাৎ নবী আপনি বটে, তাই আমায় বলুন, দয়া করে, ইহুদীরা জেরুসালেমের সিয়ন পাহাড়ে সুলায়মানের তৈরী মসজিদে ইবাদত করে আর বলে একমাত্র এই স্থান ছাড়া আর কোথাও রহমত ও বরকত মেলে না। আর আমাদের লোকজন ইবাদত করে এই পর্বতমালায় আর বলে একমাত্র সুমেরিয়ার এই

www.amarboi.org

পাহাড়গুলিই ইবাদতের যোগ্য স্থল। কারা তবে সত্য ইবাদতকারী?"

৮২। সুমেরীয় মহিলার ঈমানঃ

ঈসা তখন দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, অশ্রু গড়িয়ে পড়লো চোখ থেকে, বললেন, "দুর্ভাগ্য তোমার হে ইয়াহুদা ! কেননা, তুমি সগর্বে বলে থাকো—'আল্লাহর ঘর, আল্লাহর ঘর' আর এমনভাবে চলো, মনে হয় যেন আল্লাহ নেই। দুনিয়ার ফুর্তি আর মজায় তুমি সারাক্ষণ ব্যস্ত, কিন্তু এই নারী কিয়ামতের দিন তোমাকে ধিকৃত করে দোযখে ঠেলে দেবে, কেননা, সে জানতে চায় কীভাবে আল্লাহ্র রহমত ও বরকত পাওয়া যেতে পারে।"

মহিলার দিকে ফিরে তিনি বললেন, "হে নারী, তোমরা সুমেরীয়গণ এমন কিছুর ইবাদত করো যাকে তোমরা জানো না, কিন্তু আমরা ইহুদীরা যাঁর ইবাদত করি তাঁকে জানি। অবশ্যই, আমি তোমাকে বলছি যে আল্লাহ্ অশরীরী এবং সত্যময়, তাই অশরীরীরূপে এবং সদাসত্যরূপে তাঁর ইবাদত করতে হবে। তবে আল্লাহর ওয়াদাসমূহ জেরুসালেমে ঘোষিত হয়েছিলো সুলায়মান নির্মিত মসজিদে, অন্য কোথাও নয়। কিন্তু বিশ্বাস করো আমাকে, এমন একদিন আসবে, যখন অন্য এক নগরে আল্লাহ্ রহমত নাজেল করবেন এবং সকল জায়গা হতেই তার হক ইবাদত সম্ভব হয়ে ওঠবে। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক স্থান হতেই তাঁর প্রতি নিবেদিত ইবাদত রহমতের সঙ্গে কবুল করবেন।"

মহিলা বললেন, "আমরা মসীহ্র প্রতীক্ষায় আছি, তাঁর আবির্ভাব ঘটলে তিনি আমাদের শিক্ষা দান করবেন।"

ঈসা বললেন, "তুমি জানো হে নারী যে মসীহ্র আবির্ভাব হবেই?"

তিনি বললেন, "জ্বী হুজুর!"

তখন ঈসা আনন্দিত হলেন এবং বললেন, "যা দেখছি, ওগো মেয়ে তোমার ঈমান আছে, তাই জেনে নাও যে মসীহ্র প্রতি ঈমানই প্রত্যেককে নাজাত দিয়ে মকবুল বান্দায় পণিত করে, তাই মসীহর আগমন সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটাও অত্যাবশ্যক।"

মহিলা বললেন, "ওগো হুজুর ! মনে হয় আপনিই তবে মসীহ্

ঈসা বললেন, "আমি আসলে বনি ইসরাইলের নাজাতের জন্য প্রেরিত নবী। তবে আমার পরেই আবির্ভাব হবে মসীহ্র, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, সারা জাহানের জন্য, যাঁর নিমিত্ত আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তামাম মাখলুকাত। আর তখন হতেই গোটা বিশ্বে আল্লাহ্র ইবাদত চলবে আর মাগফেরাতের দরোজা মুক্ত করা হবে এমনি ভাবে যে এখন যেরূপ শতবর্ষপুর্তিতে হয় মহোৎসব, তখন মসীহ্র কল্যাণে

www.amarboi.org

প্রতি বছরই তা হবে এবং হবে প্রতি স্থানে।”

মহিলা তখন তার রশি ও বালতি ফেলে দৌড়ে গেলেন শহরে, ঈসার কাছ হতে যা যা শুনলেন তা সকলকে জানানোর জন্য।

৮৩। ঈসা ও সুমেরীয়গণঃ

মহিলাটির সঙ্গে বাক্য-বিনিময়কালে ঈসার শিষ্যবর্গ কাছে এসে চমৎকৃত হয়ে ভাবলেন যে ঈসা এত কথা বলছেন এক মহিলার সঙ্গে! তবুও কেউ মুখ ফুটে এমন কথা বললেন না— “এক সুমেরীয় নারীর সঙ্গে আপনি এভাবে কথা বলছেন যে?”

“মহিলাটি চলে যাওয়ার পর তারা বললেন, “হুজুর, আসুন, খানা মর্জি করুন।”

ঈসা বললেন, “আমাকে যে অন্যরূপ খানা খেতে হবে।”

শিষ্যরা তখন একে অপরকে বললেন, “সম্ভবত কোনো পথিক হুজুরের সঙ্গে আলাপ করে খাবার আনতে গেছে।” আর তারা তখন এই বিবরণ-লেখককে প্রশ্ন করলেন, “এখানে কি এমন কেউ এসেছিলো হে বার্নাবাস, যে হুজুরের জন্য খানা আনতে গেছে?”

এই বিবরণ-লেখক উত্তর দিলেন, “এই শূন্য কলসটি নিয়ে পানি নিতে এসেছিলেন যে মহিলা, তিনি ছাড়া আর কেউ তো এখানে আসেনি।” শিষ্যগণ তখন সবিস্ময়ে ঈসার বাক্য শোনার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। এ অবস্থায় ঈসা বললেন, “তোমরা জানো না আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূরণ করাই হচ্ছে আসল খাদ্য কারণ, মানুষ বাঁচে এবং জীবন লাভ করে যার সাহায্যে সে তো রুটি নয় বরং আল্লাহর কালাম এবং ঐশী ইচ্ছা শক্তিই তার আয়ুর মূল উপাদান। আর এ কারণেই পবিত্র ফেরেশতারা খাওয়া দাওয়া করেন না কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছাশক্তি হতেই জীবনীশক্তি লাভ করেন। আর ঠিক এভাবেই আমরা অর্থাৎ মূসা, এলিজা এবং অন্যান্য নবীগণ একনাগাড়ে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত একদম খাদ্যশূন্য অবস্থায় জীবিত ছিলাম। আর দুচোখ উত্তোলন করে ঈসা শুধালেন, “ফসল পাকার সময়ের আর বাকি কত?”

শিষ্যগণ বললেন, “তিন মাস।”

ঈসা বললেন, “দেখ এখন, পাহাড়গুলো শস্যভারে কেমন সফেদ হয়ে উঠেছে; অবশ্যই তোমাদের বলছি আজ এখানেও মহা ফসলের মওসুম লেগেছে। এই বলে ক্রমশঃ জমায়েতরত মানুষের অগ্রসরমান কাফেলার দিকে তিনি ইঙ্গিত প্রদান করলেন। কারণ, সেই মহিলা ইতিমধ্যে নগরে প্রবেশ করে সারা জনপদটিকে মাতিয়ে তুলেছেন এই বলেঃ “ওহে জনগণ! এসো এসো দেখে যাও। বনি ইসরাইল-কুলে আল্লাহ্‌র নতুন নবী এসেছেন, দেখে যাও।” আর তিনি ঈসার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সবই তাদের বললেন। জনতা ঈসার সমীপে এসে তাঁকে শহরে নিয়ে যাবার

www.amarboi.org

আবেদন জানালে তিনি তাদের সঙ্গে সেখানে দুদিন অবস্থান করলেন এবং সকল রোগীদের আরোগ্য দান করলেন আর সেই সঙ্গে জান্নাতের সুসংবাদও প্রচার করলেন।

লোকেরা তখন মহিলাকে বললেন, "তুমি যা বলেছো তার চেয়ে তাঁর কথা ও কারামত বেশী বিশ্বাস করছি, কেননা উনি বাস্তবিকই আল্লাহ্ তায়ালার এক পবিত্র বান্দা, একজন নবী, যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে তিনি তাঁদের নাজাতের জন্য প্রেরিত।"

তাহাজ্জুদের নামায শেষে শিষ্যগণ ঈসার সমীপবর্তী হলে তিনি তাঁদের বললেন, "এই রাতটি আল্লাহর রাসূলের সময় হতে প্রতি বৎসর মহোৎসবের রাতে পরিণত হবে— এখন একশ' বছরে একবার মাত্র এর আবর্তন হচ্ছে। অতএব আমি ঘুমোতে চাই না। বরং এসো আমরা সালাতে দাঁড়িয়ে যাই, শতবার শির নত করি সেজদায়, পরাক্রান্ত ও দয়াল আল্লাহর ইবাদত করি, যিনি চির বরকতময় তাঁকে বার বার বলি, "মান্য করি তুমিই আমাদের একমাত্র মা'বুদ, যার আদি নেই যার অন্তও নেই, কেননা তুমিই দয়া করে প্রত্যেকের সূচনা দান করো আবার সত্য বিচারে প্রত্যেকের পরিণতি দাও ; মানুষের মাঝে যার কোনো তুলনাই চলে না, কেননা তোমার সীমাহীন কল্যাণময়তায় কোনোরূপ গতি-প্রগতি বা দুর্ঘটনার কারকতা নেই। দয়া করো আমাদের প্রতি কেননা, তুমিই আমাদের স্রষ্টা আর আমরা তোমারই হাতের নির্মাণ মাত্র।"

৮৪। বিশুদ্ধ ইবাদত ঃ

মোনাজাত শেষে ঈসা বলতে লাগলেন, "এসো আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি কেননা, এই মোবারক রাতে তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত দিয়েছেন কেননা, এই রাতে সেই মহালগ্ন আমরা পার হয়েছি, তাঁরই কুদরতের সাহায্যে যখন আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে আমরা একত্রে দোয়ায় শরিক হতে পারলাম। আর আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি।"

একথা শুনে শিষ্যগণ মহাতুষ্টি বোধ করে বললেন, "মুর্শিদ! এই মহারাতের কিছু সবক আমাদের দিন।"

ঈসা তখন বললেন, "তোমরা কখনও কি আতরের খোশবু মিশ্রিত গোবর দেখেছো ?"

ওরা বললেন, "না, হুজুর, এমন পাগল কোথায় আছে যে এরূপ কাণ্ড করবে?"

"তাহলে তোমাদের বলছি আমি, দুনিয়ায় এর চেয়েও বড় পাগল আছে।"— ঈসা বললেন, "কারণ, আল্লাহর ইবাদত করতে গিয়ে ওরা দুনিয়াকে ঘুলিয়ে ফেলে

www.amarboi.org

এতে। এতই বেশী এই ভুলের পরিমাণ যে অনেক নির্দোষ জীবনই শয়তানের চক্করে পড়ে বরবাদ হচ্ছে। দুনিয়ার বিষয় যখন ওদের ইবাদতে মিশ্রিত হয় সেই সময় আল্লাহর নজরে ওরা ঘৃণ্য জীবে পরিণত হয়। বলো আমাকে, যখন তোমরা সালাতের জন্য ওযু করো তখন কি খেয়াল করো যেন কোনো নাপাক জিনিস গায়ে না লাগে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করো। কিন্তু সালাত আদায়ের সময় কি করে থাকো? তোমরা আপন নফ্‌সকে পরিশ্রুতি করো আল্লাহ পাকের করুণা বারিতে। তোমাদের কি তখন ইচ্ছা হবে যখন সালাতে নিমগ্ন থাকো, তখন পার্থিব বিষয়ে বাক্যলাপ করতে? সাবধান হও এইরূপ কিছু হতে, কেননা দুনিয়াদারির প্রতিটি বাক্য, বাক্যালাপরত ব্যক্তির জন্য তখন শয়তানের নজ্জিশে পরিণত হয়।"

শিষ্যগণ প্রকম্পিত হলেন, কারণ তিনি অত্যন্ত উদ্দীপ্তভাবে কথাগুলি বলছিলেন। ওঁরা শুধালেন, "হে মুর্শিদ ! কোনো বন্ধুশ্রেণীর লোক যদি নামাজের সময় এসে কথা বলতে চায় তখন আমরা কি করবো?"

ঈসা বললেন, "তাকে অপেক্ষায় রাখো এবং, নামাজ শেষ করো।"

বার্থলোমিউ প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু "যদি সে ত্যক্ত হয়ে চলে যায় এইরূপ ভেবে যে আমরা তার সাথে কথাই বলছি না ?"

ঈসা বললেন, "যদি সে ত্যক্ত হয় তবে আমাকে বিশ্বাস করো, সে তোমাদের বন্ধু হতেই পারে না, সে ঈমানদারও নয় বরং বেঈমান ও শয়তানের চেলাই হবে। বলো আমাকে, তোমরা যদি নবাব হেরোদের কোনো খাস নফরের সাথে কথা বলতে চাও এবং দেখ যে সে নবাবের কানে কানে কথা বলছে, তখন কি সে অপেক্ষায় বসিয়ে রাখলে তোমরা ত্যক্ত হতে পারবে? নিশ্চয়ই নয়, বরং তোমরা প্রীতি অনুভব করবে যে তোমাদের বন্ধুটি নবাবের এত স্নেহ-ধন্য। তাই সত্য নয় কি?"— ঈসা প্রশ্ন রাখলেন।

শিষ্যগণ জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, খুব খাঁটি কথা।"

তখন ঈসা বললেন, "অবশ্যই আমি তোমাদের বলতে চাই যে যখনই কেউ সালাতরত হয় সে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। এইরূপ করা কি তার ন্যায়সঙ্গত হবে যে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে মানুষের সঙ্গে বাক্য-বিনিময় শুরু করে দিলো? আর তোমার বন্ধুরও এই জন্য ত্যক্ত হওয়া কি ন্যায়সঙ্গত হবে এই কারণে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি তোমার সমীহ-ভাব তার চেয়ে বেশী? আমার কথা একীন করো যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে যদি সে ত্যক্ত হয় তবে সে শয়তানের এক খাস বান্দা। কেননা, এই তো শয়তানের সাধনা যে আল্লাহ্‌র কথা মানুষ ভুলে যাক। যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব, প্রত্যেক সৎ কাজে তাই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয়

www.amarboi.org

করে, সে দুনিয়াদারির স্পর্শমুক্ত থাকতে চায় যেন সৎকর্মে কালিমা লেপন না হয়।"

৮৫। সত্য বন্ধু ঃ

"যখন কোনো লোক মন্দ কাজ করে ও মন্দ কথা বলে, যদি কেউ তাকে সংশোধন করতে চায় এবং তার কাজে বাধা দিতে চায় তবে তার নতিজা কেমন হয়?"— ঈসা প্রশ্ন করলেন।

শিষ্যগণ জবাব দিলেন, "ভালো হয়, কারণ সে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তা করে, সে সর্বদা অন্যায়কে ঠেকায়, ঠিক যেমন সূর্য সর্বদাই আঁধারের পিছনে ধাওয়া করে তা দূর করার জন্য।"

ঈসা বললেন, "আর আমি বলছি তোমাদের পাল্টা দৃষ্টান্ত দিয়ে যখন কেউ ভালো করে ও ভালো বলে তাকে যদি কেউ বাধা দেয় এই ছুতায় যে কাজটা ভালো নয়, তবে সে শয়তানের ওয়াস্তেই তা করে, এমন কি সে তার চেলায় পরিণত হয়। কারণ, শয়তান প্রতিটি উত্তম কাজে বাধা দেয়ার ব্যাপারে সর্বদাই মনোযোগী।"

"কিন্তু আমি তোমাদের এখন কী বলবো? আমি বরং আল্লাহ্‌র দোস্ত, পাক বান্দা, নবী সুলায়মানের মতই তোমাদের বলবো— হাজার জন পরিচিত ব্যক্তির মাঝে বড় জোর একজনই মিলতে পারে সত্যিকার বন্ধু।"

ম্যাথু আরয করলেন, "তাহলে কি কাউকে আমরা প্রীতি ও মমতা দেখাতে পারবো না?"

ঈসা উত্তর দিলেন, "অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যে পাপ ব্যতিরেকে আর কিছুকে ঘৃণা করা তোমাদের জন্য জায়েয নয়, এমনকি শয়তানকেও ঘৃণা করতে পারো না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীব হিসাবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র দুশমনরূপে যদিও সে ঘৃণ্য। আমি তোমাদের কেন এইরূপ বলছি তা জানো? বলছি, যেহেতু সে আল্লারই সৃষ্টি, আর যা কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, যেহেতু সুন্দর ও পূর্ণাংগ, তাই সৃষ্টিকে যে ঘৃণা করে স্রষ্টাকেও সে তাই করে বলা চলে। কিন্তু বন্ধুত্ব একজন মাত্র ব্যক্তি বিষয়ক এবং যা খুব সুলভ নয়, অথচ, খুব সহজেই যা খোয়া যায়। কেননা বন্ধু তার বন্ধু সম্পর্কে, যাকে সে খুবই ভালোবাসে, কোনো রূপ বৈপরীত্য সহ্য করতে পারে না। সাবধান, খুবই সচেতন থাকবে যেন এমন বন্ধু জুটে না যায় যে তোমার প্রিয়জনকে প্রিয়জ্ঞান না করে। বন্ধুর অর্থ কি তা জানো? বন্ধু মানে তোমার নফ্‌সের আরোগ্য বিধায়ক বৈ অন্য কিছু নয়। আর তাই, ঠিক যেমন কেউ দৈবাৎ ভালো ডাক্তারের সন্ধান পায়, যে তার রোগ চেনে ও তাতে সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করতেও জানে, সত্য বন্ধুও ঠিক তেমনি দুর্লভ, যে বন্ধুর দোষ গুণ জানে এবং মংগলের

www.amarboi.org

দিকে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এতে মন্দ দিকটি হলো এই যে এমন অনেকেই আছে যে বন্ধুর দোষের দিকে নজরই দিতে চায় না, কেউ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে, কেউ দুনিয়ার স্বার্থে বন্ধুর পক্ষাবলম্বন করে। তবে সবচেয়ে মারাত্মক হলো সে সকল লোক যারা বন্ধুকে প্ররোচনা দেয় ও সহযোগিতা করে ভ্রান্তির পথে, যার পরিণতি হয় নিতান্তই অশুভ। সাবধান এ জাতীয় লোককে কখনও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, বস্তুতঃ তারা দুশমন এবং তোমাদের আত্মার জন্য জল্লাদ স্বরূপ।"

৮৬। বন্ধুত্ব বিষয়ক নীতি ঃ

"যে তোমার বন্ধু সে যেন এমন প্রকৃতির হয় যে যদি, সে তোমাকে সংশোধন করতে চায়, সে নিজেও সংশোধিত হওয়ার মনোবৃত্তি পোষণ করে। এমন কি সে উৎসুক হবে যেন তুমি ঐশী প্রেমে সব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হও, এমন কি আল্লাহ্‌র কাজে তাকে ত্যাগ করলেও যেন সে তৃপ্তি লাভ করে ধন্য হয়।"

"কিন্তু আমাকে বলো কেউ যদি আল্লাহকে কিভাবে ভালোবাসতে হয় তা না শিখলো তবে নিজেকে সে কি করে ভালোবাসতে শিখবে? এবং কি করেই বা সে জানবে অন্যকে ভালোবাসতে হয় কিভাবে, যদি সে নিজেকে ভালোবাসতে না জানলো? অবশ্যই এরূপ কিছু সম্ভব নয়। অতএব যখন তুমি কাউকে বন্ধুরূপে বাছাই করো (কোনো বন্ধু না থাকা অবশ্যই মহা দারিদ্র্যের লক্ষণ)— দেখ যেন তোমার পছন্দের প্রধান কারণ না হয় তার বংশমর্যাদা, তার সুন্দর একটি পরিবার, তার সুচারু বসতবাড়ি, তার চমৎকার পোশাক-পরিচ্ছদ, তার মধুর ব্যক্তিত্ব, এমন কি তার নিপূণ বাকভঙ্গি, তা হলেই তুমি সহজে প্রতারিত হবে বৈকি। বরং লক্ষ্য করো তার খোদাভীতি কি পরিমাণ, পার্থিব সম্পদের প্রতি তার অবজ্ঞা কিরূপ, নেক কাজে তার কতটুকু আগ্রহ এবং সর্বোপরি নিজের প্রতি তার তাচ্ছিল্যভাব আছে কিনা, তবেই তার মাঝে পেয়ে যাবে তোমার সত্যিকার বন্ধুকে ; যদি সে সব কিছুর উর্ধ্বে আল্লাহভীতি পোষণ করে এবং পার্থিব অহংকার ঘৃণা করে, যদি নিত্য নিমগ্ন হয় সৎকাজে এবং নিজের শরীরটাকে গণ্য করে নিষ্ঠুর শত্রুর মত তবেই ; এমন বন্ধুকেও ফের এমন অন্ধ-ভাবে ভালোবাসা ঠিক নয় যে, তার প্রতি নিবদ্ধ ভক্তি ও প্রেম তোমাকে পৌত্তলিকে পরিণত করে ফেলে। বরং তাকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত হিসাবে দেখ যা তোমাকে তিনি দান করেছেন বন্ধুরূপে, তবেই তার প্রতি তিনি অশেষ রহমত ঢেলে দেবেন। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি, যে ব্যক্তি এ জীবনে সৎবন্ধু লাভ করলো সে বেহেশতের অন্যতম স্বাদ পেয়ে গেল, পরন্তু এ হলো বেহেশতেরই কুঞ্জি মাত্র।"

থাদ্দায়ুস আরয করলেন, "কিন্তু ধরুন, যদি কারও এমন বন্ধু থাকে যেরূপ

www.amarboi.org

আপনি বলছেন সে সেরূপ নয়, তবে হে মুর্শিদ ! তাকে কি করতে হবে? তবে কি সে তাকে পরিত্যাগ করবে?"

ঈসা উত্তর দিলেন, "একজন নাবিক তার জলযানটি নিয়ে যা করে তারও তাই করা উচিত, সে তো ততক্ষণই এটি চালায় যতক্ষণ লাভের সুযোগ থাকে, কিন্তু যদি দেখে এটি অলাভজনক তখন বাদ দেয়। তেমনি, নিকৃষ্ট বন্ধুর ব্যাপারেও তোমাকে তাই করতে হবে, যদি তুমি আল্লাহ্‌র কৃপার গণ্ডি অতিক্রম করতে না চাও।"

৮৭। পাপক্ষালন সম্পর্কে ঃ

"হায়রে দুনিয়া পাপের কারণে কিরূপ দশাগ্রস্ত তুমি ! এও তো বাহ্য যে গোটা জগৎ পাপের আকর বলেই অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু তবুও দুর্ভাগ্য সেই লোকের যার মাধ্যমে দোষের কাজ সম্পন্ন হয়। সেই লোকের জন্য বরং এই-ই ভালো হতো যদি গলায় পাথর বেঁধে নিমজ্জিত হতে পারতো সমুদ্রের গভীর তলদেশে তার প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় আচরণ করার চেয়ে। যদি তোমার চক্ষুও অন্যায় করে তবে সেটি উপড়ে ফেলো, কেননা, একটি চোখ নিয়ে বেহেশ্‌তে প্রবেশ উত্তম, দুটিসহ নরক-গমনের চেয়ে। যদি তোমার হাত পা অন্যায় লিপ্ত হয়, ঠিক তাই করো, কেননা, বেহেশতের উদ্যানে এক হাত বা এক পা সহ প্রবেশ উত্তম, দুই হাত বা দুই পা সহ দোযখে যাওয়ার চেয়ে।"

পিতর নামে অভিহিত সাইমন বললেন, "হুজুর ! কিভাবে তা করবো যখন দেখা যাবে যে এতে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসে পড়ছে ?"

ঈসা বললেন, "হে পিতর ! রক্তমাংসের বিবেচনা ত্যাগ করো তবেই সোজাসুজি সত্য লাভ করবে। কারণ, যে তোমাকে পথ দেখায় সেই তোমার চোখ, আর যে তোমার যাতায়াত-সহযোগী সেই তোমার পা, যে তোমার কর্ম বিধায়ক সে তোমার হাত। অতএব এরাই যদি হয় তোমার পাপের কারণ তবে এদের ত্যাগ করো। কেননা, অজ্ঞ রূপেই অল্প নিয়ে ও গরীব হালতে তোমার বেহেশত প্রাপ্তি উত্তম, বিজ্ঞ ও বিশাল কর্ম এবং সম্পদশালী রূপে নরক প্রাপ্তির চেয়ে। যাই তোমাকে আল্লাহ্‌র ইবাদতে বাধা দেয় তাই দূর করে দাও যেমন, কেউ তার চোখের সামনে যে বাধাই পড়ে না কেন, তাই দূর করে দেয় নির্দ্বিধায়।"

আর এইরূপ বলে ঈসা পিতরকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "যদি তোমার ভাই তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে তবে যাও তাকে সংশোধন করো। যদি সে ফেরে তবে আনন্দিত হও, কেননা তুমি তোমার ভাইকে ফিরে পেলে ; কিন্তু যদি সে না শুধরায় তবে দু'জন সাক্ষী এনে তাদের সামনে তাকে আহ্বান করো নতুন ভাবে, তাও যদি ব্যর্থ হয় তবে ধর্মসভায় তাকে অভিযুক্ত করো, তবুও যদি কোনো পরিবর্তন

www.amarboi.org

না হয় তবে তাকে অবিশ্বাসী রূপে গণ্য করো। অতঃপর তার সাথে একই ঘরে বসবাস করা বন্ধ করো, তার সঙ্গে একান্নবৃত্তি পরিহার করো, কথা বলাও বন্ধ করো। এমন কি সে যে পথ মাড়ায় সেই পথে তোমার পাও যেন না পড়ে, তুমি যদি জানতে পারো যে সে এই পথেই গমন করেছে।"

৮৮। ক্ষমা ঃ

"কিন্তু সাবধান, নিজেকে আবার উত্তম বিবেচনা করে বসো না, বরং এইরূপ বলার অভ্যাস করো, 'পিতর ! পিতর! যদি আল্লাহর মেহেরবানি তোমায় স্পর্শ না করতো তবে তুমি ওর চেয়েও অধম হতে বৈকি!'

পিতর বললেন, "কিভাবে তবে তাকে শুধরাতে হবে?"

ঈসা জবাব দিলেন, "এমনভাবে যেন তোমার নিজেকেই শুধরানো হচ্ছে। আর যেন তোমার উপরই বর্তেছে সেই দায়িত্ব। বিশ্বাস করো পিতর, কেননা অবশ্যই আমি তোমাকে বলছি যে যতবার তুমি তোমার ভাইকে সহৃদয়ভাবে শুধরাবার কোশেশ করবে ততবারই আল্লাহ্‌র করুণা লাভ করবে এবং তোমার কথায় কিছু না কিছু ফায়দা হবে। কিন্তু যদি কর্কশভাবে তা করতে যাও তবে তুমিও আল্লাহ্‌র ন্যায়-বিচারে নিষ্করুণ পরিণাম ভোগ করবে এবং তোমার কোশেশ বেফায়দা পরিগণিত হবে। হে পিতর, বলো আমাকে, যে মৃৎপাত্রে গরীবেরা খাবার পাকায় তা কি কখনও পাথর ও লোহার হাতুড়ি ঠুকে পরিষ্কার করা হয়? নিশ্চয়ই নয়, বরং গরম পানিতেই তা ধুতে হয়। লোহার ঘায়ে মৃৎপাত্র টুকরা হয়ে যায়, কাঠের দ্রব্য আগুনে পুড়ে ছাই হয়, কিন্তু মানুষের পরিবর্তন হয় একমাত্র সহৃদয় আচরণে। অতএব, যখন তুমি নিজের ভাইকে শুধরাতে চাও তখন নিজের উদ্দেশ্যে বলো, 'যদি আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য না করেন তবে এখন আমার ভাই যা করছে আগামীতে আমি তার চেয়েও অধিক মন্দ কর্মে লিপ্ত হতে পারি।'

পিতর বললেন, "কয় দফা আমি তবে আমার ভাইকে ক্ষমা প্রদর্শন করবো হে মুর্শিদ।"

ঈসা বললেন, "ততবারই, যতবার তুমি ভাবো, সে তোমাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত।"

পিতর বললেন, "দিনে সাত বার?"

ঈসা জবাব দিলেন, "কেবল সাত বারই নয়, বরং সাত সত্তর বার তুমি তোমার ভাইকে দৈনিক ক্ষমা করবে। কেননা, যে ক্ষমার আচরণ প্রদর্শন করে সেও ক্ষমা লাভ করে আর যে নিন্দায় অবতীর্ণ হয় সে নিন্দিত হয়।"

এ সময় এই বিবরণী-লেখক বললেন, "দুর্ভাগ্য রাজপুরুষদের জন্য, কেননা,

www.amarboi.org

ওরা সবাই নরকগামী।"

ঈসা তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, "তুমি বোকামি করছো হে বার্নাবাস, তাই তুমি এরূপ বলতে পারলে। আমি অবশ্যই তোমাকে বলছি যে শরীরের জন্য গোসলও এত জরুরী নয়, কিংবা ঘোড়ার জন্য লাগাম অথবা জাহাজের জন্য দাঁড় — রাষ্ট্রের জন্য একজন রাজপুরুষের প্রয়োজনীয়তা যতটুকু। কি জন্য আল্লাহ্ তাহলে মূসা, যশুয়া, সামুয়েল ও সুলায়মান সহ অনেককেই তা দিয়েছিলেন, যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ন্যায়? আল্লাহ তাঁদের হাতে তরবারি তুলে দিয়েছিলেন অন্যায়ের উচ্ছেদের জন্য।"

এই বিবরণী-লেখক তখন বললেন, "তাহলে কিভাবে বিচার করতে হবে, শাস্তি এবং ক্ষমা প্রয়োগ করেই কি?"

ঈসা বললেন, "সকলেই তো বিচারক নয়, একমাত্র বিচারকের পক্ষেই লোকদের শাস্তিদান সম্ভব হে বার্নাবাস! আর দোষীকে বিচারকের পক্ষ হতে শাস্তি দিতেই হবে, যেমন কোনো পিতা তার সন্তান-সন্ততির মাঝে যে নষ্ট, তাকে শাস্তি দেন, যেন এতে তাঁর গোটা পরিবারই অবক্ষয়ের স্পর্শ হতে রক্ষা পেতে পারে।"

৮৯। ধৈর্য ঃ

পতির বললেন, "আমার ভাইয়ের অনুতপ্ত হওয়ার জন্য আমি কতকাল অপেক্ষা করবো?"

ঈসা বললেন, 'যতদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করা হবে ততদিন।"

পিতর বললেন, "সবাই তো একথা বুঝতে পারবে না ; আরো সোজা কথা আমাদের বলছেন না কেন হুজুর ?"

ঈসা বললেন, "তোমার ভাইয়ের জন্য তত দিনই অপেক্ষা করবে যতদিন আল্লাহ্ তার জন্য অপেক্ষা করবেন।"

"একথাও বোঝা দুরূহ।"— পিতর বলে ফেললেন।

ঈসা বললেন, "তার অনুতাপের সময় না আসা পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করো।"

পিতর বিষণ্ন বোধ করলেন এবং তার সাথে অন্যরাও। কারণ তারা এ-কথার তাৎপর্য উদ্ধার করতে ব্যর্থ হলেন। অতঃপর ঈসা জবাব দিলেন, "যদি তোমাদের সুষ্ঠু জ্ঞান থাকে এবং জানতে পারো যে তোমরাও পাপে লিপ্ত ছিলে, তবে কখনও পাপীর প্রতি করুণা প্রদর্শনে তোমাদের হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন করতে পারো না। আর তাই তোমাদের সোজাসুজি বলতে চাই যে পাপী অনুতপ্ত হতে পারে এই সম্ভাবনায় অপেক্ষা করতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তার ধড়ে প্রাণ আছে, দাঁতের ফাঁকে নিঃশ্বাস বইছে।

www.amarboi.org

কেননা আল্লাহ এভাবেই তাঁর বান্দার জন্য অপেক্ষা করেন, যে-আল্লাহ্ সকলের চেয়ে ক্ষমতাশালী ও মেহেরবান। আল্লাহ্ বলেন না, 'যখন সে রোযা রাখবে, যাকাত দেবে, নামায পড়বে ও তীর্থ করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।' অতএব এসব অনেক হয়েছে, অনেকে চিরকালের মত অভিশপ্তও হয়েছে। তাই তিনি বলেন, 'যে মুহূর্তে পাপী তার পাপের জন্য আর্তনাদ করবে আমি আমার পক্ষ হতে তার গোনাহ্-খাতা আর ধর্তব্যে রাখবো না।' বুঝতে পারলে তোমরা?"— ঈসা বললেন।

শিষ্যগণ বললেন, "কিছু অংশ বুঝেছি, কিছু বোঝা হয়নি।"

ঈসা শুধালেন, "কোন অংশ তোমাদের বোঝা হয়নি?"

তাঁরা বললেন, "সেই যে বললেন, অনেকেই রোযা-নামায করেও চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়েছে।"

ঈসা তখন বললেন, "অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যে মোনাফেক-পৌত্তলিকেরা আল্লাহ্‌র এক খাটি বান্দার চেয়েও বেশী উপাসনা করে, উপবাস করে, ভিক্ষা দেয়, কিন্তু তাদের ঈমান নেই বলে তারা আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কখনও অনুতাপ করে না, তাই তারা অভিশপ্ত।"

যোহন তখন বললেন, "তালিম দিন মুর্শিদ ! কিভাবে আল্লাহর প্রেমে ঈমান লাভ হয়, সে বিষয়ে।"

ঈসা বললেন, "এখন সময় হয়ে গেছে আমাদের ফজরের সালাত আদায়ের।" একথা শুনে সকলেই উঠলেন এবং ওযু সম্পন্ন করে সালাতে নিমগ্ন হলেন মা'বুদের উদ্দেশ্যে, যিনি চির বরকতময়, ধন্য।

৯০। ঈমান ঃ

সালাত আদায় করে ঈসার শিষ্যবর্গ আবার তাঁর সমীপবর্তী হলেন এবং তিনিও মুক্ত কণ্ঠে আহবান করলেন, "কাছে এসো যোহন ! কেননা, আজ আমি তোমাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেবো। শোনো, ঈমান হলো মোহর স্বরূপ যা দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর খাস বান্দাদের চিহ্নিত করে থাকেন, যে-মোহর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, যাঁর হাত হতে প্রত্যেক লোক, যিনি খাস বান্দা, ঈমানের মোহর লাভ করে থাকেন। কেননা যেরূপ আল্লাহ্ একক সেই রূপ ঈমানও একক। যে কারণে আল্লাহ্ সকল সৃষ্টির আদি রূপে তাঁর রাসূলকে সৃজন করে সব কিছুর আগে দান করলেন ঈমান, যা কিনা আল্লাহর রেযামন্দি স্বরূপ এবং তাঁর সকল কর্ম ও বাক্যের সারাৎসার। তাই ঈমানদার ব্যক্তি তাঁর ঈমানের বলে চর্মচক্ষুর চেয়ে অনেক বেশী কিছু দেখেন, কারণ চোখের দেখায় ভুল হতে পারে, ভুল দৃশ্য অবলোকন তার নিত্য কাজ। কিন্তু ঈমানের বলে যা দেখা হয় তাতে ভুল হয় না কখনও। কারণ এর ভিত্তিমূলে আছেন

www.amarboi.org

স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর কালাম। আমাকে বিশ্বাস করো, এই ঈমানের বলেই আল্লাহর সব খাস বান্দারা নাজাতপ্রাপ্ত। আর এটা নিশ্চিত যে ঈমান ব্যতিরেকে কেউ আল্লাহকে তুষ্ট করতে সক্ষম হয় না। যে কারণে শয়তান রোযা, নামায, সফর-সাদ্‌কা ভণ্ডুল করতে খুব সচেষ্ট নয় বরং সে নাস্তিকদের এসব কাজে উদ্বুদ্ধ করে কখনও। কেননা, তার শখই হলো মানুষকে এমন কাজে নিমগ্ন রাখা যাতে তার প্রাপ্য জোটে না কিছুই। কিন্তু সে প্রচুর মেহনত করে যাতে ঈমান বিনষ্ট হয়, এ কারণে ঈমান বজায় রাখার জন্য খুবই সচেষ্ট হতে হয়, আর এ ব্যাপারে সিরাতুল মুস্তাকিম হলো 'কি-হেতু' এই প্রশ্ন পরিত্যাগ করা। দেখা গেল এই 'কি-হেতু'ই আদমকে বেহেশত হতে বিতাড়িত করেছে এবং শয়তানকে অনিন্দ্য সুন্দর ফেরেশতা হতে রূপান্তরিত করেছে খবিস বদমাশে।"

যোহন তখন বললেন, "এখন তাহলে আমরা এই "কি-হেতু' কিরূপে পরিত্যাগ করি, দেখা যাচ্ছে এই হল সকল জ্ঞানের তোরণ?"

ঈসা বললেন, "না, বরং এই 'কি-হেতু'ই হলো দোযখের কপাট।'

একথার ওপর যোহন নিশ্চুপ হয়ে গেলেন, তখন ঈসা আরও বললেন, "যখন তুমি জানতে পারলে যে আল্লাহ এই রূপ বলেছেন, তখন তুমি কে, হে মানুষ, যে তুমি বলবে, 'কি-হেতু তুমি এরূপ বললে হে আল্লাহ? কি হেতু তুমি এরূপ করলে?' ধরো মৃৎপাত্র কি কুমারকে এই প্রশ্ন করবে, 'কি-হেতু, আমাকে অগুরুপাত্র না করে জলাধার রূপে তৈরী করলে?' অবশ্যই আমি তোমাকে বলছি, সব রকমের লোভের মোকাবেলায় এরূপ বাক্যে তোমার নিজেকে শক্তিশালী করা জরুরী যে 'আল্লাহ এই রূপ ইরশাদ করেছেন;' 'আল্লাহ এই রূপ কাজ করেছেন;' 'আল্লাহ এই চান।' কেনানা, এই রূপ বলাতেই নিহিত রয়েছে তোমার জীবনের নিরাপত্তা।"

৯১। ঈসাকে খোদা রূপে বরণ ঃ

এই সময় সমগ্র ইহুদী-রাজ্যে ঈসাকে নিয়ে মহা হাঙামার সূচনা হয়। কারণ, রোমক সৈন্যবাহিনী শয়তানের প্ররোচনায় হিব্রু-ভাষীদের এই বলে উত্তেজিত করতে শুরু করে যে ঈসাই স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি ইয়াহুদায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এতে যে ঘোর আন্দোলনের সূত্রপাত হলো তাতে মাত্র চল্লিশ দিবসের মাঝেই গোটা ইহুদী কওম অস্ত্র ধারণ করে বসলো, এমনি ভাবে যে, বাপ-বেটা এবং ভাইয়ে-ভাইয়ে সংঘাত শুরু হয়ে গেল। তখন কেউ দাবি করলেন, "অবশ্যই ঈসা খোদা রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ।" অন্যেরা বললেন, "না, না, তিনি খোদার পুত্র।" এবং অপর একদল বললেন, "অসম্ভব, আল্লাহর আবার মনুষ্যরূপ হয় কিভাবে, তাই সন্তান প্রজননের প্রশ্ন অবান্তর, বরং নাসারতের ঈসা আল্লাহর নবী মাত্র।"

www.amarboi.org

আর এসব প্রশ্ন জাগলো ঈসার মহান মু'জিযাসমুহ সম্পন্ন করার ফলেই।

এ অবস্থায়, জনতাকে নিবৃত্ত করার জন্য প্রধান রাব্বিকে খেলাত সজ্জিত হয়ে মিছিল পরিচালনার প্রয়োজন হলো, মুখে আল্লাহর নাম জিকির করে এবং কপালে পাগড়ি ও মোহর এঁটে তিনি অশ্বারোহণ করে চললেন। একই ভাবে সুবাদার পীলাত এবং নবাব হেরোদও জনতার মাঝে অশ্ব চালনা করলেন।

তখন বিবদমান তিন দল এসে মিযপে-তে মুখোমুখি হলেন, প্রত্যেক দলে উন্মুক্ত তরবারি হতে দুই লক্ষ লোক জমায়েত হলেন। হেরোদ তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, কিন্তু, মোটেও দমলেন না তাঁরা। তখন সুবাদার ও প্রধান রাব্বি তাঁদের বললেন, "ভাইসব, এই যুদ্ধ বেধেছে শয়তানের কারসাজিতেই ; বরং ঈসা যখন জীবিত আছেন, আমরা তাঁরই দ্বারস্থ হই, তাঁকে বলি, তাঁর সম্পর্কে তিনি সাক্ষ্য দিন, তাঁর বাক্যানুসারেই আসুন তাঁর ওপর ঈমান আনি আমরা।"

এই কথায় তাঁরা নিবৃত্ত হলেন, প্রত্যেকেই জনে-জনে, আপন অস্ত্র সম্বরণ করে তাঁরা একে অন্যকে আলিঙ্গন করে বললেন, "আমাকে মাফ করে দাও, ভাই।"

সেইদিন হতে প্রত্যেকেই নিজের হৃদয়ে একীন জাগ্রত করলেন, ঈসার ওপর ঈমান আনবেন বলে, তিনি যেরূপ বলেন ঠিক সেই কায়দাতেই। আর সুবেদার ও প্রধান রাব্বি মস্ত পুরস্কার ঘোষণা করলেন সেই সম্ভাব্য ব্যক্তির প্রতি, যিনি প্রকাশ্যে কোথায় বর্তমানে ঈসা আছেন সেই খবর দিতে পারবেন এসে।

৯২। ঈসার সত্য সাক্ষ্য ঃ

এই সময় পবিত্র ফেরেশতার বাক্যে নির্দেশ পেয়ে ঈসার সঙ্গে আমরা সিনাই পর্বতে গিয়েছিলাম। সেখানে সঙ্গী-সাথী নিয়ে ঈসা চল্লিশ দিবস চিল্লায় অতিবাহিত করলেন। যখন তা শেষ হলো, ঈসা জেরুসালেম অভিমুখে জর্ডন নদীর তীরে পৌছলেন। আর তাঁকে দেখতে পেলেন এমন লোকটি যিনি বিশ্বাস করতেন যে স্বয়ং খোদা তিনি। ফলে মহানন্দে তিনি চীৎকার করে ঘোষণা করতে লাগলেন, "আমাদের খোদা আবির্ভূত হয়েছেন !" নগরে প্রবেশ করে তিনি গোটা জনপদকে এই বলে চেতিয়ে তুললেন, "আমাদের খোদা আসছেন, হে জেরুসালেম, জাগো, জাগো, তাঁকে বরণ করে নাও।" তাছাড়া তিনি সাক্ষ্য দিলেন যে ঈসাকে স্বচক্ষে জর্ডন নদীর তীরে দেখে এসেছেন।

তখন নগর ছেড়ে ঈসাকে দেখার জন্য ছোটো বড় সকলেই ছুটলেন, এমনি ভাবে যে শহরটি হয়ে গেল জনশূন্য। কেননা, মহিলারাও বাচ্চা কোলে নিয়ে ছুটলেন, এমনকি তাঁরা খেতে এবং খাওয়াতেও ভুলে গেলেন।

এই দেখে সুবাদার ও প্রধান রাব্বি অশ্বারোহণে ধাবিত হলেন এবং সংবাদ

www.amarboi.org

দিলেন নবাব হেরোদকে, যিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতগামী অশ্বে চেপে ঈসার উদ্দেশ্যে গমন করলেন যাতে বিদ্রোহী জনতাকে শান্ত করা সম্ভব হয়। এভাবে দু'দিন ব্যাপী তাঁরা জর্ডন নদীর তীর ঘেঁষে বন-জঙ্গলে ঈসার তালাশ করে ফিরলেন এবং তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্নে তাঁর সন্ধান লাভ করলেন, যখন তিনি তাঁর শিষ্যবর্গ মূসার কিতাব অনুযায়ী ওযু সম্পন্ন করছিলেন, নামাযে শরিক হবার জন্য।

ঈসা বিস্মিত হলেন খুব, দেখবেন মানুষ আর মানুষ, সারা ময়দান জুড়ে মানুষেরই ঢল। তিনি শিষ্যদের বললেন, "মনে হচ্ছে, শয়তান সারা ইয়াহুদাকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। আল্লাহ যদি মেহেরবানি করে পাপীদের ওপর শয়তানের শক্তি খাটানোর অধিকারটা ছিনিয়ে নিতেন!"

যখন তিনি কথাগুলি বলছিলেন, জনতা ততক্ষণে আরও কাছে এলেন এবং যখন চিনতে পারলেন তখনি উচ্চস্বরে আহবান জানিয়ে বললেন, "খোশ আমদেদ তোমার আবির্ভাব, হে খোদা আমাদের !" আর তারা যেভাবে আল্লাহকে সেজদা দিতে হয় সেভাবেই তাঁকে সেজদা করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ ঈসা মহারবে আর্তনাদ করে উঠলেন এবং বললেন, "হট আমার সম্মুখ হতে, রে পাগলের দল ! কেননা, আতঙ্কিত হচ্ছি আমি যে এই জমিন না দু'ভাগ হয়ে তোমাদের নিয়ে আমাকে গ্রাস করে তোমাদের এই ঘৃণিত বাক্যের জন্য।" একথা শুনে জনতা মহা আতঙ্কে কেঁপে উঠেলেন এবং রোদন শুরু করলেন।

৯৩। ঈসা ও মত্ত জনতা ঃ

ঈসা তখন হাত ওপরে তুললেন সকলকে নিশ্চুপ করার জন্য এবং বললেন, "নিশ্চয়ই তোমরা মহাভুলের শিকার হয়েছে একজন মানুষকে তোমাদের মাবুদ রূপে অভিহিত করে। আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ এই কারণে পবিত্র নগরীতে মহামারী দেবেন, ভিনদেশীদের গোলাম বানাবেন এই শহরকে। যে-হাজার দফা ধিকৃত শয়তান, সেই তোমাদের দিয়ে এই কাণ্ড করিয়ে ছাড়লো।"

আর এই বলে ঈসা উভয়ে হাতে নিজের গালে থাপ্পড় দিতে লাগলেন, যা দেখে এমনই ব্যাপক ক্রন্দনের রব ওঠলো যে বিলাপ ধ্বনিতে ঈসার কথা তলিয়ে যেতে লাগলো। ঈসা আবার হাত তুললেন চুপ করানোর জন্য, এতে জনতা কান্না থামিয়ে শান্ত হলে পুনরায় বললেন, "আমি আসমানের নিচে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং পৃথিবীতে বসবাসরত যাবতীয় সত্তাকে সাক্ষী রেখে বলছি— তোমরা যা বলেছো তার সাথে আমি সম্পর্কশূন্য। দৃশ্যতঃ আমি মানুষ মাত্র, মরণশীলা নারীর গর্ভজাত, আল্লাহর বিচারের মুখাপেক্ষী, খাওয়া ও নিদ্রার দুর্ভোগ সহ্যকারী, এবং উত্তাপ ও শৈত্যের, ঠিক অন্য মানুষের মতই। অতঃপর আল্লাহ যেদিন বিচার করবেন, আমার কথা তলওয়ারের মত

www.amarboi.org

সেদিন তাদের বক্ষ বিদীর্ণ করবে, যারা আমাকে মানুষ ভিন্ন আর কিছু গণ্য করছে।"

আর এ কথাগুলি বলতে না বলতেই ঈসা লক্ষ্য করলেন— বিশাল এক অশ্বারোহী বাহিনী এদিকে অগ্রসরমান, তিনি আরও দেখলেন স্বয়ং সুবাদার, নবাব হেরোদ ও প্রধান রাব্বি সহ এগিয়ে আসছেন।

ঈসা স্বগতোক্তি করলেন, "মনে হচ্ছে এঁদেরও পাগলামিতে পেয়েছে।"

হেরোদ ও প্রধান রাব্বিকে নিয়ে সুবাদার অশ্ব হতে অবতরণ করলেন এবং ঈসাকে চারপাশ হতে ঘিরে দাঁড়ালেন। কিন্তু সৈন্যদল উৎসুক জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না। তাঁরা রাব্বি ও ঈসার বাক্যালাপ শোনার জন্য সামনে প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেন।

ঈসা সসম্মানে অগ্রসর হলেন প্রধান রাব্বির দিকে কিন্তু যিনি ঈসার প্রতি সেজদাবনত হবার মনোভাবে শির নত করছিলেন তখন, ঈসা চীৎকার করে বললেন, "সাবধান, যা করতে যাচ্ছেন হে চিরঞ্জীব খোদার সেবক, আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধে শির্কে লিপ্ত হবেন না।"

রাব্বি বললেন, "এখন সারা ইয়াহুদা আপনার মু'জিযা ও শিক্ষায় এতই আন্দোলিত যে সমস্বরে বলছে, আপনি স্বয়ং খোদা। যে-কারণে মানুষের প্রবল চাপে আমি, রোমক শাসনকর্তা ও নবাব হেরোদ আপনার সন্নিধানে এসেছি। আমাদের দিলের একান্ত প্রার্থনা, আপনি প্রীত হবেন এই বিদ্রোহ নিরসনে যা আপনার কারণেই উদ্ভূত—কেননা, কেউ বলছে আপনি স্বয়ং খোদা, কারও দাবি আপনি খোদার বেটা, আর কেউ বলছে, আপনি আল্লাহর এক নবী মাত্র।"

ঈসা জবাব দিলেন, "আর আপনি, হে আল্লাহর ঘরের প্রধান রাব্বি, কেন এই বিদ্রোহ প্রশমিত করতে পারলেন না? আপনারও তবে কি ধরে নিতে হবে মাথা বিগড়ে গিয়েছে? ওহি সমুহ এবং আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত কি বিলুপ্ত হয়েছে, ওহে শয়তানতাড়িত ভাগ্যাহত ইহুদী কওম?"

৯৪। প্রধান রাব্বি, নবাব ও সুবাদারের সঙ্গে কথা ঃ

এইরূপ বলে পুনরায় ঈসা ঘোষণা করলেন, "আল্লাহর আরশের তলে দাঁড়িয়ে আমি জবাবনবন্দি দিচ্ছি এবং পৃথিবীর তাবৎ বাসিন্দাদের সাক্ষী করে বলছি, মানুষ আমার বিষয়ে যা বলছে আমি তার সাথে সম্পর্করহিত, অর্থাৎ আমি মানুষ ভিন্ন অতিরিক্ত কিছু— এই কথার প্রতিবাদ করে ঘোষণা করছিঃ আমি মানুষ মাত্র, এবং নারীগর্ভজাত, আল্লাহর বিচারের অধীন, আমি এখানে জীবন যাপন করছি স্রেফ অন্য মানুষের মতই, সাধারণ দুঃখ-ক্লেশের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে। যেহেতু আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, যাঁর মোকাবেলায় আমার আত্মা অবনত শিরে দণ্ডায়মান, আপনারা মহাপাপে

www.amarboi.org

লিপ্ত হয়েছেন, হে রাব্বি, এইরূপ শির্কপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করে। আল্লাহ্ না করুন, এই গোনাহ্র কারণে এই পবিত্র নগরে নেমে আসতে পারে মহা গজবের ধ্বংসলীলা।"

রাব্বি আরয করলেন, "আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করুন, আর আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন।"

সুবাদার ও নবাব তখন বললেন, "হুজুর ! আপনি যা-কিছু অলৌকিক কাজ করেছেন তা মানুষের সাধ্যাতীত, এ কারণেই আমরা আপনার বাক্য অনুধাবনে হয়েছি ব্যর্থ।"

ঈসা জবাব দিলেন, "আপনারা যা বললেন তা সত্য। আল্লাহ্ পাক কোনো মানুষের মাঝে মঙ্গলকর্মের প্রতিফলন ঘটান, ঠিক যেমন শয়তান কাউকে মাধ্যম বানায় মন্দ কর্মের। কেননা, মানুষ তো পণ্যশালা সদৃশ, যেই সেখানে সম্মতিসহ ঢোকে সক্রিয় হয়ে বিনিময় শুরু করে। কিন্তু আমাকে বলুন, হে সুবাদার মহোদয় এবং আপনি হে নবাব বাহাদুর, আপনারা এরূপ বলছেন কেননা, আপনারা আমাদের ঐশী ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত নন। যদি আমাদের কিতাব পাঠ করতেন এবং আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ অধ্যয়ন করতেন তবে দেখতেন, মূসা তাঁর লাঠি ঠুকে পানির স্রোতকে রক্তে, ধূলিকণাকে মাছিতে, শিশির বিন্দুকে ঝঞ্ঝায় এবং আলোককে অন্ধকারে পরিণত করেছিলেন। তিনি নামিয়েছিলেন মিসরের বুকে ব্যাঙ ও ইঁদুর যারা ছেয়ে ফেলেছিলো সর্বত্র ; তিনি সমুদ্র দু'ভাগ করেছিলেন আর তাতে চুবিয়ে মেরেছিলেন ফেরাউনকে। এ সবের তুলনায় আমি এমন কি করেছি? আর এই মূসা সম্পর্কে সকলেই একমত যে এই মুহূর্তে তিনি একজন মৃত ব্যক্তি মাত্র। যশুয়া সূর্যকে স্থির বিন্দুতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন এবং জর্ডনের প্রবাহ খুলে দিয়েছিলেন, এখন পর্যন্ত আমি তো তেমন কিছুই করি নি। আর যশুয়া সম্পর্কে সবাই একমত যে এই মুহূর্তে তিনি একজন মৃত ব্যক্তি। ইয়াহিয়া আসমান হতে মর্তে প্রকাশ্যে আগুন চালান করিয়েছিলেন এবং বৃষ্টিপাতও করিয়েছিলেন, আমি সেইরূপ কিছুই করিনি। আর ইয়াহিয়া সম্পর্কেও সকলেই একমত যে তিনি একজন মানুষ মাত্র, অন্য কিছু নন। আর (ঠিক অবিকল) বহু নবী, আউলিয়া ও আল্লাহ্র খাস বান্দা যাঁরা ঐশী ক্ষমতাপ্রাপ্ত, এমন সব কাজ করেছেন, যা তাদের কথায় আসার কথা নয় যারা, ওয়াকিবহাল নন আমাদের মা'বুদ সম্পর্কে— যিনি সর্বশক্তিমান, দয়াময় ও চির বরকতময়, ধন্য।"

৯৫। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ঃ

অতঃপর সুবাদার, নবাব ও প্রধান রাব্বি ঈসার সমীপে এই মর্মে আরয করলেন যেন জনতাকে নিবৃত্ত করার জন্য তিনি মেহেরবানি করে একটি সুউচ্চ স্থানে উঠে

www.amarboi.org

তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন। ঈসা তখন সেই দ্বাদশ পাথরের একটিতে উঠলেন, যেগুলি নবী যশুয়া দ্বাদশ গোত্রের মাধ্যমে জর্ডন নদী হতে উত্তোলন করিয়েছিলেন। তখন সমবেত ইহুদী জনতা জুতা খুলে সেই পবিত্র স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তিনি তখন উচ্চ কণ্ঠে আদেশ করলেন, "আমাদের রাব্বি এসে আরেকটি উচু স্থানে দাঁড়ান, যাতে আমার কথাগুলি তিনি সাবিত করতে সক্ষম হন।" এ-কথায় রাব্বি সাহেব সেখানে গেলেন ; ঈসা অত্যন্ত স্পষ্ট স্বরে তাঁকে এমনভাবে প্রশ্ন শুরু করলেন, যাতে সকলেই শুনতে পায়।—"আচ্ছা আমাদের চিরঞ্জীব খোদার কিতাব ও শরীয়ত গ্রন্থে একথা লিপিবদ্ধ আছে যে আমাদের আল্লাহর কোনো সূচনাকাল নেই, কিংবা তাঁর সমাপ্তিকাল বলেও কিছু থাকবে না।"

রাব্বি জবাব দিলেন, "অবশ্যই ঠিক, একথাই তাতে লিপিবদ্ধ।"

ঈসা বললেন, "তাতে আরও ইরাশাদ হয়েছে যে, আমাদের আল্লাহ্ একমাত্র তাঁর উচ্চারিত বাক্য দিয়েই তাবৎ সৃষ্টি সম্ভব করেছেন।"

"ঠিক তাই বটে।"— রাব্বি উত্তর দিলেন।

ঈসা বললেন, "একথাও লিপিবদ্ধ আছে যে আল্লাহ্ গায়েব বা অদৃশ্য এবং মনুষ্য-চিত্তের অলক্ষ্যে বিরাজিত, যেহেতু তিনি অধরা ও অশরীরী, তাই নিরঞ্জন তাঁর রূপ।"

"ঠিক তাই, একথাই সত্য।"— রাব্বি উত্তর দিলেন।

ঈসা বললেন, "লেখা আছে যে তামাম স্বর্গরাজ্য একত্রে তাঁকে ধারণ করতে সক্ষম নয়, কেননা তিনি অসীম, অনন্ত।"

"এই রূপই বলেছেন নবী সুলায়মান, হে ঈসা !— বললেন রাব্বি।

ঈসা বললেন, "লেখা আছে যে আল্লাহ্ চাহিদা শূন্য, এই কারণে তিনি খাদ্য গ্রহণকারী নন, নিন্দ্রা বা তন্দ্রা নেই তাঁর, পরন্তু তাঁর অভাব বলতে কিছুই নেই।"

"ঠিক তাই।"— রাব্বি উত্তর দিলেন।

ঈসা বললেন, "সেখানে একথাও আছে যে আমাদের আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান, তিনি ছাড়া আর কোনো খোদার অস্তিত্ব নেই, তিনিই যাবতীয় ভাঙাগড়ার নিয়ামক, আর তিনি যা মর্জি করেন তাই নিষ্পন্ন করেন।"

"ঠিক তাই সেখানে লিপিবদ্ধ।"— রাব্বি উত্তর দিলেন।

ঈসা তখন তাঁর হাত দুটি উর্ধ্বে উত্তোলন করে উচ্চৈস্বরে বললেন, "মা'বুদ আল্লাহ আমাদের, এই হচ্ছে আমার ঈমান যা নিয়ে আমি তোমার বিচারের সম্মুখীন হবো, এমন প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যসহ যারা এর বিপরীত কথা বলছে।" আর জনতার দিকে মুখ ফিরিয়ে তখন তিনি বললেন, "অনুতপ্ত হও ! কেননা, রাব্বি

www.amarboi.org

সাহেব যা কিছু জবাব দিলেন, সবই মূসার কিতাবে লিপিবদ্ধ। আল্লাহর আহকাম রূপে চিরকালের জন্য ; কী- গোনাহ যে করেছো এখন তোমরা দেখ, কেননা আমি জনৈক দৃষ্টিগ্রাহ্য মানুষ, এক মুষ্ঠি মাটির ঢেলা, দুনিয়ার অন্যান্য মরণশীল মানুষের মতই বিচরণশীল। আমার শুরু আছে, সমাপ্তিও একদিন হবে, আর আমি এমনি এক লোক যে একটি মাছিকেও সৃষ্টি করতে পারে না, দ্বিতীয়বারের জন্য।"

জনতা তখন উচ্চ স্বরে রোদন শুরু করলেন, ওরা বলতে লাগলেন, "আমরা মহা গোনাহ করেছি হে মা'বুদ-আল্লাহ, আপনার হকের বিরুদ্ধে, আমাদের দয়া করুন।" তাঁরা তখন ঈসার প্রতি প্রত্যেকেই আরয করলেন, যেন তিনি পবিত্র নগরীর নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেন, যেন আমাদের মা'বুদ নারাজ হয়ে এই নগরীকে পরজাতির পদতলে বিধ্বস্ত না করেন, সেইজন্য তিনিও প্রার্থনা করুন। তখন ঈসা দুহাত উত্তোলন করে পবিত্র নগরী ও আল্লাহর মনোনীত জাতির জন্য দোয়া শুরু করলেন, প্রত্যেকেই কাতরকণ্ঠে বলতে লাগলেন, "তাই হোক, আমীন, আমীন।"

৯৬। শান্তিকর্তা-তত্ত্ব ঃ

মোনাজাত-পর্ব শেষ হতেই রাব্বি সাহেব স্বর উঁচু করে বললেন, দাঁড়ান হে ঈসা ! কেননা, আমরা জানতে চাই আপনি কে হন, আমাদের জাতিকে শান্ত করার জন্য তা জানা প্রয়োজন।"

ঈসা জবাব দিলেন, "আমি মরিয়ম-তনয় ঈসা, দাউদ নবীর বংশধর, একজন মরণশীল মানুষ, যে আল্লাহর ভয়ে ভীত, আর আমার প্রত্যাশা এই যে একমাত্র আল্লাহর প্রতিই আরোপিত হোক মর্যাদা ও গৌরব।"

রাব্বি বললেন, "মূসার কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে আমাদের মা'বুদ অবশ্যই শান্তি-দূত প্রেরণ করবেন, যিনি আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়ে প্রচার করবেন আল্লাহর গৌরব ও আহকাম এবং জগতের বুকে আল্লাহ প্রদত্ত আশীর্বাদের কারণ হবেন তিনি। অতএব, আমি আরয করছি, আমাদের কাছে সত্য উদ্ঘাটিত করুন এবং বলুন আপনিই কি সেই বহুল প্রত্যাশিত আল্লাহ-প্রেরিত শান্তি-দূত ?"

ঈসা জবাব দিলেন, "আল্লাহর এই ওয়াদা সত্যিই বটে, কিন্তু আমি সেই "তিনি' নই, তাঁর সৃষ্টি আমার পূর্বে, তাঁর আবির্ভাব আমার পরে।"

রাব্বি বললেন, "আপনার বাণী ও আলামত দেখে যে-কোনো বিচারেই আমাদের একীন হচ্ছে, আপনি একজন নবী ও আল্লাহর পবিত্র বান্দা, অতএব, সমগ্র ইয়াহুদা ও বনি-ইসরাইলের নামে আপনার সমীপে এই আরয করছি, আল্লাহর ওয়াস্তে ইরশাদ করুন, কি প্রক্রিয়ায় জগতে শান্তিকর্তার আবির্ভাব ঘটবে?"

ঈসা উত্তরে বললেন, "যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব, যাঁর মোকাবেলায় আমার

www.amarboi.org

আত্মা নতশিরে দণ্ডায়মান, সারা দুনিয়ার তাবৎ জাতির প্রত্যাশিত শান্তিকর্তা আমি নই। তাঁর প্রসঙ্গে আমাদের পিতা ইবরাহীমের প্রতি উচ্চারিত হয়েছিলো পবিত্র ওয়াদা এই মর্মে যে "তোমার বংশেই দান করা হবে জগৎবাসীর জন্য রহমত।" কিন্তু যখন আল্লাহ আমাকে দুনিয়া হতে সরিয়ে নিয়ে যাবেন, শয়তান পুনরায় এই অভিশপ্ত আন্দোলনের সূচনা করবে এবং এই আকিদার জন্ম দেবে যে আমি স্বয়ং খোদা এবং খোদার পুত্র ; যখন আমার বাক্য ও মতবাদ এমনভাবেই দোষযুক্ত হবে যে তিরিশজন ঈমানদারের সন্ধানও দুর্লভ হবে, সেই সময়ে জগতের প্রতি আল্লাহর করুণার সঞ্চার হবে, আর তিনি তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করবেন— যাঁর নিমিত্ত আলাহ্ সম্ভব করেছেন তামাম মাখলুকাৎ, তিনি শক্তিসহ উত্থিত হবেন দক্ষিণ দিক হতে এবং বিনাশ করবেন পূজার পুতুল ও পৌত্তলিকদের, যিনি শয়তানের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেবেন, যা সে বিস্তৃত করে রেখেছে আদম সন্তানের ওপর। তিনি আপন সত্তায় নিয়ে আসবেন আল্লাহর ক্ষমা ও নাজাত তাঁদের জন্য,— যাঁরা তাঁর প্রতি ঈমানদার হবেন আর আশীর্বাদধন্য তাঁরা — যাঁরা তাঁর কথায় একীন স্থাপন করবেন।"

৯৭। শান্তিকর্তার নামে-মোবারক ঃ

"আমি যদিও তাঁর পদাবরণ যুক্ত করার যোগ্যতাও রাখি না, আল্লাহর তরফ হতে তাঁকে অবলোকন করার তওফিক ও সৌভাগ্য আমার হয়েছে।"

রাব্বি সাহেব তখন সুবাদার মহোদয় ও নবাব সাহেবসহ একত্রে বললেন, "আর তকলিফ নেবেন না হে ইসা, আল্লাহর হে পবিত্র বান্দা, অন্ততঃ আমাদের সমসাময়িক কালে হেন আন্দোলনের সূত্রপাত আর হবে না। আমরা পবিত্র রোমক সিনেটের বরাবরে এমন প্রতিবেদন পেশ করবো যাতে সম্রাটের ডিক্রি বলে আর কোনো দিনই কেউ আপনাকে খোদা বা খোদার পুত্র রূপে অভিহিত করতে না পারে।"

ঈসা তখন বললেন, "আপনাদের কথায় আমি আশ্বস্ত নই, কেননা, আপনারা যেখানে আলোক প্রত্যাশা করছেন সেখানে অন্ধকার বিস্তৃত হবে বরং, আমার ভরসা রাসূলের আগমনের ওপর, যিনি আমার সম্পর্কিত সব মিথ্যাচার রদ করবেন, আর তাঁর দ্বীন প্রসারিত হবে এবং গোটা দুনিয়াই তাতে দীক্ষিত হবে, কারণ, এ হলো আমাদের পিতা ইবরাহীমের প্রতি উচ্চারিত আল্লাহর ওয়াদা। আর যা আমাকে তৃপ্ত করছে, তা হলো এই যে তাঁর প্রচারিত দ্বীন কখনও লুপ্ত হবে না বরং আল্লাহ হবেন এর সংরক্ষক।"

রাব্বি প্রশ্ন করলেন, "রাসূলের আগমনের পরও কি অন্যান্য নবীর আবির্ভাব হবে?"

www.amarboi.org

ঈসা বললেন, "তাঁর পরে আল্লাহ-প্রেরিত আর কোনো সত্য নবীর আবির্ভাব হবে না, কিন্তু বহু মিথ্যা নবীর প্রাদুর্ভাব হবে— যে-কারণে আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত। কেননা, আল্লাহর সত্য বিচারের হেতুতে শয়তান তাদের উত্থান ঘটাবে, আর তারা আমার প্রচারিত দ্বীনকে ছলনা স্বরূপ ব্যবহার করবে।"

হেরোদ প্রশ্ন করলেন, "এইরূপ মিথ্যাবাদীদের উত্থানে আল্লাহর সত্য-বিচার কি করে হেতু স্বরূপ হলো?"

ঈসা বললেন, "সত্য হলো এই যে, কেউ যখন সত্যের ওপর ঈমান এনে নাজাত লাভ করবে না, তা হলে তাকে মিথ্যার ওপর আস্থা স্থাপন করে অভিশপ্ত হতে হবে। যে কারণে আমি আপনাদের বলছি যে দুনিয়া সত্য নবীদের কচিৎ সমাদর করে বরং ভণ্ড নবীরাই পাত্তা পায় ; মিখাইয়া ও জেরিমিয়ার সময়ে আমরা যেরূপ দেখেছি। কেননা, প্রত্যেকেই তার আপন ফিৎরতের প্রতিফলনই পছন্দ করে।"

তখন রাব্বি সাহেব বললেন, "শান্তি-দূতকে কি নামে ডাকা হবে এবং কি সব চিহ্ন তাঁর আবির্ভাবকে সুব্যক্ত করবে?"

ঈসা বললেন, "শান্তি-দূতের নাম হবে প্রশংসিত ; কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তাঁর আত্মার এই নামকরণ সৃষ্টির আদি লগ্নেই করেছেন, আর তাঁকে স্বর্গীয় জৌলুশে সংরক্ষণ করছেন। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'অপেক্ষা করো মুহাম্মদ। কেননা, আমি তোমার জন্যই পত্তন করেছি স্বর্গরাজ্য, পৃথিবী ও অযুত মাখলুকাতের, যাদের প্রতি তুমি হবে আমার উপহার স্বরূপ। ফলে যে তোমাকে অভিনন্দন দেবে সে হবে অভিনন্দিত আর যে তোমায় অভিশাপ দেবে সে হবে অভিশপ্ত। যখন আমি তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাবো, তোমাকে আমার রহমতের রাসূল রূপেই প্রেরণ করবো এবং তোমার বাক্য হবে সত্যপূর্ণ ; এমন কি, আসমান-জমিন ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু তোমার ঈমান হবে অব্যর্থ। 'মুহাম্মদ'— এই হলো তাঁর রহমত পরিপূর্ণ নাম-মোবারক।"

জনতা তখন তাঁদের কণ্ঠ উচ্চ নিনাদে পূর্ণ করে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ্! পাঠাও তোমার রাসূলকে। হে মুহাম্মদ ! জগতের নাজাতের জন্য এসো, দ্রুত নেমে এসো।"

৯৮। রোমক সিনেটের ডিক্রি ঃ

এইরূপ বলার পর বিশাল জনতা, রাব্বি, সুবাদার ও নবাব হেরোদসহ ঈসার বিষয় ও মতবাদ নিয়ে মহা তর্কে লিপ্ত হয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। অতঃপর, রাব্বি সুবাদারকে আবেদন জানালেন এ-বিষয়ে রোমের সিনেটে অবিলম্বে প্রতিবেদন

www.amarboi.org

পেশ করার জন্য, তিনিও সত্বর তাই করলেন ; ফলে সিনেট ইসরাইলীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে এই মর্মে ডিক্রি জারি করলেন— যেন মরে গেলেও কেউ আর নাসারতের ঈসাকে ইহুদীদের নবী ভিন্ন খোদা বা খোদার পুত্র বলে অভিহিত না করেন। এই ডিক্রি পিত্তল-অক্ষরে মসজিদের দেয়ালে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হলো।

জনতার সিংহভাগ বিদায় নেবার পর নারী এবং শিশু ছাড়াই প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ সেখানে রয়ে গেলেন, যাঁরা দুই দিবস ব্যাপী দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত এবং অনাহারী ছিলেন। ওঁরা ঈসাকে একনজর দেখার জন্য ছুটে এসেছেন কিন্তু খাদ্য ও পাথেয় সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছিলেন, ফলে অপক্ক শাক-পাতা খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছেন— অতএব, অন্যদের মত সহজেই বিদায় নিতে পারলেন না।

ঈসা এঁদের অবস্থা দেখে বিচলিত বোধ করলেন এবং ফিলিপকে শুধালেন, "কি করে এঁদের জন্য আমরা খাদ্য যোগাড় করি যাতে এঁরা ক্ষুধায় নেতিয়ে পড়তে না পারেন?"

ফিলিপ বললেন, "হুজুর ! দুই শত স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেও যে-খাদ্য জুটবে তা ভাগ করলে এরা ক্ষুদ্র এক টুকরা রুটিও চাখতে পারবে বলে মনে হয় না।" আন্দ্রে বললেন, "এই ছোট্ট ছেলেটির হাতে মাত্র পাঁচখানা রুটি ও দুই টুকরা মাছ আছে, কিন্তু এই বিপুল ক্ষুধার্ত লোকের তাতে কী হবে?"

ঈসা বললেন, "এঁদের সারি বেধে বসিয়ে দাও।" ওঁরা ঘাসের ওপর বসে পড়লেন, পঞ্চাশ জন করে ও চল্লিশ জন করে এক এক সারিতে। তখন ঈসা বললেন, "বিসমিল্লাহ।" আর তিনি রুটিগুলি হাতে নিয়ে টুকরা করলেন, যা তিনি শিষ্যদের হাতে দিলেন ও শিষ্যগণ জনতার হাতে হাতে বিলি করতে লাগলেন, অনুরূপ মাছের টুকরা দুটিও বিলি করা হলো। প্রত্যেকেই পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন। তখন ঈসা বললেন, "অবশিষ্টাংশ জড়ো করে নাও।" ফলে শিষ্যগণ সেই টুকরাগুলি সংগ্রহ করলেন ; বারটি ঝুড়ি পূর্ণ হয়ে গেল। এখন প্রত্যেকেই নিজের চোখ কচলে বললেন, "আমি কি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি ?" আর তাঁরা প্রত্যেকেই এই মহান মু'জিযা প্রত্যক্ষ করে প্রায় আত্মহারা অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন ঘন্টাখানেক।

৯৯। আল্লাহ্‌র একাগ্রমনস্কতা ঃ

অতঃপর ঈসা জর্দান দেশের নিকটবর্তী অঞ্চলের জনশূন্য মরুস্থলে গমন করে দ্বাদশ শিষ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত বাহাত্তর জন অনুসারীকে আলোচনায় আহ্বান করলেন। তিনি স্বয়ং একখণ্ড পাথরে উপবিষ্ট হয়ে তাঁদেরকে নিকটে বসতে বললেন। আর তিনি হাহাকার করে বলতে লাগলেন, "আর আমরা ইয়াহুদায় বনি-ইসরাইলের মাঝে মহা দুষ্কর্ম চালু দেখতে পাচ্ছি, যাতে আমার বুকের মাঝে, হৃদয় প্রকম্পিত হচ্ছে আল্লাহর ভয়ে। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহ-পাক তাঁর ইজ্জতের ব্যাপারে অত্যন্ত

www.amarboi.org

সচেতন আর বনি ইসরাইলকে প্রেমিকের মতই তিনি ভালোবাসেন। তোমরা জানো যে যখন কোনো যুবক কোনো মেয়েকে ভালোবাসে কিন্তু সে যদি তাকে প্রত্যাখ্যান করে ও অন্য কাউকে ভালোবাসে তবে সেই যুবক ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুন করে ফেলে। ঠিক তেমনি, আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহ তাই করে থাকেন। কেননা, যখনি বনি-ইসরাইল এমন কিছুর প্রতি আসক্ত হয়ে গেল, সে ভুলে গেল তাঁর মা'বুদকে, তখন আল্লাহ সেই আসক্তির উপকরণকে মিসমার করে দেন। বর্তমানে আল্লাহর কাছে ইমামত ও পবিত্র মসজিদের চেয়ে অন্য কিছু কি বেশী প্রিয়তর? তা সত্ত্বেও, জেরেমিয়াহ্ নবীর কালে যখন লোকেরা আল্লাহকে ভুলে গেল এবং পবিত্র ঘর নিয়ে শুধু অহংকার করতে লাগলো, যেহেতু সারা দুনিয়ায় এ ছিলো অনন্য ও তুলনাবিহীন, আল্লাহ, ব্যাবিলন-রাজ বখত্‌নসরের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করলেন এবং সসৈন্যে তাকে পবিত্র নগরে প্রবেশ করিয়ে পবিত্র গৃহে আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে দিলেন, এমনি ভাবে যে যেসব পূত দ্রব্যাদি আল্লাহর নবীগণও ভয়ে স্পর্শ করতেন না, মহা দুষ্ট কাফেরদের পদতলে সে সব নিষ্পিষ্ট হতে লাগলো।"

"ইবরাহীম তাঁর সন্তান ইসমাইলকে একটু অতিরিক্ত স্নেহ করতেন, সেই জন্য আল্লাহ হুকুম করলেন, যেন সেই অতিরিক্ত অন্ধ বাৎসল্যের শেষ হয়, তাঁর পুত্রকে কুরবানি করার জন্য, যা তিনি করেই ফেলেছিলেন যদি ছুরিটি কাজ করতো যথা নিয়মে।"

"দাউদ আবু সালামকে খুব ভালোবাসতেন, যে-জন্য আল্লাহ পুত্রকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে দিলেন, পুত্রে উত্তরাধিকারীরাই তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করলো এবং জওয়াবের হাতে তিনি নিহত হলেন। হে ভয়ানক ঐশী বিচার! আবু সালাম সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর উত্তরাধিকারীকে ভালোবাসতেন আর সেই লোকই ঝুলিয়ে দিলো তাঁকে ফাঁসীর রজ্জুতে।"

"নির্দোষ আইয়ুব নবী তাঁর সাত পুত্র ও তিন কন্যাকে কিঞ্চিৎ বেশী পেয়ার করতেন। আল্লাহ তাঁকে শয়তানের হাতে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করলেন। সে যে কেবলি তাঁকে একদিনের মাঝে সন্তানসন্ততি ও দওলত হতে বঞ্চিত করলো তাই নয়, অঙ্গে মারাত্মক ব্যাধির সঞ্চার করলো এমননিভাবে যে পুরা সাত বছর তাঁর শরীর বেয়ে গলিত মাংস হতে কীট ঝরে পড়লো।"

"আমাদের পিতা ইয়াকুব, ইউসুফকে তাঁর অন্যান্য সন্তানের চেয়ে বেশী পেয়ার করতেন, যে-জন্য আল্লাহ তাঁকে বিক্রয় করালেন। ইয়াকুব প্রতারিত হলেন তাঁর সন্তানদের হাতে এমনিভাবে যে তাঁকে বিশ্বাস করতে হলো তাঁর হারানো পুত্রকে বাঘে খেয়েছে, আর এ-জন্য তাঁকে দশ বছর বিলাপ করতে হয়েছিলো।"

www.amarboi.org

১০০। অনুতাপ ঃ

"আল্লাহ যেহেতু চিরঞ্জীব ভাইসব, আমার ভয় হচ্ছে শেষে না আল্লাহ্ আমার ওপর নারাজ হয়ে যান। ইয়াহুদায় ইসরাইলীদের কাছে তোমাদের যেতে হবে, বনি-ইসরাইলের দ্বাদশ গোত্রের কাছে গিয়ে সত্য প্রচার করতে হবে যেন তারা প্রতারিত না হয়।"— ঈসা সমবেত শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বললেন।

শিষ্যগণ সভয়ে রোদন করে বললেন, "আপনি আমাদের যা করতে আদেশ করবেন আমরা তাই করবো।"

ঈসা তখন বললেন, "এসো আমরা তিনদিন একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি ও রোযা রাখি এবং, তখন হতে পরবর্তী প্রতি বিকালে যখন প্রথম তারাটি ফুটবে, যখন আল্লাহর ওয়াস্তে সালাত আদায় হবে, এসো আমরা তিনবার করে তা আদায় করি এবং তিনবার করে আল্লাহর দয়া ভিক্ষা চাই, কেননা বনি-ইসরাইলের গোনাহ অন্যদের তুলনায় তিনগুণ বেশী বলেই গণ্য হয়।"

"তাই হবে।"— শিষ্যগণ একবাক্যে উত্তর দিলেন।

যখন তৃতীয় দিন অতিবাহিত হলো, চতুর্থ দিনের সকালে ঈসা সকল শিষ্য ও হাওয়ারীবৃন্দকে আহবান করে বললেন, "বার্নাবাস ও যোহন আমার সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট হবে, বাকী সবাই তোমরা সুমেরিয়া অঞ্চল, ইয়াহুদা ও ইসরাইল দেশে যাও এবং অনুতাপের বাণী প্রচার করো, কেননা গাছটির নিচে কুঠার লাগান হয়েছে সেটি কেটে ফেলার জন্য। আর রোগীদের রোগমুক্তির জন্যও দোয়া করবে, কারণ আল্লাহ-পাক আমাকে যাবতীয় ব্যাধির উপর অধিকার প্রদান করেছেন।"

এই বিবরণী-লেখক তখন বললেন, "হে মুর্শিদ ! যদি আপনার অনুগামীবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করা হয় কি ভাবে অনুতাপ ব্যক্ত করতে হবে, তাঁরা কি উত্তর দেবেন?"

ঈসা জবাব দিলেন, "যখন কোনো লোক টাকার থলে হারিয়ে ফেলে, সে তখন তার চোখ দুটি ঘুরিয়ে সেটি অনুসন্ধান করে, না তার হাত বাড়ায় খোঁজাখুঁজির জন্য, নাকি শুধু জিহবা ব্যবহার করে প্রশ্ন করার জন্য ? নিশ্চয়ই নয় বরং সে তার সারা শরীর এবং সমগ্র সত্তা দিয়ে সেটি তালাশ করে ফেরে। বলো তা ঠিক কিনা?"

এই বিবরণী-লেখক তখন বললেন, "ঠিক তাই !"

১০১। অনুতাপের প্রক্রিয়া ঃ

ঈসা তখন বললেন, "অনুতাপ মন্দ জীবনের ঠিক উল্টা, কেননা পাপরত অবস্থার পাল্টা দশাতেই সমগ্র ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে ফুর্তির বদলে রোদন, হাসির বদলে কান্না, প্রমোদের বদলে সিয়াম, নিদ্রার বদলে জাগরণ, বিশ্রামের

www.amarboi.org

বদলে কর্ম, কাম-উদ্দীপনার বদলে সাত্বিকতা, গল্প-গুজবের বদলে ধ্যান, অর্থলিপ্সার বদলে সাদকা প্রদান বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।"

এই বিবরণী-লেখক তখন বললেন, "কিন্তু যদি তাদের প্রশ্ন করা হয়, কিভাবে অনুতাপ করতে হবে, কিভাবে রোদন করতে হবে, কিভাবে সিয়াম পালন করতে হবে, কি ভাবেই বা কর্মতৎপর হতে হবে, কি করে নিষ্কাম থাকতে পারবো আমরা, কিভাবে সালাত আদায় হবে এবং সাদকা দিতে হবে, তখন তারা কি জবাব দেবেন? আর কি ভাবেই তারা সঠিক পরহেজগারি অবলম্বন করবে যদি তারা অনুতাপ-পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়?"

ঈসা বললেন, "ভালো কথাই বলেছো হে বার্নাবাস, আর আমি বিশদভাবেই বলতে চেষ্টা করবো যদি আল্লাহ্ তাতে রাজী হন। তাই আজ আমি তাকওয়া-পরহেজগারি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে বলবো, আর আমি একজনকে যা বলি, সকলকেই তা এখন বলতে চেষ্টা করবো।"

"জেনে নাও তাহলে, অনুতাপ— সবকিছুর উর্ধ্বে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রেমেই উদ্বুদ্ধ হতে হবে, নতুবা এ অনুতাপ হবে মূল্যহীন, বৃথা। একটি উপমা প্রয়োগ করে কথাটি তোমাদের বলছি।"

"যদি কোনো দালানের ভিত্তি নড়ে যায় তবে সেটি ধ্বংস্তূপে পরিণত হয় ; তাই ঠিক কি না ?"

"ঠিক তাই।"— শিষ্যগণ জবাব দিলেন।

ঈসা তখন বললেন, "আমাদের নাজাতের ভিত্তি হচ্ছেন আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত আমাদের কোনো নাজাত নেই। যখন মানুষ পাপে লিপ্ত হয়, সে তার নাজাতের ভিত্তিটুকু হারিয়ে ফেলে ; তাই ভিত্তি পর্যায় হতেই কাজ শুরু করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

"বলো আমাকে, যদি তোমার চাকরেরা তোমাকে আঘাত দেয়, আর যদি তুমি জানো যে এ আঘাত দেয়ার জন্য তারা মোটেই অনুতপ্ত নয়, বরং তাদের প্রাপ্য পুরস্কার না পাওয়াতেই বিক্ষুব্ধ, তুমি কি তাদের মাফ করতে পারবে? অবশ্যই নয়। ঠিক অবিকল আচরণ আল্লাহ্ তাদের প্রতি করবেন, বেহেশত পেলো না বলে যারা অনুতাপে লিপ্ত হয়। সকল মন্দের নায়ক শয়তান বেহেশতের বদলে দোযখের হকদার হলো বলে, বেহেশতের শোকে দারুণ মনস্তাপে মজে গিয়েছিলো। কারণ আল্লাহ্‌র জন্য তার কোনো প্রেম ছিলো না বরং সে তার স্রষ্টাকে ঘৃণাই করতে শুরু করেছিলো।"

১০২। গোনাহ্‌র জন্য ক্রন্দন ঃ

অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যে প্রত্যেক জীব তাঁর আপন স্বভাব অনুযায়ী, তার কামনার ধন হারিয়ে ফেললে, হারানো বস্তুর জন্য বিলাপ করে থাকে। সে

www.amarboi.org

অনুযায়ী পাপী ব্যক্তি যখন সত্যই অনুতপ্ত হয় তখন সে তার স্রষ্টার বিরুদ্ধে যা করেছে সেই হেতু নিজেকে শাস্তি দিতে সে মহা আগ্রহী হয়ে ওঠে; এমনিভাবে যে যখন দোয়া শুরু করে বেহেশত প্রাপ্তির চিন্তা করতেও সাহস পায় না কিংবা দোযখ হতে মুক্তির বিষয়ও ভাবে না ; বরং ভগ্নচিত্তে আল্লাহর দরবারে লুটিয়ে পড়ে বলতে থাকে, "দেখ তোমার গোনাহ্‌গার বান্দাকে হে মালিক, যে বিনা কারণে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, সেই সময় যখন তোমার গোলামীতে তার লিপ্ত থাকা উচিত ছিলো। যে-কারণে সে চায়, তোমার হাতেই তার শাস্তি হোক, সে গোনাহ্ করেছে সেই জন্য, কিন্তু শয়তানের হাতে যেন তাকে শাস্তি ভোগ করতে না হয়, যে তোমার দুশমন ; এই জন্য যে সেই কাফের যেন তোমার বান্দার ওপর বিজয়ের আনন্দ লাভ না করে। হে মালিক, শুদ্ধ করো, শাস্তি দাও, যা তোমার মর্জি, কেননা, সেই দুর্বৃত্তের যা পাওনা সেই তুলনায় নিশ্চয়ই অত্যল্প শাস্তিই তুমি আমাকে দেবে হে মাবুদ।'

"এ অবস্থায় পাপী ব্যক্তির এইরূপ অনুশোচনায় সে আল্লাহর অধিক কৃপা লাভ করবে, যে-পরিমার শাস্তির জন্য সে বিচার প্রত্যাশী হয়েছিলো, সেই তুলনায়।"

'অবশ্যই পাপী ব্যক্তির হাস্যভাবের চেয়ে মারাত্মক গোমরাহী আর কিছু হতে পারে না, এই কারণে যে আমাদের পিতা দাউদের বাক্যই আসলে সত্য যখন তিনি এই দুনিয়াকে আখ্যায়িত করেন, 'অশ্রুর উপত্যক'— এই নামে।"

'জনৈক বাদশাহ তাঁর গোলামদের একজনকে পুত্ররূপে দত্তক গ্রহণ করেছিলেন। তাকে তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পদের মালিকানা দান করেন। কিন্তু আরেক মন্দ লোকের প্রভাবে এই ভাগ্যহীন গোলাম বাদশাহর কোপ দৃষ্টিতে পড়ে যায়, ফলে তার দুর্ভোগের সীমা থাকে না, সে যে তার সম্পদ হারায় তাই নয় পরন্তু ঘৃণিত দশায় উপনীত হয় এবং তার দৈনিক উপার্জনও খোয়া যেতে থাকে। চিন্তা করো, এমন ব্যক্তির পক্ষে কি হাস্যভাব সম্ভব?"

"না, অবশ্যই নয়, "— শিষ্যগণ জবাব দিলেন, "কারণ বাদশাহ তা জানতে পারলে ওর ধড়ে আর প্রাণ থাকবে না, এই মনে করে যে সে বাদশাহ্‌র অসন্তোষকে হাসির বিষয়ে পরিণত করেছে। বরং স্বাভাবিক হবে এই যে সে দিবা-রাত্রি কান্নাকাটি করছে।"

ঈসা তখন কেঁদে উঠে বললেন, "হাহাকার এই দুনিয়ার জন্য কেননা, চিরন্তন আযাবই তার ভাগ্যে নির্ধারিত। হায়রে অভাগা মানবজাতি ! কেননা, আল্লাহ তোমাকে খলিফারূপে মনোনীত করেছিলেন, বেহেশত দিয়েছিলেন অনুদান স্বরূপ, যে অবস্থায় তুমি, ওহে দুর্ভাগা ব্যক্তি, শয়তানের প্যাঁচ পড়ে আল্লাহর অসন্তোষে নিমজ্জিত হয়েছো এবং, বেহেশত্ হতে বিতাড়িত হয়ে এই গলিজ দুনিয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়েছো

www.amarboi.org

যেখানে তোমাকে সবকিছু পেতে হয় কায়িক শ্রমের বিনিময়ে, আর তোমার প্রত্যেক সৎকর্ম ফতুর হয়ে যায় অব্যাহত পাপাচারিতায়। আর জগৎ তোমার দশা দেখে হাসছে, সকলের চেয়ে বেশী হাসছে সেই, যে নিকৃষ্টতম পাপাত্মা, এবং এ-হলো বড়ই মন্দ ভাগ্য। অতএব, তোমরা যেরূপ বললে, ঠিক তাই হবে, আল্লাহ এইরূপ পাপীজনকে, তার অনুশোচনার বদলে হাসিখুশির জন্য অনন্তকালব্যাপী মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবেন।"

১০৩। গোনাহ্র জন্য ক্রন্দনের পদ্ধতি ঃ

"পুত্রের মৃত্যু আসন্ন দেখে অসহায় পিতা যেরূপ কাঁদে গোনাহগারের ক্রন্দন হবে ঠিক সেইরূপ। হায়রে মানুষের পাগলামি! আত্মাশূন্য মৃতদেহের জন্য সে কাঁদে, কিন্তু সেই আত্মার জন্য সে ক্রন্দন করে না যা বিরতিহীন পাপের প্রক্রিয়ায় আল্লাহর ক্ষমা লাভের অযোগ্য হয়ে গেছে।"

"আমাকে বলো, যখন কোনো নাবিকের জাহাজ সমুদ্রের ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়, সে কি বিলাপ শুরু করলেই যাঁ হারালো তা ফিরে পাবে ; কি তাকে করতে হবে? নিশ্চয়ই সে তীব্রভাবে কান্নাকাটি করবে। কিন্তু আমি তোমাদের অবশ্যই বলছি, যে বিষয়েই মানুষ কাঁদে তাতে তার পাপ বাড়ে, একমাত্র যখন তার পাপ মোচনের জন্য কাঁদে তা ভিন্ন। কেননা যখনই কোনো দুর্দশা তার হয় আল্লাহর তরফ হতে তার নাজাতের জন্যই তা হয় যে-জন্য তার উৎফুল্ল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পাপ এসে তাকে স্পর্শ করে শয়তানের পক্ষ হতে তার ধ্বংসের জন্য, আর তাতে কিন্তু মানুষ মোটেই বেজার হয় না। নিশ্চয়ই এতে তোমরা লক্ষ্য করবে যে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতেই উৎসুক, লাভবান হতে নয়।"

বার্থলোমিউ বললেন, "মুর্শিদ ! যার হৃদয়ে আদৌ ক্রন্দন জাগ্রত হয় না সেই লোক তাহলে কি করবে?"

ঈসা জবাব দিলেন, "যারা অশ্রু নিক্ষেপ করে তারাই যে কাঁদে, তা তো নয় হে বার্থলোমিউ ! আল্লাহই ভালো জানেন, এমন বহু লোক আছেন যারা সারাজীবন এক বিন্দু চোখের পানি না ফেলেও অশ্রু নিক্ষেপকারীদের তুলনায় হাজার গুণ বেশী কাঁদেন। পাপী ব্যক্তির নীরব রোদনে, প্রবল দুঃখবোধে দুনিয়ার কামনা বাসনা পুড়ে ছারখার হয়, যেমন, সূর্যালোকে রাখা হলে কোনো কিছু পচে গলে যায় না, ঠিক তেমনি, অন্তর্দাহে মানবাত্মা পাপের স্পর্শ হতে টাটকা হতে সক্ষম হয়। অনুতপ্ত ব্যক্তির জন্য যদি আল্লাহ চোখের পানি মঞ্জুর করতেন তবে এক সাগর পানি ঝরিয়ে সে আরও ঝরাতে চাইতো; তাই এই চাওয়া তার এক বিন্দু নয়নের জলকে মুহূর্তেই প্রজ্বলন্ত মহাচুল্লির মত হজম করে নেয়। কিন্তু যারা সহসা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, তারা

www.amarboi.org

সেই দ্রুতগামী অশ্বের মত, যত বেশী ভারমুক্ত তত বেশী দ্রুত ছোটায় অভ্যস্ত ও সক্ষম।

১০৪। আল্লাহর অসীম বৈসাদৃশ্য ঃ

"অবশ্য এমন লোকও আছে যার হৃদয় যেমন কাতর চোখও তেমনি অশ্রু পরিপূর্ণ। এমন লোক জেরেমিয়াহ্ নবীর মত। তবে কান্নার সময় চোখের পানির চেয়ে দুঃখের গভীরতাকেই আল্লাহ বেশী মূল্য দেন।"

যোহন আরয করলেন, "হে মুর্শিদ ! গোনাহর জন্য ক্রন্দন ছাড়া আর কোনো লোকসানের জন্য ক্রন্দনে মানুষের ক্ষতি হয় কেন?"

ঈসা বললেন, "নবাব হেরোদ যদি একটি জোব্বা গচ্ছিত রাখেন তোমার জিম্মায়, আর পরে তোমার কাছ হতে সেটি ফেরত নিয়ে যান, তুমি কি সেই বস্তুর জন্য কাঁদতে বসবে?"

"না"— যোহন বললেন। ঈসা তখন বললেন, "তাহলে মানুষের কাঁদার কি আছে যখন সে কোনো কিছু হারায়। কেননা, সব কিছুই তার কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে গচ্ছিত মাত্র। সেই হেতু আপন ইচ্ছা মত আল্লাহ কি তার মালামাল আপন হাতে দেয়ার ও নেয়ার অধিকার রাখেন না হে মূঢ় মানব সন্তান ? আসলে তোমার একান্ত আপন বলতে আছে তোমার পাপ এবং এ জন্য অবশ্যই তোমাকে কাঁদতে হবে, অন্য কিছুর জন্য নয়।"

ম্যাথু বললেন, "হে মুর্শিদ ! আপনি সারা ইহুদী কওমের সামনে ঘোষণা করলেন যে মানুষের সাথে আল্লাহর কোনাও সাদৃশ্য নেই, আর এখন বলছেন, মানুষ আল্লাহর হাত থেকে গ্রহণ করে থাকে; আল্লাহর যদি হাত থাকেই তবে তো, মানুষের সাথে হলো তা সাদৃশ্যযুক্ত।"

ঈসা বললেন, "তুমি ভুল করছো হে ম্যাথু এবং অনেকেই এই ভুল করে থাকে, আর তা শব্দের ব্যঞ্জনা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে। কেননা মানুষের কেবল বাচ্যার্থ অনুসরণ করলেই চলবে না ; কথার মর্মার্থও অনুধাবন করতে হবে। কারণ, মানুষের বুলি তো স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে অনুবাদকের ভূমিকাই পালন করে। বলো তো দেখি তোমাদের কি জানা নেই, যখন আল্লাহ তুর পর্বতে আমাদের মুরুব্বীদের সঙ্গে বাক্যালাপের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, মুরুব্বীরা তখন চীৎকার করে বলেছিলেন, "আপনিই আমাদের সঙ্গে কথা বলুন হে মূসা ! আল্লাহ বাক্য বিনিময়ের দরকার নেই, তাইলে আমরা মারাই পড়বো।" আর আল্লাহর ইসাইয়াহ্ নবীর মাধ্যমে কী বলেছিলেন ; এই নয় কি— যেরূপ আসমান ও জমিনের দূরত্ব, মানুষের পথ ও আল্লাহর পথের দূরত্ব ঠিক তদ্রূপ, আল্লাহর চিন্তা ও মানুষের চিন্তা-ভাবনার মাঝে ব্যবধান ঠিক তদনুরূপ।"

www.amarboi.org

১০৫। পঞ্চেন্দ্রিয় ঃ

"আল্লাহ্-পাক এতই অন্তহীন যে আমি বর্ণনা দিতে গেলে ভয়ে প্রকম্পিত হই। কিন্তু তোমাদের কিছু ধারণা দেওয়াও তো প্রয়োজন। আমি বলছি তোমাদের, আসমানের সংখ্যা হলো নয়, আর সে-গুলি একটি অপরটি হতে এতই দূরে যে প্রথম আসমান হতে পৃথিবীর দূরত্ব পাঁচশত বৎসর ব্যাপী অব্যাহত যাত্রার সমান, অতএব সর্বোচ্চ আসমান হতে পৃথিবীর দূরত্ব চার হাজার পাঁচশ' বছরের যাত্রার সমান। সেই অনুযায়ী তোমাদের বলছি, প্রথম আসমানের 'তুলনায় এই পৃথিবী সূচ্যাগ্র বিন্দু পরিমাণ, আর প্রথম আসমান দ্বিতীয়ের তুলনায় তাই আর এইরূপ প্রত্যেক আসমান একে অন্যের তুলনায় পরবর্তীটির চেয়ে অনুরূপ ক্ষীণকায়। কিন্তু সারা দুনিয়াসহ তাবৎ আসমান সমুহের আকৃতি বেহেশতের তুলনায় বিন্দুবৎ, যেন একটি বালুকণা। এই প্রকাণ্ড রূপ কি অপরিসীম নয়?"

শিষ্যগণ বললেন, "হ্যা নিশ্চয়ই।"

তখন ঈসা বললেন, "যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব, যাঁর মোকাবিলায় আমার আত্মা নতশিরে দণ্ডায়মান, এই জগৎ আল্লাহ-পাকের তুলনায় ক্ষুদ্র বালুকণা সদৃশ এবং আল্লাহ এত বেশী গুণ বড় যে তাঁর তুলনায় সকল আসমানসমূহ ও বেহেশ্‌ত যেন ক্ষুদ্র বালুকণায় ঢেকে রাখা সম্ভব। তাহলে ভেবে দেখ যে এক মুঠি মাটির মানুষ যা দুনয়িার উপর বিচরণশীল, মহান আল্লাহর সাথে কি তার কোনো সাদৃশ্য বিধান সম্ভব? সাবধান, তাই কথার অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করো, অনন্ত জীবনের আশা যদি পরিত্যাগ করতে না চাও তবে শব্দ নিয়ে টানাহেঁচড়া বন্ধ করো।"

শিষ্যগণ জবাব দিলেন, "আল্লাহ্ একমাত্র তাঁর আপন স্বরূপ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, যথার্থই ইসাইয়াহ্ নবী ইরশাদ করেছেন— 'মানবেন্দ্রিয়ের নাগাল হতে তিনি চির অদৃশ্য।'

ঈসা বললেন, "ঠিক তাই ; আমরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবো তখন আল্লাহকে জানতে পারবো, একবিন্দু লবণাক্ত সমুদ্রবারি হতে ইহলোকে সমুদ্রের পরিচয় পাওয়া যেরূপ সম্ভব হয় ঠিক তেমনি।"

"আলাপের মূল প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে তোমাদের বলতে চাই যে একমাত্র পাপের জন্যই ক্রন্দন করা উচিত, কেননা পাপকর্মের মাধ্যমেই সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু, ফুর্তি ও ভোজনবিলাসে মগ্ন ব্যক্তি কি করে রোদন করবে বলো? বরফ দিয়ে আগুন জ্বালানো যেমন অসম্ভব, তার পক্ষে ক্রন্দনও তেমনি অসম্ভব। তাই ভোগকে সিয়ামে রূপান্তরিত করো, যদি তোমার ইন্দ্রিয়ের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাও। কারণ, এভাবেই আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম হয়েছে।"

www.amarboi.org

থাদ্দায়ুস বললেন, "তবে কি আল্লাহরও ইন্দ্রিয়-শক্তি বিদ্যমান যার ওপর তাঁর প্রভুত্ব জারি রয়েছে।

'ঈসা বললেন, "আবার তোমরা এইরূপ বলছো, 'আল্লাহর এই আছে,' 'আল্লাহ এইরূপ?'— বলো তো মানুষের ইন্দ্রিয় রয়েছে কিনা?"

"হ্যাঁ"— শিষ্যগণ জবাব দিলেন।

ঈসা বললেন, "এমন কোনো লোক কি সম্ভব যার মাঝে আয়ু আছে কিন্তু ইন্দ্রিয় সক্রিয় নয়?"

"না।"— শিষ্যগণ বললেন।

"তোমরা আত্প্রতারণা করছো"— বললেন ঈসা, "কেননা, যে ব্যক্তি অন্ধ, বোবা, কালা ও অঙ্গহীন কোথায় তার পঞ্চেন্দ্রিয়? তাছাড়া যখন কেউ সংজ্ঞাশূন্য হয় তখন?"

শিষ্যগণ হকচকিয়ে গেলেন। ঈসা তখন বললেন, "তিনটি জিনিস একজন মানুষের মৌল উপাদান, অর্থাৎ তার আত্মা, ইন্দ্রিয় ও শরীর, যাদের প্রত্যেকটি হলো স্বতন্ত্র সত্তা। আল্লাহ আমাদের আত্মা ও শরীর সৃষ্টি করেছেন, এইরূপ তোমরা শুনেছো কি তিনি কিভাবে ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করলেন? অতএব আগামী কাল ইনশাআল্লাহ, তোমাদের এসব বিষয়ে বলবো।"

আর এইরূপ বলে ঈসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আমাদের কওমের নাজাতের জন্য দোয়া করলেন, আমরা প্রত্যেকেই মোনাজাতে শরিক হয়ে বলতে লাগলাম— "আমীন! আমীন!"

১০৬। মানবাত্মা ও মানবেন্দ্রিয় ঃ

যখন ফজরের সালাত আদায় হলো ঈসা একটি পামবৃক্ষের তলে উপবেশন করলেন, তাঁর শিষ্যগণও নিকটে এসে বসলেন। ঈসা বললেন, "যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব, যাঁর মোকাবেলায় আমার আত্মা নতশিরে দণ্ডায়মান, অনেকেই মরজীবন সম্পর্কে মায়াময় প্রতারণার শিকার। কারণ, মানবাত্মা ও মানবেন্দ্রিয় এতই নিবিড়ভাবে পরস্পর যুক্ত যে অধিকাংশ মানুষ আত্মা ও ইন্দ্রিয়কে এক ও অভিন্ন মনে করে; মৌলরূপে কোনো ভিন্নতা না দেখে কেবল বাহ্য ক্রিয়ার ফারাক দেখতে পায় এবং সংবেদনশীল, প্রাণবন্ত ও বুদ্ধিমান আত্মা বলে একে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু আমি তোমাদের সুনিশ্চিতভাবে বলছি, আত্মা একক সত্তা যা ভাবনা করে ও বেঁচে থাকে। ওরে বোকার দল, জীবন ব্যতিরেকে বুদ্ধিমন্ত আত্মার অস্তিত্ব কোথায় দেখতে পাও? নিশ্চয়ই কোথাও নেই। কিন্তু ইন্দ্রিয় বিযুক্ত জীবন খুবই সম্ভব, যখনই কেউ জ্ঞান হারায় বাহ্য ইন্দ্রিয় তার লোপ পেয়ে যায়।"

থাদ্দায়ুস আরয করলেন, "হে মুর্শিদ, ইন্দ্রিয় না থাকলে মানুষের তো জীবনই

www.amarboi.org

থাকে না।"

ঈসা বললেন, "তাও ঠিক নয়, আত্মা চলে গেলেই মানুষের জীবনের সমাপ্তি, কেননা সে আর দেহে প্রত্যাবর্তন করে না, একমাত্র অলৌকিক কারণ ছাড়া। কিন্তু ইন্দ্রিয় লুপ্ত হতে পারে সহসা আতংকজনিত কারণে, অথবা তীব্র বেদনাভুতির অভিঘাতে। ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়েছে গন্ধ-স্পর্শ শিহরণের জন্য আর এই খোরাকেই সে বাঁচে, যেমন দেহ বেঁচে থাকে অন্ন গ্রহণ করে এবং আত্মা বাঁচে প্রেম ও প্রজ্ঞার অনুশীলনে। এই ইন্দ্রিয় কিন্তু আত্মার বিরুদ্ধাচারী, কারণ, পাপের স্পর্শে স্বর্গীয় আনন্দ বিচ্যুত বলে সে অতিশয় ত্যক্ত। অতএব আধ্যাত্মিক তৃপ্তিতে একে লালন করা সেই ব্যক্তির জন্য অতীব প্রয়োজন যে চায় না কেবল পুষ্ট করতে একে ইন্দ্রিয়ঘন সংরাগে। বুঝেছো তোমরা? অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যে আল্লাহ একে সৃষ্টি করে দোযখে নিক্ষেপ করেন এবং অসহ্য তুষার ও বরফে নিসাড় করে রাখেন। কারণ সে নিজেকেই খোদা বলে দাবি করেছিলো, কিন্তু যখন তাকে পুষ্টি হতে বঞ্চিত করা হলো তার খাদ্য না দিয়ে, তখন সে নিজেকে আল্লাহর গোলাম ও তাঁর হাতের সৃষ্টি বলে স্বীকার করে নিলো। আর এইবার আমাকে বলো, অবিশ্বাসীদের চিত্তে ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা কি রূপ হবে? নিশ্চয়ই সে তাদের মাঝে প্রভুরূপেই বিদ্যমান কেননা, দেখা যায়, তারা যুক্তি ও আল্লাহর শরীয়তকে পরিত্যাগ করে তারই অনুসরণ করে থাকে। ফলে তারা পরিণত হয় ঘৃণিত সত্তায় এবং কোনোরূপ সৎকাজের যোগ্যতা আর তাদের অবশিষ্ট থাকে না।'

১০৭। তওবা ও রোযা ঃ

"গোনাহ্‌র জন্য রোণাজারির অব্যবহিত পরেই আসে উপবাসের প্রেরণা। কেননা, যখন কেউ লক্ষ্য করে, কোনো বিশেষ খাদ্যবস্তু তার স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর, সে ভয় পায় যে এতে তার মৃত্যুও হতে পারে, তবুও তা খেয়ে ফেলার জন্য আফসোস করতে করতে সেই খাদ্য পরিহার করে বসে। কারণ, সে আর অসুস্থ হতে চায় না। ঠিক একজন গোনাহগারেরও অবিকল তাই করতে হয়। যখন দেখা যায় যে আনন্দ উপভোগের মাধ্যমে সে তার স্রষ্টা আল্লাহর বিরুদ্ধে পাপে লিপ্ত হয়েছে এবং পার্থিব উত্তম উপকরণসমূহের জন্য ইন্দ্রিয়-সেবায় মগ্ন হয়েছে তখন তাকে অনুতাপ করতে হয়। কেননা, এই আমল তাকে আল্লাহ তথা তার অনন্ত জিন্দেগী হতে বঞ্চিত করেছে এবং নারকীয় অনন্ত মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে। কিন্তু জীবন ধারণের জন্য যেহেতু এইসব পার্থিব উত্তম উপকরণসমূহ গ্রহণ করতে হয় তাই, উপবাসকরণও অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। অতএব ইন্দ্রিয়কে নিস্তেজকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে আল্লাহকে তার স্রষ্টা রূপে চিনতে শিখুক। আর যখন সে দেখবে তার

www.amarboi.org

ইন্দ্রিয় উপবাসকরণে অনিচ্ছুক, সে তার সামনে দোযখের অবস্থাকে উপস্থাপন করুক। যেখানে কোনো সুখ-তো নেই-ই বরং অন্তহীন আযাব বিদ্যমান। বেহেশতের আনন্দও তার সামনে উপস্থাপিত হতে পারে, যে আনন্দ এতই সীমাহীন যে পার্থিব সমুদয় উপভোগের চিত্র, এক কণা স্বর্গীয় আনন্দের পাশে তুচ্ছ। আর এতেই উত্তেজিত ইন্দ্রিয়কে সহজে শান্ত করা সম্ভব। কেননা, স্বল্পকালীন ভোগের জীবনে অসংযত হয়ে এবং সব কিছু হতে বঞ্চিত হয়ে অনন্ত আযাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে মহৎ সিদ্ধির জন্য অল্পে তুষ্টি প্রকাশ করা অধিক উত্তম।"

"উত্তমরূপে উপবাসকরণ বা রোযা পালনের জন্য তোমাদের মনে রাখতে হবে সেই মজাদার খানাপিনাকারী লোকটির কথা। কেননা, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জিন্দেগীতে প্রতিদিন মহা মজায় উত্তম খাওয়া-দাওয়া করতে চাইতো, অনন্তজীবনে আকণ্ঠ তৃষ্ণায় এক ফোঁটা পানিও তার কপালে জোটেনি। অথচ ল্যাজারাস নামক এক ব্যক্তি যিনি দুনিয়ার জীবনে সামান্য রুটির টুকরাতেই তুষ্ট ছিলেন, অনন্তজীবনে বেহেশতের প্রাচুর্যময় সুখানুভূতিতে নিমজ্জিত এখন।"

"তবে তওবাকারী ব্যক্তিকে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে। কেননা, শয়তান সকল সুকর্মের বিনাশকারী এবং অন্যান্যদের তুলনায় তওবাকারীর বেলায় সে অধিক তৎপর। কারণ, তওবাকারী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেছে এবং তার সেবাদাস না হয়ে তার দুশমনে পরিণত হয়েছে। এজন্য শয়তান সর্বতোভাবে চাইবে যেন সে কোনো মতেই রোযাদারই বনে না যায়, অন্তত, অসুখ-বিসুখের ওসিলায় রোযা না রাখে। আর তা না হলে তাকে চূড়ান্ত উপবাসকারীতেই পরিণত করে ছাড়ে, যাতে সে রোগাক্রান্ত হয়ে পরিণামে ভোগবাদীতে রূপান্তরিত হয়। আর তাও যদি সে না পারে তবে রোযাকে সে শারীরিক একাদশীতে পরিণত করার কোশেশ করে এবং অবিকল একে তার মতই বানাতে চায় যে কখনো কিছুই খায় না বরং অবিরত পাপকর্মকেই খোরাকীরূপে গ্রহণ করে থাকে।"

"যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাই বড়ই ন্যক্কারজনক যে দেহকে অনাহারী রাখা হলো অথচ হৃদয়কে পূর্ণ করা হলো অহংকারে; বে-রোযাদারকে ঘৃণা করা হলো আর নিজেকে ওদের তুলনায় বেশ পুণ্যবানরূপে গণ্য করা হলো। বলো আমাকে, অসুস্থ ব্যক্তি কি তার জন্য চিকিৎসক প্রদত্ত পথ্যাদির জন্য গর্ব করতে পারে এবং যারা পথ্য গ্রহণ করছে না তাদের পাগল বলে ভাবতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। বরং সে তার অসুখের জন্য আফসোস করবে, যে কারণে সে পথ্য গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। তাই তোমাদের আমি বলছি যে তওবাকারী কোনো মতেই নিজে রোযাদার বলে গর্ব বোধ করতে পারে না এবং বে-রোযাদারদের ঘৃণাও করতে পারে না বরং, যে পাপক্ষালনের জন্য

www.amarboi.org

সে উপোস করছে সেই জন্যই কাতরতা বোধ করবে। তওবাকারীকে রোযা রেখে মজাদার খাদ্যের সন্ধান করলে চলবে না বরং সাধারণ খাদ্যেই তাকে তুষ্ট হতে হবে। কেননা, যে ক্ষ্যাপা কুকুর কামড়ায়, তাকে কি কেউ উত্তম খাদ্য দেয় কিংবা যে ঘোড়া লাথি মারে সেই দুর্বিনীত অশ্বকে? অবশ্যই নয়, বরং ঠিক উল্টা আর, এইটুকই আজ তোমাদের জন্য রোযার আলোচনা হিসাবে মকবুল।"

১০৮। নিদ্রা ও সতর্কতা (তাক্ওয়া) ঃ

"শোনো তবে আমি এখন তোমাদের সতর্কতা বিষয়ে কিছু কথা বলি। কেননা, মানুষের নিদ্রা স্রেফ দু'ধরনের যথা, জিস্মানী ও রূহানী। তাই সাবধান হও যেন তোমার শরীর সতর্কতা অবলম্বন করা কালে তোমার আত্মা নিদ্রাগমন না করে। কারণ, এইরূপ ঘটলে তা হবে অত্যন্ত মারাত্মক ভ্রান্তি। বলো আমাকে, আমি কথাচ্ছলে বলছি, কোনো এক লোক পথ চলতে গিয়ে পাথরে হোঁচট খেলো; তার পায়ের বাধা অপসারণ করার জন্য যদি সে তার মাথায় পাথর ঠুকতে শুরু করে— এমন লোকের দশাটা হবে কী রূপ ?"

"দুর্দশাগ্রস্ত।"— শিষ্যগণ জবাব দিলেন, "কারণ, এই লোকের মাথা ঠিক নেই।"

ঈসা বললেন, "ভালোই বলেছো তোমরা। কেননা, আমি তোমাদের বলতে চাই, যে-ব্যক্তি শরীর সম্পর্কে ভীষণ সতর্ক কিন্তু আত্মাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে তার মাথাও বেঠিকই বটে। কেননা রূহানী অসুখ জিসমানী রোগী-ব্যাধির চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক এবং, তা নিরাময় করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এ অবস্থায় এই রূপ হতভাগারার শরীরটাকে সতর্কাবস্থায় রেখেছে বলে গর্ববোধ করে ; যে-শরীর তার জীবনের পক্ষে পা সদৃশ; তখন সে তার দুর্দশাকে প্রত্যক্ষ না করে ঘুম পাড়িয়ে রাখে তার আত্মাকে, যা তার জীবনের পক্ষে মাথা সদৃশ। আত্মাকে নিদ্রিত রাখার অর্থ হলো আল্লাহ এবং তাঁর ভয়ানক বিচার দিবস সম্পর্কে বেখেয়াল হয়ে থাকা। আত্মাকে সতর্ক রাখার অর্থ হলো সবকিছুতে এবং সর্বস্থানে আল্লাহর কুদরত প্রত্যক্ষ করা এবং সবকিছুতে ও সবকিছুর মাধ্যমে এবং সবকিছুর ওপরে আল্লাহর মহিমার প্রশংসা করা ; এই অনুধাবনের মাধ্যমে যে প্রতি মুহূর্তে, এই সতর্ক আত্মা আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভে ধন্য হচ্ছে। এ অবস্থায় আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত আত্মায় সেই গায়েবী আওয়াজ প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ঃ "হে মাখলুকাত! হাশরের দিকে ধাবিত হও, কেননা তোমার স্রষ্টা তোমার বিচার নিষ্পন্ন করবেন।' ফলে সে নিত্যদিন আল্লাহর রেযামন্দিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হয়।— বলো আমাকে তোমরা কোনোটি বেশী চাও; তারকালোক না সূর্যালোক, কি তোমরা বেশী পছন্দ করো?"

www.amarboi.org

আদ্রু জবাব দিলেন, "সূর্যালোক। কেননা, তারার আলোয় আমরা কাছের পাহাড়গুলিও স্পষ্ট দেখতে পাই না অথচ, সূর্যের আলোয় ক্ষুদ্র বালুকণাও অতি সহজে দেখতে পাই। ফলে তারার আলোয় আমরা ভয়ে ভয়ে পথ অতিক্রম করি আর, সূর্যের আলোয় চলাফেরা করি নির্বিঘ্নে।

১০৯। আল্লাহর স্মরণ ঃ

ঈসা বললেন, "অতএব, আমি তোমাদের বলছি যে তোমাদের আত্মাকে সতর্ক রাখা উচিত সুবিচারের সূর্যালোকে তথা আল্লাহর নূরে এবং শরীরকে সতর্ক রাখার শ্লাঘায় আত্মপ্রসাদ লাভ করা নেহায়েত অনুচিত। তাই একথা ধ্রুব সত্য যে শারীরিক নিদ্রা যতদূর সম্ভব কমানো উচিত যদিও তা একেবারে পরিহার করা যাবে না; কারণ ইন্দ্রিয় এবং শরীর খাদ্য গ্রহণে ভারী হয়ে যায় আর মন নেতিয়ে পড়ে কাজের চাপে। তাই যে অল্প নিদ্রার অভ্যাস করতে চায় তাকে বেশী কাজ ও বেশী খাদ্য অবশ্যই বাদ দিতে হবে।"

"আল্লাহ যেহেতু চিরঞ্জীব, যার মোকাবিলায় আমার আত্মা নতশিরে দণ্ডায়মান, প্রতি রাতের কিছু অংশে নিদ্রাগমন অবশ্য শরীয়তসম্মত। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর ভয়ানক বিচার দিবসকে ভুলে যাওয়া কখনও বিধিসম্মত নয় এবং আত্মাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখাই হলো সেই ক্ষমাহীন বিস্মৃতি।"

এই বিবরণী-লেখক তখন প্রশ্ন করলেন, "ওগো মুর্শিদ! কী করে আমরা সারাক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবো? নিশ্চয়ই আমাদের কাছে এ বড় অসম্ভব ঠেকছে।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঈসা বললেন, "এই হলো সবচেয়ে বড় দুর্দশা যে কারণে, মানুষের ভোগান্তির শেষ থাকে না হে বার্নাবাস! কেননা, এই দুনিয়ার জিন্দেগীতে মানুষ তাঁর স্রষ্টা আল্লাহকে সারাক্ষণ যিকির করতে সক্ষম হয় না একমাত্র যাঁরা পবিত্র, তাঁরা ছাড়া। কেননা, তাঁরা সর্বদাই আল্লাহকে স্মরণ করেন, কারণ তাঁদের সত্তায় আল্লাহর রহমতের জ্যোতির বিকিরণ হয়, ফলে তাঁরা আল্লাহকে কখনও ভুলতে পারেন না। আচ্ছা, বলো আমাকে, পাথর খোদাইকারীদের কাজ কি লক্ষ্য করেছো কখনও, ওরা কত সহজে মানুষের সঙ্গে কথাবার্তাও বলে আবার নিখুঁতভাবে পাথরের ওপর লোহার হাতুড়ি ঠোকে সেদিকে না তাকিয়ে, কিন্তু কখনও হাতের ওপর তো হাতুড়ির ঘা ভুলেও পড়ে না? এখন তুমিও ঠিক তাই করো। যদি পবিত্র হতে চাও তবে বিস্মৃতির দুর্দশা সম্পূর্ণ মোচন করে অগ্রসর হও। সুনিশ্চিতই যে কঠিন পাথরকেও এক ফোঁটা পানি দীর্ঘকাল ক্রমাগত একই বিন্দুতে ঝরতে ঝরতে বিদীর্ণ করতে সক্ষম হয়!"

"তুমি কি জানো, কী কারণে এই দুর্দশাকে অতিক্রম করতে পারছো না ? কারণ

www.amarboi.org

একে তোমরা গোনাহ্রূপে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছো। আমি তবে বলছি যে এ-হচ্ছে মহাভ্রান্তি ; যখন কোনো বাদশাহ্ তোমাকে কিছু হাদিয়া দান করেন তাঁর দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকার মত কিম্বা চোখ বন্ধ রাখার মত দুঃসাহস হে মানুষ, তোমার হয় কি কখনো ? ঠিক অবিকল ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত তারা, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়। কেননা, সারাক্ষণই মানুষ আল্লাহর কাছ হতে হাদিয়া ও অনুকম্পা লাভ করেই চলছে।"

১১০। আল্লাহর স্মরণের প্রক্রিয়া ঃ

"এখন বলো দেখি, আল্লাহ্ কি সারাক্ষণই তোমার প্রতি রহমত বিতরণ করছেন না? হ্যাঁ নিশ্চয়ই করছেন কারণ, অব্যাহতভাবে তিনি তোমার প্রাণবায়ু প্রবাহিত রেখেছেন যা নিয়ে তুমি বেঁচে আছো। অবশ্যই তোমাদের বলছি আমি, যতবারই তোমার শরীর নিশ্বাস নিচ্ছে ততবারই তোমার হৃদয়ের এরূপ বলা উচিত, 'শুকুর আলহামদুল্লিাহ্।'

যোহন আরয করলেন, "আপনি অত্যন্ত সত্যবাক্য বলেছেন হে মুর্শিদ ! অতএব আমাদের সেই সবক দান করুন যাতে আমরা এই আশীর্বাদ-ধন্য জীবনে উত্তীর্ণ হতে পারি।"

ঈসা জবাব দিলেন, "অবশ্যই তোমাদের বলছি, মানবিক প্রয়াসে কেউ এইরূপ অবস্থায় উৎরাতে পারে না বরং, আমাদের মা'বুদ মহান আল্লাহ্র দয়াতেই তা হয়। অবশ্য একথাও বাস্তবিক সত্য যে মানুষের মনে কল্যাণের জন্য আগ্রহ জাগা প্রয়োজন, যেন আল্লাহ তাকে তা দান করতে পারেন। বলো দেখি, খাওয়ায় বসে কি সেই গোশতের টুকরাটা পাতে নেবে যাতে তোমার মন নেই? নিশ্চয়ই নয়। অতএব তোমাদের বলছি, তুমি তা গ্রহণ করতে পারো না যাতে তোমার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় নি। আল্লাহ পারেন যদি তুমি পবিত্র হতে চাও তবে চোখের পলক ফেলার আগেই তোমাকে তিনি তা বানাতে পারেন। তবে যাতে মানুষের চিত্তে ঐশী দান সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং আমাদের আল্লাহ্ যিনি দাতা তিনিও চান যে আমরা প্রতীক্ষায় থাকি এবং তাঁর সমীপে যাচঞা করি।"

"তোমরা কি চাঁদমারিতে তীরন্দাজি করতে দেখছো? নিশ্চিতই বহুবার বেফায়দা লক্ষ্যভেদ করা হয়। অবশ্যই কেউ চায় না খামাখা তীর নিক্ষেপ করতে এবং প্রতিবারই লক্ষ্যভেদ করবে বলেই আশা করে। তোমরাও ঠিক তাই করো। তোমার ইচ্ছা জাগ্রত করো যেন আল্লাহ সারাক্ষণ তোমাদের স্মরণে দীপ্যমান থাকেন। যখন ভুলে যাও, অনুতাপ করো কারণ, আল্লাহ এতেই তোমাদের প্রতি করুণা বিতরণ করবেন, যাতে তোমরা সে-অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারো, যেরূপ আমি ব্যক্ত করলাম।"

www.amarboi.org

"রোযা ও আত্মিক সতর্কতা, একে-অন্যের সঙ্গে এতই সম্পর্কিত যে, যদি সতর্কতা টুটে যায় রোযা তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ হয়। কেননা গোনাহে লিপ্ত হলেই মানুষের আত্মার রোযা নষ্ট হয় এবং আল্লাহর স্মরণে গাফিল হয়ে যায় সে। তাই সতর্কতা এবং রোযা যা আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত সর্বদাই আমাদের ও সকল মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। পাপ কারও জন্যই আইনানুগ নয়। কিন্তু শারীরিক উপবাসব্রত এবং সতর্কতা, বিশ্বাস করো, সদা সর্বদা ও সকল লোকের পক্ষে সমান ভাবে, সর্বত্র আচরণীয় নয়। কেননা, কেউ অসুস্থ থাকতে পারে, বয়োঃবৃদ্ধ হতে পারে, গর্ভবর্তী নারী হতে পারে, পথ্যভোজী দুর্বল ব্যক্তি, শিশু ও অক্ষম লোকও হতে পারে। তাই বাস্তবিক, প্রত্যেকেই যেমন তার গায়ের সঙ্গে মিলিয়ে কাপড় পরিধান করে, ঠিক তেমনিভাবেই সে তার উপযুক্ত উপবাসব্রত পালন করুক। কেননা একটি শিশুর জামা যেরূপ কোনো তিরিশ বছর বয়স্ক লোকের জন্য উপযুক্ত নয়, সেরূপ একজনের রোযা ও সতর্কতা অপরের জন্য অনুকরণীয় ও উপযুক্ত নাও হতে পারে।"

১১১। রোযা, নামায ও তাকওয়া ঃ

"কিন্তু সাবধান, শয়তান তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করে যেন তুমি সারারাত সতর্কাবস্থায় থাকো কিন্তু পরে ঘুমিয়ে পড়ো যখন আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তোমার সালাত আদায় করা উচিত এবং তাঁর বাণী শ্রবণ করা বাঞ্ছনীয়।"

"বলো আমাকে, তোমার কেমন লাগবে যদি তোমার কোনো বন্ধু নিজে গোশত খায় আর তোমার জন্য রেখে দেয় হাড্ডিগুলি?"

পিতর বললেন, "না হুজুর ! এমন লোককে বন্ধু বলা ঠিক হবে না বরং, ঠগবাজ।"

ঈসা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "তুমি সত্য কথাটি ঠিক ভাবেই বলেছো হে পিতর। কেননা অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তি যে অতিরিক্ত শারীরিক সতর্কতা বজায় রাখতে গিয়ে প্রয়োজনের সময় ঘুমায় বা তন্দ্রায় ঢুলতে থাকে ঠিক তখন, যখন সে পড়বে নামায বা শুনবে আল্লাহর বাণী। এমন ব্যক্তি তার স্রষ্টা আল্লাহকে করে কৌতুক, তাই এমন ব্যক্তি এই পাপেই পাপী হয়ে যায়। উপরন্তু, সে পরিণত হয় ঘৃন্য অপহরণকারীতে যে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সময়সূচীকে লুণ্ঠন করে, যখন যেমন খেয়াল-খুশি মত করে তার অপব্যবহার।"

"একটি শরাবপাত্র যখন উত্তম পানীয়ে পূর্ণ থাকে, কোনো লোক যদি তার দুশমনদের তা পান করতে দেয় কিন্তু সেই পানীয় নিকৃষ্ট তলানীতে পরিণত হলে সে তা নিবেদন করে তার মনিবকে, তাহলে কী মনে হয় তোমাদের? মনিব সবকিছু জেনে চাকরকে সামনে পেয়ে কী আচরণ করবেন? নিশ্চয়ই তিনি তাকে পেটাবেন

www.amarboi.org

এবং যথার্থ বিরক্তির সঙ্গে দুনিয়ার আইন মোতাবেক তাকে খতম করে, ছাড়বেন। এখন তবে সেরূপ লোকের প্রতি আল্লাহর আচরণ কেমন হবে, যে তার শ্রেষ্ঠ সময় লাগায় সাপ্তাহিক কাজে আর নিকৃষ্ট সময় ব্যয় করে সালাত ও আল্লাহর বাণী অধ্যয়নে? দুর্ভাগ্য এই দুনিয়ার, কেননা, এইরূপ এবং আরও গুরুতর পাপে তার হৃদয় ভারাবনত হয়ে পড়েছে। সে-অনুসারে আমি তোমাদের বলছি যে হাসিকে কান্নায় পরিণত করতে হবে। খানাপিনাকে রোযায় এবং নিদ্রাকে সতর্কতায়। এই তিন কথায় আমি লক্ষ্যস্থির করেছি সমুদয় আলোচনার যা তোমরা শ্রবণ করলে— অর্থাৎ এই দুনিয়ায় তোমাকে হামেশাই রোদন করতে হবে, আর এই কান্না হতে হবে হৃদয়-উৎসারিত। কেননা আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ ক্ষুব্ধ হন যদি দেখেন যে কেউ তাঁর ইন্দ্রিয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্যই উপবাস করে যাচ্ছে আর পাপস্পর্শ হতে দূরে থাকার জন্যই কেবল সতর্ক রয়েছে; বরং, নিজ নিজ চাহিদা মোতাবেক শারীরিক রোদন ও শারীরিক উপবাস এবং সতর্কতাকে ইস্তেমাল করাই বাঞ্ছনীয় বটে।

১১২। ঈসা ও বার্নাবাসের কথোপকথন ঃ

এইরূপ বলার পর ঈসা বললেন, "ভূমিজাত খাদ্যবস্তুর সন্ধান করা উচিত এখন তোমাদের, যা দিয়ে আমরা জীবন ধারণ করবো, আজ আট দিন ধরে তো আমরা কিছুই খাইনি। অতএব আমি এখন আল্লাহর নামে সালাত আদায় করবো বার্নাবাসকে নিয়ে এবং তোমাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবো।"

তাই সকল শিষ্য ও হাওয়ারিগণ চারজন ও ছয়জনে বিভক্ত হয়ে ঈসার নির্দেশ মোতাবেক প্রস্থান করলেন। ঈসার সঙ্গে এই বিবরণী-লেখকই মাত্র থেকে গেলেন। তিনি তখন সাশ্রুলোচনে বলতে লাগলেন, "হে বার্নাবাস, এ বড়ই জরুরী যে তোমার গোচরে মহা গুপ্তরহস্য-কিছু ব্যক্ত করি, যা এই দুনিয়া হতে আমার প্রস্থানের পর তুমিই পুনর্ব্যক্ত করবে।"

এই বিবরণী-লেখক তখন সরোদন আরয করলেন, "আমাকেই কাঁদতে দিন ওগো মুর্শিদ! অন্য লোকজনও কাঁদুক, কেননা আমরা সবাই পাপী ও গোনাহগার। কিন্তু আপনি, আপনি একজন পবিত্র পুরুষ ও আল্লাহর নবী, এত রোদন যে আপনার পক্ষে মানায় না হুজুর।"

ঈসা বললেন, "একীন করো বার্নাবাস, যতটুকু উচিত ছিলো ততটুকু কাঁদতে পারছি না এখনও। কারণ যদি আমাকে লোকেরা খোদা না বলতো, তবে আমি আল্লাহকে দিব্যচোখে ঠিক সেইরূপ দেখতে পেতাম যেরূপ-দর্শন বেহেশ্‌তে সম্ভব হবে এবং, হাশরের দিন সম্পর্কে আমি নির্ভয় হতে পারতাম। অবশ্য আল্লাহপাক জানেন যে আমি নির্দোষ, কেননা, আমি ভুলেও তুচ্ছ দাসের চেয়ে অতিরিক্ত মর্যাদা

www.amarboi.org

পাওয়ার প্রত্যাশা করিনি কখনও। না হে, বরং বলছি তোমাকে, যদি আমাকে খোদারূপে অভিহিত করা না হতো তবে দুনিয়া হতে প্রস্থানের পর সোজা জান্নাতুল ফেরদৌসে ঠাই লাভ করতাম। অথচ এখন আমাকে থাকতে হবে প্রতীক্ষায় শাহরের দিন পর্যন্ত। এখন দেখ তাহলে আমার রোণাজারি করার কারণ আছে কি-না। জেনে নাও হে বার্নাবাস, এ কারণেই আমাকে মহা নির্যাতন ভুগতে হবে এবং আমারই এক শিষ্য আমাকে মাত্র তিরিশ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলবে। যদিও আমি নিশ্চিত যে, যে-ব্যক্তি আমাকে বেচাকেনা করবে আমার নামেই তার মৃত্যু ঘটবে। কেননা, আল্লাহ আমাকে এই দুনিয়া হতে উত্তোলন করে নেবেন, আর সেই বেঈমানের চেহারা অবিকল আমার মত করবেন যাতে লোকদের প্রত্যয় হয়, সে-ই আমি। অবশ্য যদিও তার এইরূপ বদ মরণ হবে তুব দীর্ঘকাল এই গ্লানিময় পরিণতির কথা আমার নামের সংগেই যুক্ত থাকবে। কিন্তু যখন আবির্ভাব হবে মুহাম্মদের, যিনি হবেন আল্লাহর পবিত্র রাসূল, এই দুর্নাম আমার ঘুচবে। এরূপ করবেন আল্লাহ পাক এই জন্য যে আমি 'শান্তিকর্তা' সম্পর্কিত সঠিক তথ্য প্রচার করেছি, তিনি আমাকে এ পুরস্কার দেবেন। আমিও জীবিত আছি বলে বিজ্ঞাপিত হবো এবং ঐ ন্যককারজনক মৃত্যুর সঙ্গে আমি যে সম্পর্কশূন্য তাও জানিয়ে দেয়া হবে।"

এই বিবরণী-লেখক তখন আরয করলেন, "হুজুর! এই বদমাশটি কে মেহেরবানি করে আমাকে বলুন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে তাকে গলা টিপে হত্যা করি।"

"শান্ত হও!" ঈসা জবাব দিলেন, "আল্লাহর ইচ্ছা এইরূপ, ফলে তারও এই আচরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বরং আমার জননী যখন এ ঘটনায় মুষড়ে পড়বেন, তুমি তাঁকে সত্য জ্ঞাপন করবে, যেন এতে তিনি শান্তি লাভ করতে সক্ষম হন।"

তখন এই বিবরণী-লেখক বললেন, "এই সব কর্তব্যই আমি সম্পন্ন করবো ওগো মুর্শিদ ! যদি আল্লাহ্‌র মর্জি হয়।"

১১৩। নিস্ফলা ডুমুর বৃক্ষের কাহিনী ঃ

যখন শিষ্যবর্গ কিছু দেবদারু ফল এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণ খেজুর নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন, বাদ-যোহর ঈসাকে নিয়ে তাঁরা সে-সব ভক্ষণ করলেন। অতঃপর হাওয়ারী ও শিষ্যবর্গ এই বিবরণী-লেখকের ম্লান মুখমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করে এই ভেবে শংকিত হলেন যে ঈসা সম্ভবত শীঘ্রই পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করবেন। তখন ঈসা তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ভয় নেই, আমার সেই মুহূর্ত এখনও আসেনি যে আমি তোমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যাবো। আমি তোমাদের সঙ্গে আরও আছি কিছুকাল। তবে তোমাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ

www.amarboi.org

আমার এখনি সম্পন্ন করতে হবে যেন আমার নির্দেশ মোতাবেক তোমরা বনি-ইসরাইলের ঘরে ঘরে গিয়ে তওবার বাণী প্রচার করতে পারো ; মহান আল্লাহ যাতে এই সম্প্রদায়ের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে পারেন। তাই প্রত্যেকের সাবধান হতে হবে আলস্যের বিরুদ্ধে এবং সার্বক্ষণিক অনুশোচনায় লিপ্ত হতে হবে, কারণ, যে বৃক্ষটি উত্তম ফলোৎপাদনে অক্ষম সেটি ছেদন করে ভূমিসাৎ করা হবে ; জ্বালানিরূপে দগ্ধ করা হবে।"

"কোনো একজন লোকের আঙুর বাগিচা ছিলো এবং তাতে ছিলো একটি শোভন বৃক্ষ-উদ্যান যেখানে, একটি চমৎকার ডুমুর গাছও বিদ্যমান ছিলো। তিন বছর পরে মালিক একদা বাগিচায় প্রবেশ করে দেখলেন ডুমুর গাছটি ফলশূন্য, আর সকল গাছেই ফলপাকড়া ধরে আছে। তিনি তাঁর মালীকে ডেকে বললেন, 'গাছটি কেটে ফেলো, এটি খামাখা জায়গা জুড়ে আছে।'— মালী বললো, 'হুজুর, এ ঠিক হবে না, এটি বড়ই সুন্দর গাছ।'

'চুপ করো'— মালিক বললেন, "আমি ফায়দাহীন সৌন্দর্যের তোয়াককা করি না। তোমার জানা উচিত তাল ও অগুরুবৃক্ষ ডুমুরের চেয়ে অনেক উন্নত গাছ। আর আমি আমার গৃহ-প্রাঙ্গণে একটি তাল ও একটি অগুরুর চারা রোপণ করেছিলাম এবং মূল্যবান দেয়াল তুলেছিলাম চারপাশে, কিন্তু যখন এগুলি ফল তো দিলই না উল্টা ঝরা পাতার স্তূপে সারা প্রাঙ্গণ ভরে ফেললো এবং পচা পাতায় গৃহদ্বার দুর্গন্ধময় করলো, আমি গাছ দুটিকেই উপড়াতে বললাম। তাহলে কী করে এই ডুমুর গাছকে আমি খাতির করতে পারি, যা আমার গৃহাঙ্গণের অনেক দূরে, যা আমার বাগিচা ও উদ্যানটিকে খামাখা জঙ্গলাকীর্ণ করছে, অথচ আর সব গাছই ফল ধারণ করছে এখানে? নিঃসন্দেহে একে আমি আর সহ্য করতে রাজি নই।'

'মালী আরয করলো, 'হুজুর ! এ মাটি অত্যন্ত উর্বর, তাই এক বছর অপেক্ষা করুন, আমি গাছটি ছেটেছুটে দেবো এবং এর গোড়া হতে উর্বর মাটি সরিয়ে ফেলবো ; সেখানে অনুর্বর মাটি ও পাথর রাখবো আর তখন এতে ফল ধরেছে দেখবেন।'

মালিক বললেন, 'ঠিক আছে। যাও তাই করো, আমি অপেক্ষা করে দেখবো, ডুমুর গাছে ফল ধরে কি-না।'— এই কাহিনীর তাৎপর্য তোমরা কি বুঝতে পেরেছো?"

শিষ্যগণ বললেন, "জী-না হুজুর ; আমাদের বুঝিয়ে বলুন।"

১১৪। মানুষ জন্মেছে কাজের জন্য ঃ

ঈসা বললেন, "অবশ্যই তোমাদের বলছি এই উদ্যানকর্তা হলেন স্বয়ং আল্লাহ

www.amarboi.org

এবং মালী হলো তার শরীয়ত। আল্লাহ্ বেহেশতে তাল ও অগুরু দুইই রোপণ করেছিলেন, কেননা শয়তান ছিল তালবৃক্ষ সদৃশ এবং প্রথম মানব ছিলেন অগুরুপ্রতিম। উভয়কেই তিনি উপড়ে ফেলে দিলেন কারণ কেউ উত্তম কর্মফল দর্শাতে পারলো না। বরং কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে তারা বহু জ্বিন-ইনসানের অভিশাপের নিমিত্ত হয়ে গেল। এখন দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহ্ পরখ করছেন, তাঁর সকল তাবেদার সত্তার মাঝে তাকে রেখেছেন। আর মানুষ, আমি বলছি, যদি ফল না ফলায় তবে তাকে ছেদন করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। যেহেতু তিনি জ্বিনকে এবং প্রথম মানবকেও ক্ষমা করেন নি, একজনকে অনন্ত কালের জন্য এবং অপরকে খণ্ডকালের জন্য শাস্তিতে বহাল রেখেছেন, এ অবস্থায় আল্লাহ্র শরীয়তের সুপারিশ হচ্ছে এ-দুনিয়ায় মানুষের মঙ্গল-কাজের প্রচুর সম্ভাবনা আছে, তাই তাকে নিষ্ঠুর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং পার্থিব ভোগ-ব্যসন রদ করতে হবে, যেন উত্তম ফলোৎপাদনে সে ব্রতী হয়। এ কারণেই আল্লাহ্ মানুষের শ্রম বিনিয়োগকে কপালের লিখন করে দিয়েছে। আইয়ুব, যিনি আল্লাহ্র নবীও বন্ধু ছিলেন তাঁর কথায়, 'পাখির জন্ম যেমন উড়ে বেড়াবার জন্য, সাঁতার কাটার জন্য মৎস্যকুল, ঠিক তেমনি মানুষের সৃষ্টি হয়েছে শ্রমিকরূপে, কর্ম করে যাবার জন্য।'

"অনুরূপভাবে আমাদের পিতা আল্লাহ্র নবী দাউদ বলেন, 'আপন হাতের উৎপাদিত খাদ্য আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক, আর এতেই আমাদের কল্যাণ নিহিত।'

"অতএব যার যার যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেকেই কাজ করুক। আমাকে বলো, যদি আমাদের পিতা দাউদ ও তাঁর সন্তান সুলায়মান আপন হাতে কাজ করে গিয়ে থাকেন, যারা গোনাহ্গার তাদের তবে কী করা উচিত?

যোহন বললেন, "হুজুর ! কাজ মানেই তো কোনো কিছুর ইন্তেজাম করা, কিন্তু তা কি গরীবের পক্ষে করা সম্ভব?"

ঈসা জবাব দিলেন, "হ্যা, এ-ছাড়া তার অন্য কিছু করণীয় নেই। তোমার কি জানা নেই, যা কিছু মঙ্গলজনক শুধু মঙ্গলময়তার জন্য তার গরজের ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়োজনীয়তা আছে? এভাবেই সূর্য ও অন্যান্য গ্রহমণ্ডলী আল্লাহ্প্রদত্ত নীতিমালায় শক্তিমান বলে তাদের ভিন্ন কিছু করণীয় নেই এবং এ-অবস্থায় তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শনেরও কোনো অবকাশ নেই। বলো আমাকে, যখন আলাহ্-পাক কর্মের এই নীতিমালা নির্ধারণ করেন, তখন নিশ্চয়ই বলেন নি, 'একজন গরীব মানুষ তার কপালের ঘামের বিনিময়ে রুটি রোজগার করবে।' এবং আইয়ুবও এইরূপ বলেন নি, 'পাখির জন্ম হয়েছে যেরূপ উড়াবার জন্য একজন গরীবের জন্ম হয়েছে কাজের জন্য।' বরং আল্লাহ্ মানুষকে আদেশ করেছেন এই মর্মে, 'তোমার কপালের ঘামের বিনিময়ে তুমি

www.amarboi.org

খাদ্য সংগ্রহ করবে !' আর আইয়ুবের বাণী হলো ঃ 'মানুষের জন্মই হয়েছে কাজের জন্য !' অতএব যে মানুষ নয় সেই-ই শুধু এই নির্দেশের উর্ধ্বে। নিশ্চিতই যাবতীয় পণ্যের এত উচ্চ মূল্যের কারণ হলো বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের বেকারত্ব ও নিষ্কর্মাবৃত্তি। যদি এরা কর্মতৎপর হতো, কেউ কাজ করতো কৃষি-ক্ষেতে, কেউ মাছ শিকার করতো পানিতে, তবে জগত প্রাচুর্যে পূর্ণ হয়ে যেতো। কর্মের জগতে এই শুন্যতা সৃষ্টির জন্য নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর হাশর দিবসে তাদের কঠোর জবাবদিহি করতে হবে।"

১১৫। কামনার মন্দ ক্রিয়া ঃ

"আদমসন্তানেরা আমাকে তবে কিছু একটা জবাব দিক। দুনিয়ায় সে কী অধিকার নিয়ে এসেছে যে আলস্যে জীবন কাটিয়ে দেবে? অবশ্য সত্য, সে জন্মেছে উলঙ্গ হয়ে কোনো কিছুর যোগ্যতা না নিয়ে। ফলে এখানে যা-কিছুই সে পেয়েছে তার মালিক সে নয়, কেবল ব্যবহারকারী মাত্র। আর এ সবের হিসাব-নিকাশ তাকে দিতে হবে— সেই ভয়ঙ্কর দিনে। যে ঘৃণ্য ভোগাকাঙ্ক্ষা মানুষকে পশুতে পরিণত করে তাকে দারুণভাবে ভয় করা উচিত। কেননা, দুশমন রয়েছে ওৎ পেতে আপন ঘরেই, যেখানেই যাওয়া যাক না কেন, হামলা সংঘটিত হতে পারে। হায়, কত লোকই না বিলুপ্ত হয়েছে তার আপন কামনার শিকার হয়ে ! এই কামনার কারণেই এসেছিলো মহাপ্লাবন, আল্লাহ্‌র করুণা হতে বঞ্চিত হয়ে গোটা দুনিয়া বিলুপ্ত হয়েছিলো, কেবল নবী নূহ ও তাঁর তিরাশিজন সঙ্গী-সাথী ছাড়া।"

"এই কামনার কারণেই তিনটি দুষ্ট নগরী গজবে ধ্বংস হয়েছিলো, একমাত্র নবী লুত ও তাঁর দুইজন সন্তান ছাড়া।"

"কামনার আতিশয্যেই বনি আমিনের গোত্র পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো। আর আমি অবশ্যই তোমাদের বলছি, কামনার বশবর্তী হয়ে কত শত জনতা যে ধ্বংস হয়েছে যদি তার বিবরণ দিতে থাকি, মাত্র পাঁচটি দিনের এই সময়-সীমায় তা কুলাবার নয়।"

জেম্‌স্ আরয করলেন, "হুজুর ! কামনা বলতে আমরা কী বুঝবো ?"

ঈসা বললেন, "কামনা হলো রাশহীন প্রেমাসক্তির রূপ, যা চিত্তের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে যুক্তি ও ভক্তির বাঁধনটুকু ছিন্ন করে দেয়, ফলে মানুষ নিজেকে না জেনে এমন কিছুর প্রতি আসক্ত হয় যার প্রতি বিরূপ হওয়াই ছিলো তার পক্ষে একান্ত সমীচীন। বিশ্বাস করো, যখন কেউ কারও প্রতি আকৃষ্ট হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যার প্রতি বৈধতা দেওয়া হয়নি, যে— আল্লাহ্‌ই সকল কিছুর মালিক, সে ব্যভিচারীতে পরিণত হয়ে যায়। কেননা, যে— আত্মা হরদম তার স্রষ্টা আল্লাহ্‌র সঙ্গে তা'লুকাত রাখবে সে তুচ্ছ সৃষ্টির মায়ায় জড়িয়ে পড়েছে। আর তাই আল্লাহ্ নবী-ইসাইয়ার

www.amarboi.org

কণ্ঠে আফসোস-বাক্য প্রচার করছেন এই মর্মে ঃ 'তুমি তো বহু প্রেমিকের সাথে ব্যভিচার করে বেড়ালে হে বান্দা, এইবার আমার দিকে ফিরে এসো, তোমাকে গ্রহণ করা হবে।'

"যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব, যাঁর মোকাবেলায় আমার আত্মা নতশিরে দণ্ডায়মান, যদি মানুষের অন্তরে কামনা সংগুপ্ত না থাকতো তবে সে বাইরের ফাঁদে আটকা পড়তো না ; কেননা, শিকড় উপড়ে ফেললে গাছ দ্রুত মরে যায়।"

"মানুষ তাই তার সেই স্ত্রীকে নিয়েই সন্তুষ্ট হোক যাকে তার জন্য তার স্রষ্টা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং, অন্য নারীর মোহ হতে সে নিজেকে মুক্ত করুক।"

আন্দ্র প্রশ্ন করলেন, "কি করে মানুষ অন্য নারীদের ভুলে থাকবে যখন সে যে-নগরে বাস করে সেখানে এত সংখ্যাহীন নারী সমাগম হয়ে থাকে?"

ঈসা জবাব দিলেন, "ওহে আন্দ্র ! অবশ্যই সত্য যে, যে-ব্যক্তি যে-নগরবাসী সেই জনপদ তার ক্ষতি সাধনই করবে, কোনো নগর হলো এমন চুষনি সদৃশ, যা যাবতীয় পাপকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে থাকে প্রতিনিয়ত।"

১১৬। চোখের জ্বেনা ঃ

"একজন সৈনিক যেমন শত্রুবেষ্টিত কোনো দুর্গে অবস্থান করে ঠেকিয়ে রাখে প্রতিটি হামলা এবং প্রতিনিয়ত আশংকা করে জনপদবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা, ঠিক তেমনি কেউ যদি বসবাস করে কোনো শহরে, তাকেও অনুরূপ হুঁশিয়ার হয়েই থাকতে হয়। তা সত্ত্বেও, আমি বলছি প্রত্যেক পাপের বাহ্যিক প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে তাকে এবং ইন্দ্রিয়াসক্তিকে ভয় করতে হবে এজন্যে যে এর অদম্য আসক্তি রয়েছে সকল নাজায়েয কর্মের প্রতি। কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করবে কীভাবে— যদি তার দুটি চক্ষু সংযত না করে, যা সকল কামজ পাপের উৎস? যেহেতু আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, যাঁর মোকাবেলায় আমার আত্মা দন্ডায়মান, যে-ব্যক্তি চক্ষুহীন তার নিরাপত্তা সুরক্ষিত ; সে যদি শাস্তি পায়ও তবে তার মাত্রা হবে তিন, আর চক্ষুষ্মান ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর মাত্রা হবে সাত।"

"নবী এলিজার কালের কথা ; এলিজা একজন অন্ধ লোককে রোরুদ্যমান অবস্থায় দেখলেন, এমনিতে তার অবস্থা ভালোই ; তিনি শুধালেন, 'কেন রোদন করছো, হে ভাইটি আমার ?'— অন্ধ ব্যক্তি উত্তর দিলেন, 'আমি কাঁদছি কারণ, আমি দেখতে পারছি না এলিজাকে, আল্লাহর নবীকে, আল্লাহ্‌র পবিত্র বান্দাকে।'

"এলিজা তখন তাঁকে তিরস্কার করলেন ; বললেন , 'কান্না থামাও, ওহে মরদ, কেননা, কেঁদে কেঁদে তুমি গোনাহগার বনে যাচ্ছো।' অন্ধ ব্যক্তি বললেন, 'বলুন তবে, আল্লাহ্‌র পবিত্র নবীকে অবলোকন করা কি পাপ, যিনি মুর্দাকে জিন্দা করছেন

www.amarboi.org

আর আসমান হতে বর্ষণ করছেন অগ্নিবান ?'

"এলিজা বললেন, 'তুমি ঠিক বলছো না হে, কারণ এলিজার কোনো ক্ষমতা নেই সে-সব করার যা তুমি বলছো, কেননা, সেও তোমার মতই মানুষ মাত্র। আর দুনিয়ার তামাম মানুষ মিলেও একটি মাছি সৃষ্টি সাধনে সক্ষম নয়।'

"অন্ধ ব্যক্তি বললেন, 'হেই মিঞা, তুমি এসব বলছো এজন্য যে এলিজা তোমাকে বকেছেন তোমার কোনো পাপের জন্য, সে কারণেই তুমি তাকে ঘৃণা করছো।'

"এলিজা বললেন, 'তুমি যা বলছো তা আল্লাহ্ দয়া করে কবুল করুন, কারণ, হে আমার ভাই, যদি আমি এলিজাকে ঘৃণা করতে পারতাম তবে ভালোবাসতে পারতাম আল্লাহ্কে, আর যতই এলিজাকে ঘৃণা করতে পারতাম তবে ভালোবাসতে পারতাম আমার আল্লাহ্কে।'

"এসব কথায় অন্ধ ব্যক্তি দারুণভাবে ক্ষেপে গেলেন এবং বললেন, 'দোহাই আল্লাহ্র, তুমি একটি নাদান লোক ! আল্লাহ্র নবীদের ঘৃণা করে কেউ আল্লাহ্কে ভালোবাসতে পারে কি? যাও এখান থেকে। কারণ, তোমার আর কোনো কথাই আমি শুনতে আগ্রহী নই।'

"এলিজা বললেন, 'ভাই, তবে চিন্তা করে দেখ চর্মচক্ষে দেখতে চাওয়া কত মন্দ কাজ। কারণ তুমি দৃষ্টিশক্তি কামনা করছো এলিজাকে দেখার জন্য কিন্তু ঘৃণা করছো তাকে অন্তর দিয়ে।'

"অন্ধ ব্যক্তি বললেন, 'যাও, যাও! তুমি সাক্ষাৎ শয়তান বটে, আল্লাহ্র পাক বান্দার বিরুদ্ধে তুমি আমাকে পাপে প্রবৃত্ত করছো।'

"এলিজা তখন হাহাকার করলেন এবং সাশ্রুনয়নে বললেন, 'তুমি সত্যই বলেছো ভাই! কেননা আমার এ মরদেহ যা তুমি দেখতে আগ্রহী হয়েছো আমাকে আল্লাহ হতে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।'

"অন্ধ ব্যক্তি বললেন, 'তোমাকে দেখতে চাই না আমি, না-না, আমার চোখ থাকলেও তোমাকে না দেখার জন্য আমি তা বন্ধ করতাম।'

"এলিজা তখন বললেন, 'জানো হে ভাই, আমিই এলিজা।'

"অন্ধ ব্যক্তি বললেন, 'তুমি সত্য কথা বলছো না।'

"এলিজার সাহাবিগণ তখন বললেন, 'ভাই ! নিশ্চয়ই ইনি আল্লাহর নবী এলিজা!'

'তাহলে তাঁকে বলতে হবে,' অন্ধ ব্যক্তি বললেন, 'যদি তিনি নবীই হন, আমি কোনো, বংশোদ্ভূত এবং কি ভাবে আমি হলাম অন্ধ?'

১১৭। এলিজা ও অন্ধ ব্যক্তি ঃ

এলিজা উত্তর দিলেন, 'তুমি লেভির বংশধর ; আর যেহেতু তুমি আল্লাহর ঘরে

www.amarboi.org

প্রবেশ করা কালে লোভাতুর চোখে একজন মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলে, সেটি ছিলো একটি পবিত্র স্থান তাই আমাদের আল্লাহ্ তোমার দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিলেন।'

"অন্ধ ব্যক্তি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহর পবিত্র নবী, আপনার সংগে কথা বলতে গিয়ে আমি পাপী হয়ে গেছি ; যদি আমি আপনাকে অবলোকন করতে পারতাম তবে নিশ্চয়ই গোনাহগার হতাম না।'

"এলিজা বললেন, 'আমাদের আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন হে ভাই, তবে আমার বেলায় বলতে পারি তুমি হক কথাই বলেছো, কেননা আমি নিজেকে যতই ঘৃণা করি ততই বেশী করে আল্লাহকে ভালোবাসতে পারি, আর যদি তুমি আমাকে দেখতেই পেতে তবে তোমার অভিমত গোপন রাখতে অবশ্যই ; যা আল্লাহ্র কাছে পছন্দসই ছিলো না। কেননা, এলিজা নয় বরং আল্লাহই তোমার স্রষ্টা ; আর তোমার বিষয়টি যে সূত্রে জড়িত তাতে আমিই শয়তান।' এলিজা ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, 'কেননা, আমি তোমার স্রষ্টা ও তোমার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছি। কাঁদো, কাঁদো রে ভাই, কেননা, তোমার সে আলো নেই, যা দিয়ে মিথ্যায় মধ্য হতে সত্যকে অবলোকন করবে ; কেননা, যদি তা থাকতোই তবে তুমি কখনোই আমার হেদায়েতকে উপেক্ষা করতে পারতে না। এ-জন্যই তোমাকে বলছি আমি, অনেকেই আমাকে দেখতে চায় এবং দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসে দেখার জন্য, কিন্তু তারা আমার কথা পছন্দ করে না। এ-জন্যই উত্তম হতো ওদের বেলায় তাদের নাজাত লাভের জন্য যদি তারা হতো দৃষ্টিহীন। কেননা, সৃষ্ট জীবের দিকে তাকিয়ে অভিভূত হচ্ছে তারা, তা সে যে-ই হোক না কেন, আর আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের মাঝে কোনো মজা খুঁজে পাচ্ছে না, যেন তারা হৃদয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছে আর ভুলে গেছে স্বয়ং আল্লাহকে।'

ঈসা শোকার্ত কণ্ঠে তখন বললেন, "তোমরা কি বুঝতে পেরেছো যেসব কথা এলিজা বলেছিলেন?"

শিষ্যগণ উত্তর দিলেন, "সত্যেই আমরা অনুধাবন করলাম, আর আমাদের এই রকম বোধোদয় হলো যে এই দুনিয়ার বুকে তেমন লোক খুব কমই আছে যে মুশরিক নয়।"

১১৮। চোখের পর্দা ঃ

তখন ঈসা বললেন, "তোমরা সত্য কথাই বলেছো, কেননা এখন বনি-ইসরাইল আগ্রহান্বিত হয়েছে তার হৃদয়ে যে পৌত্তলিকতা আছে তারই প্রতিষ্ঠার জন্য আর আমাকে সাজিয়েছে আল্লাহ্-পাকের অবতার রূপে ; এদের অনেকেই আমার হেদায়েতকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে ; আর বলছে আমি সারা ইয়াহূদার বাদশাহ

www.amarboi.org

বলতে পারি, যদি আমি নিজেকে খোদা বলে স্বীকার করি, কিন্তু আমি নাকি মরুস্থলীতে দারিদ্র্যপীড়িত হয়ে থাকতে পাগলের মত ইচ্ছুক হয়েছি এবং রাজপুরুষদের মাঝে অব্যাহত আয়েশীর জীবন আমার পছন্দের নয়। ওরে ভাগ্যাহত জনতা, মাছি ও পিঁপড়ার যোগ্য অগ্নিশিখাকে ওরা পছন্দ করে কিন্তু ফেরেশতা ও নবী এবং আল্লাহ্‌র পবিত্র বান্দাদের যোগ্য নূরকে ওরা করে ঘৃণা।"

"আর যদি চোখের পর্দাই না থাকে হে আঁন্দ্রু ! আমি তোমায় বলছি, তবে কামনার গহ্বরে মুখ থুবড়ে পড়া থেকে রক্ষা নেই। যে জন্য নবী জেরেমিয়া প্রবল উচ্ছ্বাস সহকারে ক্রন্দন করে সত্যই বলছেন, 'আমার চক্ষুদ্বয়ই চোর যে আমার আত্মাকে লুণ্ঠন করছেন।' এ-জন্যই আমাদের পিতা দাউদ আমাদের মা'বুদ আল্লাহর দরবারে প্রচুর আকুতি সহ মোনাজাত করছেন যেন তাঁর চোখ দুটি নির্বাপিত হয় আর তাঁর চোখ দিয়ে তিনি তাঁর অহংকার দেখতে না পান। আর সত্যই যাবতীয় নশ্বর বস্তুই তো নিরর্থক। আমাকে বলো দেখি, যদি কারো দুটি পয়সাই মাত্র থাকে তার খাদ্য কেনার জন্য সে কি তা দিয়ে গঞ্জিকা ক্রয় করবে? নিশ্চয়ই নয়, কেননা, সে দেখবে ধুমপানে তার চোখের ক্ষতি হয় এবং এতে তার দেহকে টিকিয়ে রাখা যায় না। এ-সত্ত্বেও মানুষ তার অভিলাষ পূর্ণ করে, তবে তার বাহ্য ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার স্রষ্টা আল্লাহকে জানার জন্যই তাকে প্রয়াস চালাতে হবে এবং তাঁর সানন্দ সদিচ্ছা কি তা জানতে হবে, আর সৃষ্ট জীবকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করা কোনা ক্রমেই ঠিক নয়, এতেই সে হারিয়ে ফেলে তার আপন স্রষ্টাকে।"

১১৯। অসার বাক্যালাপের মন্দভাব ঃ

"কেননা অবশ্যই মানুষ যখন কোনো বস্তুর দিকে তাকায় আর ভুলে যায় তার আল্লাহ্‌কে, যিনি এ-বস্তুর স্রষ্টা, সে-ই তো মজে পাপে। কারণ, তোমার কোনো বন্ধু যখন কোনো বস্তু উপহার দেয় তাকে স্মরণ করার জন্য, আর যদি তুমি তা বিক্রি করে দাও এবং ভুলে যাও তোমার বন্ধুকে, তুমি তোমার বন্ধুর বিরুদ্ধে অপরাধ করে বসলে। আর মানুষও তাই করে বসে, কেননা যখন সে সৃষ্টির দিকে তাকায় আর ভুলে যায় তার স্রষ্টাকে যিনি মানুষকে ভালোবেসে এরূপ সৃজনের কাজ করেছেন, সে তার স্রষ্টা আল্লাহর বিরুদ্ধে অপরাধ করে বসে, নাফরমানির অপরাধ।"

"অতএব যদি কেউ কোনো নারীকে দেখে ভুলে যায় তার আল্লাহকে, যিনি নরের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন নারীকে, সে তখন তার প্রতি আসক্ত হবে এবং তাকে কামনা করতে থাকবে। এবং তার এই কামনা এমন মাত্রা অতিক্রম করবে যে সে সকল কমনীয় নারীর প্রতিই আসক্তি বোধ করবে, আর তা থেকেই উদ্ভুত হবে সেই পাপ যার উল্লেখ মাত্রই লজ্জাকর। আর যদি মানুষ তার চোখের ওপর

www.amarboi.org

পর্দা প্রয়োগ করে, সে হবে তখন জিতেন্দ্রিয়, তার ইন্দ্রিয় তখন আর তা চাইতে পারবে না যা তাকে দেওয়া হয়নি। আর তাতেই তার জৈবিকতা তার আত্মার নিয়ন্ত্রণ মানতে হবে বাধ্য। কেননা, বায়ুর তাড়না ছাড়া যেমন জাহাজ চলতে পারে না তেমনি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া দেহও কোনো পাপে লিপ্ত হতে পারে না।"

"তাই অনুতাপকারীর জন্য এটাই দরকার যে সে গল্প-গুজবকে সালাতে রূপান্তরিত করবে, যদিও তা আল্লাহ্‌র কোনো হুকুম নয়, তবু যৌক্তিকতা তাই নির্দেশ করে। কেননা, প্রত্যেক অলস বাক্যে মানুষ গোনাহগার হয় আর সালাতের যৌক্তিকতায় আল্লাহ তার সে গোনাহ মুছে ফেলেন। কেননা, সেই সালাত তার রূহের উকীল সদৃশ ; সালাত তার আত্মার অনুপান; সালাত তার আত্মার পাহারাদার; সালাত ধর্মের বর্ম ; সালাত ইন্দ্রিয়ের লাগাম, সালাত হলো রক্ত-মাংসের নুণ যা তাকে পাপের সংক্রমণ হতে রক্ষা করে। আমি বলছি তোমাদের, সালাত হলো আমাদের জিন্দেগীর বাহুসদৃশ, যা সালাত-আদায়কারী ব্যক্তিকে হাশরের দিন আপন বেষ্টনিতে রক্ষা করবে ; কেননা, এ তার আত্মাকে এ-দুনিয়ার বুকে পাপ-স্পর্শ হতে বাঁচিয়ে রাখে এবং তার হৃদয়কে কুবাসনার হাত থেকে মুক্ত রাখে ; আল্লাহর হুকুম আহকামের গন্ডিতে আবদ্ধ রাখে, তার ইন্দ্রিয়কে এবং শয়তানকে করে প্রতিরোধ, আর তাতে তার জৈবিক সত্তা সঠিক আচরণ করে; আল্লাহর কাছ থেকে যা পায় সে তাই প্রার্থনা করে।"

"যেহেতু আল্লাহ্-পাক চিরঞ্জীব যাঁর হুজুরে আমরা বিদ্যমান, সালাতবিহীন ব্যক্তি বোবা-লোকের চেয়ে উত্তম নয় যে সুপারিশ করছে নিজের জন্য অপর অন্ধ ব্যক্তির সমীপে। বরং যেন মলম লাগানো ছাড়া ভগন্দর আরোগ্য সম্ভব ; ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে হামলা প্রতিরোধ করা সম্ভব ; অস্ত্র ছাড়া অন্যকে আক্রমণ করাও সম্ভব; বৈঠা ছাড়া তরী-বাওয়া সম্ভব ; লবণ ছাড়া মাংস রক্ষা করা তার চেয়ে বেশী সম্ভব। কেননা, অবশ্যই যার হাত নেই সে কিছু গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। যদি মানুষ গোবরকে সোনায় এবং মাটিকে চিনিতে রূপান্তরিত করতে পারতো তবে সে কি করতো?"

এই রূপ বলে ঈসা নিশ্চুপ হওয়ায় শিষ্যগণ বললেন, "তখন কোনো লোকই সোনা এবং চিনি বানানোর কাজ ছাড়া অন্য কিছুই করতো না।"

ঈসা তখন বললেন, "তাহলে কেন এখন গল্পগুজবকে লোকেরা সালাতে রূপান্তরিত করছে না? আয়ু কি দেওয়া হয়েছে মানুষকে ঘটনাক্রমে তার খোদার বিরুদ্ধাচারণ করার জন্যই? কেননা, রাজা কি প্রজাদের কাছে নগর হস্তান্তর করেন তার বিপক্ষে যুদ্ধে নামার জন্য ? যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব, যদি মানুষ জানতো অসার বাক্যে তার আত্মার কী রূপান্তর হয় তবে সে কথা বলার চেয়ে তক্ষুনি তার

www.amarboi.org

জিহ্বাটিকে দাঁতে দাঁত চেপে দ্বিখন্ডিত করতো। রে মন্দ দুনিয়া ! কেননা আজকাল মানুষ জামাতে সালাত আদায়ের জন্য জড়ো হয় না, বরং মসজিদের চত্বরে, খোদ মসজিদের ভেতরেও শয়তান অসার বাক্যালাপের মোচ্ছব জমিয়ে দেয় ; আর তা এতই মন্দ যে সকল বিষয়ের মাঝে আমি শরমে নত হওয়া ছাড়া এ-প্রসংগে কিছুই বলতে পারি না।"

১২০। অসার বাক্যালাপের বদলে সালাত ঃ

"অসার কথাবার্তার ফলশ্রুতি এই, তা বুদ্ধিবৃত্তিকে দুর্বল করে দেয় এমনভাবে যে তা আর সত্য লাভে তৎপর হয় না। যেমন কোনো ঘোড়া সামান্য কার্পাসের গাটরি বহনে অভ্যস্ত হয়ে গেলে স্তূপীকৃত পাথরের বোঝা বইতে আর সক্ষম হয়ে ওঠে না।"

"তবে সবচেয়ে অধম সেই ব্যক্তি যে রঙ্গরসে তার সময় ব্যয় করে ফেলে। সে যখন সালাত আদায়ে ইচ্ছুক হয় তখন শয়তান তার চিত্তে সেই রঙ্গরসের কথা জাগিয়ে দেয় এমনভাবে যে যখন, আল্লাহ্— পাকের দয়া আকর্ষণের জন্য এবং তাঁর ক্ষমা লাভের জন্য তার বেকারার হওয়া উচিত তখন হাস্যরসের চিন্তায় সে আল্লাহ্র গযবে নিপতিত হয়, তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য তখন নাকচ করে দেওয়া হয় এবং প্রদান করা হয় শাস্তি।"

"অতএব হতাশা সেই সব লোকের জন্য, যারা বেহুদা কথা বলে ও রসিকতায় মজে থাকে। আবার যারা বাজে বকে এবং রঙ্গরস করে তাদের প্রতি যদি এতই বিমুখ হন আমাদের আল্লাহ্ তবে প্রতিবেশীর নিন্দা গায় ও গীবৎ করে যারা তাদের তিনি কী চোখে দেখেন এবং, পাপই যাদের পেশা সেই সব লোকের দশা কী চূড়ান্ত-রূপী হবে তাঁর বিধানে? রে নাপাক দুনিয়া, তোর প্রতি আল্লাহ্র শাস্তির রূপ কেমন হবে তা ভেবে কুল পাচ্ছি না আমি। অতএব, যে আনুতাপকারী, আমি বলছি, সোনার দামেই তার কথা খরচ করা উচিত।"

তাঁর শিষ্যগণ প্রশ্ন করলেন, "সোনার দামে মানুষের কথা কে কিনতে যাবে এখন? নিশ্চয়ই তেমন কেউ নেই। আর সে অবস্থায় সে অনুতাপ করবেই বা কি করে? এটাই নিশ্চিত যে সে ভোগাকাঙ্খী হয়ে উঠবে।"

ঈসা বললেন, "তোমদের ক্বাল্‌ব্ এতই জমাট যে আমি তা উদ্বুদ্ধ করতে পারছি না। তাই প্রত্যেক শব্দের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে আমি এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেই। তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো যে তিনি তাঁর রহস্যসমূহ অনুধাবন করার সুযোগ তোমাদের করে দিয়েছেন। আমি একথা বলিনি যে অনুতাপকারী তার কথা বিক্রি করবে, আমি বলেছি যখন সে কথা বলে যেন ভেবে

www.amarboi.org

নেয় সে সোনা বিলিয়ে দিচ্ছে। কেননা, বাস্তবিক তাই করা হলে সোনা যেরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যয় হয় তেমনি যখন কথা বলবে প্রয়োজনীয় বিষয়েই তা বলবে। আর কেউ এমন কিছুতে সোনা খরচ করে না যা তার শরীরের জন্য ক্ষতিকর, তেমনি কিছুতে বাক্য ব্যয় করা উচিত নয় যা তার আত্মার পক্ষে নাশকতামূলক।"

১২১। কথার দায়িত্ব ঃ

"যখন কোনো কয়েদীকে ফৌজদার গ্রেপ্তার করেন এবং তার জেরা শুরু করেন, যখন দলিলরক্ষক তার মোকদ্দমার বিবরণ লিখতে থাকেন, আমাকে বলো, লোকটি তখন কীভাবে কথা বলবে?"

শিষ্যগণ বললেন, "সে তখন সন্ত্রস্ত হয়ে কথা বলবে এবং আসল কথার উত্তর দেবে যাতে তার সম্পর্কে সন্দেহ না জাগে এবং সে খুব সচেতন থাকবে যাতে ফৌজদার অসন্তুষ্ট না হন বরং, এমন কিছু বলার প্রয়াস পাবে যাতে তার মুক্তি তরান্বিত হয়।"

তখন ঈসা বললেন, "অনুতাপকারীরও ঠিক তাই করা উচিত যাতে তার আত্মাকে সে হারিয়ে না ফেলে। কেননা, আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তির সংগে দু'জন ফেরেশতাকে দলিলরক্ষক হিসাবে মোতায়েন করে রেখেছেন, যাদের একজন সৎকর্ম ও অপর জন তার কৃত মন্দকর্ম লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন। তাই যদি কেউ ক্ষমা প্রত্যাশী হয় তবে যেভাবে ওজন করা হয় সোনার, তার চেয়ে যেন বেশী ওজন করে সে তার কথার।"

১২২। ধনলিপ্সার মন্দ ক্রিয়া ঃ

"আর ধন-সঞ্চয়ের লিপ্সাকে রূপান্তরিত করতে হবে দান-খয়রাতের দিকে। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি, ওলনের যেরূপ নিজ কেন্দ্র পর্যন্তই সীমা তেমনি অর্থগৃধ্নুর শেষ সীমা হলো দোযখ, কেননা, অর্থগৃধ্নুর পক্ষে বেহেশতের কিছু লাভ করা সম্ভব নয়। তোমরা জানো তা কি জন্য? আমি তা বলছি তোমাদের। যেহেতু আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, যাঁর গোচরে আমার আত্মা দন্ডায়মান,—অর্থগৃধ্নু যদি সংযতবাকও হয়, তবু তার কাজকর্ম বাৎলে দেয় ঃ 'আমি ছাড়া আর কোনো প্রভু নাই।' যতটা সম্ভব, তার যা আছে সেটুকু তার নিজের আনন্দের জন্যই ব্যয় করতে ইচ্ছুক সে, তার সূচনা ও পরিণতির কথা চিন্তা না করেই অর্থাৎ ন্যাংটা হয়ে তার জন্ম এবং তাকে যে মরতে হবে সব কিছু পরিত্যাগ করে— সেই কথাই।"

"বলো আমাকে এখন ; যদি হেরোদ তোমাকে কোনো বাগিচার অধিকার দান করেন আর তুমি এর মালিকানায় ইচ্ছুক হও, হেরোদ সমীপে যদি কোনো ফসল না পাঠাও ; আর যখন হেরোদ ফল নেয়ার জন্য লোক পাঠান তাকে তুমি হাঁকিয়ে

www.amarboi.org

দাও, বলো আমাকে, তুমি কি নিজেকে বাগিচার বাদশাহ্ বানিয়ে বসলে না? অবশ্যই তাই। এখন তোমাদের বলছি আমি, অর্থগৃধ্নু নিজেকে বাদশাহ বানিয়ে নেয় সেই ধনের ওপর যা তাকে দান করেছেন আল্লাহ্ পাক।"

"অর্থলিপ্সা ইন্দ্রিয়পরায়ণতার এমন এক আসক্তি যা ভোগবাদ-সর্বস্বতায় ক্রমাগত পাপাসক্তিতে হারিয়ে ফেলেছে তার স্রষ্টাকে, আর স্রষ্টার মাঝে আনন্দলাভে ব্যর্থ হওয়ায় যে-স্রষ্টা এ-থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন ; সে দুনিয়ার সরঞ্জাম দিয়ে নিজের চারপাশ ভরে রেখেছে এবং এতেই আছে তার কল্যাণ বলে ভাবছে, আর তার যতই স্ফীতি ঘটছে ততই আল্লাহ্ হতে তার বঞ্চিত ভাব সে প্রত্যক্ষ করতে পারছে।"

"আর তাই গোনাহ্গারের তওবা হয় আল্লাহ্র তরফ থেকেই, যিনি অনুশোচনা করার বর তাকে দান করেন। যেমন আমাদের পিতা দাউদ বলেছিলেন, 'এই পরিবর্তন আল্লাহ পাকের দক্ষিণ হস্তের দান স্বরূপ আগত।'

"এটাও আবশ্যক যে আমি তোমাদের বলি মানুষের প্রকৃতি কি-রূপ, যদি তোমাদের জানতে হয় কিভাবে তওবার প্রক্রিয়া হবে সম্পন্ন। আর আজ তাই এসো আমরা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করি যিনি আমাদের ওপর বরকত ঢেলে দিয়েছেন ফলে তাঁর ইচ্ছা আমার বাক্য রূপে প্রকাশ লাভ করছে।"

অতঃপর তিনি মোনাজাত করে দুহাত ঊর্ধ্বে তুলে বলতে লাগলেন, "মা'বুদ আল্লাহ! সর্বশক্তিমান এবং দয়াময়, যিনি আপন মেহেরবানিতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, ইনসানের মর্যাদায় ; তোমারই দাস রূপে, তোমার সত্যময় রাসূলের ধর্ম সহযোগে, আমরা তোমার এই নেয়ামতসমূহের জন্য শুকরিয়া আদায় করি, আর আমরা ইচ্ছুক আমাদের জীবনের দিবসগুলিতে আমরা তোমারই ইবাদত করি, আমাদের পাপ মোচনের জন্য হাহাকার করি, সালাত কায়েম করি এবং দান-খায়রাতে প্রবৃত্ত হই ; রোযা রেখে, তোমার কালাম পাঠ করে এবং, যারা তোমার শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের হেদায়েত করে, তোমার প্রেমে দুনিয়ার নির্যাতন ভোগ করে এবং, তোমার সেবায় আমাদের জীবনকে মৃত্যুতে উৎসর্গ করে। ওগো মালিক, আমাদের তুমি শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করো এবং দুনিয়াদারি ও কামনা-বাসনার হাত থেকে। যেমন তুমি তোমার নিজের খাতিরে তোমার প্রিয় বান্দাদের রক্ষা করো এবং, তোমার রাসূলের মহব্বতে, যাঁর নিমিত্ত আমাদের সকলকে তুমি সৃষ্টি করেছো এবং তোমার সকল পবিত্র বান্দা ও নবীদের ওসিলায়।"

শিষ্যগণ বলতে থাকলেন, "আমীন ,আমীন, মা'বুদ আমীন, ওগো আমাদের দয়াময় আল্লাহ।"

www.amarboi.org

১২৩। মানুষের গঠন ঃ

যখন দিনের সূচনা হলো, এটি ছিলো শুক্রবার সকাল, ভোর বেলা। সালাত আদায় করে ঈসা শিষ্যদের জড়ো করে বললেন, "এসো আমরা বসি, কেননা এই সেই দিবসেই আল্লাহ্ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন পৃথিবীর কাদামাটি দিয়ে, তাই আমিও তোমাদের বলবো আসলে মানুষ কি, যদি আল্লাহ-পাকের মর্জি হয়।"

যখন সকলে উপবিষ্ট হলেন, ঈসা পুনরায় বললেন, "আমাদের আল্লাহ, তাঁর সৃষ্টিলোকের সামনে নিজ কল্যাণ, করুণা ও সর্বশক্তিমত্তা প্রদশনের জন্য, ন্যায়াদর্শ ও ঔদার্যের সংগে আমাদের পরস্পরবিরোধী চারটি উপাদান একত্রিত করলেন এবং মিলিত করলেন এক চূড়ান্ত গঠনের দিকে যা হলো মানুষ; আর উপাদান-চতুষ্টয় হলো ক্ষিতি-অপ-তেজ ও মরুৎ ; এজন্য যে প্রত্যেকেই এর বিপরীতকে যেন প্রশমিত করতে সক্ষম হয়। আর এই চতুর্ভূত দিয়ে গড়েছেন একটি আধার যা হলো মনুষ্যদেহ যা রক্ত, মাংস-হাড়-মজ্জা সম্বলিত ও চর্মবেষ্টিত, শিরা-স্নায়ু বাহিত, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি সন্নিবেশিত; যার মাঝে আল্লাহ-পাক রূহ এবং ইন্দ্রিয় মোতায়েন করে দিয়েছেন; মানবজীবনের দু'টি সক্রিয় চেতনা রূপে, দেহের সারা অংশে ইন্দ্রিয়কে বিদ্যমান করেছেন, যেন তা তেলের মত এর সমস্ত কিছুকে রসায়িত করে রাখে। আর রূহের নিবাস স্থির করেছেন ক্বালবের মাঝে, যেখানে সে ইন্দ্রিয়ের সংগে মিলিত হয়ে গোটা জীবনকে করতে পারে শাসন।"

"আল্লাহ এই রূপে মানবসৃষ্টির পর তাকে রাখলেন একটি আলোকমন্ডলের মাঝে যার নাম যৌক্তিকতা ; যা দেহ, ইন্দ্রিয় ও আত্মাকে মিলিত করবে একটি চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে— আল্লাহর ইবাদতের জন্য সক্রিয় থাকাই হবে যার উদ্দেশ্য।"

"অতঃপর যখন তিনি তাঁর এই সৃষ্টিকে বেহেশতে বসবাস করতে দিলেন, আর শয়তানের ওয়াসওয়াসায় যখন যুক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রলুব্ধ হলো, দেহ হারিয়ে ফেললো তার স্বস্তি, ইন্দ্রিয় জীবন্ত থাকে যে স্ফূর্তিতে, হারিয়ে ফেললো তা, আর আত্মা হারিয়ে ফেললো তার সৌন্দর্য।"

"মানুষ এই দশায় উপনীত হলে যে— ইন্দ্রিয় শ্রমবিমুখ, যুক্তি শাসিত না হয়ে যে খোঁজে কেবল রূপের আলো, চোখ যে আলো দেখায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তারই পানে; আর যে— চোখ সে-হালতে দেখে কেবল অসার বস্তু, আর আত্মপ্রবঞ্চিত করে নিজেকে, আর তাতেই পার্থিব দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে লিপ্ত হয়ে যায় গোনাহ্য়।"

"এ জন্য আল্লাহ পাকের করুণায় মানুষের যুক্তিবোধে আলোকিত হওয়া প্রয়োজন নতুনভাবে, যেন সে কু থেকে সু-কে চিনে নিয়ে সত্য আনন্দ লাভ করে এবং সে,

www.amarboi.org

জ্ঞানের বলে অহংকারী থেকে অনুতাপকারীতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। এই কারণে আমি তোমাদের অবশ্যই বলছি যে যদি আমাদের মা'বুদ আল্লাহ মানুষের হৃদয়কে আলোকিত না করেন, তবে মানুষের যুক্তিবিদ্যার কোনো সার্থকতাই নেই।"

যোহন আরয করলেন, "উপদেশ-বাক্যে তবে মানুষের কি লাভ হয়?"

ঈসা বললেন, "মানুষ মানুষ হিসাবে কাউকে অনুতাপকারী বানাতে পারে না, কিন্তু মানুষকে যখন আল্লাহ্ ব্যবহার করেন মাধ্যম হিসাবে তখন তার ওসিলায় হেদায়েতের কাজ হয়, যে জন্য দেখা যায় আল্লাহ আড়ালে থেকে মানুষের নাজাতের জন্য কাজ করেন ; তাই সকলের উপদেশ শোনা সমীচীন, কেননা এঁদের কারো মাধ্যমে আল্লাহ্-পাক আমাদের উদ্দেশ্যে কথা বলে থাকতে পারেন।"

জেম্‌স বললেন, "ওগো মুর্শিদ ! যদি এমন হয় যে ভন্ড নবীর প্রাদুর্ভাব ঘটে, আর মিথ্যা গুরু আমাদের নসিহত করার ভান করে, সে অবস্থায় আমাদের কী করতে হবে?"

১২৪। ভন্ড ও সত্য পীর ঃ

ঈসা একটি গল্পচ্ছলে উত্তর দিলেন, "কেউ একজন জাল নিয়ে বের হলো মাছ ধরার জন্য ; তা দিয়ে সে প্রচুর মাছ ধরলো, কিন্তু ছুড়ে মারলো সেইগুলি, যেগুলি ছিলো মন্দ।"

"একজন লোক গেল বীজ বোনার কাজে, কিন্তু ভালো জমিনে যে দানাগুলি পড়লো সেগুলিতেই অংকুরোদগম হলো।"

"এই রকম তোমাদেরও করতে হবে, শুনবে সবকিছুই কিন্তু গ্রহণ করবে কেবল সত্যটুকু, দেখা যাচ্ছে যে কেবল সত্যই অনন্ত জীবনে ফল প্রদান করে।"

আন্দ্রু তখন বললেন, "কেমন করে সত্যকে চেনা যাবেখন?"

ঈসা উত্তর দিলেন, "মুসার কিতাবের সংগে যা সঙ্গতিশীল তোমরা সেইটুকুই সত্য বলে গ্রহণ করবে ; দেখতে হবে আল্লাহ্ এক, এই সত্য অভিন্ন ; তা থেকেই নির্গত হচ্ছে অভিন্ন শরীয়ত, এবং এশরীয়তের অভিন্ন তাৎপর্য ; এবং এ কারণেই আল্লাহর দীনও অভিন্ন। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যদি মুসার কিতাবের সত্য মুছে না যেতো তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের পিতা দাউদের ওপর দ্বিতীয় গ্রন্থটি নাযিল করতেন না। আর দাউদের কিতাবে বিকৃতি ঘটানো না হলে আল্লাহ আমাকে আরেকখানি কিতাবের প্রতিশ্রুতি দান করতেন না। দেখা যাচ্ছে আমাদের মা'বুদ আল্লাহর সত্তা অভিন্ন এবং মানবজাতির প্রতি উচ্চারিত তাঁর বাণীও তাই। এই কারণেই, যখন আল্লাহর রাসুলের আবির্ভাব হবে, তিনি সেই সবকিছুই পরিচ্ছন্ন করবেন, যা দিয়ে বিকৃত করবে আমার কিতাবকেও পাপীরা।"

www.amarboi.org

এই বিবরণী-লেখক তখন প্রশ্ন করলেন, "হে মুর্শিদ ! যখন শরীয়তের বিকৃতি ঘটানো হবে এবং ভন্ড নবীরা প্রচারণা শুরু করবে তখন মানুষ কী ভাবে তার মোকাবেলা করবে?"

ঈসা জবাব দিলেন, "তোমার প্রশ্ন বড়ই গুরুতর হে বার্নাবাস ! এ-কারণেই আমি তোমাদের বলছি, তেমন সময়ে খুব কম সংখ্যক লোকেরই রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা; কেননা, দেখা যায় মানুষ বিবেচনা করে না তার গন্তব্য স্থলের কথা; তার গন্তব্য হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব যাঁর গোচরে আমার আত্মা দন্ডায়মান, প্রতিটি মতবাদ যা মানুষকে তার আসল গন্তব্য তথা আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, অত্যন্ত মন্দ মতবাদ। তাই মতবাদগুলি যাচাই করতে গিয়ে তোমরা তিনটি বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করবে, যথা ঃ আল্লাহপ্রেম, প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার এবং ঘৃণা নিজের অহং-এর প্রতি, যা আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে এবং, তা করে প্রতিনিয়ত। অতএব যে মতবাদই এই তিন বিষয়ের বিপরীতধর্মী তাকেই পরিহার করবে, কেননা তা অত্যন্ত মন্দ হতে বাধ্য।"

১২৫। ধনলিপ্সা ও দান-খয়রাত ঃ

"আমি আবার ধনলিপ্সা প্রসঙ্গে আসছি। আমি তোমাদের বলছি যে যখন ইন্দ্রিয় কোনো কিছু অর্জন করতে আগ্রহী হয় এবং তা একগুঁয়ের মতো ধরে রাখতে চায়, তখন যুক্তি তাকে অবশ্যই বলবে, 'এ-জাতীয় বিষয়ের পরিণাম নির্দিষ্ট।' এটা সুনিশ্চিত যে, যে-বিষয়ের অন্ত রয়েছে তার প্রেমে আটক হওয়া নিছক পাগলামি মাত্র। এজন্যই কারো পক্ষে সমীচীন হলো এমন কিছুকে ভালোবাসা যার কোনো অন্ত নেই।"

"তাই অর্থলিপ্সাকে দান-খয়রাতের প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা বাঞ্ছনীয়, যা অন্যায়ভাবে জমা করা হয়েছে তা ন্যায্য ভাবে বিলিয়ে দেওয়া দরকার।"

"আর তার লক্ষ্য রাখা উচিত যে তার দক্ষিণ হস্ত যা দান করছে তার বাম হস্ত যেন তা টের না পায়। কারণ কপট লোকেরা চায়, দুনিয়া দেখুক ও প্রশংসা করুক যে তারা দান-খয়রাত করছে। কিন্তু অবশ্যই এ খুবই অসার ভাবনা, কেননা দেখা যাচ্ছে যে যার জন্য লোক বেগার খাটে তার কাছ থেকেই সে মজুরি পায়। যদি এখন আল্লাহর কাছ থেকে ওরা পাওনা চায় তবে আল্লাহর কাজেই তাদের প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন।"

"লক্ষ্য করা দরকার যে যখন তুমি খয়রাত করো, তোমার ভাবা উচিত যে তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে দান করছো এবং আল্লাহর মহব্বতেই তা করছো। এ কারণেই দান বিষয়ে কুণ্ঠা করো না, আর তোমার কাছে যা শ্রেষ্ঠ তাই তুমি দাও, আল্লাহর মহাব্বতেই দাও।"

www.amarboi.org

"বলো আমাকে, তুমি কি এমন কিছু আল্লাহর কাছ থেকে কামনা করো যা মন্দ? নিশ্চয়ই নয়, ওহে ধূলিকণা ও ভস্মস্তূপ! তাহলে তোমার মাঝে এই বোধ জাগে কী করে যে তুমি আল্লাহর মহব্বতে মন্দ বস্তু খয়রাত করছো।"

"মন্দ বস্তু দেওয়ার চেয়ে কোনো কিছু না দেওয়াই বরং উত্তম ; কারণ কিছু না দিলে একটি দুনিয়াবী অজুহাত তোমার থাকতে পারে, কিন্তু মন্দ জিনিস দিয়ে আর নিজের জন্য উত্তম বস্তু রেখে দিয়ে, তোমার অজুহাত কোথায় দাঁড়াবে?"

"আর এ-সকল কিছুই তোমাদের কাছে বললাম তওবা সংক্রান্ত বিষয়ে।"

বার্নাবাসের প্রশ্ন, "তওবার স্থায়িত্বকাল কত?"

ঈসা জবাব দিলেন, "যত দিন পর্যন্ত একজন লোক গোনাহে লিপ্ত থাকে ততদিন তাকে সর্বদা অনুতাপ করতে হবে এবং তওবা করতে হবে। তাছাড়া যেহেতু মানব জীবন সর্বদাই পাপে বিজড়িত, সুতরাং তওবা করা নিত্য কর্তব্য, যে পর্যন্ত না তোমার আত্মার চেয়ে জুতার হিসাব বেশী নিয়ে থাকো, কেননা তোমার জুতা-জোড়া প্রায়ই ফেটে যায় আর তুমি সেটা মেরামত করে নাও।"

১২৬। সাগরেদের লক্ষ্য :

শিষ্যবৃন্দকে একত্রে আহ্বান করে ঈসা দুজন-দুজন করে বনি-ইসরাইলের বিভিন্ন এলাকায় তাদের পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, "তোমরা গিয়ে প্রচার করো যা আমার কাছে শুনতে পেলে।"— ওঁরা তাঁর প্রতি অবনত হলে তিনি তাঁদের মাথায় হাত রেখে উচ্চারণ করলেন, "বিসমিল্লাহ্, রুগ্নদের আরোগ্য দাও, জ্বিনগুলিকে বিতাড়ন করো, আর বনি ইসরাইলকে ছলনা থেকে রক্ষা করো সেই কথা বলে— আমি যা যা প্রধান রাব্বিকে বলেছি।"

জেমস্ য়োহন ও এই বিবরণী-লেখক ছাড়া আর সকলেই তাই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আর ওঁরা গেলেন ইয়াহুদা-রাজ্যের সর্বত্র, যে তওবার বাণী ঈসা বলে দিয়েছিলেন তাই প্রচার করে করে, প্রত্যেক ব্যাধি নিরাময় করে; এমনিভাবে যে সারা বনি ইসরাইলের মাঝে ঈসার এই দাওয়াত বদ্ধমূল হয়ে গেল যে আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই এবং ঈসা আল্লাহর নবী; বিশেষভাবে তখনি যখন তারা দেখলো যে ঈসা যেভাবে রোগ সারাতেন, এতগুলো লোক ঠিক তাই করে যাচ্ছেন।

কিন্তু ঈসাকে নির্যাতন করার আরও একটি পথ খুঁজে পেল শয়তানের বাচ্চারা, আর এঁরা হলো ইহুদীদের রাব্বি ও ভাওরাত-গুরুরা। যে-কারণে এঁরা বলতে লাগলো যে ঈসা বনি ইসরাইলের মসনদ প্রত্যাশী। কিন্তু তারা সাধারণ মানুষকে ভয় পাওয়ার কারণে গোপনে গোপনে ঈসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হলো।

www.amarboi.org

সমগ্র ইয়াহুদা-রাজ্য পরিভ্রমণ করে ভক্তবৃন্দ ঈসার সমীপে প্রত্যাবর্তন করলেন— আর তিনি তাঁদের গ্রহণ করলেন যেভাবে পিতা পুত্রদের গ্রহণ করেন সেভাবেই এবং বললেন, "বলো আমাকে কী ভাবে আমাদের মা'বুদ আল্লাহ কাজ করেছেন? নিশ্চিতই আমি অবলোকন করেছি শয়তান তোমাদের পদতলে লুটিয়ে পড়েছে এবং তোমরা ওকে দলিত করেছো যেভাবে আঙুর বাগানের মালীর পায়ের তলে পিষ্ট হয় আঙুর।"

শিষ্যগণ বললেন, "হুজুর ! আমরা অসংখ্য রোগীকে নিরোগ করেছি এবং তাড়িয়েছি বহু জ্বিন যারা মানুষের ওপর যুলুম করতো।"

ঈসা বললেন, "আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন, ভাইয়েরা আমার ! কারণ তোমরা অন্যায় করছো এইরূপ বলে 'আমরা নিরোগ করেছি', দেখা যাচ্ছে যে এ কাজগুলো আল্লাহ-ই সম্পন্ন করে দিয়েছেন।"

ওঁরা তখন বললেন, "আমরা বোকার মতই বলে ফেলেছি ; তাই আমাদের তালিম দিন, কথাবার্তা কী ভাবে বলতে হবে।"

ঈসা বললেন, "প্রত্যেক শুভ কাজের বিবরণে বলবে 'আল্লাহ সম্পন্ন করে দিয়েছেন', আর মন্দ কাজ সম্পর্কে বলবে 'আমার পাপে হয়েছে।"

"আমরা এই রকম করেই বলবো," শিষ্যগণ উত্তর দিলেন।

ঈসা তখন বললেন, "আমার হাত দিয়ে আল্লাহ যে-কাজ করাতেন, তাই এত লোকের হাত দিয়ে তিনি সম্পন্ন করছেন দেখে এখন বনি ইসরাইল কি কথা বলছে?"

শিষ্যগণ জবাব দিলেন, "তারা বলছে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই আর ঈসা আল্লাহর নবী মাত্র।"

সানন্দ বদনে ঈসা বললেন, "বরকতপূর্ণ হোক আল্লাহর পবিত্র নাম, যিনি দয়া করে নাকচ করে দেন নি তাঁর এই দাসের আকাঙ্ক্ষাকে।" তাঁর এই কথা শেষ হওয়ার পর ওঁরা বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করলেন।

১২৭। জেরুসালেমে ঈসার প্রচারণা ঃ

মরুস্থল ত্যাগ করে ঈসা জেরুসালেমে প্রবেশ করলেন আর সারা নগরবাসী তাঁকে দেখার জন্য মসজিদের দিকে ছুটে চলে আসলেন। প্রার্থনা-সঙ্গীত পাঠ করার পর তাই ঈসা সেই মিম্বরে আরোহণ করলেন, সাধারণত ঃ যেখানে কাতিবেরা দাঁড়ান; আর হাতের ইশারায় নীরবতা পালনের জন্য ইঙ্গিত করে তিনি বলতে লাগলেন, "বরকত পরিপূর্ণ হোক আল্লাহর পবিত্র নাম হে আমার ভাইয়েরা! যিনি আমাদের পয়দা করেছেন পৃথিবীর কাদামাটি দিয়ে এবং জ্বলন্ত অগ্নিশিখা দিয়ে

www.amarboi.org

নয়। কেননা, যখন আমরা গোনাহ্ করি আমরা আল্লাহ-পাকের তরফ থেকে ক্ষমা লাভ করি, যা শয়তান কখনো পাবে না। কারণ, অহংকারের মাধ্যমে সে নিজেকে শুধরানোর আওতায় রাখেনি, নিজের বিষয়ে হামেশাই বড়াই করে ফিরছে, কেননা, সে তো জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।”

“তোমরা কি শুনেছো ভাইসব! আমাদের পিতা দাউদ আল্লাহ সম্পর্কে বলেছিলেন যে তিনি স্মরণ রাখেন আমরা ধূলিকণা মাত্র আর আমাদের প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না, যে-কারণে, আমাদের ওপর তিনি করুণা বর্ষণ করেছিলেন? সৌভাগ্য তাদের যারা এ-কথাগুলি জানে ; তারা তাদের মা'বুদের বিপক্ষে কোনো অন্যায় করবে না। দেখা যায় তারা গোনাহ্ করার সঙ্গে সঙ্গেই তওবা করে, ফলে তাদের গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। হতাশা সেই সব লোকের জন্য যারা নিজেদের বড়াই করে, দোযখের জ্বলন্ত কয়লার মাঝে তারা দীর্ণ হয়ে যাবে। আমাকে বলো ভাইয়েরা ! আত্মগরিমা দেখানোর কারণ কী হতে পারে? এতে কি এই দুনিয়ায় কোনো ভাবে কোনো কল্যাণ হয় কখনো? না, অবশ্যই নয়, তাই তো আল্লাহর নবী সুলায়মান বলছেন, ‘সুর্যের নিচে এই সমুদয় কিছুই অসার বস্তু।’ কিন্তু দুনিযার সম্পদ যদি আত্মগরিমার কোনো কারণ আমাদের হৃদয়ে সঞ্চার করতে না পারে, আমাদের পরমায়ু সেই কারণ উৎপাদনে আরও কমজোর, কারণ, তা বহু দুর্দশার ভার বহন করে চলছে। উপরন্তু মানবেতর সকল জীবই আমাদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে লড়াই। হায়! কত লোক গ্রীষ্মের হর উত্তাপে প্রাণত্যাগ করেছে ; কত মারা গিয়েছে শীতের জমাট ঠাণ্ডায় ; কত লোক বজ্রাঘাতে এবং শিলাঝড়ে নিঃশেষ হয়েছে ;তুফানে কত লোক নিমজ্জিত হয়েছে সমুদ্রের তলদেশে ; মহামারীতে উজাড় হয়েছে কত মানুষ; বন্য পশু সংহার করেছে কত জীবন ; সর্প দংশন এবং খাবার সময় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরেছে কত মানুষ ! হায়রে ভাগ্যহীন মানুষ! সে নিজের আত্মগরিমা জাহির করছে কেবল অবমানিত হওয়ার জন্যই। তার চারপাশে সর্বত্র সকল জীবনই তাকে ধরার জন্য ওৎ পেতে আছে। কিন্তু আমি এই দেহ ও ইন্দ্রিয় সম্পর্কে কী বলবো যা কেবল কামনা করে অন্যায্যতা— এই দুনিয়াদারি সম্পর্কে, যার পাপমনস্কতা ছাড়া আর অন্য কিছু নেই ; আছে কেবল নষ্টামি যা শয়তানের সেবায় রত এবং যুলুম করছে তারই ওপর যে আল্লাহর বিধানানুযায়ী চলছে। এটি সুনিশ্চিত ভাইসব ! আমাদের পিতা দাউদ যে কথা বলেছেন, যদি মানুষ তার চর্মচক্ষে অনন্তকে অবলোকন করতো তবে সে নিশ্চয়ই প্রবৃত্ত হতো না পাপকর্মে।”

“নিজের হৃদয়ে নিজের মহিমা কীর্তনের অর্থই হলো আল্লাহ্ পাকের দয়া ও করুণার দরোজা রুদ্ধ করে দেওয়া, যাতে তিনি তাকে আর ক্ষমা না করেন।

www.amarboi.org

কেননা, আমাদের পিতা দাউদ বলেছেন ; আমরা যে ধুলিকণামাত্র এবং আমাদের প্রাণ নির্গত হলে আর যে ফিরে আসে না তা আল্লাহ-পাক স্মরণযোগ্য করে রেখেছেন। যে-লোকই নিজের মহিমা গায় তখন সে যে ধুলিকণা তা অস্বীকার করে, আর তাতেই সে আপন গরজ সম্পর্কে অনবহিত থাকে আর সাহায্য প্রত্যাশী হয় না। তাই আল্লাহ তার প্রতি বিমুখ হয়ে যান যিনি তার সাহায্যকারী। যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব যাঁর গোচরে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, আল্লাহ-তায়ালা শয়তানকেও ক্ষমা করতেন যদি সে তার দুর্দশা সম্পর্কে জ্ঞাত হতো এবং করুণা চাইতো তার স্রষ্টার সমীপে, যিনি শাশ্বত আশীর্বাদের আকর।"

১২৮। ফরিসী ও শরাব বিক্রেতা ঃ

"অতএব, ভাইসব, আমি একজন মানুষ, ধুলিকণা ও কাদামাটি মাত্র যে, দুনিয়ার বুকে বিচরণশীল অবস্থায় তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছে ঃ অনুতাপ করো এবং নিজের পাপসমূহকে সনাক্ত করো। আমি বলছি ভাইসব, রোমক সেনাদলের মাধ্যমে শয়তান তোমাদের প্রতারিত করেছে যখন আমাকে তোমরা বলতে লেগেছো যে আমিই খোদা। যে-কারণে, তাদের বিশ্বাস করার ব্যাপারে তোমরা সাবধান হও, দেখা গেছে যে তারা আল্লাহর অভিশাপে আটক, মিথ্যা ও অসত্য দেবদেবীর পূজায় প্রবৃত্ত রয়েছে, এমন কি আমাদের পিতা দাউদ এদের প্রতি ধিক্কার উচ্চারণ করেছেন এই বলে ঃ 'এই জাতিগুলির উপাস্য দেবতা হলো স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত, যা এরা নিজের হাতেই গড়ে, যাদের চোখ আছে কিন্তু দেখে না, কান আছে কিন্তু শোনে না, নাক আছে কিন্তু গন্ধ নেয় না, মুখ আছে কিন্তু খায় না, জিহ্বা রয়েছে কিন্তু কথা বলে না, হাত আছে তবে স্পর্শ করে না, পা আছে কিন্তু হাঁটতে পারে না। সেই হেতু আমাদের পিতা দাউদ চিরঞ্জীব আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছেন, 'এদের মতই হোক এদের নির্মাণকারীরা আর তারা, যারা এনেছে এদের প্রতি ঈমা।' হে অনুচ্চারিত ধৃষ্টতা, এই সেই ধৃষ্টতা মানুষের, যে এই মাটি হতে আল্লাহ পাকের হাতে সৃষ্ট হয়ে ভুলে যায় তার আপন অবস্থার কথা এবং যথা খুশি আল্লাহকে গড়তে চায় নিজের হাতে ! এভাবেই সে যেন আল্লাহর সঙ্গে তামাশা করে বলতে চাইছে ঃ 'আল্লাহর ইবাদত অর্থহীন।' কেননা, তাদের এই সই কর্ম এই রূপই প্রদর্শন করছে। শয়তান তোমাদেরকে এ-অবস্থানেই টেনে নামাতে চায় ভাই সব, আমিই আল্লাহ— তোমাদের মনে এই প্রতীতির জন্ম দিয়ে, যেহেতু আমি নিজে একটি মাছি পয়দা করতেও সক্ষম নই, এবং আমি প্রস্থানকারী ও নশ্বর, আমি তোমাদের মূল্যবান কিছু দিতেও সক্ষম নই; দেখা যাচ্ছে যে আমার নিজের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে সকল কিছুরই। কেমন করে তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য

www.amarboi.org

করবো সর্ব বিষয়ে, যা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষেই সম্ভব?"

"আমরা কি তবে পৌত্তলিক সম্প্রদায় ও তাদের দেবদেবীর খাতিরে উপহাস করবো আমাদের মা'বুদকে—মহান আল্লাহকে যিনি, তাঁর বাণীযোগে সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্ব-কায়েনাৎ?"

এ সময়ে ওখানে দু'জন লোক অবস্থান করছিলেন যাঁরা এসেছিলেন মসজিদে ইবাদতের উদ্দেশ্যে ; এদের একজন ছিলেন ফরিসী এবং অপরজন জনৈক শরাব বিক্রেতা। ফরিসী পবিত্র স্থানের সমীপবর্তী হয়ে তাঁর মুখ ওপরে তুলে প্রার্থনা সম্পন্ন করে বললেন, "হে আমার মা'বুদ আল্লাহ, আমি তোমাকে শুকরিয়া জানাই, কারণ আমি অন্য লোকদের মত গোনাহগার নই, যারা সব সময় নষ্টামী করছে, বিশেষ করে এই শরাবওয়ালার মত, আর রোযা রাখি সংপ্তাহে দুইদিন, আর আমার যা-কিছু আছে তার এক দশমাংশ সাদ্‌কা দেই।"

শরাব বিক্রেতা একটু দূরে থেকেই সেজদায় গিয়ে বুক থাবড়ে অবনত শিরে বলতে লাগলেন, "মা'বুদ, আমি যোগ্য নই বেহেশতের দিকে দৃষ্টিপাত করার, তোমার পবিত্র স্থানের দিকেও নয়, কারণ আমি গোনাহ্‌র একশেষ করেছি, আমার ওপর করুণা ঢেলে দাও।"

"নিশ্চয়ই আমি আপনাদের বলতে পারি ফরিসীর চেয়ে এই শরাব বিক্রেতা ভালো অবস্থায় মসজিদ থেকে নির্গত হলেন। কেননা, আমাদের আল্লাহ্ তাকে ন্যায্যতা দান করেছেন তার সকল পাপ মোচন করে। কিন্তু ফরিসী শরাব বিক্রেতার চেয়ে মন্দ দশা নিয়ে বের হয়ে গেলেন। কেননা, আমাদের আল্লাহ্ তাকে নামঞ্জুর করেছেন, তার সকল আমল প্রত্যাখ্যান করেছেন ঘৃণায়।"

১২৯। সাইমনের গৃহে ঈসা ঃ

"মানুষ যখন বাগিচা নির্মাণ করে সে অবস্থায় জঙ্গল কাটার জন্য কুঠার কি কোনো বাহাদুরি করতে পারে? অবশ্যই নয়, কেননা, মানুষই সব করেছে এবং কুঠারও বানিয়েছে সে-ই তার হাত দুটি দিয়ে।"

"আর তুমি হে মানুষ, ভালো যা হচ্ছে তার জন্য তাকাব্বুরি' করবে, অথচ স্পষ্টতই তোমাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে আর সকল শুভ কাজ তোমার মাঝে সক্রিয় থেকেই তিনি সম্পন্ন করে নিচ্ছেন।"

"আর কী কারণে অবজ্ঞা করছো তুমি তোমার প্রতিবেশীকে? তুমি কি অবগত নও যে যদি আল্লাহ্-পাক তোমাকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা না করতেন, তোমার দশা শয়তানের চেয়েও খারাপ হতে পারতো?"

"তুমি কি তাহলে জানো না যে একটি মাত্র গোনাহয় সুন্দরতম ফেরেশতাটি জঘন্য

www.amarboi.org

ইবলীসে রূপান্তরিত হলো? আর এ-দুনিয়ায় যাঁরা এসেছেন তাঁদের মাঝে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ যে-আদম তাঁকে পরিণত করলো দশাগ্রস্ত সত্তায়; তাঁর সকল সন্তান-সন্ততিসহ আমরা যে-ভোগান্তি ভোগ করছি, সেই দশার অধীন করে দিলো তাঁকে। কোন্ ডিক্রিবলে তুমি, কোনো পুণ্যফলের কারণে তুমি জীবন ভোগ করবে যথাখুশী এবং কোনো ডর-ভয় ছাড়াই? আফসোস তোমার জন্য হে কাদামাটি, কেননা, তুমি নিজেকে তোমার স্রষ্টা আল্লাহর চেয়েও বেশ উন্নত জ্ঞান করছো, তোমাকে পদদলিত হতে হবে শয়তানের পায়ের তলে, যে তোমার জন্য ওৎ পেতে অপেক্ষায় রয়েছে।"

এই কথাগুলি বলার পর ঈসা মোনাজাত করলেন, হাত দু'টি আল্লাহর উদ্দেশ্যে উত্তোলন করে, আর জনতাও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে লাগলেন, "আমীন! আমীন!"— মোনাজাত শেষ করে তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করলেন। তখন তাঁর সামনে বহু রুগ্ন লোককে হাজির করা হলে তিনি তাদের সুস্থ করে তুললেন ; তারপর মসজিদ হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তখন সাইমন নামক যে কুষ্ঠরোগীকে ঈসা আরোগ্য করেছিলেন, তিন তাঁর উদ্দেশ্যে খানার দাওয়াত পেশ করলেন।

ঈসাকে বিদ্বেষকারী ধর্মগুরু ও কাতিবগণ রোমক সৈন্যদলের নিকট কানভারি করতে গেলেন যে তিনি তাদের দেবতাদের নিন্দা করছেন। কেননা, তাঁরা ঈসাকে কি উপায়ে হালাক্ করা যায় তাই সন্ধান করছিলেন কিন্তু জনতার ভয়ে তাঁরা কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ঈসা সাইমনের গৃহে ঢুকে টেবিলের পাশে উপবেশন করলেন। তিনি যখন খানা খাচ্ছিলেন মরিয়ম নাম্নী এক ভ্রষ্টা নারীকে সেখানে পৌঁছতে দেখলেন ; তাঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে মহিলাটি তাঁর পদযুগল অশ্রুবন্যায় ভাসিয়ে দিতে লাগলেন। সেই মহিলা ঈসার পদযুগল মহার্ঘ সুগন্ধি তৈলে মর্দন করে নিজের কেশরাশি দিয়ে তা মুছে দিতে লাগলেন।

সাইমন কলংকিত বোধ করলেন। অন্যান্য মেহমানেরাও, যারা খানা খাচ্ছিলেন, জনান্তিকে বললেন, "এই লোকটি নবী হলে এই মেয়ে লোকটি কে এবং কি জাতীয় তা নিশ্চয়ই অবহিত হতেন এবং তাকে তাঁর গাত্রস্পর্শ করারও সুযোগ দিতেন না।"

তখন ঈসা বললেন, "সাইমন, একটি কথা বলবো তোমাকে।"

সাইমন জবাব দিলেন, "ইরশাদ করুন হুজুর। আপনার কথাই শুনতে চাইছি।"

১৩০। ঈসার বক্তব্য :

ঈসা বললেন, "একজন লোকের দুইজন খাতক ছিলো। একজনের ঋণ ছিলো পঞ্চাশ কড়ি, অপরজনের ঋণের অংক ছিলো পাঁচশ' টাকা। যখন উভয়েরই ঋণ

www.amarboi.org

পরিশোধের কোনো সামর্থ রইলো না, মালিক দয়াপরবশ হয়ে উভয়ের ঋণ মাফ করে দিলেন। এই দু'জনের কোনো জন পাওনাদারকে বেশী ভালোবাসবে?"

সাইমন জবাব দিলেন, "সেই ব্যক্তি যার অধিক অংকের ঋণ মাফ করা হয়েছে।"

ঈসা বললেন, "তুমি উত্তম বলেছো ; আমি তাই তোমাকে বলছি, দেখ এই নারীকে এবং তোমার নিজেকে, কেননা, তোমরা দু'জনেই ছিলে আল্লাহ পাকের খাতক; একজনের ছিলো দেহে কুষ্ঠরোগ অপরজনের ছিলো আত্মায় কুষ্ঠব্যাধি অর্থাৎ তার পাপ।"

"আমাদের মা'বুদ আল্লাহ আমার প্রার্থনায় দয়াপরবশ হয়ে তোমার দেহ ও ওর আত্মাকে নিরাময় দানে ইচ্ছুক হলেন। তুমি তাই আমাকে কম পেয়ার করো কারণ, তুমি পেয়েছো একটি ছোটো উপহার। আর তাই আমি যখন তোমার ঘরে আসলাম তুমি আমাকে চুমু খাওনি অথবা আমাকে তৈলসিক্তও করোনি। কিন্তু এই নারী, দেখ সে তোমার ঘরে ঘুকেই সোজা আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছে এবং পদদ্বয় করেছে অশ্রুস্নাত, মহার্ঘ মলম লাগিয়ে এগুলি মর্দন করে দিয়েছে। এই জন্যই আমি তোমাকে বলছি তার বহু পাপের মোচন হয়েছে কারণ, তার হৃদয়াবেগ অত্যন্ত গভীর।"— আর পাশ ফিরে সেই নারীকে তিনি বললেন, "যাও, তুমি শান্তিতে ফিরে যাও, কেননা, আমাদের মা'বুদ আল্লাহ্ তোমার গোনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন ; কিন্তু সাবধান, আর কখনো পাপে লিপ্ত হয়ো না, তোমার ঈমান তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।"

১৩১। হেরোদের সঙ্গে যোহনের অন্নগ্রহণ ঃ

নৈশকালীন ইবাদতের পর ঈসার শিষ্যবর্গ তাঁর সমীপবর্তী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর! তাকাব্বুরি এড়িয়ে যাবার জন্য আমাদের কী করতে হবে?"

ঈসা বললেন, "কোন গরীব লোককে তোমরা বাদশাহের মহলে অন্নগ্রহণ করতে দেখেছো কি?"

যোহন উত্তর দিলেন, "আমি নিজে হেরোদের মহলে অন্নগ্রহণ করেছি। কেননা, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পুর্বে আমি মাছ শিকার করতাম এবং হেরোদ-পরিবারের কাছে তা বিক্রি করতাম। সে অবস্থায় একদিন তিনি খানাপিনা করছিলেন, আমি তখন একটি চমৎকার মাছ নিয়ে সেখানে গেলে তিনি আমাকে থাকতে বললেন, অন্নগ্রহণের আদেশ দিলেন।"

ঈসা তখন বললেন, "কী করে তুমি অবিশ্বাসীদের অন্নগ্রহণ করলে, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন হে যোহন ! আচ্ছা, আমাকে বলো তুমি নিজেকে কেমন বোধ করলে সেই ভোজসভায়? তুমি কি সবচেয়ে মূল্যবান আসনটিতে জাঁকিয়ে বসলে? তুমি কি সবচেয়ে মোলায়েম পোলাও চেয়ে বসলে? জিজ্ঞাসিত না হয়েই কথাবার্তা

www.amarboi.org

বলে গেলে টেবিল মাৎ করে? তুমি কি নিজেকে টেবিলে আসীন অন্যদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলে?"

যোহন উত্তর দিলেন, "দোহাই আল্লাহ্‌র, আমি আমার চোখ তুলে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলাম না, যখন দেখছিলাম যে আমি এক গরীব মেছুয়া, জীর্ণ কাপড়ে উপবেশন করে আছি নবাব-নাজেমদের পাশে। এ-অবস্থায় যখন নবাব সাহেব আমার পাতে এক টুকরা গোশত্ দিলেন, মনে হলো সারা দুনিয়াটা আমার মাথার ওপর চেপে বসেছে, নবাব বাহাদুরের অসামান্য বদান্যতার কারণে। অবশ্যই আমি বলছি যে যদি নবাব বাহাদুর আমাকে দ্বীনের অনুসারী হতেন, তবে সমস্ত জিন্দেগী তাঁরই খেদমতে কাটিয়ে দিতে আমি ইচ্ছুক হয়ে পড়তাম।"

ঈসা উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "শান্ত হও যোহন! কেননা, আমি ভয় পাচ্ছি যে আমাদের গর্ববোধের জন্য আল্লাহ পাক এ্যাবিরাম-এর মত আমাদের না নিক্ষেপ করেন এমনকি কোনো অতল গহ্বরে!"

শিষ্যগণ ঈসার বাক্য শুনে সভয়ে কম্পিত হলেন; তখন তিনি আবার বললেন, "এসো আমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করি, যেন তিনি আমাদের তাকাব্বুরির জন্য আমাদেরকে অতল গহ্বরে ছুড়ে না ফেলেন।"

"ভাইসব! তোমরা শুনতে পেলে তো নবাব-বাদশাদের মহলে কী হয়ে থাকে? আফসোস সেই সব লোকের জন্য যারা দুনিয়ায় এসে তাকাব্বুরির জীবন যাপন করে, তাদের মরণ হবে ঘৃণিত দশায় এবং তারা অনিশ্চয়তায় বিলীন হয়ে যাবে।"

"কেননা এই দুনিয়া হলো একটি মেহমানখানা যেখানে আল্লাহ নিজে মানুষের রিযিকের যোগান দেন ; এখানেই রিযিক লাভ করেছেন আল্লাহর পবিত্র বান্দা এবং নবীগণও। আর অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি, মানুষের ভাগ্যে যা-কিছু জোটে তা আল্লাহর তরফ থেকেই দেওয়া হয়। এ কারণেই মানুষের উচিত গভীরতম নম্রতাবোধে নত হয়ে থাকা, নিজের কৃতকর্ম ও আল্লাহর মহা মর্তবার কথা স্মরণ করে যে, কী-অপরিমিত নেয়ামতরাশিতে তিনি আমাদের লালন পালন করে যাচ্ছেন।"

"অতএব মানুষের পক্ষে এরকম বলা কোনো মতেই যুক্তিযুক্ত নয় ঃ 'আহ্! এই দুনিয়ার মাঝে এটা করা হলো কেন, এটা বলা হলো কেন?' বরং নিজেকেই গণ্য করা উচিত, আল্লাহ পাকের এই আয়োজনের মাঝে অযোগ্য, বাস্তবিক অর্থে সেও তো তা-ই। চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র দোহাই, যাঁর গোচরে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, আল্লাহ পাকের হাত থেকে এত তুচ্ছ এমন কিছুই গ্রহণ করা হয় না যার বদলে গোটা জীবন তাঁর প্রেমে উৎসর্গ করা সমীচীন না হয়।"

www.amarboi.org

"চিরঞ্জীব আল্লাহর দোহাই, হে যোহন! হেরোদের সঙ্গে আহার করে তোমার কোনো গোনাহ্ হয়নি, কেননা, আল্লাহর ইচ্ছাতেই তুমি তা করেছো, যেন আমাদের ওস্তাদ হতে পারো তুমি এ বিষয়ে এবং, আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের সকলের ক্ষেত্রেই।"— ঈসা তাঁর শিষ্যবর্গের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা তেমন আচরণই করবে, হেরোদের মহলে অন্নগ্রহণকালে যোহন যা করেছিলো, আর তাতেই তোমরা তাকাব্বুরি করা থেকে মুক্তি লাভ করবে।"

১৩২। বীজ বপনকারী ও আগাছা ঃ

গ্যালিলীর সাগর-উপকুলে বিচরণকালে বিপুল এক জনতা ঈসাকে ঘিরে ধরলেন। তখন তিনি তীর-সংলগ্ন একটি ছোট্ট নৌকায় আরোহণ করে সেটিকে এত কাছে এনে নোঙর করলেন যাতে তাঁর কণ্ঠস্বর সকলে শুনতে পায়। এ-অবস্থায় সকলেই সাগরতীরে জমায়েত হয়ে তাঁর বাণী শোনার জন্য সেখানে উপবেশন করলেন। তিনি তখন কথা শুরু করলেন এবং বললেন, "দেখুন, একজন বীজ বপনকারী বীজ বোনার জন্য নির্গত হলো এবং যখন বীজগুলি ছিটিয়ে দিলো, কিছু পড়লো রাস্তার ওপর মানুষের পায়ের তলে পিষ্ট হলো এবং পাখিরা খেয়ে ফেললো সেগুলি; কিছু পড়লো পাথরের ওপর এবং যখন সেসব অঙ্কুরিত হলো, সেখানে যেহেতু নেই কোনো আর্দ্রতা তাই রৌদ্রতাপে দগ্ধ হয়ে গেল; কিছু পড়লো ঝোপঝাড়ের ওপর এবং বড় হতে গিয়ে কাঁটার দংগলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বিনষ্ট হলো; আর কিছু পড়লো ভালো জমিনের ওপর, যার ফলে এগুলি ফলোৎপাদন করলো এমন কি ত্রিশ, ষাট এবং একশত গুণ।"

ঈসা আবার বললেন, "দেখুন একটি পরিবারের কর্তা তাঁর মাঠে ভালো বীজ বুনলেন, সে-অবস্থায় এই ভালো লোকের চাকরেরা ঘুমিয়ে থাকলো, মানুষের যে-দুশমন তাদের নেতা এসে ভালো বীজের ওপর ছিটিয়ে দিলো আগাছার বীজ। এ-অবস্থায় যখন শস্যগুলি বড় হলো, মস্ত আগাছার দংগল পরিলক্ষিত হলো। চাকরেরা এসে তাদের মনিবের কাছে আরয করলো, "জনাব, আপনি কি মাঠে উত্তম বীজ বপন করেন নি? তবে কী করে তাতে এত মস্ত আগাছার উৎপাদন হলো?" মনিব উত্তর দিলেন, "ভালো বীজই আমি বুনেছিলাম, কিন্তু মানুষেরা যখন ঘুমিয়ে থাকলো, তখন মানুষের যে-দুশমন, সে এসে ভালো শস্য দানার ওপর ছিটিয়ে দিয়ে গেল আগাছার বীজ।" চাকরেরা জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি কি ইচ্ছা করেন যে আমরা গিয়ে শস্যচারার মাঝ হতে আগাছাগুলি উপড়ে ফেলি?"

মনিব বললেন, "তা করো না, এতে তোমরা ওগুলির সাথে শস্য চারাও উপড়ে

www.amarboi.org

ফেলবে এবং ফসল কাটার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তখন আমরা গিয়ে শস্যের মাঝ থেকে আগাছা উপড়ে ফেলে সেসব আগুনে নিক্ষেপ করবো পুড়ে ফেলার জন্য, আর তোমরা শস্যদানা আমার ভাণ্ডারে জমা করবে।"

ঈসা আবার বললেন, "বহু লোক গিয়েছিলো কোনো এক স্থানে ডুমুর ফল বিক্রি করার জন্য; কিন্তু যখন তারা বাজার-স্থলে গিয়ে পৌঁছলো, দেখুন, লোকেরা উত্তম ডুমুর না চেয়ে সুন্দর পাতাগুলি কিনতে চাইলো। ফলে সেই লোকরো আর তাদের ডুমুর বেচতে পারলো না। আর তা দেখে একজন মন্দ লোক বললো, 'নিশ্চয়ই আমি এখন ধনী হয়ে যেতে পারি।' তখন সে তার দুই পুত্রকে ডেকে বললো, 'তোমরা গিয়ে বাজে ডুমুর সহ প্রচুর পাতা নিয়ে এসো।' আর এগুলি তারা সোনার দরে ওজন করে বিক্রি করলো, কেননা, লোকেরা পাতা দেখেই মস্ত খুশী হয়ে সেসব কিনে নিয়ে গেল। আর তাতে এসব লোক বাজে ডুমুর খেয়ে মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে রুগ্ন হয়ে পড়লো।"

ঈসা আবার বললেন, "দেখুন, একজন লোকের একটি ঝরনা ছিলো, যেখানে এসে পার্শ্ববর্তী সকল লোকেরা তাদের কাপড়-চোপড় কেচে পরিষ্কার করতো কিন্তু সেই লোকের পোশাকগুলি আবার দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকতো।"

ঈসা আবার বললেন, "দু'জন লোক গিয়েছিলো আপেল বিক্রি করার জন্য। তাদের একজন আপেলের সারাংশ বাদ দিয়ে ছাল বিক্রি করতে চাইলো সোনার দরে ওজন করে, অন্য জন তার পাথেয় স্বরূপ সামান্য রুটির বিনিময়ে তার সমুদয় আপেলই বেচে ফেলতে চাইলো। কিন্তু ক্রেতারা আপেলের ছাল কিনে নিলো সোনার দরে, যে লোকটি আপেল দিতে চাইছিলো তাকে কোনো পাত্তা না দিয়ে এমন কি, তাকে ঘৃণার সঙ্গে উপেক্ষাই করলো ক্রেতারা।

আর এভাবেই সেই দিন ঈসা লোকদের উদ্দেশ্যে কথা বললেন গল্পচ্ছলে। তারপর তাদের বিদায় দিয়ে তিনি শিষ্যগণসহ নেইন-এ প্রবেশ করলেন, যেখানে ইতিপূর্বে বিধবার যে-ছেলেটিকে তিনি মৃত্যুর পর জীবিত করেছিলেন, সে তার জননীসহ তাঁকে সাদরে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল এবং তাঁর খেদমতে আত্মনিয়োগ করলো।

১৩৩। গল্পগুলির ব্যাখ্যাঃ

তাঁর শিষ্যবৃন্দ ঈসার নিকটবর্তী হয়ে এই বলে প্রশ্ন করলেন, "হে মুর্শিদ! জনতার উদ্দেশ্যে যে আখ্যানগুলি বয়ান করলেন আমাদের কাছে এর তাৎপর্য উন্মোচন করুন।"

www.amarboi.org

ঈসা জবাব দিলেন, "নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে, তাই মাগরিবের সালাত আদায়ের পর আমি তোমাদের কাছে গল্পগুলির তাৎপর্য ব্যখ্যা করবো।"

সালাত শেষ হওয়ার পর শিষ্যগণ ঈসার নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "যে লোক শস্যবীজ ছিটিয়ে দেয় রাস্তার ওপর, পাথরের ওপর, কাঁটাবনের ওপর, ভালো জমিনের ওপর, সে হলো আল্লাহর কালামের শিক্ষক ; তাঁর এই বাণী বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রতি উচ্চারণ করা হয়।"

"এ-তো রাস্তার ওপরই পড়ে যখন তা সওদাগর ও বণিকদের কানে ঢোকে, যারা তাঁদের দীর্ঘ সফরের প্রক্রিয়ায় বহু জাতির সঙ্গে লেনদেন করা কালে শয়তানের প্রভাবে আল্লাহর কালামের কথা ভুলে যায়। এগুলি পাথরের ওপর পড়ার অর্থ হলো রাজার সভাসদদের কানে ঢোকানো, যারা রাজা-বাহাদুরের দৈহিক সেবায় সারাক্ষণ এত ত্রস্তব্যস্ত থাকে যে আল্লাহর কথা তাদের স্মৃতির গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। আলবৎ তাদের স্মৃতি এ-বিষয়ে কিছুটা সক্রিয় থাকে, কিন্তু যখনি কিছু উত্থানপতন ঘটে আল্লাহর বাণী তাদের চিত্ত থেকে বিদায় গ্রহণ করে, কেননা, তারা তো আল্লাহর কাজে ব্যাপৃত নয়, তাই তারা আল্লাহর মদদ-প্রত্যাশা করতে পারে না।"

"কাঁটাবনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার অর্থ হলো সেই লোকদের কানে দেওয়া যারা আত্মজীবন-প্রেমিক, তাই তাদের মাঝে আল্লাহর বাণী বিকাশ লাভ করলেও, যখন তাঁদের ইন্দ্রিয়ের কামনা জেগে ওঠে, তারা আল্লাহর বাণীর কল্যাণীয় বপনকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে, কেননা, ইন্দ্রিয়ের সুখ আল্লাহর বাণী-বিস্মৃতির হেতু হয়ে দাঁড়ায়। আর ভালো জমিনে এগুলি ছিটিয়ে পড়ার অর্থ হলো সেই লোকদের কানে প্রবিষ্ট হওয়া যারা আল্লাহকে ভয় পায়, ফলে তা শাশ্বত জীবনে সুফল প্রদান করে। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি মানুষ যখন আল্লাহকে ভয় করে তেমন প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর কালাম ফলোৎপাদন করে থাকে।"

"আর সেই পরিবার-প্রধান সম্পর্কে আমি অবশ্যই তোমাদের বলছি যে তিনি স্বয়ং আমাদের মা'বুদ আল্লাহর উপমা; সবকিছুর তিনি পিতা কেননা, তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা। তবে তিনি প্রকৃতি চালিত পিতা নন যে তিনি হবেন গতিশূন্য, যা ছাড়া কোনো প্রজনন্ই সম্ভবপর নয়। তাই ইনিই আমাদের আল্লাহ যিনি এ-দুনিয়ার মালিক এবং মাঠে যা তিনি বপন করেন তা হলো মনুষ্য-প্রজাতি, আর বীজ হলো আল্লাহর কালাম। তাই আল্লাহর কালাম প্রচারে যখন ওস্তাদেরা হন অবহেলামনস্ক, এই দুনিয়ার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার কারণে, শয়তান তখন মানুষের ক্বালবে ফিৎনা জারি করে, যা থেকে সংখ্যাহীন দুষ্ট মতবাদের উদ্ভব হয়।"

"পবিত্র বান্দা ও নবীগণ তখন আর্তনাদ করে বলেন, 'হে মহাজন, মানুষকে

www.amarboi.org

তবে উত্তম বিধান দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা, এ-থেকেই দেখা যাচ্ছে এত ভুলের সঞ্চার?' 'আল্লাহ পাক জবাব দেন, 'আমি মানুষকে উত্তম শরীয়ত দিয়েছি, কিন্তু যখন মানুষ অহংকারে মজে গেল শয়তান আমার আহকামকে নস্যাৎ করার জন্য তথায় ভ্রান্তি বপন করলো।' পবিত্র ব্যক্তিরা বললেন, 'হে মহাজন, আমরা এই ফিৎনা বিনাশ করবো মানুষকে ধ্বংস করে দিয়ে।'

"আল্লাহ পাক উত্তর দেন, 'এমন করো না কেননা, ঈমানদারেরা বেঈমানদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে বেঈমানদের সঙ্গে ঈমানদারেরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বরং বিচার দিবসের জন্য অপেক্ষা করো, কেননা, সেই চূড়ান্ত সময়ে আমার ফেরেশতারা বেঈমানগুলিকে একত্র করবে এবং শয়তানসহ ওদের নিক্ষেপ করবে অনলকুণ্ডে ; আর তখন নেকবখ্‌ত্ ঈমানদারেরা আমার রাজ্যে প্রবেশ করবে।' সুনিশ্চিত যে বহু কাফের পিতা মুমীন সন্তানের জন্ম দেবে যাদের জন্য অপেক্ষা করছেন আল্লাহ-পাক, এদের ওসিলায় দুনিয়া তওবার ব্রত গ্রহণ করবে।"

১৩৪। আত্মতিরস্কার ঃ

"উত্তম ডুমুর বিক্রেতারা হলেন সত্যিকার শিক্ষক যারা উত্তম মতবাদ প্রচারকারী, কিন্তু মিথ্যার আনন্দে মশগুল এই দুনিয়া স্তুতি ও মজাদার কথার পত্রপল্লব চেয়ে বসলো সেই শিক্ষকদের কাছে। আর তা দেখে শয়তান দেহ ও ইন্দ্রিয়পনাকে সঙ্গে নিয়ে সংগ্রহ করলো প্রচুর পাতা অর্থাৎ দুনিয়াবী সম্পদের এক বিশাল স্তুপ, যা দিয়ে সে ঢেকে দিলো পাপ, আর যা গ্রহণ করে মানুষ হয়ে গেল রোগগ্রস্ত, আর লুটিয়ে পড়লো অনন্ত মৃত্যুমুখে।"

"যে লোকটি ঝরনার মালিক এবং অন্যদেরকে যে পানি দেয় নাপাকী দূর করার জন্য কিন্তু নিজের পোশাক করে রাখে দুর্গন্ধযুক্ত, সে এমন শিক্ষক যে অন্যকে তওবার কথা বলে কিন্তু নিজে লিপ্ত থাকে পাপকর্মে।"

"রে দুর্ভাগা মানুষ, কারণ ফেরেশতারা নয় বরং তার নিজের জিহ্বাতেই বাতাসের বুকে লিখে যাচ্ছে তার শাস্তির কথা, যা হবে তার পক্ষে যথাযোগ্য।"

"যদি কারো হাতীর মতো জিহ্বা থাকে, আর বাকী সারা শরীর হয় পিঁপড়ের মত ক্ষুদে, তবে কি তার রূপ হবে না কিম্ভূতদর্শন? হ্যাঁ তা নিশ্চয়ই। তাহলে তোমাদের আমি বলছি, অবশ্যই, যে ব্যক্তি অন্যকে তওবার কথা শোনায় কিন্তু নিজের পাপের জন্য করে না অনুতাপ সেও ততোধিক কিম্ভূতকিমাকার।"

"আপেল বিক্রয়কারী সেই দুই ব্যক্তির মাঝে একজন হলেন সেই মানুষ যিনি আল্লাহর ইশ্‌কে প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন, যে জন্য তিনি কাউকে তোয়াজ না করে সত্য প্রচার করে যাচ্ছেন। বিনিময়ে চাইছেন কেবল একজন গরীব মানুষের উপযুক্ত

www.amarboi.org

উপজীবিকা। চিরঞ্জীব আল্লাহর দোহাই, যাঁর গোচরে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, এমন লোকের কদর এই দুনিয়ায় নেই এবং তিনি উপেক্ষিত। কিন্তু সোনার দামে আপেল ছাড়াই ছাল বিক্রয়কারী সেই ব্যক্তি, মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য প্রচারণা চালায় এবং দুনিয়াকে তোয়াজ করার কারণে সেই তোয়াজ-অনুসারী মানবাত্মাকে করে ধ্বংস। আহ্ ! এই কারণেই না কত লোক ধ্বংস হয়েছে।"

তখন প্রশ্ন করলেন এই বিবরণী-লেখক এবং বললেন, "কি ভাবে শুনতে হবে আল্লাহর কথা এবং কি ভাবে চেনা যাবে তাঁকে যে ইনি, আল্লাহর প্রেমেই হেদায়েত কর্মে নিয়োজিত?"

ঈসা জবাব দিলেন, "যিনি হেদায়েত করছেন তাঁর কথা এমনভাবে শুনতে হবে যেন আল্লাহর কালাম শোনা হচ্ছে ; শরীয়তের এই বাণী প্রচারকালে আল্লাহ-পাক বক্তার মুখ দিয়ে নিজের কথাই উচ্চারণ করান। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের পাপের জন্য আত্মতিরস্কার না করে মানুষের প্রতি ভক্তিবশত ব্যক্তি-বিশেষের স্তুতিবাদ করে, বিষধর সাপের মত সে ব্যক্তিকে পরিহার করতে হবে, কেননা, সত্যিকার অর্থে সে মানুষের কানে বিষ ঢেলে দেয়।"

"বুঝতে পেরেছো কি? অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি, যেমন কোনো আহত লোকের ক্ষত বাঁধার জন্য উৎকৃষ্ট পট্টির চেয়ে বেশী প্রয়োজন ভালো মলম, তেমনি একজন গোনাহগারের জন্য উৎকৃষ্ট কথাবার্তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন আত্মতিরস্কার, আর এ-প্রক্রিয়াতেই সে গোনাহর কাজ হতে নিজেকে পরহেজ করে রাখতে পারবে।"

১৩৫। জাহান্নামের সাতটি কুণ্ড ঃ

পিতর তখন বললেন, "হে মুর্শিদ ! আমাদের বলুন, কি ভাবে গোনাহগারদের শাস্তি দেওয়া হবে এবং কতকাল তাদের থাকতে হবে দোযখে, এই জন্য যে মানুষ যেন তাতে পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে পারে।"

ঈসা জবাব দিলেন, "হে পিতর, এটি এক মহাপ্রসঙ্গ যে-বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করে বসেছো, যাই হোক, যদি আল্লাহ-পাকের মর্জি হয় আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো। তুমি কি তাহলে জানো যে জাহান্নাম একক হলেও এর সাতটি কেন্দ্র রয়েছে, একটির তলে আরেকটি? তা থেকেই তো সাত রকমের পাপের প্ররোচনা দেয় শয়তান, যে কারণে সাতটি ফটক সমৃদ্ধ দোযখে সাত রকমের শাস্তি আছে।"

"টাকার গর্বে গর্বিত হৃদয়কে সর্বনিম্ন দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, আর অতিক্রম করে যেতে হবে তাকে মধ্যবর্তী প্রতিটি দোযখ-কুণ্ড, সেগুলির আযাবও তাকে ভোগ করতে হবে। আর এখানে সে যেমন আল্লাহকে ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছিলো এবং আল্লাহ-পাকের শরীয়তের তোয়াক্কা না করে হয়ে উঠেছিলো স্বেচ্ছাচারী এবং,

www.amarboi.org

যেমন সে এখানে নিজের চেয়ে বড় বলে কাউকে স্বীকার করতো না, বিনিময়ে তাকে সেখানে শয়তান এবং তার চামুণ্ডাদের পদতলে ফেলে দেওয়া হবে ; আর ওরা, মদ চোলাইকালে যে ভাবে দ্রাক্ষাদলন করা হয় সে রকম ওকে দলিত ও পষ্টি করবে এবং সে শয়তানের চামুণ্ডাদের কাছে হবে চিরধিকৃত ও তিরস্কৃত।"

"যে ঈর্ষাকাতর, যে এখানে তার প্রতিবেশীর সমৃদ্ধিতে ত্যক্ত হয় এবং তার দুর্ভাগ্যে হয় খুশী, সে নিক্ষিপ্ত হবে ছয় নম্বর দোযখে এবং সেখানে সে অজস্র নারকীয় সরীসৃপের বিষদংশনে হবে জর্জরিত।"

"আর তার মনে হবে দোযখের সকল কিছুই তার এই আযাব দর্শনে হর্ষোৎফুল্ল; সে তখন আহাজারি করবে যেন তাকে সাত নম্বর কুণ্ডে চালান না করা হয়। কেননা, যদিও জাহান্নামীর কোনো সুখ লাভের কোনো অবকাশই নেই, তবু আল্লাহ-পাকের ন্যায় বিচারে সেই দুর্ভাগা ঈর্ষাকাতর লোকটির কাছে এইটুকুই তেমন কিছু একটা বলে মনে হবে। স্বপ্নের মাঝে কেউ যেমন অন্য কারো লাথি খেয়ে উৎপীড়ন ভোগ করে তেমনি দুর্ভাগা ঈর্ষাকাতর লোকটির ভাগ্যে আযাব ঘটতে থাকবে। কারণ, যেখানে সুখানুভূতির ছিটে ফোঁটাও নেই, আর প্রত্যেকেই তার এই দুর্ভাগ্য-দশায় খুশী, সে কাৎরাতে থাকবে যেন এর চেয়ে অধিক মন্দ দশায় তাকে ফেলা না হয়।"

"লোভীর স্থান হবে দোযখের পঞ্চম কুণ্ডে, সেখানে তাকে রাখা হবে কঠিন অভাবের মধ্যে, যে-দশায় পতিত হবে সুখাদ্যের ভূরিভোজনকারীও। অধিক আযাব দেওয়ার জন্য শয়তানের চেলারা তাকে তার চাহিদার বস্তু হাতে তুলে দেবে, আর সে যখন তা হাত পেতে নেবে তখন অন্য শয়তানেরা তাকে মারপিট করে তা কেড়ে নিয়ে বলবে, "মনে রাখিস্, তুই আল্লাহর ইশকে কিছুই দিসনি, তাই আল্লাহরও ইচ্ছে নয় যে তুই কিছু পাবি এখন।"

"রে অতৃপ্ত মানব ! এখন সে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে যে-অবস্থায়, তাতে মনে পড়ছে তার অতীত প্রাচুর্যের কথা এবং দেখছে সে তার বর্তমান হীন দশা, আর যদি সে তখন প্রাচুর্য ভোগ না করতো তবে হয়তো লাভ করতে পারতো অনন্তকালীন সুখ-সম্পদ।"

"জ্বেনাকারীদের অবস্থান হবে চতুর্থ কুণ্ডে, আল্লাহর দেয়া পথ থেকে যারা বিচ্যুত হয়েছিলো তারা এখন শয়তানের জ্বলন্ত বিষ্ঠায় যেন শস্যকণার মতো ফুটতে থাকবে। বীভৎস নারকীয় সরীসৃপ এখন তাদের আলিঙ্গন করবে। আর যারা বেশ্যাসক্তির পাপে মজে ছিলো, তাদের এসব অসামাজিক কর্ম এখন নারকীয় অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হয়ে দানবীয় রমণীয় রূপ নিয়ে হাজির হবে, যাদের চুলগুলি সব সাপ, চোখগুলি জ্বলন্ত গন্ধক, মুখ বিষাক্ত, জিহ্বা ছলনাময়, যাদের শরীর এমন

www.amarboi.org

কন্টকময় পেরেক বেষ্টিত যাতে মনে হয় এগুলি দিয়ে ওরা গেঁথে তোলে নির্বোধ মৎস্যকুল, শকুনির মতো এদের থাবা, ক্ষুরের মতো ধারালো এদের নখ এবং যাদের যোনীর উত্তেজনা অগ্নিময়। এখন সে কামুকদের এদেরই অঙ্গার সদৃশ দেহ ভোগ করতে হবে শয্যাশায়ী হয়ে।"

"তৃতীয় কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে অলসের দল যারা এখন কর্মবিমুখ। এখানে সব সময়ই বড় বড় শহর নির্মিত হচ্ছে এবং বিশাল অট্টালিকাসমূহ। যেগুলির সমাপ্তি-কাজ শেষ হওয়া মাত্রই আবার গড়িয়ে পড়ছে সরাসরি, কেননা, একটি পাথরও মাপ অনুযায়ী বসানো হয়নি। আর বিশাল পাথরের চাঁইগুলি তুলে দেওয়া হচ্ছে অলস ব্যক্তির কাঁধে, যার হাত দুটিতে শরীর মুছে শান্ত করার জো নেই হাঁটাহাঁটির সময়, কেননা, দেখা যাচ্ছে যে আলস্যে নিঃশেষ হয়েছে তার বাহুর বল, আর তার পা-দুটি নারকীয় সাপের কুণ্ডলিবেষ্টিত।"

"আর এর চেয়ে বড় দুর্দশা এই যে তার পেছনে দাঁড়ানো শয়তানেরা তাকে ঠেলছে, মাথার বোঝা নিয়ে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে বাধ্য করছে ; তারা একে উঠে দাঁড়াতে কোনো সাহায্যই করছে না, বরং হ্যাঁ, যে বোঝা নিয়ে তার ওঠা দুষ্কর তার ওপর চাপাচ্ছে দ্বিগুণ ভার।"

"দ্বিতীয় কুণ্ডে ঠাঁই হবে ভোজন-বিলাসীদের। এখানে খাদ্যের দারুণ অভাব, এমন অভাব যে সাপ-বিচ্ছু খেয়ে প্রাণ ধারণ করতে হয় ; যা এমন যন্ত্রণাদায়ক যে এমন খাদ্য গ্রহণ করার চেয়ে আদৌ জন্মলাভ না করাই হতো উত্তম। তাদের বাহ্যত উত্তম গোশ্‌তই দেওয়া হবে শয়তানগুলির মাধ্যমে, কিন্তু আগুনের বেড়ীতে হাত-পা বাঁধা থাকায়, গোশ্‌তের টুকরা তাদের সামনে উপস্থিত করা হলেও তা হাত বাড়িয়ে নেওয়ার উপায় থাকবে না তাদের। বরং আরও যা মন্দ তা হলো যে-সব বিচ্ছু সে গলাধঃকরণ করবে সেগুলি তার উদরে সংহার-লীলা শুরু করবে, দ্রুত নির্গত না হতে পেরে পেটুকের গোপন অঙ্গগুলি ছিন্নভিন্ন করতে থাকবে। আর যখন এগুলি ময়লাকীর্ণ ও খবিস অবস্থায় বের হয়ে আসবে, চূড়ান্ত নাপাক এসবই আবার তাকে খাইয়ে দেওয়া হবে।"

"গোস্বাদার লোককে ফেলা হবে প্রথম কুণ্ডটিতে। সেখানে সকল শয়তানের হাতে সে হবে অপমানিত এবং নিম্নগামী দোযখীদের দ্বারাও হবে নিগৃহীত। তারা তাকে লাথি মারবে এবং তার ওপর থুথু ফেলবে। তাকে ফেলে রাখা হবে ওদের আগমন-নির্গমনের পথের ওপর ; আর ওরা তার গলদেশে করবে পদাঘাত। এ-অবস্থায় সে নিজেকে বাঁচাতেও পারবে না কারণ তার হাত-পা সবই থাকবে বাঁধা। তার চেয়ে মন্দ দশা হবে এই যে সে এই অপমানের বদলা নিতে গিয়ে পাল্টা কিছু

www.amarboi.org

বলতেই পারবে না কারণ তার জিহ্বা থাকবে অঙ্কুশ গাঁথা অবস্থায় লটকানো যেমন মাছ বিক্রয়কারীর হাতে থাকে মাছ।"

"এই অভিশপ্ত স্থানে সকল দোযখ-কুণ্ডের জন্যই অভিন্ন ও সাধারণ আযাব থাকবে রুটি প্রস্তুতের জন্য যেমন থাকে বিভিন্ন শস্যদানার মিশাল। কারণ আল্লাহর ন্যায়বিচারে আগুন, বরফ, বজ্র, বিদ্যুৎ, গন্ধক, উত্তাপ, হিম, তুফান, ভয়, ভীতি এমন যুক্ত হবে যে হিমবাহ অগ্নিজ্বালাকে নির্বাপিত করবে না আর আগুন গলাবে না বরফ, বরং প্রত্যেকেই হতভাগা পাপীকে করবে নিপীড়নের লক্ষ্যস্থল।"

১৩৬। শয়তান চক্রের পলায়ন ঃ

"এই অভিশপ্ত স্থানেই কাফেরদের থাকতে হবে অনন্তকাল। ততকাল পর্যন্ত থাকতে হবে, যদি ধরা যায় সারা দুনিয়া যবের দানায় ভরে গেছে আর একটি মাত্র পাখি শত বছরে মাত্র একটি দানা তুলে নিচ্ছে এ-শস্যভাণ্ডার নিঃশেষ করার জন্য— যখন এটি শূন্য হবে ধরে নেয়া যাক তখন কাফেরেরা মুক্তি পেয়ে বেহেশতে ঢুকবে, তারা শান্তিসুখ ভোগ করবে। কিন্তু এ-আশাও সেখানে নেই, কেননা, তারা আল্লাহর ইশকে পাপ থেকে বিরত হয়নি, তাই আযাব তাদের ওপর চলতেই থাকবে অন্তহীনভাবে।"

"কিন্তু বিশ্বাসী ছিলো যারা তাদের শাস্তি লাভ হবে এবং তাদের আযাব এ পর্যায়ে শেষ হয়ে আসবে।"

শিষ্যগণ একথা শুনে আৎকে উঠলেন এবং বললেন, "তবে কি ঈমানদারকেও জাহান্নামে প্রবেশ করতেই হবে?"

ঈসা উত্তর দিলেন, "তিনি যেই হোন না কেন, তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করতেই হবে। অবশ্য তাও সত্য যে আল্লাহ পাকের পবিত্র বান্দা ও নবীগণ সেখানে যাবেন শুধু পর্যবেক্ষণের জন্য, তাদের শাস্তিভোগ নেই তবে নেক আমলকারীদের আযাবের ভয়ে ভীত হতে হবে। আর কী বলছি আমি তোমাদের? স্বয়ং আল্লাহর রাসূলকেও সেখানে পদার্পণ করতে হবে আল্লাহর বিচার প্রত্যক্ষ করার জন্য। আর তখন তাঁর উপস্থিতিতে জাহান্নাম থরথর করে কেঁপেও উঠবে। আর যেহেতু তিনি মানবদেহধারী, যতক্ষণ তিনি দোযখ প্রত্যক্ষ করার জন্য সেখানে অবস্থান করবেন, অন্যান্য মানবদেহধারী ব্যক্তি যাদের ওপর আযাব চলছে ; সেই সময়টুকুর জন্য আযাবের হাত থেকে তারা নিষ্ক্রান্তি লাভ করবে। কিন্তু তিনি সেখানে অবস্থান করবেন মাত্র ততটুকু সময়, চোখের পলক ফেলতে যতটুকু প্রয়োজন হয়।"

"আর এটুকুর আয়োজন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে করা হবে এজন্য যে প্রত্যেক সৃষ্ট জীব যেন জানতে পারে যে আল্লাহর রাসূলের কারণে এই উপশম প্রদান করা হলো।"

www.amarboi.org

"যখন তিনি সেখানে পদার্পণ করবেন শয়তান দল তীক্ষ্ণ চিৎকার করে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের তলে লুকোতে চাইবে এবং একে অন্যকে বলবে, "পালাও, পালাও, আমাদের দুশমন মুহাম্মদ আসছেন।" তা শুনে ইবলীস তার দুহাত দিয়ে নিজের মুখে চপেটাঘাত করে চেঁচিয়ে বলে ওঠবে, "তুমি আমার চেয়ে সমুন্নত, আমার ঘৃণ্য সত্ত্বেও ; আর তা করা হয়েছে দারুণ অন্যায্যভাবে।"

"আর বাহাত্তর ফের্কা বিভক্ত যে ঈমানদার সমাজ, তার মাঝে যে-শেষ দুটি ফের্কা, আমল ছাড়াই বিশ্বাসটুকু সম্বল মাত্র যাদের, তাদের একটি নেক কাজে হতো বেযার, অপরটি বদকাজে খুশী হতো, উভয়কে সত্তর হাজার বছর সেখানে অবস্থান করতে হবে।"

'এই বছরগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফেরেশতা জিবরাইল দোযখে পদার্পণ করলে তিনি শুনতে পাবেন ওরা বলছে, "হে মুহাম্মদ ! আমাদের যে ওয়াদা আপনি দিয়েছিলেন যে যারা আপনার দ্বীনে ঈমান আনবে তাদের চিরকাল দোযখে থাকতে হবে না, তা কই?"

"আল্লাহর ফেরেশতা তখন বেহেশতে ফিরে গিয়ে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যা-যা শুনেছেন তা সসম্ভ্রমে ব্যক্ত করবেন।"

"তখন রাসূল তাঁর আল্লাহকে আরয করে বলবেন, 'হে আল্লাহ, আমার পরওয়ারদিগার, আপনার এ-দাসের প্রতি আপনার প্রদত্ত ওয়াদার কথা স্মরণ করুন যে আমার প্রচারিত দ্বীন গ্রহণকারীদের থাকতে হবে না চিরকাল দোযখবাসী হয়ে।"

"আল্লাহ-পাক বলবেন, "মাগো তুমি যা চাও, হে আমার বন্ধু ! কারণ আমি মঞ্জুর করবো তোমার সকল আবদার।"

১৩৭। দ্বীনে মুহাম্মদীর অগ্রাধিকার ঃ

"আল্লাহর রাসূল তখন বলবেন, 'হে পরওয়ারদিগার, কিছু সংখ্যক ঈমানদার লোক সত্তর হাজার বছর ব্যাপী অবস্থান করছে দোযখে। কোথায় পরওয়ারদিগার আপনার করুণা? আমি প্রার্থনা করছি আপনার দরবারে, পরওয়ারদিগার, কঠিন আযাব থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক।' আল্লাহ-পাক তখন তাঁর প্রিয় চার ফেরেশতাকে নির্দেশ দেবেন যেন তারা জাহান্নামে গিয়ে তাঁর রাসূলের দ্বীনে ঈমান আনয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুক্ত করে তাদের প্রবেশ করিয়ে দেন বেহেশতে। আর তাঁরা এ কাজ সম্পন্ন করবেন।"

"আর এই হবে আল্লাহর রাসূলের প্রচারিত দ্বীনের অগ্রাধিকার যে যারাই তাঁর প্রতি ঈমান আনবেন, যদি তারা নেক আমল নাও করে থাকে কেবল তাঁর দ্বীন মেনে

www.amarboi.org

নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে, আমি যে শাস্তির কথা বললাম, তা ভোগ করার পর।"

১৩৮। ফসল সম্পর্কিত মু'জেযা ঃ

যখন ভোর হলো, সেই সকাল বেলাতেই নগরীর সকল মানুষ তাদের নারী ও শিশুদের নিয়ে সেই গৃহের দিকে আসলেন, যেখানে ঈসা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছে আরয করে বললেন, "হুজুর, আমাদের প্রতি দয়া করুন কারণ এ-বছর পঙ্গপাল আমাদের ফসল খেয়ে ফেলেছে, আমাদের জমিন হতে আর খোরাক যোগাড় করা সম্ভব হবে না।"

ঈসা জবাব দিলেন, "আহা, এ-কী ভয় আপনাদের ! আপনারা কি জানেন না যে তিন বছর ব্যাপী আহবের নির্যাতন চলা কালে আল্লাহর দাস এলিজা রুটির চেহারাও দেখেন নি, ফলমুল ও শাকপাতা খেয়েই তিনি জীবন ধারণ করেছিলেন? আমাদের পিতা দাউদ, আল্লাহর নবী, দুটি বছর কাটিয়েছিলেন বুনো ফলমুল খেয়ে যখন সাউল তাঁর ওপর চালাচ্ছিলো অত্যাচার এমন অবস্থা হয়েছিলো যে; মাত্র দুইবার তিনি রুটি খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।"

লোকেরা বললেন, "হুজুর, উনারা ছিলেন আল্লাহর নবী, রূহানী খোরাক নিয়ে তাঁরা মশগুল ছিলেন, আর তাই তাঁরা সবর করেছিলেন উত্তমরূপে, কিন্তু এই ছোট্ট শিশুদের কী করে চলবে? আর তাঁরা তাঁকে তাদের অসংখ্য কচি ছেলেমেয়েদের দেখালেন। তখন ঈসার সহানুভূতির উদ্রেক হলো তাঁদের প্রতি আর তিনি বললেন, "ফসল তোলার বাকি আর কত দিন?"

ওঁরা বললেন, "কুড়ি দিন।"

ঈসা তখন বললেন, "দেখুন, এই কুড়ি দিন ধরে আমরা রোযা রাখবো এবং সালাত আদায় করবো, তাতে আল্লাহ পাকের দয়া হবে আপনাদের প্রতি। অবশ্যই আমি আপনাদের বলছি, আল্লাহ্ পাক এই শস্যহানি ঘটিয়েছেন লোকদের উন্মত্ততা ও বনি ইসরাইলের সেই পাপের জন্য যখন তারা বলতে শুরু করেছে যে আমি স্বয়ং খোদা অথবা খোদার বেটা।"

ওঁরা যেদিন উনিশ রোযা শেষ করলেন, পরদিন বিশ তারিখে দেখা গেল মাঠ ও পাহাড়গুলি পাকা ফসলে পরিপূর্ণ। তখন লোকেরা দৌড়ে ঈসার কাছে এসে এই পরিবর্তনের কথা বললেন। ঈসা আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করে বললেন, "যান, ভাইসব, আল্লাহ পাক যে দানা দিয়েছেন তা সংগ্রহ করুন।" লোকেরা এত ফসল তুললেন যে তারা কোথায় তা রাখবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না ; আর এ-উপলক্ষ হয়ে ওঠলো বনি ইসরাইলের প্রাচুর্যের কারণ। নগরবাসীরা সম্মেলন ডেকে ঈসাকে

www.amarboi.org

তাদের বাদশাহ্ বানাতে চাইলেন; আর তা জেনে তিনি তাদের থেকে পালিয়ে গেলেন। ফলে তাঁর শিষ্যদের পনের দিন কেটে গেল তাঁকে খুঁজে বের করার কোশেশে।

১৩৯। তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে ঈসার ভবিষৎবাণী ঃ

যোহন, জেমস্ ও এই বিবরণী-লেখক ঈসাকে খুঁজে বের করলেন। আর তাঁরা সাশ্রুলোচনে প্রশ্ন করলেন, "ওগো মুশিদ ! কী হেতু আমাদের থেকে আত্মগোপন করলেন? আমরা হাহাকার করে করে আপনার তালাশ করেছি ; সকল শিষ্যগণই, হ্যাঁ, কেঁদে কেঁদে আপনার সন্ধান করে ফিরেছেন।"— ঈসা বললেন, "আমি সরে পড়েছিলাম এজন্য যে আমি জানতে পারলাম একটি শয়তানচক্র আমার জন্য এমন কিছু তৈরি করছে যার রূপ তোমরা দেখতে পাবে অল্প কিছু দিনের ভেতর। কেননা, প্রধান ধর্মগুরু দেশের প্রবীণদের সঙ্গে একাট্টা হয়ে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং রোমক সুবেদারের কাছ থেকে আমার মৃত্যু পরোয়ানা আদায় করবে, কারণ, ওদের আশংকা জেগেছে যে আমি ইসরাইলের শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারি। উপরন্তু আমার কোনো শিষ্য আমার প্রতি বেঈমানি করবে এবং আমাকে বিক্রি করে দেবে, যেমন ইউসুফকে করা হয়েছিলো মিসরে। তবে হক-আল্লাহ তারই পতন ঘটাবেন, নবী দাউদ যে-ভাবে বলেছিলেন, 'তিনি ওকেই ফেলবেন সেই খাদে যা সে ফাঁদ রূপে খুঁড়ে রেখেছে তার প্রতিবেশীর জন্য।' কারণ আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করবেন এবং আমাকে তুলে নেবেন এই দুনিয়া থেকে।"

তিন জন শিষ্যই ভীষণ দমে গেলেন, কিন্তু ঈসা তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তোমরা ভয় পেয়ো না, কারণ, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার সঙ্গে বেঈমানি করবে না।"— এ কথা শুনে তারা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন মাত্র।

পরদিন, দুজন-দুজন করে ঈসার ছত্রিশ জন শিষ্য এসে পৌছলেন ; আর তিনি দামেশকে অবস্থান করতে লাগলেন অন্যদের অপেক্ষায়। আর তাঁরা প্রত্যেকেই বিলাপ করতে লাগলেন, কেননা, তারা জেনে গিয়েছেন যে ঈসাকে এ-দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। অতএব, তিনি মুখ খুললেন এবং বললেন, "দুর্ভাগ্যজনক হলো এইরূপ এক স্থিতাবস্থা যে কেউ চলছে কিন্তু সে জানে না তার গন্তব্য কোথায়; আর তার চেয়েও বেশী দুর্ভাগ্যজনক হলো সেই ব্যক্তির দশা, যে জানে কোথায় আছে ভালো সরাইখানাটি এবং, সে সেখানে পৌছতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টির ভেতর, ডাকাতের হামলার আশংকার মাঝে কর্দমাক্ত রাস্তার ওপর সে কালহরণ করতে চাইছে। আমাকে বলো ভাইসব, এ-দুনিয়া কি আমাদের আপন দেশ ? নিশ্চয়ই নয়, কেননা, দেখা গেছে যে প্রথম মানব এ-দুনিয়ার বুকে নির্বাসনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, আর এখানে

www.amarboi.org

তাঁকে শাস্তি ভুগতে হয়েছে তাঁর ভুলের জন্য। এরূপ ঘটনা কি সম্ভব যে কোনো নির্বাসিত লোক দারিদ্র্যপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও নিজের প্রাচুর্যময় দেশে ফিরে যেতে হবে অনিচ্ছুক ? নিশ্চিতই যুক্তি তা প্রতিপন্ন করে না, তবে অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে তা-ই, কেননা, দুনিয়া-প্রেমিকেরা মৃত্যুর কথা ভাবে না, পরন্তু, যদি কেউ সে প্রসঙ্গে তাদের কিছু বলে, তারা সে কথায় কর্ণপাত করতে চায় না।"

১৪০। মৃত্যু চিন্তা ঃ

"বিশ্বাস করো হে লোক সকল, দুনিয়ায় আমার আগমন হয়েছে এমন এক বিশেষ সুবিধা নিয়ে যা ইতিপূর্বে কোনো মানুষের ছিলো না, এমন কি আল্লাহর রাসূলেরও থাকবে না। আর মানুষকে তো আল্লাহ এই দুনিয়ানিবাসী করার জন্য সৃষ্টি করেন নি, তাকে বেহেশতে অবস্থান করানোর জন্যই তা করেছেন।"

"নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি যদি রোমকদের কাছ থেকে কোনো কিছু পাবার আশা না রাখে, কারণ, তাদের এ-রকম আইনও আছে যা তার উদ্দেশ্যের জন্য অসংগতিপূর্ণ, সে তার বিষয়-আশয় সহ নিজ দেশ ত্যাগ করে, কখনো আর ফিরবে না এ-সিদ্ধান্ত নিয়ে রোমে বসবাসের জন্য যেতে পারে না। আর সীজারের সঙ্গে যদি তার বিরোধ থাকে তবে তো সে তা কোনো ভাবেই করবে না। অতএব আমি তোমাদের বলছি, অবশ্যই, আর আল্লাহর নবী সুলায়মানও আমার সঙ্গে আর্তনাদ করে বলছেন, "ওহে মরণ, তোমার স্মরণ কতই তিক্ত তাদের জন্য যারা আয়েশ করছে ধন সম্পদের ওপর।" আমি কথাটি এ-জন্য বলছি না যে এক্ষুনি আমাকে মরতে হচ্ছে, বরং আমি নিশ্চিত জেনেছি যে আমাকে দুনিয়া-ধ্বংসের প্রায় নিকটকাল পর্যন্ত জীবন ধারণ করতে হবে।"

"বরং আমি তোমাদের এ-বিষয়ে এজন্য বলছি যেন তোমরা কি ভাবে মরবে তা জানতে পারো।"

"যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব, কোনো কিছু করতে গিয়ে একবার মাত্র ভুল হলেই তা বলে দেয় যে কাজটি ভালো ভাবে সম্পন্ন করতে হলে নিজে নিজে সে কাজের মক্শ করতে হবে।"

"কিভাবে সৈন্যদল শান্তির সময়ে মহড়া চালায় যেন একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত, তা তোমরা দেখেছো? তাহলে কী ভাবে কোনো ব্যক্তি ভালো ভাবে মরবে— যদি সে উত্তম মৃত্যু কিভাবে হয় তা না শেখে?"

'মা'বুদের চোখে পবিত্র জনের মৃত্যু বড়ই মহার্ঘ'— বলেছেন নবী দাউদ। কেন তা তোমরা জানো কি? আমি তোমাদের বলবো, কেননা, যেহেতু সকল দুর্লভ বস্তুই মহার্ঘ, তেমনি যারা উত্তম মৃত্যু বরণ করেন, তেমন সংখ্যা ক্বচিৎ হওয়ায়, তা

www.amarboi.org

বড়ই মহার্ঘ আল্লাহর দৃষ্টিতে, যিনি আমাদের স্রষ্টা।"

"নিশ্চিত বলা যায়, যখন কোনো লোক কিছু তৈরি করতে শুরু করে, সে যে কেবল তা সমাপ্ত করেই ক্ষান্ত হয় তা নয় বরং তার প্রকল্পের সুন্দর ইতি টানার জন্য সে কষ্ট স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে না।"

"হায় দুর্ভাগা মানুষ, সে তার নিজের সত্তার চেয়েও তার পা'জামার গুরুত্ব দেয় বেশী। কেননা, যখন সে কাপড় কাটে তা তৈরি করার জন্য, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে মাপ নেয়; আর যখন তা কাটা হয় অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সেলাই করে। কিন্তু তার জীবন যার জন্মই হয়েছে মৃত্যুর জন্য, আর তা এমন নয় যে জন্ম নেয়ার পর একাকী তাকেই শুধু মরতে হচ্ছে— তাহলে কেন মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার জীবনকে পরিমাপ করবে না?"

"রাজমিস্ত্রির কাজ তোমরা দেখেছো কি, কিভাবে একটি ইটের ওপর আরেকটি ইট সে সাজায় ভিত্তির দিকে দৃষ্টি রেখে, সোজাসুজি মাপ বজায় রাখে যাতে দেয়ালটি ধ্বসে না পড়ে? হায়রে, ভাগ্যাহত মানুষ! কেননা, তার জীবন-নির্মাণ-কাজেও তো মহা ধ্বংসই নেমে আসে, কারণ সে তাকিয়ে দেখে না সেই ভিত্তিমূলের দিকে, মৃত্যু যার নাম।"

১৪১। মৃত্যুচিন্তা ও দুনিয়াদারি ঃ

"আমাকে বলো যখন মানুষের জন্ম হয়, তার জন্মের রূপ কি? নিশ্চিত সে ভূমিষ্ট হয় উলঙ্গরূপে। আর যখন তাকে মাটির তলে শুইয়ে দেওয়া হয় বাড়তি সুবিধাটুকু তাকে কি দেওয়া হয়? একপ্রস্থ কাফনের কাপড়, যাতে আবৃত থাকে তার মরদেহ। আর এইটুকুই পুরস্কার রূপে দুনিয়া তাকে দেয়।"

"এখন প্রতিটি কাজের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যদি যথাযথ মাপে উপকরণ সন্নিবেশ করতে হয় যাতে কাজটি শেষ তক ভালোভাবে সম্পন্ন করা যায়, তবে সেই ব্যক্তির অন্তিম দশা কেমন হবে, যে চেয়ে বসলো দুনিয়ার সম্পদের ভাণ্ডার? আল্লাহর নবী দাউদের বাক্যানুযায়ী তার মৃত্যু হলো ঃ 'পাপীর মৃত্যু বড়ই মন্দ মৃত্যু।'

"কোনো লোক যদি সেলাই করতে গিয়ে সূতা সুঁচে না পরিয়ে তাঁতের কাঠিতে লাগিয়ে দেয় তবে তার কার্যসিদ্ধি হবে কি? নিশ্চিতই বলা যায় তার কাজ ভেস্তে যাবে এবং তার প্রতিবেশীদের কাছে সে হবে উপেক্ষিত। এখন মানুষ মোটেই লক্ষ্য করে না যে সে ঠিক তাই করে যাচ্ছে যখন সে দুনিয়ার মঙ্গলের পেছনে ছুটছে। কেননা, মৃত্যু হলো সেই সুঁচ তুল্য আর দুনিয়ার সম্পদ হলো সেই তাঁত-কাষ্ঠ যাতে সূতা আদৌ ঢোকানো যায় না। অবশ্য সে তার আপন নেশায় কাজটি সফল করার জন্য প্রচুর প্রয়াস পায়। কিন্তু সবই বিফল হয়।"

www.amarboi.org

"আমার কথায় কারো একীন না হলে সে কবর ফলকের দিকে চেয়ে দেখুক, কেননা, সেখানে তার সত্য লাভ হবে। আল্লাহ-ভীতিতে যে অন্যের চেয়ে বেশী প্রাজ্ঞ হতে চায় সেই কবর ফলকের গ্রন্থমালা পাঠ করুক, কেননা, সেইখানে সে তার নাজাতের তত্ত্ব লাভ করতে সক্ষম হবে। কারণ সে ইন্দ্রিয়াসক্তি, দেহের কামনা ও দুনিয়াদারি বিষয়ে কি ভাবে সাবধান হতে হয় তা জানতে পারবে, যখন সে প্রত্যক্ষ করবে মানবদেহটি কীটের আহার হওয়ার জন্যই কেবল অপেক্ষায় আছে।"

"আমাকে বলো, এমন কোনো রাস্তা যদি থাকে যার মাঝখান দিয়ে গমন করলে নিরাপদে যাওয়া যায়, কিন্তু এর কিনারে গেলে মাথা গুঁড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, তবু যদি তোমরা দেখ যে লোকেরা একে অন্যের বিরুদ্ধভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার একরূপ ঘোলাটে দশায় রাস্তার কিনারে পৌঁছার জন্য তড়পাচ্ছে এবং নিজেদের নিহত করছে, তাহলে কি বলবে? তোমাদের বিস্ময়ের মাত্রা কিরূপ হবে? নিশ্চয়ই তোমরা বলবে, 'এরা পাগল আর ক্ষিপ্ত, এবং ক্ষিপ্ত না হলেও হতাশাগ্রস্ত।'

"তাই হবে, বাস্তবিক।"— শিষ্যগণ উত্তর দিলেন।

ঈসা তখন কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "এই হলো অবশ্যই ওরা, যারা দুনিয়াদার। কেননা, যদি তারা যুক্তিচালিত হতো, যার অবস্থান মানুষের মধ্য-সত্তায়, তারা শরীয়তে ইলাহীর অনুগামী হতো আর নাজাত পেয়ে যেতো অনন্ত মৃত্যুর হাত থেকে। কিন্তু যেহেতু তারা দুনিয়াদারি ও দেহজ কামনার বশ, তারা ক্ষ্যাপা জানোয়ার সদৃশ এবং তারা নিজেরাই নিজেদের নিষ্ঠুর দুশমন; তারা স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করতে চাইছে এবং একজন অপরজনের চেয়ে অধিক লাম্পট্য জাহির করে চলছে।"

১৪২। ধর্মগুরুদের সঙ্গে জুদাসের পরামর্শ ঃ

বিশ্বাসঘাতক জুদাস যখন দেখলো ঈসা আত্মগোপন করেছেন, সে দুনিয়ার বুকে ক্ষমতাবান হওয়ার আশা ত্যাগ করলো, কেননা, সে-ই তো ঈসার সেই থলেটি সামলাতো, যাতে আল্লাহর প্রেমে প্রদত্ত নজরানার টাকা-পয়সা থাকতো। তার আশা ছিলো ঈসা ইসরাইলের বাদশা হবেন আর সেও তাতে হয়ে ওঠবে একজন ক্ষমতাবান লোক। ফলে আশাহত হয়ে সে নিজেকে নিজেই বললো, "এই লোকটি যদি নবীই হতো তবে নিশ্চয়ই জানতো আমি তার টাকা চুরি করি, আর তাতে তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতো। আর আমাকে এ চাকুরি থেকে দিতো খারিজ করে ; সে জানতে পারতো যে আমি তার প্রতি ঈমান রাখি না। আর সে বিজ্ঞ লোক হলে যে সম্মান আল্লাহ তাকে দিতে চান তা থেকে পালিয়ে যেতো না। অতএব এই উত্তম হবে যে আমি বরং প্রধান রাব্বি, কাতিব ও ফরিসীদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থায় উপনীত হই যাতে ওকে তাদের হাতে ধরিয়ে দিতে

www.amarboi.org

পারি, আর তাতেই আমার কিছু ফায়দা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।" এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সে ইহুদী আলেম ও ফরিসীদের, নেঈনের সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো সে সম্পর্কে অবহিত করলো। আর তারা প্রধান রাব্বির সঙ্গে বৈঠক করে প্রশ্ন করলো, "এই লোকটি যদি বাদশা বনে যায় তাহলে আমাদের উপায় হবে কি? নিশ্চয়ই আমাদের ভাগ্যে খুবই মন্দ ফল ঘটবে; কারণ সে আদি শরীয়ত মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত পদ্ধতির সংস্কার করতে চায়, পরন্তু সে আমাদের রসম-রেওয়াজকে সহ্য করতে পারে না। সে অবস্থায় এমন লোকের হুকুমতে আমাদের চলবে কী-ভাবে? নিশ্চয়ই আমাদের বাল-বাচ্চা সহ তখন নির্মূল হতে হবে কেননা, আমাদের পদচ্যুতির কারণে তখন ভিক্ষা মেগে অন্ন যোগাড় করতে হবে। এখন মাশাআল্লাহ আমরা এমন এক নবাব ও সুবাদারের শাসনে আছি যারা আমাদের শরা-শরীয়তের তোয়াক্কা করে না যেমন আমরাও তাদেরটার তোয়াক্কা করি না। আর তাই এখন আমরা যথেচ্ছা চলতে পারছি, এমন কি আমরা গোনাহ্ করে ফেললেও আমাদের আল্লাহ্ এত মেহেরবান যে জানোয়ার কুরবানি করলে এবং রোযা রাখলে তিনি খুশী হয়ে যান। কিন্তু এই লোকটি বাদশা হয়ে গেলে সে তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে দেখবে যে আল্লাহর ইবাদত মুসার শরীয়ত মোতাবেক না হচ্ছে, আর তার চেয়েও খারাপ কথা সে বলছে যে দাউদের বংশ হতে মসীহর অভ্যুদয় হবে না (তার এক প্রধান চেলা আমাদের এই কথা বলেছে), বরং সে বলছে তার অভ্যুদয় হবে ইসমাইলের বংশধারা হতে; এবং এ প্রতিশ্রুতি নাকি ইসহাক নয়, ইসমাইলের প্রতি করা হয়েছিলো।"

"কী হবে তার পরিণতি যদি এ লোকটিকে বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়? নিশ্চয়ই ইসমাইলীরা তখন সুখ্যাতি লাভ করে রোমকদের বরাবর হয়ে উঠবে এবং এরা আমাদের এদেশটিকে তুলে দেবে ওদের হাতে, আর তাতে আবার বনি ইসরাইল দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হবে পূর্বের মত।"— অতঃপর প্রধান রাব্বি তাদের প্রস্তাব শোনার পর বললেন, "হেরোদ ও সুবাদারের সঙ্গে এ-বিষয়ে আমাকে অবশ্যই আলাপ করতে হবে ; কেননা, জনসাধারণ তার প্রতি এতই অনুরক্ত যে সৈন্য তলব করা ছাড়া আমরা কোনো কিছুই করতে পারবো না, আর আল্লাহ্ তুষ্ট থাকুন যেন আমরা সৈন্য তলব করে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হই।"

অতঃপর নিজেদের মাঝে পরামর্শ সম্পন্ন করে তারা রাতের বেলা তাঁকে পাকড়াও করার চক্রান্ত আঁটলো, এখন সুবাদার ও হেরোদের রাজি হওয়ার পালা।

১৪৩। জাখখীয়াসের খানাপিনা ঃ

আল্লাহর ইচ্ছায় সকল শিষ্যবর্গ এসে তখন দামেশককে উপনীত হলেন। আর সেইদিন বেঈমান জুদাস ঈসার অদর্শনে তার বিরহের কথা অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশী

www.amarboi.org

উচ্ছ্বাসে জাহির করলো। তখন ঈসা বললেন, "কোনো উপলক্ষ ছাড়াই যে কাউকে তার ঈশকের উপহার দিতে কোশেশ করে তার সম্পর্কে প্রত্যেকেই হুঁশিয়ার থাকুক।"

আর আল্লাহ আমাদের বোধশক্তি তুলে নিয়েছিলেন বলেই আমরা বুঝতে পারলাম না যে কী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ কথা বলেছেন।

সকল শিষ্যের প্রত্যাবর্তনের পর ঈসা বললেন, "চলো আমরা গালিলীতে যাই, আল্লাহ-পাকের ফেরেশতা আমাকে এই রূপ নির্দেশ দিয়ে গেলেন যেন আমি অবশ্যই সেখানে উপস্থিত হই। অতঃপর এক সাব্‌বাত (শনিবার) দিবসের প্রাতঃকালে ঈসা নাসারতে উপনীত হলেন। নাগরিকেরা যখন ঈসাকে চিনতে পারলো, প্রত্যেকেই তাঁর দর্শনপ্রার্থী হতে চাইলো। তখন ছোটখাটো কয়েদের জাখখীয়ান নামক জনৈক মদ বিক্রেতা প্রচণ্ড ভীড়ের চাপের কারণে ঈসাকে দেখতে না পেরে একটি ডুমুর গাছের মগডালে চড়ে বসে থাকলেন এই পথে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় যখন তিনি সিনাগগে এসে ঢুকবেন। ঈসা তখন এইখানে আসার সময় চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, "নেমে আসুন জাখখীয়ান, কারণ আজ আমি আপনার ঘরেই অবস্থান করবো।"

তিনি নেমে এসে তাঁকে সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং, আয়োজন করলেন চমৎকার খানাপিনার।

ফরিসীরা গুঞ্জন করতে লাগলেন এবং ঈসার শিষ্যদের বললেন, "তোমাদের গুরু কি কারণে খানা খেতে বসলেন শুঁড়ী আর পাপাচারীদের সঙ্গে?"

ঈসা জবাব দিলেন, "কি কারণে একজন ডাক্তার কারো বাড়িতে প্রবেশ করে? আমাকে উত্তর দিন, তখন আমি বলবো কেন আমি এখানে এসেছি।"

ওঁরা বললেন, "রোগীকে সুস্থ করার জন্য।"

"আপনারা সত্য কথা বলেছেন," ঈসা উত্তর দিলেন, "কারণ সুস্থ লোকের প্রয়োজন পড়ে না ওষুধের, অসুস্থ লোকের জন্যই প্রয়োজন।"

১৪৪। ফরিসীর মূলতত্ত্ব ঃ

"চিরঞ্জীব আল্লাহর দোহাই যাঁর গোচরে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, আল্লাহ তাঁর নবী ও তাঁর দাসবৃন্দকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন যাতে পাপীরা তওবা করার মওকা লাভ করে; আর তিনি তাদেরকে ন্যায়বান লোকদের জন্য পাঠান তা বলা যাবে না, কেননা, ওদের অনুতাপ করার প্রয়োজন নেই; যে-ব্যক্তি পরিচ্ছন্ন তার জন্য যেমন প্রয়োজন নেই গোসলের। কিন্তু আমি অবশ্যইং বলছি, যদি আপনারা সত্যিকার ফরিসী হন তবে খুশী হবেন যে আমি পাপীর গৃহে প্রবেশ করেছি তার নাজাতের উপলক্ষে।"

www.amarboi.org

"আমাকে বলুন, আপনারা কি নিজেদের উৎস সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এবং কি জন্য জগৎবাসী ফরিসীদের গ্রহণ করতে শুরু করেছিলো তা কি জানেন? অবশ্যই আমি বলছি, কেননা, দেখা যাচ্ছে আপনাদের তা জানা নেই অতএব, আমার কথা শুনুন। ইনোখ নামে আল্লাহর এক বন্ধু যিনি দুনিয়ার কোনো তোয়াক্কা না করেই আল্লাহর রাস্তায় নিষ্ঠার সঙ্গে বিচরণ করতেন, সরাসরি তিনি বেহেশতে নীত হন; আর সেখানে তিনি বিচার দিবস পর্যন্ত থাকবেন (কেননা দুনিয়ার আখেরী পর্যায় শুরু হলে পর তিনি, এলিজা ও অন্য আরেকজন পৃথিবীতে অবতরণ করবেন)। আর লোকেরা তা জানতে পেরে বেহেশত গমনের আশায় প্রবৃত্ত হয় আল্লাহর সন্ধানে, যিনি তাদের স্রষ্টা। কারণ 'ফরিসী' বলতে আসলে বোঝায় 'আল্লাহ সন্ধানকারী' কেনান-অঞ্চলের ভাষায়। কেননা, ভালো মানুষকে অবজ্ঞা করার পটভূমিতেই এই শব্দটির সূচনা হয়েছিলো যখন কেনানীরা ঝুঁকে পড়ে পৌত্তলিকতার দিকে যা হলো মানুষের হস্ত নিমিত প্রতীকের পূজা।"

"অতঃপর, আল্লাহ কাজে দুনিয়াদারি থেকে বিমুক্ত আমাদের লোকদের দেখে কেনানবাসীরা ঘৃণা প্রকাশ করতো, আর তখন এ-অবস্থায় তেমন কাউকে দেখলে তারা বলতোঃ 'ফরিসী।" অর্থাৎ সে 'আল্লাহ-সন্ধানী,' যেন তাদের বলার উদ্দেশ্য ছিলো ঃ "ওরে উন্মাদ! তোমার তো কোনো বিগ্রহ নেই, তুমি তো শূন্যপূজারী ; তাই তোমার ভাগ্য পাল্টাও আর এসো, পূজা করো আমাদের মূর্তিমান দেবতাদের।'

"অবশ্যই আমি আপনাদের বলছি", বললেন ঈসা, "সকল দরবেশ ও নবিগণ আপনাদের মত নামে 'ফরিসী' ছিলেন না কার্যত ছিলেন তাই। কেননা, তাঁদের সকল কাজেই তাঁরা তাঁদের স্রষ্টা আল্লাহর সন্ধানে রত থাকতেন, আর আল্লাহর প্রেমে তাঁরা ত্যাগ করেছিলেন তাঁদের নগরসমূহ এবং ব্যক্তিগত সম্পদ, আল্লাহর প্রেমে তাঁরা সব বিক্রি করে এবং দান করে দিয়েছিলেন গরীব-দুঃখীদের।"

১৪৫। এলিজার ক্ষুদ্র পুস্তক ঃ

"চিরঞ্জীব আল্লাহর নামে বলছি, আল্লাহর নবী ও দোস্ত এলিজার সময় সতের হাজার ফরিসী বসবাস করতেন বারটি পর্বতমালা জুড়ে; আর এই বিপুল সংখ্যক লোকদের মাঝে একজনও ছিলেন না পাপাসক্ত এবং সকলেই ছিলেন আল্লাহর ওলি। কিন্তু এখন বনি-ইসরাইলের মাঝে লক্ষাধিক ফরিসী আছেন কিন্তু মাশাআল্লাহ হাজারের মাঝে একজনও নন দরবেশ।"

ফরিসীরা তিক্ত কণ্ঠে বললেন, "আমরা তাহলে সবাই পাপাচারী আর আপনার মতে আমাদের ধর্ম হলো নিন্দিত।"

ঈসা উত্তর দিলেন, "সত্যিকার ফরিসীর ধর্মকে আমি নিন্দিত বলছি না এবং

www.amarboi.org

অনুমোদনপ্রাপ্ত বলছি এবং এর জন্য আমি জান কুরবান করতে প্রস্তুত। কিন্তু আসুন, আমরা দেখি আপনারাই ফরিসী কিনা। আল্লাহর দোস্ত এলিজা তাঁর অনুসারী এলিশার অনুরোধে একটি ক্ষুদ্র পুঁথি প্রণয়ন করেছিলেন; এতে তিনি আল্লাহর শরীয়তের নিরিখে সন্নিবেশিত করেছিলেন যাবতীয় মানবিক প্রজ্ঞা।"

এলিজার বইয়ের কথা শুনে ফরিসীরা হতবুদ্ধি হলেন, কারণ তাদের সিলসিলা মোতাবেকই জানা ছিলো যে তাদের কেউই সেই মতাদর্শ অনুযায়ী হক পথে চলছে না। সুতরাং তাঁরা কাজের দোহাই দিয়ে কেটে পড়তে চাইলেন।

ঈসা তখন বললেন, "সত্যিকার ফরিসী হলে আপনারা সকল কাজ ফেলে এদিকেই রুজু হতেন, কেননা, ফরিসী যিনি— তাঁর একমাত্র কাম্যবস্তুই হলেন আল্লাহ। এ-কথায় বিব্রত হয়ে তাঁরা ঈসার কথা শোনার জন্য থামলেন; তখন তিনি আবার বললেন, "আল্লাহর দাস এলিজা" (ছোট পুঁথিখানির সূচনা এভাবেই) "সকল আল্লাহ সন্ধানকারী, যারা তাদের স্রষ্টাকে পেতে চায়, তাদের জন্য এই পুঁথি রচনা করছেন। যারা অতি বেশী এলেম হাসিল করতে চায় তাদের আল্লাহভীতি কমে যায়, কেননা, যে আল্লাহকে ভয় করে সে কেবল ওইটুকু জানতেই আগ্রহী যেটুকুতে আল্লাহর মর্জি বিদ্যমান।"

"যারা শোভন শব্দ চয়নের সাধনা করে তারাও সন্ধানী হয় না আল্লাহর, যিনি আমাদের গোনাহর জন্য প্রয়োগ করেন নিন্দাবাক্য।"

"যারাই আল্লাহকে সন্ধান করতে ইচ্ছুক হয়, তারা তাদের ঘরের দরোজা-জানালা বন্ধ করুক এক্ষুণি, কেননা, মনিব ঘরের বাইরে অবস্থান করতে চান্ না (সেই স্থলে) যেখানে তার প্রতি নেই কারো প্রেম-ভালোবাসা। তোমরা ইন্দ্রিয় এবং হৃদয়ের দরোজায় তাই পাহারা বসাও কেননা, আমাদের ভেতর ছাড়া বাইরে মেলে না আল্লাহকে, এই সে দুনিয়ার বুকে তাঁর প্রতি আছে বিদ্বেষ।"

"যারা কল্যাণব্রতে উদ্বুদ্ধ তারা তাদের আপন সত্তার সেবা করুক, কেননা, নিজের আত্মাকে হারিয়ে সারা দুনিয়া পাওয়ায় কোনো ফায়দা নেই।"

"যারা অন্যকে শেখাতে চায় তারা অন্যের চেয়ে ভালো ভাবে বাঁচতে শিখুক, কেননা, তার কাছ থেকে শেখার কিছুই নেই যার জ্ঞান আমাদের চেয়ে কম। কেমন করে পাপীর জীবনে পরিবর্তন আসবে যদি তার শিক্ষকের অবস্থাটা হয় তার চেয়ে অধম?"

"যে আল্লাহর সন্ধান করে লোকদের বাক্যালাপের আসর থেকে সে দূরে থাকুক, কেননা, মূসা নিঃসঙ্গ অবস্থায়ই সিনাইয়ের শৈলমালায় পেয়েছিলেন আল্লাহর সঙ্গে নিজেকে বাক্যরত, এমনিভাবে যেন বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছেন।"

"যাঁরা আল্লাহর সন্ধানী তিরিশ দিনের মাথায় তাদের একবার আসা চাই

www.amarboi.org

জনসমক্ষে, কেননা, একদিনেই দুই বছরের সমান কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব সেই ব্যক্তির পক্ষে যে সন্ধান করছে আল্লাহকে।"

"যখন সে বিচরণ করে নিজের চরণদ্বয় ছাড়া আর কিছুর দিকে সে দৃকপাত করবে না।"

"যখন সে কথা বলে, প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া আর কিছুই সে বলবে না।"

"যখন তারা আহার করে, কিছুটা অভুক্ত থেকেই তাদের উঠে আসা উচিৎ এই চিন্তা করে যে আজকের দিন শেষে আগামী দিন পাওয়া না যেতেও পারে ; মানুষের নিশ্বাস প্রক্রিয়ার মতই তাদের সময় ব্যয় করা প্রয়োজন।"

"পশুচর্মের একপ্রস্থ পোশাক, ব্যস এই যথেষ্ট।"

"এই মাটির দলা উদাম মাটির ওপরই ঘুমাবে, প্রতিটি রাতের জন্য দুই ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট।"

"সে ঘৃণা করবে অন্য কাউকে নয়, একমাত্র নিজেকেই, ধিক্কার দেবে আর কাউকে নয় নিজেকেই।"

"নামাযের সময় যেন এমন শংকিত ভাবে দাঁড়ায় যে তাদের বিচার শুরু হবে এক্ষুণি।"

"এখন, এ সবই করতে হবে আল্লাহর ওয়াস্তে মূসার মাধ্যমে যে শরীয়ত দেওয়া হয়েছে তার সাথে মিল রেখে, আর এরকম করেই পেতে হবে আল্লাহকে ; প্রত্যেক স্থান-কালে তখন, অনুভব করা যাবে— আমি আল্লাহর মাঝে আর আমার মাঝেই আল্লাহ।"

"এই হলো এলিজার ক্ষুদ্র পুঁথি, হে ফরিসীগণ, এই জন্যই আমি আবার আপনাদের বলছি, বস্তুতঃ ফরিসী হলে আপনারা আমার এই গৃহপ্রবেশের জন্য হতেন আনন্দিত, কেননা, পাপীদের ওপর আছে আল্লাহর করুণা।"

১৪৬। অমিতব্যয়ী পুত্র ঃ

জাখখীয়ান তখন বললেন, "হুজুর, দেখুন আমি সূদী-মহাজনী করে যা কামাই করেছি তার চারগুণ এখন আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় করে দেবো।"

তখন ঈসা বললেন, "এই বাসগৃহে আজকের এই দিনে নাজাতের মহা উপলক্ষ উপস্থিত। অবশ্যই, অবশ্যই, বহু শরাব-বিক্রেতা, বেশ্যা এবং পাপী আল্লাহর রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে কিন্তু নিজেদের সত্যপন্থী মনে করে এমন বহু লোক অনন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে।"

একথা শোনার পর ফরিসীরা ক্রুদ্ধ হয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। ঈসা তখন তাঁর শিষ্যবর্গ এবং যাঁরা তওবা করেছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "একজন লোকের

www.amarboi.org

ছিলো দুটি পুত্র, আর তার কনিষ্ঠ পুত্র বললো, 'আব্বা, আমার অংশের সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দাও'। তার পিতা তার অংশ তাকে দিয়ে দিলেন। আর সে তার অংশ পেয়ে সেখান থেকে বহু দূর দেশে প্রস্থান করলো ; তার পর সে বিলাসবাহুল্যে এবং বেশ্যাসক্ত হয়ে তার সকল বিত্ত খুইয়ে বসলো। এ-ঘটনার পর সেই দেশে দেখা দিলো মারাত্মক দুর্ভিক্ষ, এমনি প্রবলরূপে যে সে বাধ্য হলো একটি লোকের দাসত্ব গ্রহণ করতে, যে তাঁকে নিয়োগ করলো তার খামারের শূকরপালের খাদ্য যোগাড়কারী হিসাবে। আর শূকরপালের খাদ্য যোগানের সময় সে পশুগুলির সঙ্গে একত্রে ওকবৃক্ষফল খেয়ে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্ত করতে লাগলো। যখন তাঁর হুঁশ ফিরে এলো, সে নিজেকে বললো, 'হায় আমার পিতৃগৃহে খাওয়া দাওয়ার কত প্রাচুর্য, আর এখানে আমি না খেয়ে ধুঁকে মরছি। তাই এখানে আর নয়, আমি বাপের কাছে ফিরে যাবো এবং বলবো, 'আব্বা, আমি আল্লাহর দরবারে তোমার বিরুদ্ধে পাপী হয়ে গেছি, আমার প্রতি সেই আচরণই করো যা তোমার কোনো গোলামের প্রতি করে থাকো।'

"হতভাগাটি ফিরে গেলো ; আর তাতে তার পিতা হঠাৎ করে দেখলেন বহু দূরান্তগত সন্তানের প্রত্যাবর্তন এবং বাৎসল্যের আবেগে আপ্লুত হলেন। তাই তিনি ছুটে গেলেন তাকে গ্রহণ করতে এবং কাছে পাওয়া মাত্র জড়িয়ে ধরলেন বুকে, আর দিলেন তাকে স্নেহচুম্বন।"

"পুত্রটি তাঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বললো, 'আমি আল্লাহর দরবারে তোমার বিরুদ্ধে পাপী হয়ে আছি, আমার প্রতি সেই আচরণ করো যা তুমি করো তোমার কোনো গোলামের প্রতি, কারণ, আমি তোমার পুত্র-নাম ধরার যোগ্যতা রাখি না।'

"পিতা বললেন, "এমন কথা ক'স নে বেটা, কারণ তুই আমার সন্তান, আমার গোলামের দশায় তোকে আমি রাখতে পারি না।' তিনি চাকরদের ডেকে বললেন, 'নতুন জামা নিয়ে এসে পরিয়ে দাও আমার ছেলেকে, আর তার জন্য আনো নতুন পাজামা, আঙুলে দাও আংটি, আর জবাই করো তাজা বাছুরটি, আমরা উৎসব করবো। কেননা, আমার এ-পুত্র মরে গিয়ে জীবন লাভ করেছে ; যে হারিয়ে গিয়েছিলো তাকে আবার ফেরত পাওয়া গেছে।'

১৪৭। বিরূপ প্রতিক্রিয়াঃ

"তারা যখন অন্দরবাড়িতে উৎসবরত, বড় ছেলে বাড়ি পৌঁছে অন্দরে উৎসবের কথা শুনে তাজ্জব হলো ; সে চাকরদের একজনকে ডেকে ওরা এভাবে ফুর্তি করছে কেন তার কারণ জানতে চাইলো।"

"চাকর তাকে বললো, 'আপনার ভাই বাড়ি ফিরে এসেছেন, আপনার আব্বা

www.amarboi.org

তাজা বাছুরটা জবাই করছেন, এখন তাঁরা খানাপিনা করছেন।' বড় ছেলেটি একথা শুনে ভীষণ চটে গিয়ে বাড়িতে আর ঢুকলোই না। তাই তার পিতা তার কাছে উপস্থিত হয়ে এসে বললেন, 'বেটা, তোমার ভাই ফিরে এসেছে, এসো তার সঙ্গে উৎসব করো।'

"ছেলেটি ত্যক্ত স্বরে বললো, 'আমি তোমার কাজে আছি ; এবং ভালো কাজই করে যাচ্ছি, তা সত্ত্বেও তুমি কোনো দিন একটি মেষের ছানাও দাওনি বন্ধুদের নিয়ে খাওয়া দাওয়া করার জন্য। কিন্তু ফিরে এসেছে বলেই এই অপদার্থের জন্য তাজা বাছুরটি জবাই করে ফেললে অথচ সে তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো, তার সব খুইয়ে এসেছে বেশ্যাদের কাছে।'

"পিতা উত্তর দিলেন, 'বেটা, তুই তো আমার সঙ্গেই আছিস, আর সব কিছুই তো তোর, কিন্তু সে তো মরে গিয়েছিলো, আবার জিন্দা হয়ে এসেছে ; হারিয়ে গিয়েছিলো আবার তাকে ফেরত পাওয়া গেছে, তাই ওকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা দরকার।'

"বড় ছেলেটি অধিক রেগে গিয়ে বললো, 'যাও তুমি এবং বিজয়োৎসব করো, আমি লম্পটের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে প্রস্তুত নই।' আর সে পিতাকে ছেড়ে চলে গেল, একটি পয়সাও নিলো না তাঁর কাছ থেকে।"

"চিরঞ্জীব আল্লাহর দোহাই", ঈসা বললেন, "একজন গোনাহগার বান্দাও যদি তওবা করে তাহলে আল্লাহর ফেরেশতাদের মাঝে অনুরূপ আনন্দোৎসব হয়।"

খানাপিনার পর তিনি বিদায় নিলেন, কারণ তিনি ইয়াহুদা অভিমুখে প্রস্থানে ইচ্ছুক ছিলেন। আর তাতে তাঁর শিষ্যবর্গ আরয করলেন, "মুর্শিদ, ইয়াহুদা অভিমুখে গমনে বিরত থাকুন, কেননা, আমরা অবগত হয়েছি যে প্রধান রাব্বির সঙ্গে আপনার বিরুদ্ধে ফরিসীদের পরামর্শ শেষ হয়েছে।"

ঈসা জবাব দিলেন, "তাদের তা করার আগেই আমিও অবগত হয়েছি, কিন্তু আমি নির্ভয়, কেননা, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা কিছুই করতে পারবে না। অতএব তাদের যা অভিলাষ তাই তারা করতে থাকুক, কেননা, ভয় আমি তাদের করি না, করি আল্লাহকেই।

১৪৮। হক ও বাতিল ফরিসী ঃ

"আমাকে বলো এখন, এ-যুগের যারা ফরিসী— তারা কি ফরিসী? তারা কি আল্লাহর দাস? নিশ্চয় নয়। হ্যাঁ আমি বলছি তোমাদের, অবশ্যই দুনিয়ার বুকে এর চেয়ে মন্দ আর কিছুই নয় যে কেউ তার বদমাসিকে আড়াল করার জন্য ধর্মীয় পেশা ও পোশাক ব্যবহার করবে। আগের কালের ফরিসীগণের একটি দৃষ্টান্তই আমি তোমাদের সামনে ধরবো যাতে তোমরা বর্তমান ফরিসীদের হালাত বুঝতে পারো। মুশরিকদের

www.amarboi.org

নিদারুণ অত্যাচারের কারণে এলিজার প্রস্থানের পর ফরিসীদের পবিত্র জামাত ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কেননা, এলিজার সেই সমসাময়িক কালেই এক বছরের ভেতর দশ হাজার পুণ্যাত্মাকে হত্যা করা হয়েছিলো যারা ছিলেন সত্যিকারের ফরিসী।"

"দু'জন ফরিসী পর্বতমালায় গিয়ে বসবাস শুরু করলেন, কিন্তু পনের বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও একজন অপরজনের কোনো খবরই পেলেন না যদিও পরস্পরের অবস্থানের দূরত্ব ছিলো মাত্র এক ঘন্টার পথ। তাহলে দেখ তাঁরা কৌতূহলী ছিলেন কিনা। ঘটনাক্রমে সেই পর্বতমালায় খরা দেখা দেয় এবং উভয়ে নির্গত হন পানির খোঁজে আর তখনি সাক্ষাৎ হয় পরস্পরের সঙ্গে। এ-অবস্থায় অধিক বয়স্ক যিনি, তিনি বললেন— (কারণ তাদের নিয়ম ছিলো সর্বাধিক বয়স্ক ব্যক্তি সবার আগে বলবেন, আর তারা বড়র সামনে ছোটোর কথা বলা মস্ত গোনাহ হিসাবে গণ্য করতেন)— বয়স্ক ব্যক্তি তাই বললেন, 'কোথায় থাকো তুমি ভাইটি আমার?'

"উনি তাঁর বাসস্থলটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এখানে থাকি'। কারণ, তাঁরা দু'জন কনিষ্ঠের খানকার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন।"

বয়স্কজন বললেন, "কত দিন হলো, ভাই, এখানে আছো?"

কনিষ্ঠ বললেন, "পনের বছর।"

বয়স্কজন বললেন, "তবে কি তুমি তখনই এসেছিলে যখন আল্লাহর দাসগণকে আহাব হত্যা করে যাচ্ছিলো?"

"সেই সময়ই। উত্তর দিলেন কনিষ্ঠ জন।

বয়স্কজন বললেন, "ওরে ভাই! এখন বনি ইসরাইলের নবাব কে তা জানো?"

কনিষ্ঠ বললেন, "আল্লাহ্ পাকই বনি ইসরাইলের বাদশা, কেননা, মুশরিকেরা তো আর বাদশা হতে পারে না, তারা তো বনি ইসরাইলের ওপর যুলুমকারী মাত্র।"

"সত্যই তাই," বয়স্ক জন বললেন, "তবে আমি জানতে চেয়েছিলাম লোকটা কে যে বনি ইসরাইলের ওপর যুলুম করে যাচ্ছে।" কনিষ্ঠ বললেন, বনি ইসরাইলের পাপই বনি ইসরাইলকে যুলুম করে যাচ্ছে, কারণ, যদি তারা পাপ না করতো তবে মুশরিক নবাবেরা ইসরাইলের ওপর যুলুমকারী হতো না।'

বয়স্কজন বললেন, "সেই নাস্তিক নবাবটার কি নাম যাকে আল্লাহ্ বনি ইসরাইলের শুদ্ধিকরণের জন্য পাঠিয়েছেন?"

কনিষ্ঠ বললেন, "তা আমি কী করে জানবো, এই পনের বছরের মাঝে দেখা গেল আপনাকে ছাড়া আমি আর কোনো মানুষই দেখিনি, আর আমি পড়তেও জানি না, ফলে কোনো চিঠিও আমার কাছে আসে নি।"

www.amarboi.org

বয়স্কজন বললেন, "তোমার মেষচর্মখানি এমন নতুন দেখাচ্ছে কি করে, কে তোমাকে দিলো এটি, যদি কোনো মানুষের সঙ্গে তোমার দেখা নাই হয়ে থাকে?

১৪৯। দু'জন দরবেশ ফরিসী ঃ

"চল্লিশ বছর ব্যাপী যিনি বনি ইসরাইলের পোশাক টাটকা রেখেছিলেন বিজন বিয়াবানে, তিনিই আমার এ-চামড়াকে সেইরূপ রেখেছেন যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন।"

তখন বয়স্কজন অনুধাবন করলেন যে কনিষ্ঠতর তার চেয়েও বেশী পোখতা। কেননা, তিনি প্রতিবছর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই আসছেন। তাই তিনি তার সংলাপ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য বললেন, "ভাই, তুমি তো পড়তে জানো না, আর আমার আস্তানায় দাউদের সমাগুলি রক্ষিত আছে। এসো তাহলে প্রতিদিন যাতে তোমাকে তা তিলাওত করে শুনাতে পারি এবং তোমার কাছে দাউদের কেতাব হয় উন্মুক্ত।"

কনিষ্ঠ বললেন, "চলুন, এখনি যাওয়া যাক।"

বয়স্কজন বললেন, "ভাইরে, দুই দিন হয়ে গেছে আমি পানি পানি পান করতে পারিনি, আগে কিছু পানির তালাশ করে নেই।" কনিষ্ঠ বললেন, "ভাই সাহবে, দুই মাস হয়ে গেছে আমি পান করেছিলাম, চলুন তাই আগে দেখি আল্লাহ দাউদ পয়গম্বরের মাধ্যমে কী বলেছিলেন, মা'বুদ আমাদের পানির যোগান দিতে সক্ষম।"

অতঃপর তারা বয়স্কজনের আস্তানায় ফিরে আসলেন, প্রবেশপথের ওপর দেখলেন বিশুদ্ধ পানির ঝরনা বয়ে চলেছে।

বয়স্কজন বললেন, "ওরে ভাই, তুমি তো আল্লাহর এক পবিত্র বান্দা, তোমারই কারণে আল্লাহ এই ঝরনা বইয়ে দিয়েছেন।"

কনষ্ঠি উত্তর দিলেন, "ভাই সাহেব, বিনয়বশত আপনি একথা বলছেন, তবে অবশ্যই আমার কারণে আল্লাহ এই ঝরনা মঞ্জুর করে থাকলে সেটি আমার আস্তানার কাছেই দিতেন, যেন আমাকে বের হতে না হয় (এর সন্ধানে)। কেননা, আমি স্বীকার করছি যে আপনার বিরুদ্ধে আমার পাপ হয়ে আছে। যখন আপনি বললেন দুই দিন ধরে আপনি পানি পান করেন নি, আপনি পানির তালাশ করছেন, আর আমার হয়নি দু'মাস পানি খাওয়া। যাতে করে আমি মনে মনে একটু ফখর বোধ করলাম, যেন আমার হালাত আপনার চেয়ে উত্তম।"

বয়স্কজন তখন বললেন, "ভাইটি আমার, তুমি সত্য কথাই বলেছো, তাই তোমার গোনাহ হচ্ছে না আর।"

কনিষ্ঠ বললেন, "ভাই সাহেব, আমাদের পিতা এলিজা যা বলেছিলেন তা আপনি ভুলে গেছেন, যে-আল্লাহ সন্ধানকারী সে কেবল নিজেকেই ধিক্কার দেবে।

www.amarboi.org

নিশ্চয়ই তিনি এসব আমাদের জ্ঞানের জন্য নয় বরং পালন করার জন্যই লিখে গেছেন।"

বয়স্কজন তাঁর সঙ্গীর সত্যস্পৃহা ও তিতিক্ষা দেখে বললেন, "কথা সত্য এবং আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করেছেন।"

"আর একথা বলার পর তিনি যুবর কেতাব হাতে নিলেন এবং পাঠ করলেন সে-অংশ যাতে আমাদের পিতা দাউদ বলছেন, 'আমার মুখের ওপর আমি পাহারা বসিয়ে দেবো যাতে আমার জিহ্বা থেকে খসে না পড়ে কোনো দোষের কথা, ওজরখাহী করতে না হয় আমার পাপের জন্য।' আর বাক্য ব্যবহার সম্পর্কে বয়স্ক ব্যক্তি তখন কিছু নসিহত করার পর কনিষ্ঠজন বিদায় গ্রহণ করলেন। তারপর পনের বছর পার হয়ে গেলে পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটলো উভয়ের, কারণ কনিষ্ঠ ব্যক্তি সেখান থেকে তাঁর আস্তানাই গুটিয়ে ফেলেছিলেন।"

বয়স্ক ব্যক্তি যখন আবার তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন তিনি সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করলেন, "ওরে ভাই, তুমি যে আর এলেই না আমার আস্তানায়?"

কনিষ্ঠ উত্তর দিলেন, "কারণ আপনি আমাকে যে নসিহত করেছিলেন আমি তা এখনো আমল করে উঠতে পারিনি।"

বয়স্কজন বললেন, "এ কি কথা, পনের বছর পার হয়ে গেছে, তাই নয়?

কনিষ্ঠ উত্তর দিলেন, ধরুন শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে আমি নসিহত নিলাম এক ঘন্টায়, যা কোনো দিনই ভুলে যাইনি, কিন্তু আমি তা এখনো আমল করতে সক্ষম হলাম না। কী উদ্দেশ্যে তাহলে বেশী করে শিখবো যদি তা আমল করতে না পারি। আমাদের আল্লাহ্ বুদ্ধির উৎকর্ষ চান না, চান আমাদের হৃদয়। তাই তো বিচার-দিবসে আমরা কি শিখেছি তার খোঁজ তিনি নেবেন না, কী করলাম সে-হিসাবই গ্রহণ করবেন।"

১৫০। দরবেশ ফরিসীদ্বয়ঃ

বয়স্ক ব্যক্তি বললেন, "ওরে ভাই, এমন কথা বলো না, কারণ তোমার কথায় জ্ঞানকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে যা পুরস্কৃত করতে চান আল্লাহ্ পাক।"

কনিষ্ঠ উত্তর দিলেন, "দেখুন তাহলে, গোনাহ্ না করে তো কথাই বলতে পারছি না আমি; কেননা, আপনার কথা সত্য এবং আমারও তাই। আমি বলছি, যারা আল্লাহর শরীয়তকে জানে তাদের (প্রথমেই) তা পালন করা উচিত, পরে তারা আরো জানতে পারবে। আর যা-কিছু একজন লোক জানে তা সে পালন করুক এবং জানার জন্যই (কেবল) জানা নয়।"

বয়স্ক ব্যক্তি বললেন, "আমাকে বলো দেখি ভাই, তুমি কার সঙ্গে কথাবার্তা বললে, যে-তুমি জানতে পারছো আমি যা বলেছিলাম তা তোমার শেখা হয়নি?"

www.amarboi.org

কনিষ্ঠ বললেন, "ভাই সাহেব, আমি কথা বলি নিজের সঙ্গে, প্রতি দিন আমি নিজেকে আল্লাহর বিচারাদালতে হাজির করি, নিজের জবাবদিহির জন্য। আর নিত্যই নিজের মধ্যে বোধ করি কেউ আমার দোষ ক্ষমা করে দিচ্ছেন।"

বয়স্কজন বললেন, "ওরে ভাই, কী দোষ তোমার, কে আছে এত পরিপূর্ণ?"

কনিষ্ঠজন বললেন, "ভাই সাহেব, একথা বলবেন না, কারণ— আমি দুটি মস্ত দোষের মাঝখানে পড়ে আছি। একটি হলো এই যে আমি নিজেকে জানি না অধমতম পাপী হিসাবে, অন্যটি এই যে এ কারণেই আমি অন্য মানুষের চেয়ে বেশী অনুতাপ করার ইচ্ছা জাগ্রত করতে পারি না।"— বয়স্কজন বললেন, "যদি তুমি পরিপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে যাও তাহলে কীভাবে হবে অধমতম পাপী?"

কনিষ্ঠ বললেন, "যখন আমি ফরিসীব্রত গ্রহণ করি আমার মুর্শিদ প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন তা হলো এই যে আমাকে দেখতে হবে অন্যের গুণ এবং নিজের দোষ-ত্রুটি, যদি তা আমি করি তবে দেখতে পাবো পাপীদের মাঝে অধমতম রূপে নিজেকেই।"

বয়স্কজন বললেন, "ওরে ভাই, কার গুণ এবং কার দোষ তুমি বিচার করতে পারছো এই পর্বতমালার মাঝে, যেখানে কোনো লোকই উপস্থিত নেই?"

কনিষ্ঠ বললেন, আমার বিচার করা উচিত সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জের আনুগত্যের সঙ্গে, কারণ, তারা আমার চেয়ে বহুগুণ বেশী সেবা করছে তাদের সৃষ্টিকর্তার। কিন্তু আমি তাদের সমালোচনা করি এ-কারণে যে হয় তারা আমি যতটুকু চাই ততটুকু আলো দিচ্ছে না অথবা এ জন্যে যে তাদের উত্তাপ খুব বেশী, অথবা খুব অল্প কিংবা প্রচুর বর্ষণ হচ্ছে জমিনে।"

তখন এরূপ শোনার পর বয়স্ক ব্যক্তি বললেন, "ভাইরে, এই তত্ত্ব তুমি কোথায় শিখলে, কেননা, আমার বয়স হয়েছে এখন নব্বুই, পচাত্তর বছর ব্যাপী আমি ফরিসীব্রত পালন করে যাচ্ছি?"

কনিষ্ঠ উত্তর দিলেন, "ভাই সাহেব, আপনি বিনয়বশত এরূপ বলছেন, কারণ আপনি আল্লাহ-পাকের একজন খাস বান্দা। তবু আমি আপনার কথার জবাবে বলছি যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক সময় দেখেন না, দেখেন হৃদয়। যে কারণে পনের বছর বয়সে দাউদকে তাঁর ছয় ভাইয়ের কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বনি ইসরাইলের বাদশা বানানো হয়েছিলো, আর হয়েছিলেন তিনি আমাদের মাবু'দ ইলাহীর নবী।"

১৫১। সত্য ফরিসীর রূপঃ

"এই লোক ছিলেন সত্যিকারের ফরিসী।" ঈসা বললেন তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে; "আর যদি আল্লাহর মর্জি হয় তবে হাশরের দিনে তাঁকে আমরা পাবো বন্ধু হিসাবে।"

www.amarboi.org

অতঃপর ঈসা একটি জাহাজে আরোহণ করলেন, আর তাঁর শিষ্যগণ রুটি সংগ্রহ করেন নি বলে খুব বিচলিত বোধ করলেন। ঈসা তাদের তিরস্কার করে বললেন, "আমাদের সময়কার ফরিসীদের আচার সম্পর্কে সাবধান থেকো; কারণ সামান্য আছরেই বিরাট জিয়াফত বিনষ্ট হতে পারে।"

শিষ্যগণ পরস্পরের কাছে প্রশ্ন করলেন, "কী আছর আমাদের ওপর হতে পারে, কোনো রুটিই তো আমাদের কাছে নেই।"

তখন ঈসা বললেন, "ওহে কম ঈমানের লোকজন ! নেইন-এ আল্লাহ কী করেছিলেন তা কি তোমরা ভুলে গেলে, যেখানে শস্যকণার কোনো চিহ্নই ছিলো না? পাঁচটি রুটি ও দুই খণ্ড মাছ দিয়ে সেখানে কতজন আহার করেছিলো? ফরিসীদের আছর হলো আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের অভাব, আর আত্মস্বার্থের চিন্তা, যা কেবল এ-যুগের ফরিসীদেরই দুষিত করেনি, গোটা বনি ইসরাইলকেই দুর্নীতিবাজ করে ফেলেছে। কারণ সহজ-সরল জনতা, যারা পড়তে জানে না, ফরিসীরা যা করে তারই অনুসরণ তারাও করে, কারণ তাদের চোখে এরা হলো পবিত্র বান্দা।"

"সত্যিকার ফরিসীর রূপ কেমন তা কি জানো? মানব প্রকৃতির জন্য তাঁর রূপ তৈলসদৃশ। আর তেল যেমন সকল তরল পদার্থের ওপর ভাসমান থাকে, তেমনি ফরিসীর কল্যাণীয় রূপ যাবতীয় মানবিক কল্যাণ-কর্মের উর্ধ্বে বিরাজ করে। তিনি একখণ্ড জীবন্ত গ্রন্থ-বিশেষ, যা আল্লাহ উপহার দিচ্ছেন দুনিয়াকে, কেননা, যা-কিছুই তিনি করেন এবং বলেন আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে তা সঙ্গতিশীল। ফলে তাঁকে যে অনুসরণ করে সে-ই আল্লাহর শরীয়ত মোতাবেক চললো। সত্যিকার ফরিসী লবণ সদৃশ যা মানবদেহকে পাপাকীর্ণ হতে বাধা দেয়; আর যে তাঁকে একবার দেখে সেই তওবায় প্রবৃত্ত হয়। তিনি আলোক রূপে তীর্থযাত্রীর পথকে করেন আলোকিত, কেননা, যে-লোকই তার দারিদ্র্য-দশাকে তার তওবার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলো সে-ই দেখতে পাবে যে এই দুনিয়ায় কোনো ভাবেই আমাদের হৃদয়ের দরোজা বন্ধ করা উচিত নয়।"

"কিন্তু সেই ব্যক্তি যে তেলকে বাসী বছরে ফেললো, করলো সে কেতাবকে বিকৃত, লবণকে ময়লাযুক্ত, নিভিয়ে দিলো বাতি— সেই লোকটি হলো ভণ্ড ফরিসী। তাই যদি তোমরা লুপ্ত হতে না চাও, তবে সাবধান হও তেমন আচরণ থেকে যা, এ-যুগের ফরিসীরা করে থাকে।"

১৫২। ঈসা ও রোমক সৈন্যদল ঃ

জেরুসালেমে আগমনের পর একদিন সাব্বাত দিবসে ঈসা মসজিদে উপস্থিত হলে সৈন্যদল তাঁর নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করে কয়েদ করতে চাইলো ; তারা

www.amarboi.org

বললো, "গুরু, যুদ্ধ শুরু করা কি আইনসঙ্গত?"

ঈসা জবাব দিলেন, "আমাদের ঈমান আমাদের এ কথাই বলে যে দুনিয়ার বুকে আমাদের জীবন অবিরাম যুদ্ধের।"

সৈনিকদল বললো, "তাহলে কি আপনি আমাদের আপনার ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চান এবং চান যে আমরা ত্যাগ করি আমাদের অগণিত দেবকুল (কেননা রোমের একাই ছিলো আটাশ হাজার দেবতা, ছিলো তাদের মুর্তিরূপ) এবং অনুসরণ করি আপনার খোদার, যিনি মাত্রই একজন, আর সেজন্য তাকে দেখা যায় না, জনানও যায় না কোথায় বিদ্যমান তিনি, আর এমনও হতে পারে যে, তিনি শূন্যমাত্র।"

ঈসা বললেন, "আমিই যদি আপনাদের সৃজনকারী হতাম যেমন আমাদের আল্লাহ আপনাদের সৃষ্টিকর্তা, আমি আপনাদের ধর্মান্তরিত করতে চাইতাম।"

তারা বললো, "কেমন করে আপনার খোদা আমাদের সৃষ্টি করলেন, দেখা যাচ্ছে তিনি কোথায় থাকেন তাও দুর্জ্ঞেয়? দেখান আপনার খোদাকে, আর আমরাও ইহুদী হয়ে যাই।"

তখন ঈসা বললেন, "আপনাদের চোখ থাকলে অবশ্যই তাঁকে আমি দেখাতে পারতাম, কিন্তু আপনারা যেহেতু অন্ধ তাঁকে তো আপনাদের দেখাতে পারছি না।"

সৈন্যদল বললো, "নিশ্চিত বোঝা গেল, এই দেশবাসী আপনাকে যে ইজ্জত দেখায় তাই আপনার বোধশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে। কেননা, আমাদের প্রত্যেকেরই দুটি করে চোখ আছে প্রত্যেকের মাথায়, আর আপনি বলছেন আমরা অন্ধ।"

ঈসা জবাব দিলেন, ইন্দ্রিয়রূপী চোখ কেবল স্থুল ও বাহ্যিক বস্তুই দেখতে পায়; আপনারা তাই শুধু আপনাদের দারু, রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত দেবতাদেরই দেখতে সক্ষম হন যারা কোনো কিছুই করতে পারে না। কিন্তু আমরা ইয়াহুদাবাসীদের আছে দিব্যদৃষ্টি, যা থেকে উৎসারিত আমাদের ভয় ও ঈমান আল্লাহর প্রতি। যে কারণে আমরা দেখি আমাদের আল্লাহকে সর্বত্র।"

সৈন্যদল বললো, "সাবধান ! আপনি যেভাবে কথা বলছেন, আমাদের দেবকুলের প্রতি আপনি যদি এভাবে ঘৃণা প্রয়োগ করেন তবে আপনাকে হেরোদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবো, তিনি প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বেন আমাদের দেবকুলের পক্ষে, যারা সর্বশক্তিমান।"

ঈসা বললেন, "যদি তারা সর্বশক্তিমান হয়ে থাকেন, যেমন বলছেন আপনারা, আমাকে মাফ করুন, আমি তাদের ইবাদত করবো।"

সৈন্যদল একথা শুনে উল্লসিত হলো এবং তাদের বিগ্রহের নামে জয়ধ্বনি দিলো।

www.amarboi.org

ঈসা তখন বললেন, "কথা নয় কাজের প্রয়োজন এখানে ; অতএব আপনাদের দেবতারা একটি মাছি সৃষ্টি করুন, আর আমি তাদের পূজা শুরু করি।"

সৈন্যদল একথা শুনে আতংকিত হলো এবং কি বলবে তা বুঝতে পারলো না; সে অবস্থায় ঈসা বললেন,

"সুনিশ্চিত যে তারা একটা মাছিও নতুন করে সৃষ্টি করতে পারে না, আমি তাই ওদের জন্য সেই আল্লাহকে ত্যাগ করতে পারি না যিনি, সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন মাত্র একটি শব্দ দিয়ে, যার নাম উচ্চারণ মাত্র সৈনিকদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়।"

সৈন্যদল বললো, "ঠিক আছে তা সত্য কিনা দেখা যাক, কেননা, আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক"— আর তারা ঈসাকে পাকড়াও করার জন্য হস্ত প্রসারিত করলো।

ঈসা তখন বললেন, "আদুনাই সাবূথ।" তৎক্ষণাৎ সৈন্যদল সোজা এমন পটকান খেয়ে গড়াতে গড়াতে মসজিদের বাইরে গিয়ে পড়লো যেন কাঠের পিপাগুলিকে মদভর্তির জন্য পরিষ্কার করে গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ; এমনিভাবে যে একবার মাথা আবার পা মাটিতে চক্কর খেতে লাগলো, অথচ কেউ তাদের স্পর্শ মাত্র করেনি।

আর তারা এতটা আতংকিত হলো এবং পালিয়ে গেল এমনভাবে যে তাদের আর কখনো ইয়াহুদা দেশে ফিরতে দেখা যায়নি।

১৫৩। সৈন্যদলের ওপর কৃত মু'জেযা ঃ

ধর্মগুরু এবং ফরিসীরা গুজগুজ করে নিজেদের মাঝে বলাবলি করলো, "বাল ও অস্টারথের মন্ত্র তার জানা আছে। তাই সে শয়তানের শক্তিতেই এরকম করলো।"

ঈসা মুখ খুললেন এবং বললেন, "আমাদের আল্লাহ্ আইন করে দিয়েছেন যে প্রতিবেশীর দ্রব্য যেন আমরা চুরি না করি। কিন্তু এই একটিমাত্র শরার খেলাফ ও বিকৃতি এমনভাবে করা হচ্ছে যে এতেই জগৎ পাপে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এসব (পাপ) ক্ষমা করা হবে না যেমন অন্যসব পাপের ক্ষমা হয়ে থাকে ; কেননা, দেখা যায় অন্য পাপের ক্ষেত্রে যদি মানুষ কান্নাকাটি করে আর কখনো তাতে লিপ্ত না হয়, আর রোযা রেখে নামায আদায় করে এবং কাফ্ফারা দেয়, শক্তিমান ও মেহেরবান আল্লাহ তা মাফ করে দেন। কিন্তু এ-জাতীয় পাপের ক্ষমা মিলে না কখনো কোনোভাবেই যে-পর্যন্ত না অন্যায়ভাবে অপহরণকৃত দ্রব্য ফেরত দেওয়া হয়।"

একজন ইহুদী আলেম প্রশ্ন করলেন, "পরস্ব অপহরণ কি করে সারা দুনিয়াকে পাপে পূর্ণ করে ফেললো? নিশ্চিতভাবেই এখন, আল্লাহর মেহেরবানিতে মাত্র গুটিকয় ডাকাতই আছে, আর তারা প্রকাশ্য জনসমক্ষে আসে না, সৈন্যদল তাদের ফাঁসিতে

www.amarboi.org

লটকে দেবে বলে।”

ঈসা জবাব দিলেন, “যারা মাল-সামান চিনতে পারে না তাদের পক্ষে ডাকাতের পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। না, আমি আপনাকে বলছি, অবশ্যই যে ডাকাতি অনেকেই করে কিন্তু জানে না তারা কি করছে, তাই তাদের পাপ সেই সব লোকের চেয়ে আরও বেশী, করার, যে রোগ ধরা যায় না তার আরোগ্য নেই।”

ফরিসীগণ তখন ঈসার নিকটবর্তী হয়ে বললেন, হুযুর বনি ইসরাইলের মাঝে দেখা যাচ্ছে একমাত্র আপনার কাছেই আছে জ্ঞান, আমাদের তালিম দিন।”

ঈসা বললেন, “একমাত্র আমার কাছেই সত্য আছে একথা আমি বলি না, কেননা, এই ‘একমাত্র’ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ পাকেরই ইখতিয়ারভুক্ত, অন্য কারো নয়, কেননা, তিনিই হক যিনি জানেন হকিকত কি? অতএব আমি যদি এরূপ দাবি করি তবে আমিই হবো বড় ডাকাত, কারণ আমি আল্লাহ পাকের ইজ্জত চুরিতে লেগে যাবো। আর একমাত্র আমিই জানি আল্লাহকে, এইরূপ বললে আমি সকলের চেয়ে বেশী জাহেল বলে প্রমাণিত হবো। আপনারা তাই কবিরা গোনাহ করলেন এইরূপ বলায় যে আমিই একমাত্র সত্য জানি। আর আমি আপনাদের বলছি যে আমাকে প্রলুব্ধ করার জন্য যদি এরূপ বলে থাকেন, আপনাদের গোনাহ হবে আরও মারাত্মক পর্যায়ের।”

ঈসা যখন দেখলেন সবাই চুপ করে আছে, তিনি বললেন, “বনি ইসরাইলের মাঝে সত্য জানা লোক আমি একা না হওয়া সত্ত্বেও, বলতে হচ্ছে আমাকেই একা, তাই আমার কাছে যখন আপনারা প্রশ্ন করেছেন অতএব আমার কথা শুনুন।”

“তামাম সৃষ্ট বস্তু একমাত্র সৃষ্টিকর্তারই মালিকানাধীন, এমনভাবে যে কেউই কোনো কিছুর ওপর কারো দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তাতেই রূহ, ইন্দ্রিয়, দেহ, কাল, সম্পদ ও সম্মান, এসব কিছুই আল্লাহর সম্পত্তি, তাই আল্লাহর ইচ্ছা সত্ত্বেও যদি এগুলি কেউ গ্রহণ না করে তবে সে দস্যুতে পরিণত হয়। আর ঠিক একই ভাবে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে যদি কেউ এগুলি ব্যয় করে ফেলে সেও দস্যু। অতএব আমি বলছি আপনাদের, যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব যাঁর গোচরে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, যখন আপনি সময় নেন, এই বলে— ‘আগামী কাল’ আমি এটি করবো, আমি তা বলবো, আমি সে জায়গায় যাবো, আর ‘ইনশাআল্লাহ’ যোগ না করেন তখন আপনি দস্যুতে পরিণত হন। আর আল্লাহকে নয় নিজেদের তুষ্ট করার জন্যই যখন উত্তম সময়ের অধিকাংশ আপনারা ব্যয় করেন তখন বড় ডাকাতে পরিণত হন এবং নিকৃষ্ট সময় যখন আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় করেন তখন আপনারা প্রকৃত ডাকাতই বটে।”

www.amarboi.org

"পাপ সে যে কেউই করুক, তা সে যে-ভঙ্গিতেই করে না কেন, সেই ডাকাত, কারণ সে অপহরণ করে তার সময়, তার আত্মা এবং তার নিজের জীবনকেও, আল্লাহর ইবাদতই ছিলো যেখানে বাঞ্ছিত, শুরু হয় সেবা শয়তানের, যে আল্লাহ-পাকের দুশমন।"

১৫৪। ঈসা ও পণ্ডিত ব্যক্তি ঃ

"অতএব মানুষ, যার আছে সম্মান, জীবন এবং বিত্ত যখন তার সম্পদের ওপর চলে দস্যুতা, অপহরণকারীকে চড়িয়ে দেওয়া হয় শূলে ; যখন তার জীবন নেয়া হয়, মুণ্ডুপাত করা হয় খুনীর। আর এটাই ন্যায্য। কারণ আল্লাহর শরীয়ত তাই নির্দেশ করে। কিন্তু যখন কোনো প্রতিবেশীর ইজ্জত মারা হয় তখন সে দস্যুটাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় না কেন?"

"সম্পত্তি কি ইজ্জতের চেয়ে নিশ্চিতই উত্তম? আল্লাহ কি নিশ্চিতই হুকুম করেছেন এইরূপ যে সম্পদ অপরহরণকারীকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং যে, সম্পদের সঙ্গে জীবন অপহরণ করলো তাকেও শাস্তি দেওয়া হবে কিন্তু যে ইজ্জত লুণ্ঠনকারী, মুক্তি দিয়ে দেওয়া হবে তাকে ? নিশ্চয়ই নয়, কেননা, এইরুপ চাপা গুঞ্জনের কারণেই আমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশাধিকার পাননি, কিন্তু পেলেন তাদের সন্তানেরা। আর এই সে পাপের কারণেই সর্পদংশনে নিহত হয়েছিলেন আমাদের সত্তর হাজার মানুষ।"

"যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব, যার গোচরে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, যে অন্যের ইজ্জতের হানি করে সে-ব্যক্তি, অন্যের সম্পদ ও জীবন হরণকারীর চেয়েও বেশী শাস্তিযোগ্য। আর যে ফিসফিস্‌কারীর বক্তব্য শোনে সেও সমানভাবে দোষী, কেননা, একজন শয়তানকে বরণ করে জিহ্বায় আর অপরজন তার কানে।"

ফরিসীরা একথা শুনে (রাগে) জ্বলে উঠলেন, কারণ এ বক্তব্যের নিন্দা করার কোনো উপায় তাঁদের ছিলো না।

তখন একজন পণ্ডিত এগিয়ে আসলেন ঈসার নিকটে এবং বললেন, "উত্তম জনাব, আমাকে বলুন, কেন আমাদের পিতৃপুরুষকে আল্লাহ্ ফল ও শস্য দান করলেন না? এদের বিচ্যুতি ঘটবে জানা সত্ত্বেও অবশ্যই তাঁর উচিত ছিলো এদের শস্য দান করা, অথবা এসব নিষিদ্ধ ফল মানুষের চোখের সামনে পড়তে দেওয়া ঠিক হয়নি।"

ঈসা জবাব দিলেন, "হে পুরুষ প্রবর! আপনি আমাকে বললেন 'উত্তম', কিন্তু আপনি ভুল করেছেন, আল্লাহ-ই কেবল 'উত্তম'। আপনি অধিক ভুল করেছেন এই বলে যে কেন আল্লাহ কর্ম সম্পদন করলেন না আপনার বুদ্ধি অনুযায়ী। যা হোক, আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো। আমি তাহলে আপনাকে বলছি যে আমাদের

www.amarboi.org

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন না, যে-কারণে সৃষ্টি জীবের পক্ষে আল্লাহর ইজ্জতের বিনিময়ে নিজের সুরাহা ও সুবিধা খোঁজা বাঞ্ছনীয় নয়; আর তা এজন্য যে সৃষ্টিকেই নির্ভর করতে হবে স্রষ্টার ওপর, স্রষ্টাকে সৃষ্টির ওপর নয়। যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব, যাঁর গোচরে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, মানুষের সব চাহিদাই যদি আল্লাহ্ পূরণ করতেন, মানুষ জানতেই পারতো না যে সে আল্লাহর বান্দা; সে তখন বেহেশতের মালিক বলে বসতো। এ-জন্যই সৃষ্টিকর্তা, যিনি চির বরকতময়, তার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, যাতে মানুষ তাঁর অনুগত থেকে যায়।"

"আর অবশ্যই আমি আপাদের বলছি যে যার চোখে জ্যোতি আছে স্পষ্ট সবকিছুই স্পষ্টভাবে দেখে এবং অন্ধকারের মাঝ থেকেও আলো নিংড়ে নেয়। কিন্তু অন্ধের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। তাতেই আমি বলছি যে যদি মানুষ পাপ নাই বা করতো, আমি কিংবা আপনি কারো পক্ষেই আল্লাহ-পাকের দয়া ও ন্যায়বিচারকে জানা সম্ভব হতো না। আর যদি আল্লাহ মানুষকে মা'সুম বা অপাপবিদ্ধ করে সৃষ্টি করতেন তবে এক্ষেত্রে সে হয়ে পড়তো আল্লাহর বরাবর; এ-কারণেই বরকতময় আল্লাহ মানুষকে কল্যাণীয় এবং ন্যায়পরায়ণ করে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তার নিজের জীবনের নাজাত বা অভিসম্পাতের বিষয়ে দিয়েছেন তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের অধিকার।"

পণ্ডিত-প্রবর এ-ব্যাখ্যা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন এবং নিষ্ক্রান্ত হলেন বিশৃঙ্খল চিত্ত নিয়ে।

১৫৫। নিষিদ্ধ ফল সম্পর্কে ঃ

এ সময়ে প্রধান রাব্বি দুজন প্রবীণ রাব্বিকে গোপনে ডেকে আনলেন এবং তাঁদের তিনি পাঠালেন ঈসার কাছে, যিনি ততক্ষণে মসজিদের বাইরে গিয়ে সুলায়মানের দেউড়িতে বসে অপেক্ষা করছিলেন যোহরের নামাযের জন্য। আর তার নিকটেই ছিলেন তাঁর শিষ্যবর্গ ও বিশাল এক জনতা।

রাব্বি-দুজন ঈসার নিকটে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "হুজুর, মানুষ কেন গন্দম এবং নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলো? আল্লাহ্ কি ইচ্ছা করেছিলেন সে তা খেয়ে নিক, অথবা সেইরূপ ইচ্ছা তাঁর ছিলো না?" আর ওঁরা একথা তাঁকে দ্বন্দ্বে ফেলার জন্য বললেন, কারণ যদি তিনি বলেন "আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছিলেন," তাঁরা বলবেন, "তবে তিনি তা নিষিদ্ধ করলেন কেন?" আর যদি তিনি বলেন "আল্লাহ তা চান নি," তারা বলবে, "তাহলে মানুষের ক্ষমতা আল্লাহর চেয়ে বেশী, কারণ সে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলো।"

www.amarboi.org

ঈসা জবাব দিলেন, "আপনাদের প্রশ্নটি একটি পর্বত আরোহী গিরিপথের মতো যার ডাইনে এবং বামে রয়েছে খাড়া শৈলশ্রেণী, তবে আমি মাঝখান দিয়েই যাবো।"

একথা শুনে রাব্বিদ্বয় হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, তারা দেখলেন যে তিনি তাদের হৃদয়ের কথা জানেন।

ঈসা তখন বললেন, "প্রত্যেক মানুষই তার গরজ আছে বলে সকল কাজই করে তার নিজের চাহিদার জন্য। কিন্তু আল্লাহ-পাকের তো কোনো চাহিদা নেই, আপন খুশীতেই তিনি তাঁর কাজ করে যান। এ কারণেই মানব-সৃষ্টির সময়, তাকে তিনি স্বাধীন করেই সৃষ্টি করেছেন যাতে সে অনুধাবন করতে পারে যে তার কোনো সেবার জন্য তিনি মুখাপেক্ষী নন। 'বিনামূল্যে সাধারণ মুক্তি' দান করেন যেমন কোনো শাহানশাহ, তাঁর অমিত ঐশ্বর্যের স্মারক হিসাবে যাতে তাঁর ক্রীতদাসেরা তাঁকে ভালোবাসতে পারে আরও বেশীভাবে, সেই হেতু তিনি মুক্তি দান করেন তাঁর দাসশ্রেণীকে।"

"আল্লাহ তাই মানুষকে সৃষ্টি করলেন স্বাধীন সত্তা দিয়ে, এ কারণে যে সে যেন তার স্রষ্টাকে সবার চেয়ে ভালোবাসতে পারে এবং জ্ঞানলাভ করতে পারে তাঁর কুদরত সম্পর্কে। কেননা, যদিও আল্লাহ পরম শক্তিমান, মানুষের কোনো প্রয়োজনীয়তা তার নেই, পরম শক্তিযোগে তাকে সৃষ্টি করে বদান্যতা বশে তাকে দিয়েছেন স্বাধীনতা, এমনভাবেই যেন সে মন্দকে রুখতে পারে এবং কল্যাণ সাধনে সক্ষম হয়। যদিও পাপ প্রতিরোধের শক্তি আল্লাহ্‌র আছেই তবু তিনি তাঁর বদান্যতাকে অসঙ্গত করবেন না। (কেননা, আল্লাহ-পাকের কোনো অসঙ্গতিই নেই) এই কারণে যে তাঁর কুদরত ও বদান্যতা মানবাত্মায় সক্রিয় আছে বলে তিনি খোদ মানুষের মাঝে যে পাপ তা প্রতিরোধ করেন না, আমি বলছি, এই কারণে যে তাঁর করুণা ও ন্যায়পরায়ণতা মানুষের মাঝে যেন বিকাশ লাভ করতে পারে। আর দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি আসল কথাটা বলে দিচ্ছি এই যে প্রধান রাব্বি আপনাদের পাঠিয়েছেন আমাকে লোভ লাগানোর জন্য, আর এই তো হলো তার রাব্বিগিরির ফসল।"

বৃদ্ধ-দুজন ফিরে গেলন এবং প্রধান রাব্বিকে সব জানালেন ; তিনি বললেন, "এই লোকটার সঙ্গে জ্বিন বাধা আছে যে তাকে সব বলে দেয়, কারণ সে বনি ইসরাইলের বাদশা বনাতে চায় ; কিন্তু আল্লাহ তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৫৬। জন্মান্ধ ব্যক্তি ঃ

যোহরের নামায আদায় করার পর ঈসা মসজিদ ছেড়ে বের হয়ে আসতেই দেখতে পেলেন একজন জন্মান্ধকে সেখানে দাঁড়ানো। তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে প্রশ্ন

www.amarboi.org

করলেন এই বলে, "মুর্শিদ, কার পাপ এই লোকটির মাঝে, তার বাপ না মায়ের যে সে জন্ম নিলো জন্মান্ধ হয়ে?"

ঈসা বললেন, "তার বাপ বা মা কারো পাপই নেই তার মাঝে, বরং আল্লাহ তাকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন নবুয়তের একটি নিদর্শন হিসাবে।" আর তিনি অন্ধ লোকটিকে নিকটে ডেকে এনে মাটিতে থুথু ফেলে একটু কাদা বানিয়ে অন্ধ ব্যক্তির চোখে স্থাপন করে তাঁকে বললেন, "সাইলুমের তালাবে গিয়ে ধৌত করে নাও।"

অন্ধ লোকটি চলে গেলেন এবং ধোয়ার পরেই লাভ করলেন দৃষ্টিশক্তি। তারপর যখন তিনি বাড়ি ফিরলেন, অনেকেই তাকে দেখে বললেন, "এই সেই অন্ধ লোকটি হয়ে থাকলে অবশ্যই বলবো মসজিদের সুদৃশ্য তোরণের পাশে নিশ্চিতই সে বসা থাকতো।" অন্যেরা বললেন, "সে-ই-তো, কিন্তু সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল কী-ভাবে?" আর তাঁরা তাঁকে উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি সেই অন্ধ লোক নও যে মসজিদের সুদৃশ্য ফটকে বসে থাকতে হে?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আমি সেই লোক— কিন্তু কেন?"

ওঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার দৃষ্টি পেয়ে গেলে কেমন করে হে?"

তিনি বললেন, "মাটিতে থুথু ফেলে তা দিয়ে কাদা বানিয়ে একজন লোক আমার চোখে দিয়ে বললেন, 'যাও, গিয়ে সাইলুমের তালাবে ধৌত করে নাও।' আমি গেলাম এবং ধুয়ে ফেললাম, আর এখন দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। বনি ইসরাইলের আল্লাহ কত বরকতময়!" যখন সে জন্মান্ধ ব্যক্তি আবার মসজিদের সুদৃশ্য তোরণ-দুয়ারে এসে পৌঁছলেন, সারা জেরুসালেমে আলোড়ন পড়ে গেল। সে কারণেই তাঁকে প্রধান রাব্বির কাছে উপস্থিত করা হলো, যিনি তখন ফরিসী ও রাব্বিবর্গের সাথে ঈসার বিরুদ্ধে শলা-পরামর্শে রত ছিলেন।

প্রধান রাব্বি তাঁকে প্রশ্ন করলেন এই বলে, "বাপু, তুমি কি জন্মান্ধ ছিলে?"

"হ্যাঁ।" তিনি উত্তর দিলেন।

"তাহলে এখন আল্লাহর মহিমা গাও"— প্রধান রাব্বি বললেন, "এখন বলো আমাদের কাছে, স্বপ্নযোগে তুমি কোনো নবীর সাক্ষাৎ পেলে যিনি তোমাকে আলো দান করলেন? তিনি কি আমাদের পিতা ইবরাহীম না আল্লাহর দাস মূসা, না অন্য কোনো নবী?"

জন্মান্ধ ব্যক্তি উত্তর দিলেন, "ইবরাহীম নয় মূসাও নয় কিংবা নয় অন্য কোনো নবী যাকে স্বপ্নে পেয়েছি কিংবা যিনি আরোগ্য দিয়েছেন আমাকে, বরং আমি যখন মসজিদের ফটকে বসা ছিলাম একজন লোক আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে, আর তাঁর থুথু দিয়ে মাটির কাদা বানিয়ে সেই কাদার কিছুটা রাখলেন আমার

www.amarboi.org

চোখে এবং সাইলুমের তালাবে আমাকে পাঠালেন ধুয়ে ফেলার জন্য ; আমি তখন গেলাম এবং ধুয়ে ফেললাম এবং ফিরে এলাম আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি নিয়ে।"

প্রধান রাব্বি সেই লোকের নাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

জন্মান্ধ লোকটি উত্তর দিলেন, "তিনি তাঁর নাম আমাকে বলেন নি, কিন্তু তাকে দেখছিলো এমন একজন লোক আমাকে ডেকে বললেন, "যাও এবং ধুয়ে ফেলো, উনি যেভাবে বলছেন, কেননা, উনি নাসারতের ঈসা, একজন নবী এবং বনি ইসরাইলের প্রভু আল্লাহর এক পবিত্র বান্দা।" প্রধান রাব্বি তখন বললেন, "উনি কি তোমাকে আজই আরোগ্য করলেন, অর্থাৎ, সাব্বাত (বিশ্রাম) দিবসে?"

অন্ধ লোকটি বললেন, "আজই তিনি আমাকে আরোগ্য দিয়েছেন।"

বললেন প্রধান রাব্বি, "তবেই দেখুন, এই লোকটি কত বড় পাপী, দেখা যাচ্ছে সে সাব্বাতের বিধান পালন করে না।"

১৫৭। জন্মান্ধ ব্যক্তির জওয়াব-সওয়াল ঃ

জন্মান্ধ ব্যক্তি বললেন, "উনি পাপী কিনা তা আমি জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে আমি যেহেতু অন্ধ ছিলাম, উনি আমাকে আলো দান করেছেন।"

ফরিসীরা ঘটনাটি বিশ্বাস করলেন না, তাই ওঁরা প্রধান রাব্বিকে বললেন, "ওর বাপ-মাকে আনান তো দেখি, কারণ ওরা, আমাদের সাচ্চা খবর দেবে।" অতএব বাপ-মার জন্য খবর পাঠানো হলো এবং ওরা আসলেন এবং প্রধান রাব্বি উভয়কে জেরার স্বরে বললেন, "এই লোকটি কি তোমাদের পুত্র সন্তান ?"

ওরা বললেন, "সে অবশ্যই আমাদের পুত্র।"

তখন প্রধান রাব্বি বললেন, "সে বলছে সে ছিলো জন্মান্ধ, আর এখন দেখতে পাচ্ছে; এটা কিভাবে ঘটলো?"

জন্মান্ধের পিতা ও মাতা উত্তর দিলেন, "অবশ্যই সে ছিলো জন্মান্ধ, কিন্তু কিভাবে সে দৃষ্টি লাভ করেছে আমাদের তা জানা নেই, সে পূর্ণবয়স্ক, তাকেই জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনাকে সত্য বলে দেবে।"

অতঃপর তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হলো, এবং প্রধান রাব্বি পুনরায় জন্মান্ধকে বললেন, "আল্লাহর মহিমা গাও এবং সত্য কথাটি বলো।" (আসলে জন্মান্ধের পিতা-মাতা কিছু বলতেই ভয় পাচ্ছিলেন, কারণ রোমক সিনেটের একটি ডিক্রি ইতিমধ্যে জারি হয়েছিলো যে কোনো ব্যক্তি মরে গেলেও ইহুদীদের নবী ঈসা সম্পর্কে কোনোরূপ বিতর্কে লিপ্ত হতে পারবে না। এই ডিক্রি সুবাদারের কাছে পাঠানো হয়েছিলো— যে-কারণে তাঁরা বললেন— "সে পূর্ণবয়স্ক, তাকেই জিজ্ঞাসা করুন।")

প্রধান রাব্বি তখন জন্মান্ধ ব্যক্তিকে বললেন, "আল্লাহর মহিমা গাও এবং সত্য

www.amarboi.org

কথা বলো, কারণ আমরা তাকে অপরাধী বলেই জানি যে তোমাকে আরোগ্য দিয়েছে তুমি বলছো।"

জন্মান্ধ ব্যক্তি বললেন, "উনি একজন অপরাধী কিনা তা আমার জানা নেই, তবে এইটুকু আমি জানি আমার চোখে ছিলো অন্ধকার উনি তাতে আলো দিয়েছেন। একথা নিশ্চিত যে দুনিয়ার সূচনা হতে এই মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি পেয়েছে এমন ঘটনা ঘটেনি, আর আল্লাহ্ অপরাধীর ডাক শোনেন না।"

ফরিসীরা প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা উনি কী করেছিলেন যখন তোমাকে দৃষ্টিদান করলেন?"

জন্মান্ধ ব্যক্তি তখন এদের অবিশ্বাসের দৌড় দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "আমি আপনাদের তা বলেছি, তাই আবার জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আপনারা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন নাকি?"

প্রধান রাব্বি তাঁকে গালি দিয়ে বললেন, "তোর জন্মই হয়েছে পাপে, আর তুই আমাদের শিক্ষা দিতে চাস? বেরিয়ে যা, আর তুই নিজেই বনে যা হেন লোকের চেলা। আমরা মূসা-নবীর উম্মত, আর আমরা জানি আল্লাহ্ মূসার সঙ্গে কালাম বিনিময় করেছেন, কিন্তু এই লোকের বিষয়ে আমরা জানি না সে কোত্থেকে এসেছে।" আর তাঁরা তাকে সিনাগগ ও ইবাদতগৃহ থেকে বের করে দিলেন ; বনি ইসরাইলের শুদ্ধ লোকদের সঙ্গে তাঁর ইবাদতের অধিকারও করে দিলেন নিষিদ্ধ।

১৫৮। জগতের ত্রয়ীরূপ ঃ

জন্মান্ধ ব্যক্তি ঈসাকে সন্ধান করে আসলেন ; তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কোনো সময়েই তুমি এতটা আশীর্বাদপুষ্ট ছিলে না, এখন যেমন আছো, কেননা, তোমাকে দয়া করেছেন আমাদের আল্লাহ্ যিনি তাঁর নবী ও আমাদের পিতা দাউদের মাধ্যমে বলছেন এইভাবে, 'তারা অভিশাপ দেয় আর আমি করি আশীর্বাদ' এবং নবী মিখা বলছেন এইভাবে, 'আমি অভিশপ্ত করি তোমাদের আশীর্বাণীকে।' কারণ মাটি বায়ুর সঙ্গে, পানি আগুনের সঙ্গে, আলোক অন্ধকারের সঙ্গে, হিম উত্তাপের সঙ্গে এবং প্রেম ঘৃণার সঙ্গে এত বেশী বিপরীতধর্মী নয়, এই দুনিয়ার খায়েশের সঙ্গে আল্লাহ্ ইচ্ছা যতটা বৈপরীত্যপূর্ণ।"

এই সূত্রে শিষ্যগণ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেলন, "হুযুর, মহান আপনার কালাম, আমাদের বলুন তাই এর অর্থটুকু, কেননা, আমরা এখনো তা বুঝতে পারিনি।"

ঈসা বললেন, "যখন তোমরা দুনিয়াকে চিনতে পারবে, তোমরা দেখবে আমি হক কথাই বলেছি এবং প্রত্যেক নবীর হকিকত সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত হবে।"

"তাহলে জেনে রাখো যে একটি মাত্র নামের মাঝে তিন প্রকারের জগতে

www.amarboi.org

প্রকল্পিত হয়েছে ঃ একটি প্রতিনিধিত্ব করছে আসমান ও জমিন ; তার সাথে পানি, বায়ু, আগুন এবং তাতে মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট সকল বস্তু রয়েছে। আর এই জগতটির সকল কিছুই আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী চলছে ; তাই আল্লাহর নবী দাউদ বলছেন, 'আল্লাহ তাদের দিয়েছেন একটি নিয়ম যার সীমালংঘন এরা করে না।'

"দ্বিতীয়টির প্রতিনিধিত্ব করছে তামাম মানুষ, যেভাবে 'অমুকের ঘর' (এই উক্তিটি) সংশ্লিষ্ট ঘরের প্রাচীরের প্রতিনিধিত্ব করে না, করে একটি পরিবারের, এও ঠিক তেমনি। এই জগতটিও আবার ভালোবাসে আল্লাহকেই কেননা, স্বভাব তাড়িত কারণে তারা আল্লাহকে সন্ধান করে, এমনিভাবে যে এই স্বভাবের তাড়নায় প্রত্যেক সত্তার মাঝে সক্রিয় আছে আল্লাহর জন্য এষণা ; যদিও এমন কি আল্লাহর সন্ধানে তারা ভুল পথও ধরে থাকে। আর জানো তোমরা, কি কারণে সকলেই আল্লাহকে ঢুঁকে বেড়ায়? কারণ তারা প্রত্যেকেই অনিষ্টহীন শাশ্বত কল্যাণের অভিসারী, আর এক মাত্র তা-ই-তো হচ্ছেন আল্লাহ্। অতএব করুণাময় আল্লাহ উদ্ধারের জন্য নবীদের প্রেরণ করেছেন এই দুনিয়ায়।"

"তৃতীয় জগতটি হলো মানুষের পংকিলতার পতিত দশা, যা দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে প্রথায় কাঠামোয় রূপান্তর লাভ করেছে। এটাই মানুষকে রূপান্তরিত করে ইবলীসরূপে যে আল্লাহর দুশমন। আর এ-জগতটিকে আল্লাহ এত গভীরভাবে ঘৃণা করেন যে একে যদি নবীরা ভালোবাসতেন—কী মনে হয় তোমাদের?—নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদের নবুয়ত কেড়ে নিতেন। কী আর বলবো আমি? যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব, যাঁর গোচরে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, আল্লাহর রাসূল যখন এ দুনিয়ায় আসবেন, তিনিও যদি এ জগতটির প্রতি আসক্তি দেখান, অবশ্যই আল্লাহ তাঁকে, সৃষ্টিকালে যে নিয়ামতে ভূষিত করেছিলেন সে-সব কিছু কেড়ে নেবেন, এবং তাঁকেও করবেন অভিশপ্ত, এমনই চূড়ান্তভাবে সে-জগতটির প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে আছেন আল্লাহ !"

১৫৯। পাপের প্রকারভেদ ঃ

শিষ্যগণ আরয করলেন, "ওগো মুর্শিদ, অতুলনীয় মাহাত্ম্যপুর্ণ আপনার কালাম, অতএব মেহেরবানি করুন আমাদের প্রতি, কারণ আমরা তা অনুধাবন করতে পারিনি।"

ঈসা বললেন, "ভেবে নাও তোমরা, ঘটনা এমন হয়েছে যে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাঁর প্রতিদ্বীন্দ্বরূপে সৃষ্টি করেছেন, যিনি নিজেকে আল্লাহর বরাবর দাঁড় করাতে ইচ্ছুক। অবশ্য তা কোনো ক্রমেই হবে না বরং আল্লাহর সর্বোত্তম দাস হিসাবে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর কোনো ইচ্ছাই থাকার কথা নয়। তোমরা বিষয়টি বুঝতে পারলে না কারণ, তোমাদের জানা নেই পাপ কী চীজ। অতএব.

www.amarboi.org

আমার কথা শোনো। অবশ্য-অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি ; আল্লাহর বিরুদ্ধাচারিতা ছাড়া মানুষের মাঝে পাপ সঞ্চার হয় না, দেখা যায় যে একমাত্র আল্লাহর যা অনিচ্ছা তাই হলো পাপ, এমনিভাবে যে, পাপ এবং আল্লাহর ইচ্ছার মাঝে কোনো সম্পর্কই নেই। সে-অনুযায়ী প্রধান রাব্বি ও অপর রাব্বিগণ ফরিসীদের নিয়ে যদি আমাকে এজন্য নির্যাতন করতেন যে বনি ইসরাইল আমাকে খোদা ডাকতে শুরু করেছে তবে তাঁদের কাজে আল্লাহর সন্তোষ থাকতো এবং আল্লাহ তাঁদেরকে করতেন পুরস্কৃত; কিন্তু যেহেতু তাঁরা আমাকে বিপরীত কারণে যুলুম করছেন; এবং যেহেতু তাঁরা চান না যে আমি সত্য উদ্ঘাটন করে বলে দেই কিভাবে তাঁরা আল্লাহর নবী ও বন্ধু মূসা এবং দাউদের কেতাবের বিকৃতি ঘটিয়েছেন; তাদের বিদআতী ঐতিহ্য দিয়ে, আর সেই কারণেই তাঁরা আমাকে ঘৃণা করছেন এবং আমার মৃত্যু কামনা করছেন— অতএব আল্লাহ তাঁদের ফেলে রেখেছেন ঘৃণিত দশায়।"

"বলো আমাকে মূসা নরহত্যা করেছিলেন আর আহাবও নরহত্যাকারী— দু'জনের দু'রকম ঘটনাই কি হত্যাকাণ্ড? নিশ্চয়ই নয়, কেননা, মূসা নরহত্যা করেছিলেন পৌত্তলিকতা বিনাশের জন্য এবং হক-আল্লাহর দ্বীন কায়েমের স্বার্থে, কিন্তু আহাব গণহত্যা করেছিলো হক আল্লাহর দ্বীনকে উচ্ছেদ করে পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এ-কারণেই মূসার হত্যাকাণ্ড কুরবানিতে পরিণত হয়েছিলো যখন আহাবের কাণ্ডটি হয়ে গেল পবিত্রতার নাশকতাকরণ, এমনিভাবে যে অবিকল ও একই কাজ দুই রকম বিপরীত ফল প্রদান করলো।"

"যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব যার গোচরে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, যদি ইবলীস এইটুকু জানার জন্য ফেরেশতাদের সঙ্গে কথা বলতো যে ওঁরা আল্লাহকে কী-রকম ভালোবাসেন, সে আল্লাহর নৈকট্য হতে বহিষ্কৃত হতো না, কিন্তু সে তাঁদের আল্লাহর নৈকট্য থেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলো বলেই সে ধিকৃত হয়ে গেল।"

এই বিবরণী-লেখক প্রশ্ন করলেন, "বনি ইসরাইলের শাহনামা গ্রন্থে ভণ্ড নবীদের মিথ্যা ভাষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে আল্লাহর বিধানানুযায়ী তারা তা বলবে, তাইলে কেমন করে নবী মিকাইয়াহ্-র এ-সম্পর্কিত কালামের অর্থ আমরা বুঝবো?"

ঈসা বললেন, "হে বার্নাবাস, তিলাওত করো সংক্ষেপে সেই সব ঘটনার আয়াত যাতে আমরা স্পষ্টভাবে সত্যকে অবলোকন করতে পারি।"

১৬০। আহাব ও মিকাইয়াহ্ ঃ

তখন এই বিবরণী-লেখক বললেন, "নবী দানিয়েল বনি ইসরাইলের যুলুমবাজ শাসক সহ অন্যান্য রাজন্যবর্গের ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে লিখেছেন এইরূপ ঃ

www.amarboi.org

'বনি ইসরাইলের বাদশাহ ইয়াহুদার বাদশার সঙ্গে আম্মানবাসী বলিয়াল (অর্থাৎ অভিশপ্ত) সন্তানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মিলিত হয়েছিলেন। ইয়াহুদা-রাজ যেহোশাফৎ এবং ইসরাইল-রাজ আহাব উভয়ে এ-উপলক্ষে সুমেরিয়ার রাজাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় চারশত ভণ্ড নবীর কথা শুনছিলেন যারা ইসরাইল-রাজের উদ্দেশ্যে বলেছিলো, 'আম্মানবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান করুন, কেননা, আল্লাহ তাদের পরাজিত করবেন আপনার হাতে, আর আপনি ধ্বংস করবেন আম্মান নগরী।"

যেহোশাফৎ তখন বললেন, "আমাদের পিতৃপুরুষের যে-আল্লাহ তাঁর কোনো নবী এখানে আছেন কি?"

আহাব বললেন, "একজনই আছে, কিন্তু সে-ব্যাটা নচ্ছার, কারণ সে সব সময় আমার মন্দ সম্পর্কেই কেবল ভবিষ্যৎবাণী করে, তাকে আমি কয়েদখানায় আটকে রেখেছি।" "একজনই আছে" এইটুকু কৌশলে শুনিয়ে দেওয়ার জন্যই তিনি এভাবে বললেন, কেননা, যাদেরই পাওয়া যাচ্ছিলো তাদেরই হত্যা করা হয়েছিলো আহাবের নির্দেশানুযায়ী, তাই নবীগণ, আপনি যেভাবে বলেছিলেন হে মুর্শিদ ; পর্বতের উত্তুঙ্গ অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে কোনো মানুষ বসবাস করে না।"

যেহোশাফৎ তখন বললেন, "তাকে এখানে আনানো হোক, আর আমরা দেখি কি বলেন তিনি।"

আহাব তাই, হুকুম করলেন মিকাইয়াহ্‌কে সেখানে আনার জন্য ; তিনি আসলেন পায়ে বেড়ী পরা অবস্থায় আর জীবন-মৃত্যুর মাঝে আন্দোলিত মানুষের বিধ্বস্ত মুখাবরবের মত তাঁর মুখমণ্ডল নিয়ে।

আহাব তাঁকে বললেন, "বলো তো মিকাইয়াহ্ আল্লাহর নামে, আমরা কি আম্মানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবো? আল্লাহ্ তাদের শহরগুলো আমাদের হাতে তুলে দেবেন কি?"

মিকাইয়াহ্ জবাব দিলেন, "যাও, যাও কারণ সমৃদ্ধির সঙ্গে তোমরা সেখানে যাবে আর অধিকতর সমৃদ্ধির সঙ্গে করবে প্রত্যাবর্তন।"

ভণ্ড নবীরা তখন মিকাইয়াহ্‌কে আল্লাহর সত্য নবী বলে প্রশংসা করলো এবং খুলে ফেললো তাঁর পায়ের বেড়ী।

যেহোশাফৎ, যিনি আমাদের আল্লাহকে ভয় করতেন এবং কখনো মূর্তির সামনে অবনত হননি, মিকাইয়াহ্‌র কাছে জানতে চেয়ে বললেন, "আমাদের পূর্ব পুরুষের আল্লাহর দোহাই, সত্য কথা বলুন, কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যুদ্ধের হেতু কি।"

www.amarboi.org

মিকাইয়াহ জবাব দিলেন, "হে যেহোশাফৎ, আমি তোমার চেহারাকে ভয় করি, অতএব তোমাকে বলছি যে আমি বন ইসরাইলকে রাখাল বিহীন মেষপালের মত দেখতে পাচ্ছি।"

তখন আহাব মৃদু হেসে যেহোশাফৎ-এর উদ্দেশ্যে বললেন, "আমি আপনাকে বলেছিলাম যে এই লোকটা কেবল মন্দ ভবিষ্যৎ বাক্যই উচ্চারণ করে, আপনি ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।"

তখন উভয়ে বললেন, "আপনি একথা জানলেন কী করে হে মিকাইয়াহ্?"

মিকাইয়াহ্ বললেন, "আমার বোধ জাগলো, আমি আল্লাহর সামনে একদল ফেরেশতার মজলিস দেখছি, আর আমি শুনতে পেলাম আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা ঃ 'কে ধোঁকা দেবে আহাবকে যে আম্মানের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছে মারা পড়ার জন্য?' একথায় একজন একরূপ প্রতিক্রিয়া দেখালেন, অন্যজন অন্যরূপ। তখন আরেকজন ফেরেশতা এসে বললেন, 'মা'বুদ, আমি আহাবের বিপক্ষে লড়বো আর যাবো তার ভণ্ড নবীদের কাছে এবং ওদের মুখে যুগিয়ে দেবো মিথ্যা, আর তাতেই সে যাবে এবং মারা পড়বে।' আর একথা শুনে আল্লাহ পাক বললেন, 'তাহলে যাও এবং তাই করো, কেননা, তোমরাই বিজয় হবে।'

ভণ্ড নবীরা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল ; তাদের যে গুরু সে মিকাইয়াহর গালে ঘুষি মেরে বললো, 'ওরে আল্লাহর অভিশপ্ত, কখন সেই সত্য ফেরেশতা আমাদের ছেড়ে তোর মাঝে ঢুকে পড়লেন? বল্ আমাদের, কখন মিথ্যা বুলি নিয়ে ফেরেশতা এসেছিলেন?'

মিকাইয়াহ উত্তর দিলেন, "যখন বাদশাহর প্রবঞ্চনায় ঘরে ঘরে মৃত্যু ভয়ে তোমরা পালিয়ে বেড়াবে তখন তা জানতে পারবে।"

আহাব তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "মিকাইয়াহ্কে বন্দী করো, আর তার পায়ে যে বেড়ী ছিলো সেটি গলায় পরিয়ে দাও, বাঁচিয়ে রাখো বার্লি রুটি ও পানি দিয়ে আমি না আসা পর্যন্ত ; কারণ এখন আমি ঠিক করতে পারছি না কী রকম মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়ে তাকে খতম করতে হবে?।"

তাঁরা অভিযানে গেলেন এবং মিকাইয়াহর বাক্যনুযায়ী যা ঘটার তাই ঘটলো। কারণ আম্মান-রাজ তাঁর বাহিনীকে বললেন, "দেখ তোমরা ইয়াহুদা-রাজের বিরুদ্ধে লড়ছো না, ইসরাইলের রাজপুরুষদের বিরুদ্ধেও নয় বরং ইসরাইল-রাজ আহাবকে শেষ করো, সেই আমার দুশমন।"

ঈসা তখন বললেন, "থামো এখানেই বার্নাবাস, কারণ আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য এ-পর্যন্তই যথেষ্ট।"

www.amarboi.org

১৬১। পাপের স্বরূপ ঃ

"তোমরা কি সব শুনেছো ?" ঈসা জিজ্ঞাসা করলেন। শিষ্যগণ জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, মুর্শিদ !"

ঈসা তারপর বললেন, "মিথ্যা বলা অবশ্যই পাপ, কিন্তু নরহত্যা ততোধিক পাপ, কেননা, মিথ্যাকথন এমন একটি পাপ যা মিথ্যাবাদীর মাঝেই অবস্থান করে, কিন্তু হত্যাকাণ্ড যখন তার হাতে সংঘটিত হয়, যখন সে তা করেই ফেলে, তা এমনই যে, সব চেয়ে প্রিয় যে জিনিস আল্লাহর কাছে এই দুনিয়ার বুকে, অর্থাৎ মানুষ, তাকেই মিসমার করে ফেলা হয়। অথচ মিথ্যাকথনের প্রতিষেধক হলো যা বলা হয়েছে তার পাল্টা বক্তব্য প্রদান করা ; আর হত্যার কোনো বিকল্প নেই, কেননা, দেখা যাচ্ছে মৃতের মাঝে পুনরায় জীবন-সঞ্চার করা যায় না। আমাকে বলো তবে, আল্লাহর দাস মূসা যাদের হত্যা করেছিলেন সে সকল হত্যাকাণ্ডে তাঁর কি গোনাহ্ হয়েছিলো?"

শিষ্যগণ বললেন, "আল্লাহ না করুন, আল্লাহ না করুন যে মূসা আল্লাহর হুকুম তামিল করতে গিয়ে হবেন গোনাহ্গার !"

তখন ঈসা বললেন, "আর বলছি, আল্লাহ না করুন সেই ফেরেশতাও আহাবের ভণ্ড নবীদেরকে মিথ্যা দিয়ে ধোঁকা দিয়েছেন বলে পাপ করেছেন (এইরূপ মনে করা)। কারণ এমন হয়েছে যে আল্লাহ নরহত্যাকে কুরবানি রূপে কবুল করেছেন, তেমনি তিনি মিথ্যাকেই কবুল করেছেন প্রশংসার বিকল্পে। অবশ্য-অবশ্যই আমি বলছি তোমাদের যে, কোনো শিশু তার পায়ের জুতা মস্ত সাইজে বানিয়ে যেমন ভুল করে, তেমনি ভুল হয় তারও যে আল্লাহকে আইনের আওতার ভেতর দেখতে চায় যেমন মানুষ হিসাবে আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন আছে সে নিজে। অতএব যখন তোমরা বিশ্বাস করবে যে আল্লাহ যে-বিষয়ে ইচ্ছা করেন না তার সংঘটনই পাপ, তখন তোমাদের সত্যোপলব্ধি ঘটবে সেইভাবে যা আমি বললাম।"

"অতএব যেহেতু আল্লাহ পাকের নেই কোনো যৌথ সত্তারূপ কিংবা পরিবর্তনশীলতা তাই একই বিষয়ে ইচ্ছা করা এবং না করার দ্বন্দ্ব থেকে তিনি মুক্ত বলেই তাঁর নেই কোনো অর্ন্তদ্বন্দ্ব এবং তা থেকে উপজাত যন্ত্রণা, আর এমন না হলে তো তিনি হতে পারতেন না চির বরকতময়।"

ফিলিপ বললেন, "কিন্তু তাহলে নবী আমুসের যে কালাম তার মর্মোদ্ধার হবে কী-ভাবে যে— 'নগরটিতে এমন মন্দ নেই যা আল্লাহ করেন নি।'

ঈসা বললেন, "তাহলেই দেখ ফিলিপ ! আক্ষরিকতার ওপর নির্ভরশীলতার বিপদ, যা নিত্যই করে যাচ্ছেন ফরিসীরা, যাঁরা নিজেদের উপযোগী করে আবিষ্কার

www.amarboi.org

করে নিয়েছেন— 'নির্বাচিতদের মাঝে আল্লাহর ভাগ্যলিপি নির্ধারণ' এমনিভাবে যে তারা বস্তুতঃ বলেই বসেন ; আল্লাহ অন্যায়দর্শী, মক্করবাজ এবং একজন মিথ্যুক আর হকবিচারের নিন্দুক (যা তাঁদের ওপর কার্যকরী হবে নিশ্চয়ই)।"

"এই কারণেই আমি বলতে চাই যে এখানে আল্লাহর নবী আমুস যে মন্দের কথা বলেছেন তা জগৎবাসীর কথিত মন্দ। যদি তিনি নেককারদের ভাষা প্রয়োগ করতেন তবে দুনিয়া তার কথা বুঝতে পারতো না। কারণ সকল রকমের গজবের মাঝেই আছে কল্যাণ, হয় তা আমাদের কৃত পাপরাশি পরিষ্কার করে, অথবা এর কল্যাণ হলো এই যে আমরা দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকি, অথবা কল্যাণকর এজন্যে যে আমরা শাশ্বত জীবনের জন্য হতে পারি উন্মুখ ও আগ্রহী। এই সূত্রে যদি নবী আমুস বলতেন, 'নগরটিতে এমন কল্যাণ নেই যা আল্লাহ সম্পাদন না করেছেন,' তবে ভুক্তভোগীদের জন্য তিনি সৃষ্টি করতেন এক হতাশার উপলক্ষ, কারণ, তাঁরা দেখেছেন নিজেদেরকে গজবে পতিত এবং পাপাচারীদেরকে সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী। আর অধিক মন্দ হতো এই যে অনেকেই শয়তানকে মানুষের ওপর এ জাতীয় সার্বভৌমত্বের পরিচালনাকারী জ্ঞান করে ভয় করতো শয়তানকেই এবং পূজা শুরু করতো তারই যাতে সে গজবে পতিত না হয়। আমুস তাই প্রধান রাব্বির দরবারের রোমক দোভাষীর মতই কাজ করেছেন যেখানে হিব্রু না জানার কারণে ইহুদীরা কি বলছে তার বিচার না করে উদ্দেশ্য ও করণীয় যা তাই বোঝানোর কোশেশ করেন দোভাষী।"

১৬২। ভূকম্পন ঃ

"আমুস যদি বলতেন, 'নগরটিতে এমন কল্যাণ নেই যা আল্লাহ করেন নি।' দোহাই আল্লাহর, যাঁর গোচরে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, মারাত্মক ভুলই তিনি করে ফেলতেন। কেননা, এ-দুনিয়া অহংকারবশে যে অন্যায় ও পাপ করা হয় তা ছাড়া চিরকাল আর কিছু ধরে রাখে না। তাতে করে মানুষ আরও বেশী অন্যায়কারী হয়ে ওঠতো এই বিশ্বাসে যে এমন কোনো পাপ ও দুষ্কর্ম নেই 'যা আল্লাহ করতে পারেন না' আর তা শুনে দুনিয়া কাঁপতো থরথর করে।"—আর যখন ঈসা এরূপ বলছিলেন সেই মুহূর্তে সরাসরি প্রবল ভূমিকম্পের সূচনা হলো এমনি ভাবে যে প্রত্যেকেই যেন মড়ার মত পড়ে থাকলেন। ঈসা তাদের আত্মস্থ করে বললেন, "এখন দেখ, আমি তোমাদের সত্য বলেছি কিনা। এটুকুই তাহলে তোমাদের জন্য যথেষ্ট হোক যে আমুস যখন বলেছিলেন, 'আল্লাহ নগরে মন্দ সংঘটিত করেছেন,' দুনিয়াবাসীর সঙ্গে সংলাপে তিনি বলেছিলেন গজবের কথা, যাকে একমাত্র পাপীরাই বলে থাকে মন্দ।"

"এখন তকদির প্রসঙ্গে আসা যাক, যে-বিষয়ে তোমরা জানতে আগ্রহী, আর

www.amarboi.org

এ-বিষয়ে জর্ডন নদীর উপাড়ে গিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো, আগামীকাল, যদি আল্লাহ পাকের মর্জি হয়।"

১৬৩। রাহমাতুল্লিল আলামীন,

ঈসা তাঁর শিষ্যবর্গসহ জর্ডন নদী অতিক্রম করে মরু অঞ্চলে গমন করলেন, আর যোহরের নামায শেষ করার পর একটি পামবৃক্ষের নিকটে উপবেশন করলেন; আর পামবৃক্ষের ছায়ার নিচে জড়ো হলেন তাঁর শিষ্যবর্গ।

ঈসা তখন বললেন, "তকদির এতই দুর্জ্ঞেয় হে ভাইসব, যা আমি তোমাদের বলছি, অবশ্যই মাত্র একজনের কাছে তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। তিনি হলেন সেইজন যাঁকে জাতিপুঞ্জ সন্ধান করছে। তাঁর কাছে আল্লাহর রহস্যাবলী এতই স্পষ্ট যে যখন তিনি দুনিয়ায় তশরিফ আনবেন, সৌভাগ্যবান হবেন তাঁরাই যাঁরা তাঁর বাণী শ্রবণ করবেন, কারণ, আল্লাহ-পাক তাঁদের ওপর ছায়া বিস্তার করবেন রহমতের, ঠিক যেমনি এ-পামগাছটি আমাদের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে ছায়া। হ্যাঁ, ঠিক এই গাছটি যেভাবে আমাদের রক্ষা করছে সূর্যের খরতাপ থেকে, তেমনি আল্লাহর করুণা শয়তান থেকে বাঁচাবে তাঁদের যাঁরা সেই মানুষের ওপর আনবে তাঁদের ঈমান।"

শিষ্যগণ বললেন, "ওগো মুর্শিদ, সেই মানুষ কে হবেন যাঁর সম্পর্কে বলছেন আপনি, কে তিনি, যিনি আসবেন এ দুনিয়ায়?"

ঈসা হৃদয়ের পূর্ণ আনন্দ নিয়ে জবাব দিলেন, "তিনি মোহাম্মদ, আল্লাহর রাসূল। আর যখন দুনিয়ায় তাঁর আবির্ভাব হবে, দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর যেভাবে দুনিয়া ফসলে ভরে ওঠে, বৃষ্টির ধারা বর্ষণে, ঠিক তেমনি মানুষের মাঝে আসবে শুভ কাজের লগ্ন; অপরিমিত রহমতের যে ধারাস্রোত তিনি আনবেন সেই সূত্র ধরে। কেননা, তিনি আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ রহমতের শুভ্র মেঘমালা সদৃশ রাহমাতুল্লিল আলামীন', যাঁ সৌরভবারি আল্লাহ ছিটিয়ে দেবেন সকল বিশ্বাসীর ওপর, বৃষ্টিকণার মত।"

১৬৪। ভাগ্যলিপি ও স্বাধীন ইচ্ছা ঃ

"আমি সে অনুযায়ী এখন তোমাদের কাছে তকদির প্রসঙ্গে আল্লাহ সামান্য যেটুকু আমাকে জানার সুযোগ দিয়েছেন তা বলবো। ফরিসীরা বলেন সকল কিছুই এমনভাবে নিয়তি নির্ধারিত যে যিনি গৃহীত তিনি তিরস্কৃত হতে পারেন না, আর যে তিরস্কৃত সে কোনোভাবেই গৃহীত হতে পারে না। আর তাছাড়া আল্লাহ খোদ পূর্বনির্ধারিত করে দিয়েছেন পূণ্যকর্মের সরল পথ যাতে বিচরণ করে গৃহীত ব্যক্তি পৌছে যাবেন নাজাতের মাকামে, ঠিক যেমনভাবে তিনি পূর্বনির্ধারিত করে দিয়েছেন

www.amarboi.org

পাপকর্মের পথটি যা তিরস্কৃতকে টেনে নিয়ে যাবে জাহান্নামে। অভিশপ্ত সেই জিহ্‌বা যা একথা উচ্চারণ করে সেই হাত সহ যা তা লেখে। কেননা, এ-হলো শয়তানের ঈমান। এই (বক্তব্যের) কারণেই এ-যুগের ফরিসীরা যে কি তা বোঝা যায়, কেননা, তারা শয়তানেরই বিশ্বস্ত খাদেম।"

"তকদির বলতে ইচ্ছার স্বাধীনতা ছাড়া আর কী হতে পারে যে কেউ কোনো বিষয়ের ইতি তখনি ঘটাতে পারে যখন তার হাতে থাকে তার উপায়-উপকরণ। কেননা, উপায়-উপকরণ ছাড়া কোনো বিষয়ে যতি টানা সম্ভব হয় না। কি ভাবে তাহলে কেউ একখানা বাড়ি গড়বে যদি তার না থাকে ইট-কাঠ বা টাকা ব্যয় করার সামর্থ, পরন্তু এতটুকু স্থান তার নেই যে পা রাখতে পারে? নিশ্চিতই নেই এমন কেউ (যে তা পারে)। তাহলে আমি তোমাদের বলছি, শুদ্ধ বদান্যতায় আল্লাহ মানুষকে যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, যা আল্লাহর বিধান, তকদির তা আর ছিনিয়ে নিতে পারে না। নিশ্চিতই তা তকদির নয় বরং লাঞ্ছনাকেই আমরা তখন প্রতিষ্ঠা করে ছাড়বো।"

"মানুষ যে ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মূসার কেতাব তা প্রতিপন্ন করছে, সে-অবস্থাতেই যখন আমাদের আল্লাহ সিনাই পর্বতে শরীয়ত প্রদান করছিলেন, তাঁর কালাম ছিলো এইরূপঃ "আমার আহ্‌কাম আর আসমানে সীমাবদ্ধ নয় যে তুমি নিজে নিজে অজুহাত সৃষ্টি করে বলবে, 'এখন কে আমাদের জন্য আল্লাহর আহকাম নিয়ে আসবে? আর দৈবক্রমে কে-ই বা তা পালনের শক্তি যোগাবে আমাদের মাঝে?' এখন তা আর সাগরের উপাড়েও নয় যে একই রকম ভাবে কেউ নিজেদের অজুহাত সৃষ্টি করবে। বরং আমার আহকাম তোমার ক্বালবের অতি কাছে, যখনই তোমার ইচ্ছা হবে তুমি তা পালন করতে পারবে।"

"বলো আমাকে, নবাব হেরোদ যদি হুকুম দেন কোনো বৃদ্ধকে যুবকে পরিণত হতে এবং রুগ্ন কাউকে স্বাস্থ্যবান হয়ে যেতে, আর যখন তারা তাতে হয় অপারগ, তাদের দেওয়া হয় যদি মৃত্যুদণ্ড, তা কি হবে ন্যায়বিচার?"

শিষ্যগণ বললেন, "হেরোদ যদি এমন হুকুম দেন তবে অত্যন্ত অন্যায়কারী ও পাপিষ্ঠ হবেন তিনি।"

তখন ঈসা আফসোসের স্বরে বললেন, "এই হলো মানবসভ্যতার ফসল, ভাইসব, কেননা, এইরূপ বলা যে আল্লাহ পূর্বনির্ধারিত করে দিয়েছেন সেই কর্ম যেন তিরস্কৃত ব্যক্তি কোনোভাবেই হতে পারবে না গৃহীত, তারা আল্লাহকে নিন্দিত করে পাপিষ্ঠ ও অন্যায়কারীরূপে। কেননা, তিনি পাপীকে পাপ না করার জন্য বলছেন আর যদি করে তবে করবে তওবা; (এই হলো তাঁর বিধান) অথচ এ-

www.amarboi.org

অদৃষ্টবাদ পাপীর পাপে লিপ্ত হওয়ার শক্তি হরণ করছে, আর তাকে একেবারেই বঞ্চিত করছে তওবার অধিকার থেকে।"

১৬৫। তিরস্কৃত হওয়া ভাগ্য নির্ধারিত নয় ঃ

"তবে শোনো জোয়েল নবীর মাধ্যমে আল্লাহ কি বলছেন, 'আমার চিরন্তনতার দোহাই', (বলছেন) তোমার আল্লাহ, 'আমি পাপীর মৃত্যু চাই না, বরং চাই তার প্রত্যাবর্তন অনুতপ্ত দশায়।' তবে কি পূর্ব নির্ধারিত করে দিচ্ছেন আল্লাহ-পাক তাই, যা তিনি করতে ইচ্ছা করেন না। আল্লাহর এ-ঘোষণাকে তোমরা বিচার করো আর এখনকার ফরিসীরা যা বলে তা দেখ।"

"তাছাড়া, নবী ইসাইয়াহর, মাধ্যমে আল্লাহ বলছেন, 'আমার চিরন্তনতার দোহাই', (বলছেন) তোমার আল্লাহ, 'আমি তোমাকে ডাক দিয়েছি, আর তুমি আমার কথা শুনতে চাওনি।' আর আল্লাহর এ-আহ্বান ছিলো কী মাত্রায় একই নবীর মাধ্যমে তিনি কী বলছেন তা শোনো ঃ 'সারাটি দিবস আমার হাত বাড়িয়ে রেখেছি সেই অবিশ্বাসী জনতার উদ্দেশ্যে যারা করছে আমার বিরুদ্ধাচারণ।' আর আমাদের ফরিসীরা যখন বলে তিরস্কৃতরা হতে পারে না গৃহীত, তবে কি তারা বলতে চায় যে, আল্লাহ মানুষের সঙ্গে মশকরা করেন, যেমন কোনো অন্ধ ব্যক্তিকে সফেদ কিছু দেখাবার কথা বলে তিনি মশকরা করতে পারেন, আরও পারেন কোনো বধির ব্যক্তিকে তাঁর কানে কানে কিছু বলার জন্য ? আর যে গৃহীত সেও যে তিরস্কৃত হতে পারে এযেকিয়েল নবীর কথায় আল্লাহর সে ঘোষণাও বিবেচনা করো ঃ 'আমার চিরন্তনতার দোহাই', বলছেন আল্লাহ পাক, 'নেক্কার ব্যক্তি যদি ন্যায়ের পথ ত্যাগ করে অপকর্মে লিপ্ত হয়, সে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আর আমি তার কোনো পুণ্যের কথাই স্মরণ করবো না, আর আমার মোকাবেলায় তার পুণ্য-নির্ভরতা তাকে পরিত্যাগ করবে আর তা তাকে রক্ষাও করতে পারবে না।'

"আর তিরস্কৃতদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবী হোসীয়ার মাধ্যমে আল্লাহ এমন কথাও বলছেন, 'আমি আহ্বান করবো এমন একটি জনতাকে যে গৃহীত নয়, আমি তাদের আহ্বান করবো গৃহীত হিসাবে।' আল্লাহ সত্যময়, আর মিথ্যা বলেন না তিনি, কেননা, আল্লাহ সত্য উদ্গাতা ও সত্য বিবৃতকারী। কিন্তু এ-যুগের ফরিসীরা তাদের তত্ত্ব দিয়ে বিরুদ্ধাচরণ করছে আল্লাহর, সর্বতোভাবে।"

১৬৬। তকদির তত্ত্ব ঃ

আন্দ্রু নিবেদন করলেন, "কিন্তু মূসার কাছে তিনি যা বলছেন তা কি ভাবে বুঝতে হবে যে তিনি দয়া করবেন তাকেই যাকে তিনি দয়াকরণে ইচ্ছুক এবং শাস্তি

www.amarboi.org

দেবেন তাকেই যাকে তিনি তা দিতে হবেন ইচ্ছুক ?"

ঈসা জবাব দিলেন, "আল্লাহ তা এজন্যেই বলছেন যেন মানুষের প্রতীতি না জন্মায় যে সে মুক্তি পেলো তার পূণ্যের কারণে, বরং যেন সে দেখতে পায় জীবন ও খোদায়ী করুণা তাকে প্রদত্ত হয়েছে আল্লাহর বদান্যতার ভাণ্ডার হতেই। আর তিনি তা বলেছেন এই কারণে যে মানুষ ত্যাগ করতে পারবে তার এই অভিমত— আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য খোদাও সম্ভব।"

"এজন্যেই যদি তিনি ফেরাউনকে শাস্তি দিয়ে থাকেন, তিনি তা দিয়েছেন এ-কারণে যে সে আমাদের সম্প্রদায়কে দুর্দশাগ্রস্ত করে রেখেছিলো এবং বনি ইসরাইলকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো সকল পুত্রসন্তানদের হত্যা করে ; যার ফলে অল্পের জন্য মূসাকেও হারাতে হতে পারতো জীবন।"

"সে অনুযায়ী আমি তোমাদের বলছি, অবশ্যই, তকদিরের ভিত্তিমূলে আছে আল্লাহর বিধানাবলী ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। হ্যাঁ, আর যদিও আল্লাহ পারেন সারা জগতটাকে উদ্ধার করতে যাতে কারো বিলুপ্তি না ঘটে, কিন্তু তিনি তা করবেন না পাছে তাঁর হস্তক্ষেপ ঘটে, মানুষের স্বাধীনতায় যা তিনি অক্ষুণ্ন রেখেছেন তার জন্য, যাতে সে অবজ্ঞা করতে পারে শয়তানকে। এই কারণে যে এই জ্বিন তাড়িত মাটির দলা যদিও জ্বিনের মতই লিপ্ত হবে পাপে, তওবার অধিকারবলে প্রত্যার্পিত হবে সেই অবস্থানে যেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জ্বিনকে। আমাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন, আমার অভিমতে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে তাঁর রহমতের সঙ্গে যুক্ত রাখতে এবং তিনি চান না তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর মহাশক্তির আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করতে। আর তাই বিচার-দিবসে কেউই নিজ পাপের জন্য কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে সক্ষম হবে না, দেখা যাবে যে আল্লাহ মানুষের প্রত্যাবর্তনের জন্য কত কিছুই করেছেন এবং প্রতিনিয়ত আহ্বান করেছেন তাকে তওবার দিকে, সেই সময়ে সকলের কাছেই তা প্রতিভাত হবে সুস্পষ্টভাবে।

১৬৭। তকদির স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করতে পারে না ঃ

"সে অনুযায়ী, তোমার মন যদি এ-কথায় সদুত্তর পায়নি বলে ভাবো এবং যদি তুমি আবার প্রশ্ন করতে চাও, 'এমন কেন হয়?' আমি তোমার কাছে এর 'কি কারণ' তা খুলে বলবো। তা হলো এই যে, বলো তো দিকিন, কি কারণে পানির ওপর একটি শিলাও ভাসতে পারে না, অথচ, সারা দুনিয়াটাই পানির ওপর ভাসমান রয়েছে? বলো আমাকে, কেন এমন হয় যখন পানি নিভিয়ে দেয় আগুন, বাতাস হতে খসে পড়ে মাটি এমনিভাবে যে কেউই একসূত্রে মেলাতে পারে না মাটি, বায়ু,

www.amarboi.org

পানি ও আগুনকে, কেবল ব্যতিক্রম হলো মানুষ যার মাঝে একসূত্রে মেলানো হয়েছে এদের সকলকে?"

"যদি তাহলে তুমি না জানো তা, কী করে হলো, না-হে, সকল মানুষই হিসাবে তা জানতে পারে না—কী করে তাহলে তারা বুঝতে পারবে এই কথাটি যে আল্লাহ অনস্তিত্ব হতে এই বিশ্বের অস্তিত্ব ঘটিয়েছেন মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করে? নিশ্চিতই এমন উপায় কিছুই নেই যাতে তারা এটুকু জানতে সক্ষম হয়। কেননা, সসীম মানব দেহ-লগ্ন হয়ে থেকে, নবী সুলায়মানের কথায়, 'দোষাক্রান্ত হয়ে আত্মাকে হীনবল করে ফেলে। আর আল্লাহর কাজ আল্লাহর মাপেই সুসমঞ্জস বলে তারাও কী ভাবেই তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে?"

"আল্লাহর নবী ইসাইয়া এইরূপ (হতে) দেখে চীৎকার করে বলেছেন, 'অবশ্যই তুমি বটে এক অলখ সাঁই।' আর আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে কি ভাবে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সাধন করেছেন, তা বলতে গিয়ে বলছেন, 'তাঁর প্রজন্ম, কে করে তার বয়ান?' আর আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর উক্তি, 'কে ছিলো তাঁর পরামর্শদাতা?'— এজন্যই মানব প্রকৃতিকে আহ্বান করে আল্লাহ-পাক বলছেন, 'আসমানকে যেভাবে সমুচ্চ করা হয়েছে যমিনের ওপর, তেমনি আমার গতি-কে সমুচ্চ করা হয়েছে তোমার প্রগতির ওপর, আমার ভাবনাকে তোমার চিন্তারাশির ওপর।"

"অতএব, আমি তোমাদের বলছি, তকদিরের রূপরেখা মানুষের গোচরীভূত করা হয়নি, আলবৎ এই হলো বাস্তব সত্য, যা আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করলাম।"

"তবে কি মানুষ যেহেতু দেখলো না তার রূপ, অস্বীকার করবে এর বাস্তবতাকে? অবশ্যই আমি লক্ষ্য করেছি এমন কেউ নেই যে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো সুস্থতা যদিও এর রূপ বোধগম্য নয়। কেননা, আমি নিজেও এখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি কী-ভাবে আমার স্পর্শমাত্র আরোগ্য পায় ব্যাধিগ্রস্ত লোকজন!"

১৬৮। তকদির রহস্যাবৃত ঃ

শিষ্যগণ মন্তব্য করলেন, নিশ্চিতই আল্লাহ আপনার মধ্যে কথা বলছেন, কারণ, অন্য, কেউ কখনো আপনার সদৃশ বাণী উচ্চারণ করতে পারেন নি।

ঈসা উত্তরে বললেন, "বিশ্বাস করো, যখন আল্লাহ আমাকে বনি-ইসরাইলকুলে প্রেরণের জন্য পছন্দ করলেন, স্বচ্ছ আয়নার মত একটি কিতাব আমাকে দান করলেন যা আমার সিনায় গেঁথে বসলো এমনিভাবে যে আমি যাই বলি সেই কিতাব হতেই তা নিঃসৃত হয়। আর আমার মুখ থেকে যখন সে কিতাবের বাণী আর

www.amarboi.org

নিঃসৃত হবে না, দুনিয়া থেকে আমাকে তখন তুলে নেওয়া হবে।"

পিতর আরয করলেন, "হে মুর্শিদ! এখন আপনি যে-সব বলছেন, তাও কি কিতাবে লিপিবদ্ধ?"

ঈসা জবাব দিলেন, "আল্লাহতত্ত্ব ও আল্লাহর ইবাদতের যেসব কথাই আমি বলছি, আদমজাতের জ্ঞান ও নাজাতের জন্য-সেই সমুদয় কথাই নির্গত হচ্ছে এই কিতাব থেকে, আর এই হলো আমার হেদায়েতের বাণী।"

পিতর শুধালেন, "বেহেশতের মহিমার কথাও কি তবে এতে লিপিবদ্ধ আছে?"

১৬৯। বেহেশতের মহিমারাজি ঃ

ঈসা জবাব দিলেন, "শোনো তবে, আমি তোমাদের কাছে বেশেহতের কী-রূপ তা ব্যক্ত করবো, আর কী-ভাবে পবিত্র ও ঈমানদার লোকেরা সেখানে অনন্তকাল স্থায়ী হবেন ; কারণ বেহেশতের সেরা নিয়ামত হলো এই যে এর লয় নেই, দেখা যায় সকল কিছুই যেহেতু সান্ত, যত শ্রেষ্ঠই তা হোক না কেন এর সসীমতার কারণে তা ক্ষুদ্র, হ্যা বরং মূল্যহীন।"

বেহেশত হলো সেই আলয় যেখানে আল্লাহ সঞ্চিত করেছেন তাঁর আনন্দরাশি যার পরিমাণ এত ব্যাপক যে পবিত্র ও নাজাতপ্রাপ্ত বান্দারা যে-স্থানটুকু মাড়িয়ে যাবেন তার এক বিঘৎ পরিমাণের মূল্য হবে এক হাজারটি দুনিয়ার চেয়েও বেশী।"

"আল্লাহর নবী, আমাদের পিতা দাউদ এ-আনন্দরাশি পরখ করেছিলেন, কারণ আলাহ তাঁকে দেখিয়েছিলেন এসব কিছু, যেন বেহেশতের মহিমারাজি সম্পর্কে তাঁর বোধোদয় ঘটে; অতঃপর যখন তিনি নিজের মধ্যে ফিরলেন, তিনি আবৃত করলেন দুচোখ নিজের হাতে আর রোদন করে বলতে লাগলেন, 'এ-দুনিয়াটার দিকে আর ফিরে দ্যাখো না হে আমার চক্ষুদ্বয়, কেননা, সকলই ফাঁকি, আর কল্যাণকর বলতে এখানে কিছুই নেই।'

"নবী ইসাইয়া এই আনন্দরাশি সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষের চোখ তা কখনো দেখেনি, তার কান কখনো শোনেনি, মানবহৃদয়ের কল্পনাতেও কখনো তা উদ্ভাসিত হয়নি, এমন কিছুই আলাহ ইন্তেজাম করেছেন তাদের জন্য যারা তাঁকে ভালোবাসে।' জানো তোমরা কেন ওরা এমন আনন্দের কিছু দেখেনি, শোনেনি ও ভাবতে পারেনি? তা এজন্যে যে, যে-পতিত দশায় ওরা এখানে বাস করছে তাতে এমন কিছু দেখার যোগ্যতাই তাদের হবার নয়। তাহলে কী করে আমাদের পিতা দাউদ আলবৎ এসব অবলোকন করলেন, আমি তোমাদের তা বলছি যে তিনি মানবীয় চোখে এসব দেখতে সক্ষম হননি, কারণ আল্লাহ তার আত্মাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করলেন আর আল্লাহর মাঝে বিলীন হয়ে তিনি ঐশী আলোয় এসব দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

www.amarboi.org

চিরঞ্জীব আল্লাহর দোহাই, যাঁর হুজুরে আমার সত্তা দণ্ডায়মান, যেহেতু বেহেশতের আনন্দরাশি এত অনন্ত, আর মানুষ সান্ত, মানুষ সেসব ধারণ করতে পারে না, যেমন সমুদ্রকে ধারণ করতে পারে না একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র।"

"লক্ষ্য করো, গ্রীষ্মকালের পৃথিবী কত সুন্দর, যখন বৃক্ষরাজি ফলভারে নমিত হয় ; আর কৃষক ফসলের মওসুম দেখে আনন্দে নেশাগ্রস্ত হয়, পাহাড় ও উপত্যকা ভরে দেয় গানের সুরে সুরে, কারণ সে তার শ্রমকে ভালোবাসে চূড়ান্তভাবে। এখন তাহলে তোমার হৃদয়কে বেহেশত অভিমুখে উন্নীত করো, যেখানকার সবকিছুই ফলভারে আনত তাঁরই পরিমাপে যিনি একে আবার করেছেন একান্ত তার মত করেই।"

"চিরঞ্জীব আল্লাহর দোহাই, বেহেশতের জ্ঞান লাভের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ বেহেশত সৃষ্টি করেছেন তাঁর আপন আনন্দের আলয় হিসাবে। এখন ভেবে দেখ, অপরিমিত কল্যাণ কি এমন বস্তু চাইবে না যা অপরিমিতভাবে কল্যাণকর? অথবা অপরিসীম সৌন্দর্য কি তেমন কিছু চাইবে না যা অপরিসীম সৌন্দর্যমণ্ডিত ? সাবধান, মস্ত ভুল করবে যদি তোমরা ভাবো তাঁর অভাব আছে এসব কিছুর আয়োজনে।

১৭০। বান্দার জন্য স্বয়ং আল্লাহ হাদিয়া ঃ

"বিশ্বস্ত বান্দার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাই এভাবে বলেন, 'আমি তোমার আমল সম্পর্কে জ্ঞাত যে তুমি আমার জন্যই কর্মসাধনা করেছো। যেহেতু আমি চিরঞ্জীব, তোমার প্রেম তাই আমার নিয়ামতরাশিকে অতিক্রম করতে পারবে না। তুমি যেমন আমার বন্দেগী করেছো তোমার মাবুদ ও স্রষ্টাজ্ঞানে, নিজেকে আমার সৃষ্টি হিসাবে আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং আমার রহমত ও বরকত প্রত্যাশী হয়েছো কেবলমাত্র আমারই ইবাদত করার সদিচ্ছায়, আমার ইবাদতে ক্ষান্ত দাওনি নিজেকে কখনো, দেখা গেছে তুমি চিরকাল আমার ইবাদত করতে আগ্রহ পোষণ করেছো, ঠিক তেমনি বিনিময় দিয়ে যাবো আমিও তোমাকে, কারণ আমি তোমাকে এমন পুরস্কার দেব যেন তুমি স্বয়ং আল্লাহ, আমার সমান সত্তা। আর বেহেশতের প্রাচুর্যই কেবল যে তোমার হাতে তুলে দেব তাই নয়, বরং আমি স্বয়ং নিজেকে দেব হাদিয়া হিসাবে তোমাকে ; যেমন তুমি ইচ্ছুক হয়েছিলে আমার ইবাদত করবে চিরকাল তেমনি চিরকাল ব্যাপী পেতে থাকবে তার বিনিময়।"

১৭১। বেহেশতের প্রাচুর্য ঃ

"বেহেশত্ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?"— প্রশ্ন করলেন ঈসা তাঁর শিষ্যবর্গকে।" এত সুখ ও ঐশ্বর্যের কল্পনা করার শক্তি কারো আছে কি? আল্লাহর

www.amarboi.org

মহাজ্ঞানের সমান জ্ঞান মানুষের থাকতে হবে যদি সে জানতে চায় তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কী আয়োজন করে রেখেছেন।"

"তোমরা কি দেখেছো, যখন হেরোদ তাঁর কোনো প্রিয় সামন্তকে উপহার দেন, কি ভাবে তিনি তা দান করেন?"

যোহন বললেন, "আমি দু'বার তা দেখেছি, এবং সন্দেহ নেই, তিনি যা দান করেন, এর দশ ভাগের এক ভাগ কোনো গরীবের জন্য হবে অঢেল প্রাচুর্যময়।"

ঈসা শুধালেন "কিন্তু কোনো গরীব লোককে যদি কিছু দান করেন হেরোদ, তিনি তাঁকে কি পরিমাণ দান করবেন?"

যোহন উত্তর করলেন, "দু'একটি টাকা মাত্র।"

"তাহলে এই হোক তোমাদের বেহেশত্ সম্পর্কিত বিদ্যার পয়লা কিতাব," (বললেন ঈসা)ঃ "কেননা যা-কিছুই আল্লাহ তাঁর বান্দার শরীরী অস্তিত্বের জন্য এ-দুনিয়ায় দান করেছেন, হোরোদ কর্তৃক গরীবকে দেওয়া দু'একটি টাকার মতই তার মূল্য। কিন্তু বেহেশতে শরীর এবং আত্মাকে আল্লাহ যা দান করবেন, তা হেরোদের সর্বাত্মক দানের মত, হ্যা, খোদ তার নিজের সত্তাকেই যেন তিনি তাঁর বান্দাদের কাউকে দান করে দেবেন।"

১৭২। বেহেশতের প্রাচুর্য সম্পর্কিত ঘোষণা ঃ

"যে তাঁকে ভালোবাসে এবং তাঁর বন্দেগী করে বিশ্বস্ততার সঙ্গে আল্লাহ তাকে বলেন এভাবে, 'যাও এবং সমুদ্রের বালুকারাশির দিকে অবলোকন করো হে আমার বান্দা, এদের সংখ্যা কত? তাই সমুদ্র যদি তোমাকে একটি মাত্র বালুকণা দান করে তবে কি তোমার কাছে বড়ই তুচ্ছ মনে হবে না? নিশ্চয়ই তা মনে হবে। আর আমি তোমার চিরঞ্জীব স্রষ্টা, দুনিয়ার তামাম রাজা-বাদশাহকে যা দান করেছি, সমুদ্র যে বালুকণা দিতে চায় তার চেয়েও তার পরিমাণ তুচ্ছতর হবে বেহেশতে তোমাকে আমি যা দান করবো তার তুলনায়।'

১৭৩। বেহেশতে মানবদেহ ঃ

"ভাবো তাহলে", বললেন ঈসা, "বেহেশতের প্রাচুর্যের কী-রূপ তা একবার। কেননা, যদি আল্লাহ মানুষকে এই দুনিয়ায় আউন্স পরিমাণ কল্যাণ দান করে থাকেন, বেহেশতে এর মাত্রা হবে দশ শত হাজার গুণ বেশী। ভেবে দেখ দুনিয়ায় কত ফল-পাকড়া আছে আছে কত খাদ্যদ্রব্য, কত ফুল-পাপড়ি রয়েছে, আরো আছে কত কি উপকরণ মানুষের সেবায়। চিরঞ্জীব আল্লাহর দোহাই যাঁর সামনে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, সমুদ্রের যেমন আছে নিস্তব্ধ বালুকারাশি, পরন্তু যদি কেউ

www.amarboi.org

তা থেকে একটি মাত্র কণার অধিকারী হয়, ঠিক তেমনি আমরা হয়তো উপভোগ করছি এখানকার একটি ডুমুর ফল, পরিমাণ ও স্বাদের দিক থেকে সেইরূপ অন্তহীন মাত্রায় সুলভ হয়ে উঠবে তা বেহেশতে। বেহেশতে আর সকল কিছুর অবস্থাই হবে অনুরূপ। অবশ্য তা সত্ত্বেও আমি বলছি তোমাদের নিশ্চিত ভাবে যে একটি পিঁপড়ার ছায়ার চেয়ে স্বর্ণ-রত্নপূর্ণ পর্বত যেমন মহার্ঘ তেমনি বেহেশতের এতটুকু আনন্দ, দুনিয়ার তামাম রাজন্যবর্গ আজ পর্যন্ত যত সুখ ভোগ করেছেন এবং আগামীতে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত ভোগ করে যাবেন, তার তুলনায় বেশী মহার্ঘ।"

পিতর আরয করলেন, "আমাদের এই দেহ যা আমরা এখন ধারণ করছি বেহেশতে প্রবেশ করবে কি?"

ঈসা জবাব দিলেন, "সাবধান, পিতর, দেখ তুমি না শেষে সাদ্দুসী,* বনে বসো, কেননা, সাদ্দুসীরা বলে দেহের আর পুনরুত্থান নেই, আর ফেরেশতা বলতেও কেউ নেই। এ-কারণে তাদের দেহ ও আত্মা বেহেশত্-গমন হতে বঞ্চিত এবং এ-দুনিয়ায় তারা ফেরেশতাদের সেবা প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত। তোমরা কি তবে আল্লাহর নবী ও বন্ধু আইয়ুবের কথা ভুলে গেলে যে তিনি বলতেন ঃ 'আমি জানি আমার আল্লাহ চিরঞ্জীব, এবং রোজ হাশরে আমি আবার সশরীরে উত্থিত হবো এবং আমার চর্মচক্ষে দেখবো আমার রক্ষাকর্তা আল্লাহকে?'

"তবে বিশ্বাস করো আমাকে, আমাদের এই মাংস-মজ্জা এতই বিশুদ্ধ হবে যে এখন এর যা কিছু গুণাগুণ আছে তার কিছুই থাকবে না তখন, দেখা যাবে যাবতীয় মন্দ বাসনা থেকে একে মুক্তি করা হয়েছে এবং, আল্লাহ একে পরিণত করবেন সেই অবস্থায়, পাপবিদ্ধ হওয়ার আগে যে অবস্থা ছিলো আদমের।"

"দুজন লোক একই চাকুরিতে অভিন্ন মালিকের অধীনে কাজ করে। একজন শুধু কাজটি তদারক করে এবং অপরজনকে হুকুম দেয়, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তি যা যা বলে তাই সম্পন্ন করে। তোমাদের কাছে ব্যাপারটি কেমন লাগছে, আমি বলতে চাইছি, মালিক কি শুধু সেই ব্যক্তিকেই পুরস্কৃত করবে যে তদারক করে এবং হুকুম দেয় এবং বাড়ী থেকে বের করে দেবে সেই লোকটিকে যে ঘর্মাক্ত কলেবরে কাজ করে? নিশ্চয়ই নয়।"

"আল্লাহর আদালত তা কি করে সহ্য করবে? আত্মা এবং দেহ মানবেন্দ্রিয়যোগে আল্লাহর বন্দেগী করে ; আত্মা শুধু দেখে এবং হুকুম দেয় বন্দেগীর, কেননা, আত্মা খাদ্য গ্রহণ করে না, উপোস থাকে না, [আত্মা] বিচরণও করে না, সর্দি-গর্মী বোধ করে না, রোগে ভোগে না, আর মারাও পড়ে না ; কারণ আত্মার মৃত্যু নেই ; দৈহিক কষ্ট তাকে ভোগ করতে হয় না, ভৌত উপাদানের জন্য দেহকে যা ভুগতে হয়।

www.amarboi.org

তাহলে কি ন্যায়সঙ্গত হলো, আমি বলছি, কেবল আত্মাই বেহেশতে যাবে, দেহ যেতে পারবে না, আল্লাহর বন্দেগীতে যে এতটা প্রাণপাত করলো?"

পিতর বললেন, "হে মুর্শিদ, যে দেহ আত্মাকে পাপে প্রবৃত্ত করলো, জান্নাতে তার প্রত্যাবর্তন উচিত নয়।'

ঈসা বললেন, "কী বলছো হে, আত্মাকে বাদ দিয়ে দেহ পাপ করে কী-ভাবে ? নিশ্চয়ই তা সম্ভব নয়। অতএব তুমি দেহকে আল্লাহর করুণা থেকে বঞ্চিত করে আত্মাকে সরাসরি দোযখে পাঠাতে চাও?"

১৭৪। দেহের সর্ববিকারহীনতা ঃ

"চিরঞ্জীব আল্লাহর দোহাই, যার সামনে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, আমাদের আল্লাহ গোনাহগারের প্রতি করুণার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছেন, 'আমার সত্তার কসম, যখনি যে মুহূর্তে পাপী তার পাপের জন্য অনুশোচনা করবে, আমি তার গোনাহ-খাতা চিরস্থায়ী করে রাখবো না।'

"তাহলে বেহেশতের গোশত্-মাংস খাবে কে, যদি মরদেহ সেখানে প্রবেশ না করে? আত্মা? নিশ্চয়ই নয়, কারণ সে তো ভাব মাত্র।"

পিতর বললেন, "তাহলে পবিত্র ব্যক্তিরা বেহেশতে খাওয়া-দাওয়া করবেন ; কিন্তু গোশত্কে নাপাকি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে কি ভাবে?"

ঈসা জবাব দিলেন, "তাহলে মরদেহ বা কি-আশীর্বাদ পেলো যে সে কিছু খেতেও পারবে না, পানও করতে পারবে না? নিশ্চয়ই মহিমাপূর্ণ বস্তুর প্রতি যথাযোগ্য মহিমা আরোপ করা সঙ্গতিশীল কাজ। তুমি কিন্তু ভুল করে যাচ্ছো, পিতর, ভাবছো, গোশতের সঙ্গে নাপাকি যুক্ত থাকতেই হবে, কেননা, বর্তমান সময়ে এই দেহ পচনশীল মাংসাহার করছে, ফলে তা থেকে নির্গত হচ্ছে পেশাব-পায়খানা; কিন্তু বেহেশতের জীবনে দেহ আর পচনশীল থাকবে না। হবে যন্ত্রণাশূন্য এবং অবিনশ্বর এবং, সকল দুর্দশা থেকে মুক্ত আর যে গোশত, তা হবে সর্বদোষহীন এবং তা কোনো বাহ্যি-প্রশ্রাবের কারক হবে না।"

১৭৫। নেককার ও বদকার ঃ

"দুর্বৃত্তদের প্রতি ঘৃণা ব্যক্ত করে নবী ইসাইয়ার মাধ্যমে আল্লাহ বলছেন এভাবেঃ "আমার বান্দারা আমার গৃহে আমার টেবিলে বসে খানাপিনা করবে আনন্দে, বাদ্যগীতধ্বনির সঙ্গে পুলকিত চিত্তে, কোনো কিছুর অভাব তাদের থাকবে না। কিন্তু তোমরা যারা আমার দুশমন, আমার নৈকট্য থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে আর চরম দুর্দশায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভুগতে হবে তোমাদের যখন আমার সকল বান্দাদের ধিক্কার পেতে থাকবে তোমরা।"

www.amarboi.org

১৭৬। ঐশ্বর্যের ঐশী বন্টন ঃ

"তারা খানাপিনা করবে— এ কথাটার অর্থ তাহলে কি দাঁড়ায় ?"— ঈসা জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর শিষ্যবর্গকে। "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সাদামাটা কথাই বলছেন। দুর্লভ পানীয়ের চারটি মন্দাকিনি, এত ফুল-ফল নিয়ে কী-হেতুই বা বয়ে যাচ্ছে বেহেশতের বাগিচায়? সুনিশ্চিত যে আল্লাহ্ কিছুই আহার করেন্ না, ফেরেশতারাও কিছু খান না, আত্মারাও কিছু গ্রহণ করে না, ইন্দ্রিয়ের জন্যও কোনো খোরাকের প্রয়োজন নেই, একমাত্র এই মাংসল মরদেহের জন্যই চাই আহার-বিহার। তাই বেহেশতের ঐশ্বর্য হলো এই যে, দেহ পাবে গোশত-রুটি আর ইন্দ্রিয় ও আত্মার জন্য আছেন স্বয়ং আল্লাহ এবং ফেরেশতা ও রূহানী জগতের ভাব বিনিময়। রাসুলে খোদার মাধ্যমে ঐ-ঐশ্বর্যের আরও বিস্ফার ঘটবে (কেননা আল্লাহ সকল কিছুই সৃষ্টি করেছেন তাঁরই প্রেমাকর্ষণে) যিনি অন্য সকল সৃষ্ট জীবরে তুলনায় সকল কিছুই জানেন আরও বিশদ পূর্ণতায়।"

বার্থলোমিউ আরয করলেন, "হে মুর্শিদ ! বেহেশতের ঐশ্বর্যভোগ কি সকল মানুষের জন্যই হবে সমপরিমাণ? যদি সমপরিমাণই হয় তবে তা হবে অন্যায্য; আর যদি তা না হয় তবে বেশী ভাগ্যবানের প্রতি কম ভাগ্যবানের জাগবে ঈর্ষা।"

ঈসা জবাব দিলেন, "সমপরিমাণ হবে না, কারণ আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণ ; তবে সকলেই হবে পরিতৃপ্ত, কেননা, ঈর্ষার কোনো স্থানই সেখানে নেই। বলো আমাকে বার্থলোমিউ, কোনো গৃহস্বামীর, ধরে নাও আছে বিরাট এক চাকর বহর; আর তিনি এদের সকলকেই একই পরিমাণ পোশাক পরিয়ে দিলেন। এখন কি শিশু-চাকরেরা এই বলে কান্নাকাটি করবে যে কেন তাদেরকে পরানো হলো না বড়োদের পোশাক? ওরা বরং চটেই যাবে যদি বড়োরা তাদের গায়ে বড়োদের পোশাক চাপাতে চায়, কারণ তাদের মাপের পোশাক নয় বলে ওরা ভাববে তাদের নিয়ে মশকরা করা হচ্ছে।"

"বার্থলোমিউ, এবার তাহলে তোমার হৃদয়কে বেহেশতের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ করে আল্লাহকে দেখ, আর তুমি দেখবে সকল কিছুতেই একক মহিমা বিরাজিত, যদিও সেখানে কারও অংশে বেশী কারো অংশে কম, কোনোরূপ ঈর্ষার কারণ তা হচ্ছে না।"

১৭৭। বেহেশত ও দুনিয়ার বৈসাদৃশ্য ঃ

অতঃপর এই বিবরণী-লেখক আরয করলেন, "হে মুর্শিদ ! যেমন এ-দুনিয়া বেহেশত-ও কি সূর্য থেকেই আলো লাভ করবে?"

ঈসা জবাব দিলেন, "আমাকে আল্লাহ্ যা বলেছেন হে বার্নাবাস, তা হলো ঃ 'হে লোক সকল যারা পাপে নিমগ্ন রয়েছে তাদের জন্য এ-দুনিয়াতে অলংকাররূপে

www.amarboi.org

আছে সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি ; তোমাদের কল্যাণ ও সুখের নিমিত্তরূপে, আর এ-সবের স্রষ্টা তো আমিই।'

'ভেবে দেখ তাহলে যেখানে আমার বিশ্বাসী বান্দারা থাকবে তার অবস্থা এর চেয়ে উত্তম হবে না? নিশ্চয়ই ভুল করছো যদি এরূপ ভেবে থাকো ; কেননা, আমি, তোমার আল্লাহ, আমিই বেহেশতে সূর্য, আর আমার রাসূল হলেন চাঁদ, যিনি হবেন আমার সকল আলোয় গ্রাহক, আর নক্ষত্রমণ্ডল হবেন আমার নবীকুল যারা প্রচার করেছেন আমার বাণী। অতএব, আমার বিশ্বাসী বান্দারা যেভাবে নবীদের কাছ থেকে বাণী গ্রহণ করেছেন (এখানে), অবিকল তাঁদের মাধ্যমেই এরা আনন্দ ও সুখ লাভ করবেন বেহেশতে, আমার আনন্দধামে।'

১৭৮। বেহেশতের মহনীয়তা ঃ

"আর এটুকুই যথেষ্ট হলো তোমাদের পক্ষে, বেহেশতের জ্ঞান লাভের জন্য,"—বললেন ঈসা। বার্থলেমিউ একথার উপর আবার প্রশ্ন করলেন, "হে মুর্শিদ! আমার প্রতি ইহসান করুন, যদি আমি আর একটি মাত্র প্রশ্ন করি।"

ঈসা বললেন, "বলো, তুমি যা বলতে চাও।"

বার্থলোমিউ শুধালেন, "বেহেশত্ নিশ্চয়ই মহান, কারণ দেখা যাচ্ছে, মহান ও কল্যাণকর বিষয়সমূহের আকর, তাকে মহান হতেই হবে।"

ঈসা জবাব দিলেন, "বেহেশত্ এতই মহান যে কোনো আদম-সন্তান তা পরিমান করতে পারবে না। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি, বেহেশতের সংখ্যা হলো নয়টি, যার মাঝে বিন্যস্ত করা হয়েছে নক্ষত্রমণ্ডল, মানুষের পাঁচশত বছরের যাত্রার দূরত্বে এদের অধিষ্ঠান আর প্রথম বেহেশত থেকে দুনিয়া মানুষের পাঁচশ' বছরের যাত্রার দূরত্বে বিদ্যমান।"

"তবে প্রথম বেহেশতের পরিমাপ করা থেকেই বিরত হও। কেননা, তা দুনিয়ার তুলনায় এতই বড় যে একটি বালুকণার সঙ্গে পৃথিবীটাকে তুলনা করলে যা দাঁড়ায় সেও তাই। দ্বিতীয় বেহেশত্ আবার প্রথম বেহেশতের তুলনায় তেমন কিছুই। দ্বিতীয়টির তুলনায় তৃতীয় বেহেশতের আকৃতি আবার সে-আনুপাতিক, আর এমনিভাবে শেষ বেহেশতখানি পর্যন্ত, প্রত্যেকটি পূর্ববর্তীর চেয়ে এরূপ আকারে প্রকাণ্ডতর। আর অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যে বেহেশত তামাম আসমান-জমিনের তুলনায় অনেক বড় তামাম দুনিয়া একটি বালুকণার তুলনায় যেরূপ, সেও তাই।"

পিতর বললেন, "হে মুর্শিদ। বেহেশতের আকৃতি আল্লাহর চেয়ে বড় হওয়া চাই কেননা, আল্লাহকে এর সীমার ভেতরই প্রত্যক্ষ করা যায়।

www.amarboi.org

ঈসা জবাব দিলেন, খামুশ পিতর, তুমি নির্বুদ্ধিতার মাধ্যমে আল্লাহকে নিন্দা করে বসেছো।"

১৭৯। আল্লাহর অনন্ত ব্যাপ্তি ঃ

সেই মুহূর্তে ফেরেশতা জিবরাইল ঈসার সমীপে নাজেল হলেন এবং তাঁকে দেখালেন সূর্যের মত উজ্জ্বল একখানি আরশী, তিনি দেখতে পেলেন যার মাঝে খচিত আছে এই কথাগুলো ঃ "আমি যেহেতু চিরঞ্জীব, যেহেতু সকল আসমান সমূহ এবং জমিনের চেয়ে বেহেশত মহীয়ান এবং যেমন পৃথিবী অনেক বড় একটি বালুকণার চেয়ে তেমনি বেহেশতের তুলনায় আমার বড়ত্বও সে আনুপাতিক ; সমুদ্রের যেমন বালুকারাশি, যেমন পানির কাৎরাগুলি সমুদ্রের বুকে, জমির ওপর যেমনি ঘাসের অগণিত ডগা, বৃক্ষের পাতা, সকল পশু চর্ম, এ-সকল কিছুর চেয়ে অনেক গুণ বেশী, আর আসমানসমূহ ও বেহেশতের অনন্ত অণুরাশির সংখ্যার চেয়েও অনেক অনেক গুণ বেশি আমার ব্যাপ্তি।"

ঈসা তখন আদেশ করলেন, "এসো আমরা আল্লাহকে সেজদা করি, যিনি বরকতপূর্ণ ও চিরন্তন।" অতঃপর তাঁরা শতবার রুকুতে গমন করলেন এবং জমিনে সেজদাবনত হয়ে সালাৎ আদায় করলেন।

সালাতের পর ঈসা পিতরকে আহ্বান করলেন এবং তাঁকে ও সকল শিষ্যবর্গকে জানালেন যে তিনি কি দেখেছেন। আর পিতরকে তিনি বললেন, "তোমার আত্মা যা সারা দুনিয়ার চেয়ে বড়, সূর্যকে দেখে একমাত্র দশনইন্দ্রিয় দিয়ে, কিন্তু এই সূর্য দুনিয়ার চেয়ে হাজার গুণ বড়।"

ঈসা বললেন, "ঠিক তেমনি বেহেশতের দিব্যদর্শনযোগে দেখবে তুমি আমাদের স্রষ্টা আল্লাহকে।" একথা বলার পর ঈসা আমাদের মাবুদ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন, বনি ইসরাইল ও পবিত্র নগরীর জন্য দোয়াও করলেন ; যখন প্রত্যেকেই শামিল হয়ে বললেন, "হে আল্লাহ, আমীন!"

১৮০। মানুষের পুরস্কার প্রাপ্যতা ঃ

একদিন সুলাইমানের দেউড়িতে উপবিষ্ট থাকা কালে ঈসার সমীপে এসে দাঁড়ালেন একজন কাতিব যিনি জনতার মাঝে ওয়াজ-নসিহত করে থাকেন, প্রশ্ন করলেন, "হুজুর ! আমি জনসাধারণের মাঝে বহুবার ওয়াজ-নসিহত করেছি, আমার জ্ঞান কিন্তু আল্লাহর কালামের একখানি আয়াত কোনোমতেই বোধগম্য হচ্ছে না।"

ঈসা জিজ্ঞাসা করলেন, "তা কোনো অংশটি?"

কাতিব বললেন, "ইবরাহীমের প্রতি আমাদের মাবুদ যা বলেছেন যে 'আমিই

www.amarboi.org

হবো তোমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।' কী করে মানুষ তবে দাবি করবে [এমন পুরস্কার]?"

অন্তরে পুলকিত হয়ে ঈসা বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাজ্য থেকে আপনার অবস্থান খুব দূরে নয়। শুনুন তবে আমি আপনাকে বলছি এই হেদায়েতের তাৎপর্য। আল্লাহ্ অসীম আর মানুষ সসীম, মানুষ দাবি করতে পারে না আল্লাহকে — এই হলো আপনার সংশয়, তাই নয় ভাই?"

কাতিব কেঁদে ফেললেন, বললেন, "মওলা আপনি জেনে গেছেন আমার হৃদয়, অতএব বলুন কারণ, আমার রূহ আপনার কালাম শোনার জন্য আগ্রহান্বিত।"

ঈসা তখন বললেন, "দোহাই আল্লাহর, মানুষ তার একটি নিশ্বাসের ওপরও দাবি প্রতিপন্ন করতে পারে না যা, সে গ্রহণ করছে প্রতিনিয়ত। একথা শুনে পাশে দাঁড়ানো কাতিব এবং তাঁর আপন শিষ্যবর্গ সকলেই চমৎকৃত হলেন, কারণ, তারা স্মরণ করলেন যে ঈসা বলেছিলেন আল্লাহর প্রেমে যা দেওয়া হবে বদলা পাওয়া যাবে তার শতগুণ।

তিনি তখন বললেন, "আপনাকে যদি কেউ একশ' আশরফি কর্জ দেয় আর আপনি তা ব্যয় করে ফেলেন, আপনি কি সেই ব্যক্তিকে বলতে পারেন, "দিলাম তোমাকে এই পচা আঙুর পাতা, আমাকে নয়টি বাসগৃহ দাও, কারণ এটি আমার পাওনা?"

কাতিব বললেন, "তা হয় না মওলা, কারণ তাকে প্রথমে পরিশোধ করতে হবে তার ঋণ, তারপরে যদি তার পাওয়ার কিছু সাধ থাকে তবে উত্তম দ্রব্যই তাকে দিতে হবে, পচা পাতা দিয়ে তা কী করে সম্ভব হবে?"

১৮১। মানুষের পুরস্কার প্রাপ্তির ন্যায্যতা ঃ

ঈসা বললেন, "ভাই, আপনি সঠিক বলেছেন, তাহলে আমাকে বলুন, কে মানুষকে সৃষ্টি করেছে শূন্যাবস্থা থেকে? নিশ্চিতই তিনি হলেন আল্লাহ্ যিনি তার কল্যাণের জন্য দিয়েছেন আবার গোটা দুনিয়াটা। কিন্তু পাপের কারণে সে খুইয়ে বসেছে তার ধন, ফলে পাপের পরিণামেই সারা জগৎ তার দুশমনে পরিণত হয়েছে, আর দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ আল্লাহকে দিতে পারছে না কিছুই, একমাত্র তার পাপদুষ্ট আমল ছাড়া। কেননা, প্রতিদিনই পাপ করে সে তার আমলকে দোষাবহ করে ফেলছে, যে-কারণে নবী ইসাইয়া বলেছেন, 'আমাদের পুণ্যকর্ম যেন 'ঋতুস্রাবের ন্যাকড়া।' কী করে তাহলে মানুষ দাবি করতে পারে, দেখা যাচ্ছে পুরা হক আদায় করা তার পক্ষে তো সম্ভব নয়? যদি কোনো কারণে এমন হয় যে মানুষ পাপ থেকে বিরত হয়েছে ; দাউদ পয়গম্বরের মাধ্যমে তো আল্লাহ্ নিশ্চয়ই বলছেন ; 'পুণ্যবানের একদিনে সাতবার পতন হয়;' গোনাহগারের পতন হয় তাহলে কতবার? আর আমাদের পুণ্যকর্মই যদি দোষযুক্ত হয় তবে বদকর্ম কতটুকু ঘৃণার্হ বটে? দোহাই আল্লাহর, মানুষের পক্ষে এর চেয়ে অন্য কিছুই বেশী পরিত্যাজ্য নয় যে সে বলবে,

www.amarboi.org

'আমি দাবি করি।' মানুষ দেখুক না ভাই তার নিজের হাতের কাজটি কেমন আর তাহলেই সে সরাসরি বুঝতে পারবে এর মর্তবা। মানুষ যা কিছুই কল্যাণকর কাজ করে অবশ্যই তা মানুষই করছে তা নয়, আল্লাহই তার মাঝে কাজটি করিয়ে নিচ্ছেন, কারণ তার সত্তা হলো আল্লাহরই দান, যিনি তার স্রষ্টা। আর তার স্রষ্টা আল্লাহর ইচ্ছার বিপক্ষে গিয়ে সে যা করে এবং পাপে লিপ্ত হয়, তাতে তার পুরস্কার দাবি করা দূরে থাক বরং সে আযাবেরই হকদার হয়ে যায়।"

১৮২। অনুতাপকারী শাস্তি প্রার্থনা করে ঃ

"মানুষকে কেবল যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাই নয়, যা আমি বলছিলাম, তাকে সৃষ্টি করেছেন নেয়ামতের পূর্ণতা দিয়ে। সারাটা দুনিয়াই তাকে তিনি দান করেছেন। বেহেশত থেকে নিষ্ক্রান্তির পর দু'জন ফেরেশতা দিয়েছেন তার প্রহরায়; তার প্রতি নাজেল করেছেন তাঁর নবীদের, প্রদান করেছেন তাকে শরীয়ত, এনায়েত করেছেন তাঁকে ঈমান ; প্রতি মুহূর্তে তাকে মুক্ত করছেন শয়তানের কব্জা থেকে ; তিনি চান সে বেহেশত লাভ করুক; এমন কি বরং, তিনি হাদিয়া রূপে দিতে চান মানুষকে তাঁর আপন সত্তা ঋণের বহরটা কী পরিমাণ তা ভেবে দেখুন ; এমন ঋণভার থেকে মুক্ত হতে গেলে আপনাকে শূন্যাবস্থা থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, যত নবী ভেজেছেন আল্লাহ সমপরিমাণ আপনাকেও সৃষ্টি করতে হবে, সাজাতে হবে দুনিয়া ও বেহেশত ; শুধু তা নয়, এমন মহান ও দয়াল একজন আল্লাহরও প্রয়োজন পড়বে, আর এসব কিছুই সমর্পণ করতে হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে [বিনিময় হিসাবে]। তবেই না ঋণমুক্তি সম্ভব আর সে অবস্থাতে কেবল বাকি থাকবে একটি মাত্র দায়িত্ব— আল্লাহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের। কিন্তু যখন একটি মাছি সৃষ্টির ক্ষমতাও আপনার নেই, আর আল্লাহ বলতে একজনই আছেন যিনি সবিকছুর মালিক, কী করে আপনি তাঁর ঋণ থেকে মুক্তি পাবেন? নিশ্চিতই যদি কোনো লোক আপনাকে একশত আশরফি কর্জ দেয়, আপনি তাকে একশত আশরফিই ফেরত দিতে বাধ্য।"

"সে অনুযায়ী, হে আমার ভাই, এর তাৎপর্য হলো এইরূপ যে আল্লাহ, যিনি বেহেশত্ এবং সকল কিছুর মালিক, নিজ অভিরুচি অনুযায়ী তাঁর যা ইচ্ছা হয় তা বলতে পারেন এবং যথা খুশি দানও তিনি করতে পারেন। অতএব, যখন তিনি ইবরাহীমকে বলেন, 'আমিই তোমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার,' ইবরাহীম কিন্তু বলতে পারেন না 'আল্লাহই আমার পুরস্কার' বরং বলেন, 'আল্লাহ আমার উপহার ও আমার ঋণ।' তাই আপনি যখন জনতাকে ওয়াজ করেন, হে ভাই, আয়াতের অংশ আপনাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত যে আল্লাহ মানুষকে সৎকর্মের জন্য এই-এই পুরস্কার

www.amarboi.org

প্রদান করবেন। যখন আল্লাহ তোমার সঙ্গে কথা বলেন হে মানুষ এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'ওহে আমার বান্দা, আমার প্রেমে তুমি উত্তম কাজই করলে ; কী বদলা তুমি চাও আমার কাছ থেকে?' উত্তর হবে, 'মওলা, দেখা যাচ্ছে আমি তোমার হাতের সৃষ্টি, এ তো সঙ্গত নয় যে আমাতে পাপ বিদ্যমান থাকবে যাতে আছে শয়তানের খায়েশ। অতএব মওলা হে, তোমার আপন মহিমার কারণে, তোমার হাতের সৃষ্টির উপর ঢালো করুণা ধারা।'

"আর যদি আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাকে মাগফেরাত করেছি আর এখন আমি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই।' উত্তর হবে, 'মওলা যা আমি করেছি তাতে শাস্তির লায়েক হয়েছি, আর তোমার কর্ম তোমাকে গৌরবান্বিত করেছে। শাস্তি দাও মওলা, আমি যা করেছি তার জন্য আর তোমার হাতের যা সৃষ্টি তাকে তুমি রক্ষা করো।'

"আর যদি আল্লাহ বলেন, 'কী শাস্তি তোমার প্রাপ্য বলে মনে করো তোমার পাপের জন্য?' উত্তর হবে, 'সেই পরিমাণ হে মওলা, সকল দুর্বৃত্তের একত্রে যা পাওনা।'

"আর যদি আল্লাহ বলেন, 'কী কারণে চাও এমন ঘোরতর শাস্তি হে আমার বিশ্বস্ত বান্দা?' উত্তর হবে, 'কারণ তাদের প্রত্যেকেই যদি আমার সমান নেয়ামতের অধিকারী হতো তবে তারা আমার চেয়ে তোমার অধিক বন্দেগী করতো।'

"আর যদি আল্লাহ বলেন, 'কখন তুমি এ-শাস্তি গ্রহণ করবে এবং তা কত সময়ের জন্য?' উত্তর হবে, 'এখুনি এবং তা অনন্তকালের জন্য।'

"দোহাই আল্লাহর, যাঁর সম্মুখে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, এমন বান্দার প্রতি আল্লাহ তার পবিত্র ফেরেশতার চেয়েও বেশী রাজি। কারণ, আল্লাহ সত্যিকার বিনয় পছন্দ করেন এবং ঘৃণা করেন অহংকার।"

কাতিব ঈসাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন, "মওলা, আসুন আপনার এ-দাসের ঘরে তশরিফ নিন, এই বান্দা আপনাকে এবং আপনার ভক্তদের কিছু মাংসাহার দিতে চায়।"

ঈসা বললেন, "আমি যাবো আপনার ঘরে যদি আপনি ওয়াদা করেন আমাকে 'মওলা' না বলে 'ভাই' বলবেন এবং নিজেকে বান্দা না বলবেন আপনার ভাই।"

সে-ব্যক্তি ওয়াদা করলেন, আর ঈসা তশরিফ নিলেন তাঁর ঘরে।

১৮৩। বিনয় ঃ

তাঁরা যখন মাংসাহারে রত কাতিব প্রশ্ন করলেন, "হুজুর ! আপনি বলেছেন আল্লাহ পছন্দ করেন সত্যিকার বিনয়। বলুন তাহলে সত্যিকার বিনয় কিরূপ, কখন তা হয় খাঁটি অথবা ভণ্ডামি?"

[ঈসা জবাব দিলেন] ঃ "অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যে কেউ যে পর্যন্ত

www.amarboi.org

ছোট্ট শিশুর মত না হবে বেহেশতের রাজ্যে সে প্রবেশাধিকার পাবে না।"

একথা শুনে সকলেই তাজ্জব বনে গেলেন, আর তাঁরা একে অন্যকে বললেন, "কী করে একজন লোক ছোট্ট শিশু হবে যার বয়স তিরিশ কি চল্লিশ। এ-তো বড়ই বিপাকের কথা।"

ঈসা জবাব দিলেন, "দোহাই আল্লাহর যার সম্মুখে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, আমার কথাগুলি সত্য। আমি তোমাদের বলেছি যে [মানুষকে] বাচ্চা শিশুর মত হয়ে যেতে হবে; কারণ, তাই হলো সত্যিকার বিনয়। কেননা, যদি কোনো বাচ্চা শিশুকে তুমি জিজ্ঞাসা করো, 'তোমার পোশাক কে বানিয়ে দিয়েছেন?' সে বলবে, 'আমার আব্বা।' যদি তার কাছে জানতে চাও কার ঘরে সে বসবাস করে। সে বলবে, 'আমার আব্বার।' যদি তাকে প্রশ্ন করো, 'কে তোমাকে খাওয়ায়' সে বলবে, 'আমার আব্বা।' যদি তাকে শুধাও, 'কে তোমাকে হাঁটতে এবং কথা বলতে শিখিয়েছে?' সে জবাব দেবে, 'আমার আব্বা।' কিন্তু যদি তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করো, 'তোমার কপাল ফাটালো কে, কপালে পট্টি দেখা যাচ্ছে কেন?' সে বলবে, 'আমি পড়ে গিয়েছিলাম, তাতে আমি মাথা ফাটিয়েছি।' তখন যদি তুমি বলো, 'তা তুমি পড়ে গেলে কী করে?' সে বলবে, 'আপনি দেখছেন না আমি বাচ্চা-শিশু, তাই বয়স্ক লোকের মত আমার হাঁটা ও দৌড়াবার তাকত নেই। তাই আমাকে জোরে চলতে গেলে আমার আব্বার হাত ধরে চলতে হয়। তবে আমি ভালোভাবে যাতে হাঁটা শিখতে পারি, আমার আব্বা আমাকে খানিকটা জায়গা একা রেখে এগিয়ে গিয়েছিলেন, আর আমি দৌড় দিতে গিয়ে পড়ে গেলাম।' যদি তাকে প্রশ্ন করো, 'তোমার আব্বা তোমাকে কি বললেন?' সে বলবে, 'তা তুমি ধীরে ধীরে হাঁটলে না কেন? দেখ ভবিষ্যতে তুমি আর আমার পাশ থেকে সরে থেকো না।'

১৮৪। ভণ্ডামি ও সত্য বিনয়

"বলো আমাকে এই কি সত্য বটে?"— ঈসা প্রশ্ন করলেন।

শিষ্যবর্গ এবং কাতিব বললেন, "এ অবশ্যই সত্য।"

ঈসা তখন বললেন, "যে হৃদয়ের সত্য দিয়ে এইরূপ স্বীকার করে যে আল্লাহই সকল কল্যাণের আকর এবং সে নিজে সকল পাপের আধার সেই হতে পারবে সত্যিকার বিনীত। কিন্তু যে-কেউ মুখে কথা বলবে এই শিশুর মত কিন্তু কাজে করবে এর বিপরীত, নিশ্চিতই তার আছে বিনয়ের ভণ্ডামি আর সত্যিকারের অহংকার।"

"কেননা, অহংকার তখন তুঙ্গে ওঠে যখন সে জাহির করে বিনয়ভাব এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, লোকচক্ষে সে ধরা পড়ে না যায় এবং প্রত্যাখ্যাত না হয়।"

"সত্যিকার বিনয় হলো আত্মার অবনত ভাব। যার মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে

www.amarboi.org

নিজেকে তার সত্যস্বরূপে। কিন্তু বিনয়ের ভণ্ডামি হলো দোযখের ধোঁয়ার মত যা মানবাত্মার বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এমনভাবে যে তার যা আরোপ করা উচিত ছিলো নিজের প্রতি তা করে সে আল্লাহর প্রতি, আর যা আরোপ করা উচিত ছিলো আল্লাহর প্রতি তা করে বসে নিজের প্রতি। এভাবে ভণ্ড বিনয়ের অধিকারী ব্যক্তি বলতে থাকবে যে সে ঘোরতর পাপী, কিন্তু যখন কেউ তাকে বলেই দেবে যে সে পাপী, তার ওপর দারুণ ক্ষেপে যাবে সে এবং শুরু করে দেবে যুলুম।"

"ভণ্ড বিনয়ী বলবে যে তার যা আছে সবই আল্লাহর দান, তবে সেও তো বসে বসে ঝিমায়নি কেবল, সৎকাজে সদাই তৎপর থেকেছে।"

"আর হাল যামানার ফরিসীরা, ভাইসব, বলো আমাকে কিভাবে চলাফেরা করছেন তারা?"

কাতিব কেঁদে ওঠে বললেন, "হুজুর, হাল যামানার ফরিসীরা কেবল ফরিসীর নাম ও খেরকা-ই বহন করছে, কিন্তু তারা অন্তরে এবং কর্মে কেনানী* ছাড়া অন্যকিছু নয়। আর আল্লাহর নামে উৎসর্গিত এই নামটি তারা ছিনতাই না করলেই পারতো, তাতে করে অন্তত সরল লোকেরা প্রতারণার শিকার হতো না! হায়রে অতীত যামানা, কী নিষ্ঠুর আচরণ করলে আমাদের সঙ্গে যে সত্যিকারের ফরিসীদের নিয়ে গেছো আর রেখে গিয়েছো ভণ্ডদের!"

১৮৫। হাজ্জাই ও হোসিয়ার কাহিনী ঃ

ঈসা বললেন, "ভাই হে, এ-কিন্তু যামানা নয় যে এ-কাজ করেছে বরং, এই দুষ্ট দুনিয়াই তা করেছে। কেননা, প্রত্যেক যামানাতেই আল্লাহর সত্যিকার বন্দেগী করা সম্ভব, কিন্তু দুনিয়ার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে, অর্থাৎ দুনিয়ার বদ রসুমের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে মানুষের মন্দ পরিণতি হয়ে থাকে।"

"তা সেই জেহাঘির কথা কি আপনার জানা নেই, নবী ইলিশার খাদেম ছিলো যে-লোকটি, মিথ্যা বলে এবং তার সাহেবকে লজ্জা দিয়ে সিরিয়ার না'মানের টাকা ও পোশাক নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো? অথচ ইলিশরা সাহাবী ছিলেন বহু সংখ্যক ফরিসী যাঁদের জন্যই নবুয়ত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ তাঁকে!"

"অবশ্যই আমি আপনাকে বলছি, মানুষ মন্দ কাজের প্রতি এতই আসক্ত আর দুনিয়া তাদের এতই উত্তেজিত করে সেদিকে আর শয়তান তাদের জড়িয়ে ফেলে মন্দের সঙ্গে এমনি ভাবে যে, হাল যামানার ফরিসীরা আর ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়; আর পূত ঃ আমলা তাদের শূন্য ; আর আল্লাহর অভিশাপ কুড়ানোর জন্য জেহাঘির দৃষ্টান্তই তাদের জন্য যথেষ্ট।"

কাতিব বললেন, "সত্যই তাই।" তখন ঈসা বললেন, "আমি চাই আপনি

www.amarboi.org

হাজ্জাই ও হোসিয়া নবীদ্বয়ের কাহিনী আমাকে বলবেন যাতে আমরা সত্যিকার ফরিসীর কী রূপ তা বুঝতে সক্ষম হবো।” কাতিব বললেন, “হুজুর আমি আর কী বলবো? বাস্তবিক অনেকেই তা বিশ্বাস করে না যদিও নবী দানিয়েল তা লিপিবদ্ধ করেছেন; তবে আপনার হুকুম তামিল করতে গিয়ে আমি সত্য কাহিনীটি বলছিঃ

হাজ্জাই-এর বয়স যখন পনের তিনি তাঁর পৈতৃক বিত্ত বিক্রি করে গরীবের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে আনাহ্‌ত-এর সান্নিধ্য থেকে নবী ওবাদিয়ার খেদমতে গমন করলেন। এখন প্রবীন ওবাদিয়াহ্ যিনি হাজ্জাই-এর বিনয়ভাবের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন, তাঁর শিষ্যদের প্রশিক্ষণের জন্য তাকে দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করতে লাগলেন। যে-কারণে তিনি প্রায়ই তাকে উপহার পাঠাতেন সুদৃশ্য পোশাক ও উত্তম খাদ্য কিন্তু হাজ্জাই সর্বদাই দূতকে ফেরত পাঠাতেন এই বলে, “এসব নিয়ে ফিরে যাও ঘরে, কারণ তুমি ভুল করছো। ওবাদিয়াহ্ এসব আমাকে পাঠাবেন, তিনি ভালো করেই জানেন আমি কি-নিষ্কর্মা! আর লিপ্ত রয়েছি সারাক্ষণ পাপাচারিতায়।”

আর নিকৃষ্ট কিছু পাঠাতে হলে ওবাদিয়াহ্ হাজ্জাই-এর পার্শ্ববর্তী বাসিন্দার কাছে তা পাঠাতেন যাতে হাজ্জাই-এর চোখে তা ধরা পড়ে। আর তাতে হাজ্জাই এরূপ দেখে জনান্তিকে বলতেন, “দেখ তাহলে ওবাদিয়াহ নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে গেছেন, কারণ এগুলির উপযুক্ত একমাত্র আমিই কেননা, আমিই তো সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট। আর ওবাদিয়াহ্'র হাত থেকে এগুলি না পাওয়ার চেয়ে মন্দ আর কী হতে পারে যে আল্লাহ আমার জন্য অনুমোদন করেছেন তার মাধ্যমে এসব, আর এসব তো হতে পারে মহা ঐশ্বর্য!”

১৮৬। হাজ্জাই-এর মোনাজাত ঃ

ওবাদিয়াহ যখন কাউকে নামায শিক্ষা দিতেন, তিনি হাজ্জাইকে আহ্বান করে বলতেন, “তুমি উচ্চ কণ্ঠে সালাত আদায় করো যাতে সকলেই তোমার আবৃত্তি শুনতে পায়।” হাজ্জাই তখন বলতেন, “বনি ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ্, ক্ষমার চোখে তোমার এই বান্দাকে দেখ, যে তোমাকে স্মরণ করছে, কারণ তুমি তাকে সৃষ্টি করেছো। বরহক মাবুদ আল্লাহ, তোমার ন্যায়পরায়ণতার কথা স্মরণ করো এবং তোমার বান্দার পাপে শাস্তি দাও, এই জন্য যে আমি যেন তোমার কর্মকে দুষিত করতে না পারি। হে মওলা, আমার আল্লাহ তোমার নেক বান্দাদের জন্য যে নিয়ামতবাশি মওজুদ রেখেছো আমি তা চাওয়ার হকদার নই। কারণ আমি পাপ করেই যাচ্ছি। অতএব মাবুদ তোমার কোনো বান্দাকে যদি তুমি হীনবল করো তবে স্মরণ করো তোমার এই দাসকে, তোমার আপন মহিমাগুণে।”

www.amarboi.org

"আর যখন হাজ্জাই এসব করতেন," কাতিব বললেন, "আল্লাহ্ তাকে এতই ভালোবাসতেন যে হাজ্জাই-এর সহায়তায় সেই যামানায় যিনিই এগিয়ে আসতেন তাঁকেই আল্লাহ্ দান করতেন দিব্যদৃষ্টি। আর হাজ্জাই-এর কোনো প্রার্থনাই আল্লাহর কাছে অপূর্ণ থাকতো না।"

১৮৭। হোসিয়ার তাকওয়া ঃ

নেকবখত কাতিব সাহেব এসব বলতে গিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন, এমনিভাবে যে কোনো নাবিক যেন দেখছে চোখের সামনে তার জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলতে লাগলেন, হোসিয়া যখন আল্লাহর রাস্তায় বের হলেন, তখন তিনি নাফথালি কবিলার যুবরাজ এবং তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ। আর একইভাবে তাঁর পৈতৃক সম্পদ বিক্রি করে গরীবদের মাঝে বিলিয়ে হাজ্জাই-এর শিষ্যত্ব বরণ করতে গেলেন।

হোসিয়া দানশীলতায় এতই উদ্বুদ্ধ ছিলেন যে কোনো কিছু চাওয়া মাত্রই তিনি বলতেন! "এটি আমাকে আল্লাহ দিয়েছেন আপনার জন্যই হে ভাই, অতএব, এটি গ্রহণ করুন

এজন্যে অচিরেই তার মাত্র আর দুটি জামা অবশিষ্ট রইল। একটি চটের টিউনিক আর একটি চামড়ার জোব্বা। তিনি বিক্রি করে দিয়েছিলেন, আমি বলেছি, সমস্ত পৈতৃক বিত্ত আর বিলিয়ে দিয়েছিলেন গরীব-দুঃখীকে, কারণ, এরকম না হলে কাউকে সে-যামানায় ফরিসী বলাই হতো না।

হোসিয়ার কাছে ছিলো মূসার কিতাব যা তিনি পরম আগ্রহে তিলাওত করতেন। এখন, একদিন হাজ্জাই তাকে শুধালেন, "হোসিয়া, কে তোমার কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে গেল তোমার অতীত সম্পদ?"

তিনি বললেন, "মূসার কিতাব।"

পার্শ্ববর্তী নবীর এক শিষ্য জেরুসালেমে যেতে ইচ্ছুক হলেন, এরকম হলো যে তাঁর ছিলো না কোনো জোব্বা। হোসিয়ার দানশীলতার কথা শুনে তিনি তাকে খুঁজে বের করে বললেন, "ভাই, আমি জেরুসালেম গমনের জন্য মনস্থ করেছিলাম আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানি করবো বলে, কিন্তু আমার তো কোনো জোব্বা নেই, বুঝতে পারছি না কি করবো !"

একথা শুনে হোসিয়া বললেন, "আমাকে মাফ করুন ভাই, কারণ আমি আপনার কাছে মহা গোনাহ্‌গার হয়ে গেছি, কেননা, আল্লাহ্ আমাকে একটি জোব্বা দিয়েছিলেন আপনাকে দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছিলোম। তাহলে এটি এখন গ্রহণ করুন আর আমার গোনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন।" সেই ব্যক্তি একথা বিশ্বাস করলেন এবং জোব্বাটি নিয়ে প্রস্থান করলেন। আর হোসিয়া যখন হাজ্জাই-

www.amarboi.org

এর হুজরায় গেলেন, হাজ্জাই শুধালেন, "তোমার জোব্বাটি কে নিয়ে গেল?"

হোসিয়া বললেন, "মূসার কিতাব।"

হাজ্জাই শুনে খুবই প্রীত হলেন, কারণ তিনি হোসিয়ার সুকর্ম পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

এমন হলো যে এক গরীব লোকের ওপর ডাকাত চড়াও হয়ে তাকে একেবারে ন্যাংটা করে ছেড়ে দিলো। অতঃপর হোসিয়া তাকে দেখলেন, তিনি নিজের টিউনিক খানি খুলে পাঠিয়ে দিলেন সেই ব্যক্তিকে যে ছিলো উলঙ্গ, নিজের বলতে রইলো কেবল একপ্রস্থ ছাগচর্ম তার নিজের শরমগার ওপর। যে-কারণে তিনি হাজ্জাই-এর খেদমতে হাযির হতে আর পারলেন না দেখে নেকবখত হাজ্জাই ভাবলেন হোসিয়া অসুস্থ। তাই তিনি দু'জন শাগরেদ নিয়ে হোসিয়ার তালাশে আসলেন। আর তাঁরা তাঁকে পাম গাছের পাতা পরিহিত অবস্থায় পেলেন। হাজ্জাই তাকে বললেন, "ব্যাপার কি বলো তো, কি কারণে আজ তুমি আমাদের দেখতে গেলে না?"

হোসিয়া বললেন, "মূসার কিতাব আমার টিউনিকখানি নিয়ে গেছে। আর আমি বিনা টিউনিকে সেখানে যেতে সাহস পেলাম না।" অতঃপর হাজ্জাই তাঁকে দান করলেন একখানি টিউনিক।

এমন হলো যে এক তরুণ হোসিয়াকে মূসার কিতাব তিলাওতরত দেখে কেঁদে বললেন, "আমিও তিলাওত করতে শিখতাম যদি আমার একখানা কিতাব থাকতো।" একথা শুনে হোসিয়া তাকে কিতাবখানি দিলেন এই বলে, "ভাই, এই কিতাব তোমারই কেননা, আল্লাহ্ আমাকে এটি এইজন্য দিয়েছিলেন যে যদি কেউ কেঁদে উঠে এটি পড়ার আগ্রহ দেখায় তবে তাকেই কিতাবখানি দিতে হবে।"

সেই লোক একথা বিশ্বাস করলেন এবং তা গ্রহণ করলেন।

১৮৮। হোসিয়ার আত্মদান ঃ

হাজ্জাই-এর একজন শিষ্য হোসিয়ার নিকটবর্তী অবস্থানে থাকতেন, তিনি তাঁর কিতাবখানি সুলিখিত আছে কিনা তা পরখ করার জন্য হোসিয়ার কাছে এসে বললেন, "ভাই, আপনার কিতাবখানি নিন, আমার এ-খানির সঙ্গে আপনার কিতাবের মিল আছে কিনা দেখবো।"

হোসিয়া বললেন, "আমার কাছ থেকে তো সে-খানি নেওয়া হয়ে গেছে।"

"কে এখানা নিয়ে গেল আপনার কাছ থেকে।"— শুধালেন সেই শিষ্য।

হোসিয়া বললেন, "মূসার কিতাব।"— এ কথা শুনে শিষ্যপ্রবর হাজ্জাই সমীপে গিয়ে আরয করলেন, "হোসিয়ার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কারণ সে বলছে মূসার কিতাবই তার কাছ থেকে মূসার কিতাবখানি নিয়ে গেছে।"

www.amarboi.org

হাজ্জাই উত্তরে বললেন, "যদি আল্লাহ তাই কবুল করতেন রে ভাই, আমিও অবিকল পাগল হতে পারতাম, আর সকলে যদি পাগল হতে পারতো হোসিয়ার মত!"

এ সময়ে সিরিয়ার ডাকাতদল ইয়াহুদায় লুণ্ঠন চালিয়ে এক গরীব বিধবার সন্তানকে আটক করলো যার নিবাস ছিলো কারমেল পর্বতের পাদদেশে যেখানে নবীগণ ও ফরিসীরা আস্তানা গেড়েছিলেন। ঘটনাক্রমে হোসিয়া নিয়ামনুযায়ী কাঠ কাটতে গিয়েছিলেন, দেখলেন সে-বিধবাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় সেখানে। অবস্থা দেখে তিনিও তাঁর সাথে কাঁদতে শুরু করলেন, কারণ যখনই কাউকে তিনি হাস্যরত দেখতেন তিনি হাস্যস্ফুরিত হতেন আর কাউকে কাঁদতে দেখলে নিজের অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। হোসিয়া মহিলাকে তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মহিলা তাঁকে সব জানালেন।

"হোসিয়া তখন বললেন, "এসো বোন, কারণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছেন, তোমার সন্তানকে ফিরিয়ে দেবেন।"

আর তারা উভয়ে একত্রে গেলেন হেব্রনের কাছে, সেখানে হোসিয়া নিজেকে বিক্রি করে ফেললেন এবং সেই টাকা দিলেন বিধবার হাতে, বিধবা বুঝতেই পারলেন না কি ভাবে টাকাটা মিললো ; তিনি তা গ্রহণ করে মুক্তিগণ দিয়ে পুত্রকে ছাড়িয়ে নিলেন।

যিনি হোসিয়াকে ক্রয় করেছিলেন তিনি তাঁকে নিয়ে গেলেন জেরুসালেমে যেখানে তাঁর একটি বাসস্থান ছিলো ; তিনি হোসিয়াকে চিনতে পারেন নি।

হাজ্জাই যখন দেখলেন হোসিয়াকে আর পাওয়া যাচ্ছে না তিনি নীরব বেদনায় কাতর হয়ে পড়লেন। আল্লাহর একজন ফেরেশতা তখন তাকে জানালেন কি ভাবে হোসিয়াকে দাস হিসাবে জেরুসালেমে নেওয়া হয়েছে।

নেকবখ্ত হাজ্জাই ঘটনা শোনার পর হোসিয়ার অদর্শনে কাঁদতে লাগলেন এমনভাবে যেমন কোনো মা তার পুত্রবিয়োগে রোদন করতে থাকে। আর তাঁর শিষ্যদ্বয়কে অবহিত করে তিনি চলে গেলেন জেরুসালেমে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় নগর-তোরণেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল হোসিয়ার, যিনি তখন খাদ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে ছুটছিলেন তাঁর মালিকের আঙুরবাগানের মজদুরদের জন্য।

হোসিয়াকে চিনে ফেলে হাজ্জাই শুধালেন, "বেটা, কেমন করে সম্ভব হলো যে তুমি তোমার বুড়ো বাপকে ভুলে গেলে যে তোমাকে হাহাকার করে খুঁজে ফিরছে?"

হোসিয়া জবাব দিলেন, "বাপজান, আমাকে বিক্রয় করা হয়েছে।"

হাজ্জাই তখন রেগে গিয়ে বললেন, "কে সেই বদবখত যে তোমাকে বিক্রি করে ফেললো?"

হোসিয়া জবাব দিলেন, "আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন হে আমার বাপজান।

www.amarboi.org

কারণ যে আমাকে বিক্রি করেছে সে এতই উত্তম যে দুনিয়ায় সে না থাকলে কেউই পবিত্র হতে পারবে না।"

"তিনি, তবে কে হন?" হাজ্জাই শুধালেন।

হোসিয়া বললেন, "হে আমার বাপজান, সে হলো মূসার কিতাব।"

নেকবখ্‌ত হাজ্জাই তখন কিছুটা আশ্বস্থ হয়ে নীরব হয়ে গিয়ে বললেন, "যদি আল্লাহ কবুল করতেন, বেটা, যে আমাকেও আমার সকল সন্তানাদি সহ মূসার কিতাব এভাবেই বিক্রি করে দিতো, যেভাবে দিয়েছে তোমাকে।"

আর হাজ্জাই হোসিয়ার সঙ্গে তার মালিকের গৃহে আসলেন, যিনি হাজ্জাইকে দেখে বলে উঠলেন, "বরকতময় আল্লাহর শান, যিনি তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন আমার কুটিরে।" আর তিনি তাঁর হস্তচুম্বন করার জন্য ছুটে আসলেন। হাজ্জাই তখন বলেন, "ভাই আপনার এই দাসের হস্তচুম্বন করুন যাকে আপনি কিনে নিয়ে এসেছেন। কেননা, তিনি আমার চেয়ে উত্তম।" আর তিনি তাঁর কাছে সকল ঘটনা খুলে বললেন। যা শুনে মালিক হোসিয়াকে মুক্তিদান করলেন।

"আর এই হলো সেই ঘটনা যা আপনি শুনতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন হুজুর।"— কাতিব বললেন।

১৮৯। সূর্য স্থির দণ্ডায়মান ঃ

ঈসা তখন বললেন, "এ ঘটনা সত্য, কারণ আল্লাহর তরফ হতে আমাকে এর সত্যায়ন করা হয়েছে। এই কারণে সকলেই যাতে এর সত্যতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে, তাই আল্লাহর নাম নিয়ে আমি বলছি সূয স্থির হয়ে থাকুক এবং দ্বাদশ ঘন্টার জন্য সে হোক অনড়, অচল। ফলে জেরুসালেম ও ইয়াহুদায় দারুণ শংকা বিস্তারের মাধ্যমে বিষয়টি সকলের কাছেই গোচরীভূত হলো।

কাতিব সাহেবকে ঈসা শুধালেন, "ভাই, আপনি আমার কাছ থেকে কী শিখতে চান, দেখা যাচ্ছে আপনার রয়েছে অতি গভীর প্রজ্ঞা ? দোহাই আল্লাহর, মানুষের নাজাতের জন্য এটুকুই তো যথেষ্ট যে হাজ্জাই-এর বিনয় এবং হোসিয়ার বদান্যতা সকল নবী ও সকল শরীয়তের-ই পরিপূর্ণতা ব্যঞ্জক। আমাকে বলুন ভাই, আপনি যখন আমাকে মসজিদ চত্বরে প্রশ্ন করতে এগিয়ে আসলেন, আপনার মনে কি একথা উদয় হয়েছে যে আল্লাহ আমাকে নবুয়ত ও শরীয়ত ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়েছেন?"

"সুনিশ্চিত যে আল্লাহ তা করবেন না, কারণ তিনি অপরিবতনশীল, তাই আল্লাহ যে বিধানকে মানুষের নাজাতরূপে নির্ধারণ করেছেন, সকল নবীকেই নিয়োজিত রেখেছেন তারই প্রচারকর্মে। যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব, যাঁর গোচরে

www.amarboi.org

আমার আত্মা দণ্ডায়মান, যদি আমাদের পিতা দাউদের কিতাব ও মূসার কিতাব ভণ্ড ফরিসী ও ধর্মবেত্তাদের লৌকিক ঐতিহ্যসূত্রে পরিবর্তিত না হতো তবে আমার প্রতি নাজেল করতেন না আল্লাহ্ তাঁর কালাম। আর কেন আমি মূসার কিতাব ও দাউদের কিতাব সম্পর্কে কথা বলছি? (এই জন্য যে) প্রতিটি নবীবাক্য আজকাল এমনভাবে দূষিত করা হয়েছে যেন আল্লাহ্ আদেশ করেছেন বলে তা পালন করা হচ্ছে তা নয় বরং ধর্মগুরুরা কি বলছেন আর ফরিসীরা কিরূপ করছেন সেদিকেই তাকিয়ে আছে মানুষ, মনে হচ্ছে যেন আল্লাহ্ ভুল করতে পারেন কিন্তু মানুষ ভুলের উর্ধ্বে।"

"তাই দুঃখ হয় এই ঈমানহারা প্রজন্মের জন্য যাদের ওপর বর্তাবে এসে সকল ন্যাপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ ও নবীদের রক্তের ঋণ, বারাখিয়ার পুত্র জাকারিয়ার রক্ত-ঋণসহ, যাঁকে তারা মসজিদ ও মিম্বরের মধ্যস্থলে হত্যা করেছিলো।"

"কোন্ নবীকে তারা নির্যাতন না করে ছেড়েছে? কোনো ন্যায়পরায়ণ লোককে তারা শান্তিতে মরতে দিয়েছে? কেউ-ই নয়। আর তারা এখন আমাকেও খতম করতে চাইছে। তারা ইবরাহীমের বংশধর বলে গর্ব করে, আর গর্ব করে এই সুন্দর ইবাদতখানার। দোহাই আল্লাহর, বরং, শয়তানের গোষ্ঠী তারা, তাই এরই ইচ্ছা পূরণে তারা তৎপর। আর তাই ইবাদতখানা সহ এই পবিত্র নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এমনভাবে যে ইবাতখানার একটি পাথরও অপরটির ওপর আর বিন্যস্ত হয়ে থাকবে না।"

১৯০। রসুম-রেওয়াজ দিয়ে কিতাব দূষিতকরণ ঃ

"বলুন ভাই আমাকে, আপনি একজন ধর্মজ্ঞ এবং শরীয়ত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ব্যক্তি— কার প্রতি মসীহ্-র প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছিলো ইবরাহীম সমীপে— তিনি ইসহাক না ইসমাইল?"

কাতিব উত্তর দিলেন, "হুজুর, আপনাকে বলতে আমার ভয় হচ্ছে, মৃত্যুদণ্ডই এই ভয়ের কারণ।"

ঈসা তখন বললেন, "ভাই, আপনার ঘরে খাদ্য গ্রহণ করতে এসেছি বলে এখন আফসোস হচ্ছে, কারণ আপনি আপনার স্রষ্টা আল্লাহ্র চেয়ে বর্তমান জীবনকে বেশী প্রিয় ভাবছেন এবং এজন্যই আপনি জীবন বিনাশের ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু ঈমানহারা হওয়ার এবং আখেরাত খোয়াবার আশংকা করছেন না। আল্লাহর আইন হিসাবে আত্মা যার সাক্ষ্য দেয় আর জিহ্বা বলে তার বিপরীত সে অবস্থায়ই খোয়া যায় আখেরাত।"

নেকবখ্ত্ কাতিব এখন কেঁদে উঠলেন এবং বললেন, "হুজুর যদি আমি জানতাম কিসে কি ফল হয় তবে আমি বহু কিছুই প্রচার করতাম যা থেকে বিরত থাকছি শুধু এই ভয়ে যে জনতার মাঝে শুরু হবে মহা তুলকালাম।"

www.amarboi.org

ঈসা জবাব দিলেন, যখন আল্লাহর বাণীর প্রতি কিছু হানিকর হয় তখন না জনতা, না দুনিয়া, না পরি-বুযুর্গ, না ফেরেশতাকুল কোনো কিছুরই প্রতি আপনার তোয়াক্কা করা উচিত নয়। এইজন্য আপনার স্রষ্টা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করার চেয়ে আপনার পক্ষে সারা দুনিয়া খুইয়ে বসা উত্তম— পাপের সঙ্গে আপোস করে একে ধরে রাখার চেয়ে। কেননা, পাপ বিনাশ করে, লালন করে না; আর আল্লাহ সমুদ্রে যত বালুকণা আছে ততগুলি কিংবা তারও চেয়ে বেশী সংখ্যক দুনিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম।"

১৯১। শান্তিকর্তা (মসীহ্) হবেন ইসমাইল বংশোদ্ভূত ঃ

কাতিব তখন বললেন, "আমাকে ক্ষমা করুন হুজুর ! আমি অপরাধ করে ফেলেছি।"

ঈসা বললেন, "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, কারণ তাঁরই কাছে অপরাধ হয়েছে আপনার।"

কাতিব তখন বললেন ; "আমি একখানা প্রাচীন কিতাব দেখেছি, কিতাবখানা স্বহস্তে লিখেছেন মূসা এবং যশুয়া (যিনি আপনার মতই সূর্যকে স্থির দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন), আল্লাহর সেবক ও নবীদ্বয় ; সেই কিতাবখানি হলো মূসার আসল কিতাব। সেখানে একথাই লেখা আছে যে শান্তিকর্তার পিতা হবেন ইসমাইল এবং ইসহাক হবেন শান্তিকর্তার অগ্রবার্তাবাহকের পিতা। আর কিতাবের কথাগুলি হলো এইরূপ যে মূসা বলছেন, "বনি ইসরাইলের প্রভু আল্লাহ, মহা শক্তিধর ও দয়াময়, আপনার দাসের প্রতি প্রদর্শন করুন আপনার অনন্ত মহিমার নিদর্শন।" অতঃপর আল্লাহ ইসমাইলের কোলে তাঁর রাসুলকে এবং ইবরাহীমের কোলে আসীন দেখালেন ইসমাইলকে। ইসমাইলের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইসহাক, তাঁর কোলে ছিলেন আরেকজন শিশু যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছিলেন, "এই তো তিনি যাঁর জন্য আল্লাহ সৃজন করেছেন তামাম বিশ্বলোক।"

এ-অবস্থায় মূসা আনন্দ শিহরণে চীৎকার করে উঠলেন, "হে ইসমাইল আপনার কোলে সারা বিশ্ব-কায়েনাৎ ও বেহেশতসমূহ ! আমি, আল্লাহর এই বান্দার প্রতি সদয় হোন যেন, আমিও আল্লাহর দৃষ্টিতে রহমত লাভ করি আপনার সন্তানের ওসিলায় যাঁর খাতিরে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তামাম বিশ্বলোক।"

১৯২। ল্যাজারাসের অসুখ ঃ

"সেই কিতাবে দেখা যায় আল্লাহ গোরু বা ভেড়ার মাংসাহার করেন না; সেই কিতাবে দেখা যায় আল্লাহর রহমত কেবল বনি ইসরাইলের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রত্যেক ব্যক্তি যদি অন্তরের সত্য নিয়ে আল্লাহর সন্ধান করে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হন।'

www.amarboi.org

"কিতাবের সমুদয় অংশ আমি পড়তে পারিনি, কারণ প্রধান রাব্বির যে গ্রন্থশালায় আমি তা পেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তা পড়তে বারণ করলেন এই বলে যে এটি জনৈক ইসমাইলীর রচনা।"

ঈসা তখন বললেন, "দেখবেন, আর যেন আপনার দ্বারা সত্য গোপন করা না হয়; কারণ শান্তিকর্তার প্রতি ঈমান আনার ওপরই আল্লাহ নাজাত দান করবেন ; আর এ-ছাড়া কেউ-ই রক্ষা লাভ করতে পারবে না।"

ঈসা আলোচনার যতি টানলেন এখানেই। তারপর যখন তাঁরা খাবার শুরু করলেন, দেখুন ! মরিয়ম নাম্নী মহিলা যিনি ঈসার পায়ের ওপর সেদিন লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছিলেন, এসে প্রবেশ করলেন নিকোডেমাসের গৃহে (কারণ এই নামই ছিলো কাতিব সাহেবের) আর কান্নার রোল তুলে ঈসার পায়ের ওপর পড়ে বলতে লাগলেন, "প্রভু ! আপনার এ-বাঁদী, যে আপনার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত লাভ করেছে, তার একটি বোন আছে আর আছে একটি ভাই, ভাইটি এখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত।"

ঈসা শুধালেন, "তোমার ঘর কোথায়? বলো আমাকে যেন আমি গিয়ে তোমার ভাইয়ের আরোগ্যের জন্য দোয়া করতে পারি?"

মরিয়ম বললেন, "বিথ্যানী-তে আমার ভাই এবং বোনের নিবাস, আমার ঘর ম্যাগদালায়, আমার ভাইটি তাই বিথ্যানীতে অবস্থান করছে।"

ঈসা মহিলার উদ্দেশ্যে বললেন, "তুমি সোজা তোমার ভাইয়ের ঘরে যাও, আমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করো, কারণ আমি তাকে রোগমুক্ত করার জন্য সেখানে যাবো। আর তুমি ভয় পেয়ো না, কারণ সে মারা যাবে না।"

মহিলা চলে গেলেন, আর বিথ্যানীতে গিয়ে দেখলেন তাঁর ভাইটি সেই দিনই মারা গিয়েছেন, যে কারণে তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষের গোরস্থানে কবর দেওয়া হয়ে গেছে।

১৯৩। ল্যাজারাসের কবরের পাশে ঈসা ঃ

ঈসা নিকোডেমাসের গৃহে দুই দিন অবস্থান করলেন, আর তৃতীয় দিন তিনি বিথ্যানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, আর যখন শহরটির নিকটবর্তী হলেন, তিনি তাঁর দু'জন শিষ্যকে আগেই সেখানে পাঠিয়ে দিলেন, মরিয়মের কাছে তাঁর আগমন-বার্তা দেওয়ার জন্য। মহিলা শহরের বাইরে ছুটে চলে আসলেন এবং ঈসাকে দেখতে পেয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, "প্রভু ! আপনি বলেছিলেন আমার ভাই মারা যাবে না, আর এখন তার কবর হয়ে গেছে চার দিন। আমার বলার আগেই যদি আপনার আবির্ভাব এখানে হতো, তাহলে সে নিশ্চয়ই মারা পড়তো না।"

www.amarboi.org

ঈসা জবাব দিলেন, "তোমার ভাই মারা যায়নি, সে ঘুমিয়ে আছে, আমি তাই তাকে জাগিয়ে দিতে এসেছি।"

মরিয়ম কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "প্রভু ! এমন নিদ্রা থেকে সে হাশরের দিনই উঠবে যখন আল্লাহর ফেরেশতারা দামামা বাজিয়ে তাকে জাগাবেন।"

ঈসা জবাব দিলেন, "মরিয়ম, আমার ওপর আস্থা রাখো, সে তার (হাশরের দিন) আগেই আবার জেগে উঠবে। কারণ আল্লাহ আমাকে তার নিদ্রার ওপর ক্ষমতা দান করেছেন; আর অবশ্যই আমি তোমাকে বলছি সে মৃত নয়, কারণ আল্লাহর নির্ধারিত রহমত ছাড়া একমাত্র মৃত্যু তারই হয়েছে।"

মরিয়ম দ্রুত ফিরে গেলেন তাঁর বোন মার্থাকে ঈসার আগমন-বার্তা দেওয়ার জন্য।

এদিকে ল্যাজারাসের মৃত্যু উপলক্ষে জেরুসালেমের বহু সংখ্যক ইহুদী, কাতিব ও ফরিসীদের সমাবেশ সেখানে হয়েছিলো। মার্থা তাঁর বোন মরিয়মের কাছ থেকে ঈসার আগমন-বার্তা পেয়ে ঝটতি উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গেলেন বহিরাঙ্গনে, আর তাতে ইহুদী জনতা, কাতিব ও ফরিসীরা তাঁকে অনুসরণ করলেন সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কারণ ওঁরা ভাবলেন ইনি তার ভাইয়ের কবরের কাছে যাচ্ছেন বিলাপ করার জন্য। তাই যখন তিনি সেখানে গেলেন যেখানে মরিয়ম ঈসার সঙ্গে বাক্য বিনিময় করেছিলেন, মার্থা কেঁদে আরয করলেন, "প্রভু ! যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো আর আপনি এখানে থাকতেন, তবে আমার ভাইটি মারা পড়তো না।"

ক্রন্দনরত মরিয়মও সেখানে পৌঁছলেন; ঈসা অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না, আর্তকণ্ঠে তিনি তাঁদের শুধালেন, "কোথায় তাকে কবর দিয়েছো?" ওরা বললেন, "আসুন দেখবেন।"

ফরিসীরা নিজেদের মাঝে বলতে লাগলেন, "এই তো সেই লোক যে নেইন-শহরের বিধবার মৃত পুত্রকে জীবন দিয়েছিলো, কেন সে এই লোককে তবে মরতে দিলো, মারা সে যাবে না এরূপ বলা সত্ত্বেও?" কবরের পাশে, প্রত্যেকেই যেখানে রোদন করছিলো ঈসা এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "কাঁদবেন না কেউ, কারণ ল্যাজারাস ঘুমিয়ে আছে। আমি এসেছি তাকে জাগ্রত করার জন্য।"

ফরিসীরা একে অন্যকে বললেন, "দোহাই আল্লাহর, এভাবে কেউ ঘুমোয় নাকি?" ঈসা তখন বললেন, "আমার সময় কিন্তু এখনো আসেনি, যখন তা আসবে আমিও এ-রকম ঘুমিয়ে পড়বো এবং অতি দ্রুত আবার জেগে উঠবো।" ঈসা হুকুম করলেন, "কবরের ওপর হতে পাথর সরিয়ে দাও।"

মার্থা আরয করলেন, "প্রভু ! সে-তো গলে পচে গিয়েছে, কারণ চার দিন

www.amarboi.org

হয়েছে তার মৃত্যুর।"

ঈসা বললেন, "আমি তবে এখানে আসলাম কেন মার্থা? আমার প্রতি তোমাদের ঈমান নেই যে আমি তাকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম?"

মার্থা জবাব দিলেন, "আমি জানি আপনি আল্লাহ্‌র পবিত্র বান্দা, আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন দুনিয়ায়?"

ঈসা তখন আসমানে দু'হাত তুলে বললেন, "হে ইবরাহীমের মাবুদ আল্লাহ্, ইসমাইল ও ইসহাকের মাবুদ, আমাদের পিতৃপুরুষের মাবুদ, এই নারীর বিয়োগ যন্ত্রণার প্রতি রহম করুন এবং আপনার পবিত্র নামের গৌরব বিঘোষিত হোক," এবং যখন প্রত্যেকেই বললেন "আমীন।"

ঈসা উচ্চৈস্বরে ডাকলেন ঃ "ল্যাজারাস! উঠে এসো।"

তৎক্ষণাৎ যিনি মৃত ছিলেন তিনি জাগলেন; ঈসা তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, "এর বাঁধন মুক্ত করো।" কেননা তিনি কাফনাবৃত ছিলেন এবং এক টুকরা কাফনের কাপড়ে তার মুখমণ্ডল ছিলো ঠিক তেমনভাবেই ঢাকা, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের মৃতদের যেভাবে কবরস্থ করতেন।

বিপুল ইহুদী জনতা এবং ফরিসীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ঈসার প্রতি ঈমান স্থাপন করলেন, কারণ মু'জিযা হিসাবে এ-ছিলো অতীব মহান। বাকি যারা অবিশ্বাসী থেকে গেলো তারা জেরুসালেমে গিয়ে প্রধান রাব্বির কাছে ল্যাজারাসের পুনরুত্থান সম্পর্কে জ্ঞাত করলো এবং বহু লোক যে নাসারা বনে গেছেন সে কথাও জানালো। ওরা নাসারা বলতো সেই লোকদের যারা ঈসার প্রচারিত আল্লাহর কালাম শুনে তওবার মাধ্যমে দীক্ষা লাভ করতেন।

১৯৪। ল্যাজারাসের পুনরুত্থান বিষয় ঃ

কাতিব ও ফরিসীরা প্রধান রাব্বির সঙ্গে পরামর্শ করলেন কিভাবে ল্যাজারাসকে খতম করা যায় ; কেননা, ল্যাজারাস সংক্রান্ত মু'জিযা অত্যন্ত মহান এবং তিনি লোকজনের সঙ্গে আহার-বিহার ও আলোচনায় মিলিত হতে থাকায় অনেকেই তাদের রসুম-রেওয়াজ ত্যাগ করে ঈসার বাণীতে বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন। তবে যেহেতু ল্যাজারাস ছিলেন প্রভাবশালী, জেরুসালেমের অনেকেই ছিলেন তাঁর অনুরক্ত, পরন্তু ম্যাগদালা ও বিথ্যানীর ভগ্নিদ্বয়ও ছিলেন তাঁর সাথে, ওঁরা ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারলেন না তাঁর বিষয়ে কী করা সম্ভব হতে পারে।

ঈসা বিথ্যানীতে উপনীত হয়ে ল্যাজারাসের গৃহে গমন করলেন, আর মার্থা মরিয়মকে সাথে নিয়ে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হলেন। মরিয়ম একদিন ঈসার পায়ের কাছে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর বাণী শ্রবণ করছিলেন, এ-অবস্থায় মার্থা ঈসাকে বললেন,

www.amarboi.org

"প্রভু ! আপনি কি লক্ষ্য করছেন না আমার বোন আপনার কোনো সেবাই করছে না, এবং আপনি ও আপনার শিষ্যবর্গের খানাপিনার ইন্তেজাম থেকেও সে বিরত?"

ঈসা জবাব দিলেন, "মার্থা, মার্থা, তোমার মাথা ঘামানো উচিত যে বিষয়ে, তা নিয়ে তুমি ব্যাপৃত থাকো; কেননা, মরিয়ম এমন অংশ বিশেষের প্রতি এতই নিবিষ্টচিত্ত যা তার থেকে কখনো ফিরিয়ে নেওয়া হবে না।"

ঈমান আনয়নকারী বিশাল এক জনতা সেখানে ছিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে টেবিলে উপবিষ্ট অবস্থায় বলতে লাগলেন, "ভাইসব, আপনাদের সঙ্গে অবস্থানের মেয়াদ আমার অত্যন্ত সীমিত; কারণ, দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় আমার আসন্ন। এ-জন্যেই আমি নবী এযেকিয়েলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত কালাম আপনাদের উদ্দেশ্যে পাঠ করছি; ইরশাদ হয়েছে ঃ 'যেহেতু আমি তোমার আল্লাহ চিরঞ্জীব, গোনাহগার আত্মার মৃত্যু হবে, কিন্তু গোনাহগার ব্যক্তি যদি তওবা করে সে মরবে না বরং জীবন লাভ করবে।'

"এ-কারণেই বর্তমান মৃত্যু মৃত্যু নয় বরং এক দীর্ঘ মৃত্যুচক্রের বিলয় সে। এমন কি বেহুঁশ অবস্থায় যখন শরীরের ইন্দ্রিয়জ্ঞান লুপ্ত হয়, যদিও আত্মা এমন অবস্থায় শরীরের সঙ্গেই থাকে, মৃত ও কবরের বাসিন্দার সঙ্গে এটুকুই তার তফাৎ যে কবরের লোক অপেক্ষায় আছে কবে আল্লাহ তাকে পুনরুত্থিত করবেন, আর বেহুশ লোক অপেক্ষা করছে কখন তার মাঝে পুনরায় ফিরে আসবে ইন্দ্রিয়জ্ঞান।"

"লক্ষ্য করুন, তাহলে পার্থিব জীবন আসলে মরণ, আল্লাহর দীদার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে।"

১৯৫। ল্যাজারাসের গৃহে ঈসা ঃ

"যাঁরা আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করবেন অনন্ত মৃত্যু থেকে তাঁরা রক্ষা পাবেন, কারণ, আমার বাণীর মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহর দীদার লাভ করবেন নিজেদের অন্তরে, আর এরই মাধ্যমে তাঁরা নাজাতের প্রক্রিয়া লাভ করবেন।"

"মৃত্যু— আল্লাহর হুকুমে সাধিত প্রকৃতির একটি কর্ম ছাড়া আর কি? অবিকল যেন কেউ বেঁধে রেখেছে একটি পাখি, আর সুতা ধরে রেখেছে তার হাতে ; যখন তার মাথায় আসলো পাখিটাকে উড়াতে হবে, কি করবে সে? অবশ্যই সে তখন তার হাতটা খুলে দেবে স্বাভাবিকভাবে, আর উড়ে যাবে পাখিটা। 'আমাদের আত্মা' দাউদ নবীর ভাষায়, 'শিকারীর জালমুক্ত চড়ুই পাখির মত'— যখন আল্লাহর প্রহরাধীনে সে প্রবিষ্ট হয়। আর আমাদের জীবন হলো সেই সুতার মত যা দিয়ে প্রকৃতি আত্মাকে বন্ধনযুক্ত রাখে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে। অতএব, যখন আল্লাহ ইচ্ছা করেন আর প্রকৃতিকে হুকুম দেন খুলে দেওয়ার জন্য, জীবন টুটে যায় আর

www.amarboi.org

আত্মা ফেরেশতাদের হাতে গিয়ে আশ্রয় নেয়, যাঁদের আল্লাহ্ মোতায়েন করে রেখেছেন মানুষের আত্মাসমূহ গ্রহণ করার জন্য।"

"অতএব বন্ধুবর্গের উচিত নয় বন্ধু-বিয়োগে আহাজারি করা, কেননা আমাদের আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা হচ্ছে। বরং সে অবিরাম রোদন করুক যখন সে পাপে লিপ্ত হয়, কেননা (এতে), তার আত্মার মরণ ঘটে। নিজেকে পৃথক করে নিজেই সে তার আল্লাহ্ থেকে, তার আসল জীবন থেকে।"

"আত্মা না থাকলে দেহের রূপ হয় যেমন বিভীষিকাপূর্ণ তারও চেয়ে অধিক ভয়ের বস্তু হয় সেই আত্মার রূপ যার মিলন হয় না আল্লাহর সঙ্গে ; আর আল্লাহ্ তাঁর রহমত ও বরকত দিয়ে মানবাত্মাকে সুন্দর ও গতিশীল করে রাখেন।"

আর এইরূপ বলার পর ঈসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তখন ল্যাজারাস বললেন, "প্রভু ! এই গৃহ আমার স্রষ্টা আল্লাহর মালিকানাধীন, যা-কিছুই তিনি আমাকে দিয়েছেন সব কিছু সহ দরিদ্রজনের সেবায় তা উৎসর্গিত। আর যেহেতু আপনি নিজেও ধনাঢ্য নন, আর আছেন বিপুল সংখ্যক ভক্তবৃন্দ আপনার সঙ্গে, আপনার মর্জি মাফিক যখন ইচ্ছা আপনি এখানে তশরিফ আনুন, কারণ আল্লাহর এই বান্দা আপনার খেদমতে যা প্রয়োজন তারই যোগান দেবে, একমাত্র আল্লাহরই ওয়াস্তে।"

১৯৬। মরণের আগে মরণ— যোহনের প্রশ্ন :

এ-কথা শুনে ঈসা আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, দেখুন তাহলে, মৃত্যুবরণ করা কতনা উত্তম কাজ ! ল্যাজারাস মাত্র একবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করলেন আর এমন প্রজ্ঞা লাভ করলেন যা সারা দুনিয়ার বিজ্ঞতম ব্যক্তি যিনি বইপুস্তক ঘেঁটে প্রবীণ হয়েছেন, তাঁর কাছেও তা অজানা। মাশাআল্লাহ্ যদি এমন হতো প্রত্যেক ব্যক্তি একবার মরে গিয়ে আবার ফিরে আসতো দুনিয়ায় ল্যাজারাসের মত এই জন্য যে মানুষ তাহলে কি ভাবে বাঁচতে হয় তা শিখতে জানতো।"

যোহন আরয করলেন, "ওগো মুর্শিদ ! একটি কথা বলার অনুমতি আমি পেতে পারি কি?"

"হাজারটা বলতে পারো, "জবাব দিলেন ঈসা, "কারণ, মানুষ যেমন তার সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে বাধ্য, ঠিক তেমনি সে তার সৎবাক্য প্রচার করতেও বাধ্য এবং এতই বাধ্য সে (এ-কাজে) যে তার কোনো কথায় এমন হতে পারে যে মানুষের আত্মা অনুতাপে জাগ্রত হয়ে যাবে, অথচ সম্পদ দিয়ে তো মৃতকে জাগ্রত করা যায় না। এজন্যে ভুখা ইনসানকে সাহায্য করার তওফিক থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ তা না করে আর সে গরীব ব্যক্তিটি ক্ষুধার জ্বালায় মারা যায় তবে সেই সক্ষম ব্যক্তি খুনের দায়ে দায়ী হবে; তবে অধিক শক্ত খুনের দায়ী হবে তেমন কেউ

www.amarboi.org

যে আল্লাহর কালাম শুনিয়ে মানুষকে তওবায় প্রবৃত্ত করতে পারতো, কিন্তু সে তা করলো না, বরং নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকলো ; আল্লাহর কালামানুযায়ী 'যেন বোবা কুকুর' এমন লোকের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ বলছেন, 'আমার বাণী গোপন করার কারণে পাপীর যে-আত্মা বিনষ্ট হলো, তোমার হাত থেকে আমি তার বদলা নেবো, ওহে আমার অবিশ্বাসী গোলাম।'

"ফরিসী ও কাতিবদের অবস্থা তবে কি দাঁড়ালো যাদের হাতে আছে চাবি কিন্তু তারা প্রবেশ করবে না, বরং, তারা বাধা দিচ্ছে তাদের যারা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে আগ্রহান্বিত?"

"হে যোহন, তুমি একটি মাত্র কথা বলার জন্য আমার কাছে অনুমতি চাইছো অথচ শুনেছো আমার কাছ থেকে শত হাজার কথা। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যারা আমার কথা শ্রবণ করেছো তাদের প্রত্যেকের কথা আমি দশগুণ বেশী শুনতে বাধ্য। আর যে অন্যের বাক্য শুনতে রাজি নয়, একাধারে কেবল নিজের কথাই বলে যায় সে লিপ্ত হয় পাপে; কারণ অন্যের প্রতি আমাদের সে-আচরণই করা উচিত যা আমরা প্রত্যাশা করি নিজের প্রতি, এবং অন্যের প্রতি আমাদের তেমন কিছু করা উচিত নয়, যা আমরা নিজেদের প্রতি প্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক।"

যোহন তখন বললেন, "হে মুর্শিদ ! মানুষের প্রতি আল্লাহ তবে এই বিধান মঞ্জুর করলেন না কেন যে সে একবার মারা যাবে এবং ফিরে আসবে ল্যাজারাসের মতই যেন এ-প্রক্রিয়ায় সে জানতে পারে নিজেকে এবং তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে?

১৯৭। মৃত্যুদৃশ্য থেকে শিক্ষা ঃ

ঈসা জবাব দিলেন, "আমাকে বলো যোহন! কোনো এক গৃহস্বামী তাঁর কোনো এক চাকরকে একটি চমৎকার কুড়াল দিলেন এ-জন্যে যে সে যেন কেটে ফেলতে পারে সেই সব ডালপালা যা তার বাড়িটাকে আড়াল করে রেখেছে।"

"কিন্তু চাকর কুড়ালটার কথা ভুলে গেলো এবং বললো, 'যদি সাহেব আমাকে একখানা পুরান কুড়ালও দিতেন আমি অতি সহজেই ডালপালাগুলি কেটে ফেলতে পারতাম।" বলো যোহন আমাকে, গৃহস্বামী তখন কি বললেন? নিশ্চিতই তিনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং পুরান কুড়ালখানা নিয়ে ওর মাথায় ঠুকে বললেন, 'বোকা এবং গাধা ! আমি তোকে একখানা কুড়াল দিয়েছিলাম যাতে অতি সহজে তুই ডালপালা কাটতে পারিস, অথচ তুই চাইছিস এই কুড়াল, যাতে পরিশ্রম হবে অনেক বেশী, আর যা-কিছুই কাটা হবে সেসব নষ্ট হবে এবং কোনো কাজেও আসবে না? আমি চেয়েছিলাম তুই যে-ডালপালা কাটবি তা এমন হবে যে কাজটি হবে উত্তম।'— এই ঠিক নয় কি?"

যোহন উত্তর দিলেন, "অত্যন্ত ঠিক।" [ঈসা তখন বললেন] 'যেহেতু আমি

www.amarboi.org

চিরঞ্জীব', আল্লাহ্ বলছেন, 'আমি প্রত্যেককেই একখানা করে উত্তম কুড়াল দিয়েছি, তা হলো কোনো মুর্দার দাফন-কাফনের দৃশ্য। এই কুড়ালখানা বাগিয়ে যে-কেউ তার গোনাহ্‌র ডালাপালা অন্তর থেকে ছেটে ফেলতে পারে বিনা কষ্টে; যে-অবস্থায় তারা পেতে পারে আমার রহমত ও মাগফেরাত; আমিও তাদের দিতে পারি অনন্ত জীবন তাদের নেক আমলের জন্য। কিন্তু সে অন্যকে মরতে দেখে যদি বলে— 'যদি আমি আখেরাতের জীবনও দেখতাম তবে নেক আমলে ব্রতী হতে পারতাম,— আমার ক্রোধ চেপে বসবে তার ওপর এবং আমি তাকে মৃত্যুদশায় এমন অভিভূত করে রাখবো যে সে আর কোনো কল্যাণই লাভ করতে পারবে না।'— "হে যোহন" ঈসা বললেন, "কী মহাসুযোগ সেই ব্যক্তির জন্য যে অন্যের পতন দেখে শিক্ষা নেয় যে কি-ভাবে সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে?"

১৯৮। পুরস্কারের যোগ্যতা ঃ

ল্যাজারাস তখন বললেন, "হুজুর ! আমি অবশ্যই বলছি আপনাকে, আমি ভেবে কুল পাচ্ছি না কী-রূপ শাস্তির যোগ্য হবে সেই ব্যক্তি যে বারবার মৃত লোককে কবরে নিতে দেখে কিন্তু ভয় পায় না আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে। এমন লোক, এই দুনিয়ার সম্পদের মোহে, যার সবটাই তাকে ফেলে যেতে হবে, ক্ষুণ্ন করে তার স্রষ্টাকে যিনি তাকে দিয়েছেন এই সব।"

ঈসা তখন তাঁর শিষ্যবর্গের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা আমাকে মুর্শিদ বলে থাকো, তা ভালোই কারণ আমার মুখের কথা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন। তবে এখন ল্যাজারাসকে তোমরা কি বলে ডাকবে? অবশ্যই ইনি এখন সেই সব ওস্তাদেরও ওস্তাদ যাঁরা আল্লাহ্‌র কানুন শিক্ষা দিচ্ছেন। আমি অবশ্য তোমাদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করেছি কিভাবে তোমরা উত্তম জীবন যাপন করবে। কিন্তু ল্যাজারাস তোমাদের শেখাবেন কি করে উত্তম রূপে মরতে হয়। দোহাই চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র, ইনি আল্লাহ্‌র বেলায়েত প্রাপ্ত হয়েছেন ; অতএব তাঁর কথা তোমরা শোনো ; তাঁর বচন সত্য এবং তাঁর উপদেশ তোমাদের বেশী ভাবেই শুনতে হবে যেহেতু, সুন্দর জীবন-সাধনা উত্তম মৃত্যু ছাড়া নিরর্থক।"

ল্যাজারাস বললেন, "হে মুর্শিদ, আমি আপনার শুকরিয়া আদায় করি যে আপনি পুরস্কারযোগ্য সত্য উদ্ঘাটন করলেন ; এ জন্য আল্লাহ্ আপনাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।"

এ-বিবরণী লেখক তখন বললেন, "হে মুর্শিদ, ল্যাজারাস কোনো সে সত্যের কথা বলছেন আপনাকে এইরূপ বলে, 'আপনি পুরস্কারের অধিকারী হবেন,' অথচ আপনি নিকোডেমাসকে বললেন যে মানুষ পুরস্কারের অধিকারী হয় না বরং হয়

www.amarboi.org

শাস্তিযোগ্য ? সে অনুযায়ী কি তবে আপনিও আল্লাহর শাস্তি লাভ করবেন?"

ঈসা জবাব দিলেন, "আল্লাহর মর্জি হোক যে আমি আল্লাহর শাস্তি এই দুনিয়াতেই ভোগ করে যাই, কেননা, আমি তাঁর ইবাদত তত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারিনি যেরূপ করণে আমি ছিলাম একান্ত বাধ্য।"

"তবে আল্লাহ্ আমাকে এতই পেয়ার করেছেন, তাঁর অনন্ত দয়ার গুণে যে আমার ওপর থেকে সকল শাস্তি তুলে নিয়েছেন এমনি ভাবে যে আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে অন্য ব্যক্তির বরাতে। শাস্তি পাওনা ছিলো আমারই, কারণ আমাকে লোকেরা খোদা নামে অভিহিত করেছে ; তবে যেহেতু আমি স্বীকারোক্তি করেছি যে আমি খোদা-তো নই-ই, সত্য বলতে কি আমি একথাও স্বীকার করেছি যে আমি শাস্তিকর্তাও নই। যে-কারণে আমার ওপর থেকে আল্লাহ্ তুলে নিয়েছেন শাস্তি, আমার নামে এক দুষ্ট ব্যক্তি ভোগ করবে সেই শাস্তি, যদিও এর গ্লানির দায়ভাগ আমাকে বহন করতে হবে। এ-কারণেই আমি তোমাকে বলছি হে আমার বার্নাবাস! যখন কোনো লোক তার প্রতিবেশীর আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্তি সম্পর্কে কথা বলে, সে যেন বলে— এই লোক আল্লাহর নেয়ামতের অধিকারী হয়েছে ; কিন্তু সে যেন লক্ষ্য রাখে তার নিজের ক্ষেত্রে আল্লাহর নেয়ামত লাভ সম্পর্কে সে বলবে, 'আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন।' আর তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে কখনো যেন এ-ভাবে না বলে 'আমি এর অধিকারী হয়েছি।' কারণ আল্লাহ্ দয়াপরবশ হন তখনি তাঁর বান্দাদের প্রতি যখন তারা এরূপ স্বীকারোক্তি করে যে গোনাহর কারণে তারা দোযখের হকদার হয়েছে।"

১৯৯। করুণা ও করুণার অধিকার ঃ

"দয়ালরূপে আল্লাহ্ পাক এতই ঋদ্ধ যে আলবৎ হাজার সমুদ্রের পানি সিঞ্চন করেও, অবশ্য যদি এত পানি যোগান সম্ভব হয়, দোযখের বহ্নিশিখার একটি স্ফুলিঙ্গের পিয়াস মেটানো যাবে না, অথচ আল্লাহর ওয়াস্তে অনুতাপকারীর এক ফোঁটা চোখের পানি জাহান্নামের তামাম হুতাশন নিভিয়ে দিতে পারে যখন, আল্লা হ্ মহাকরুণায় তার বান্দাকে উদ্ধার করে থাকেন। আল্লাহ্ তাই শয়তানকে হতবুদ্ধি করার জন্য এবং আপন নেয়ামত প্রকাশ করার জন্য তার বিশ্বস্ত বান্দার প্রতি রুজু হন এবং তার প্রতিবেশী সম্পর্কে সে এইরূপ বলুক, তা চান। কিন্তু নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মানুষকে হুঁশিয়ার হতে হবে যেন বলে না ফেলে 'আমি নেয়ামতের অধিকারী হয়েছি,'— আর তাতে সে হবে নিন্দিত।"

www.amarboi.org

২০০। ঈসার জেরুসালেমে প্রবেশ ঃ

ঈসা তখন ল্যাজারাসের দিকে ফিরে বললেন, "ভাই আমার, আমি খুব স্বল্প সময়ের জন্য এই দুনিয়ায় থাকবো, তাই যখনই তোমার গৃহের নিকটবর্তী হবো তখন অন্য কোথাও যাবো না ; কারণ তুমি যে আমার খেদমত করতে চাও, আমার প্রেমে আবদ্ধ হয়ে নয় বরং আল্লাহর প্রেমে, সেই হেতুতেই।"

ইহুদীদের আশুরা পর্ব ছিলো নিকটবর্তী, যে-কারণে ঈসা তাঁর শিষ্যবর্গকে বললেন, "চলো আমরা জেরুসালেমে গমন করি এবং আশুরার মেষ ভোজনে শরিক হই।" আর তিনি পিতর ও যোহনকে নগরে পাঠিয়ে দিলেন এই বলে, "তোমরা নগরদ্বারে একটি মর্দ বাচ্চার সাথে একটি গাধাকে বাঁধা অবস্থায় পাবে, বাঁধন খুলে সেটি এখানে নিয়ে আসবে, কারণ আমাকে তাতে আরোহণ করে জেরুসালেমে প্রবেশ করতে হবে। আর যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, 'কেন এটির বাঁধন খুলছো?' তাদের বলবে, 'মালিকের এটির প্রয়োজন আছে।' তারা তখন আর এটি নিয়ে আসায় কোনো বাধা দেবে না।"

শিষ্যদ্বয় চলে গেলেন এবং ঈসা যা-যা বলেছিলেন সবই দেখতে পেলেন আর সে-অনুযায়ী তাঁরা গাধা ও শাবকটিকে নিয়ে আসলেন। শিষ্যবর্গ শাবকের পিঠে তাদের পরিচ্ছেদসমূহ রাখলেন এবং ঈসা গাধায় আরোহণ করলেন। জেরুসালেমবাসীরা যখন জানতে পারলেন যে নাসারতের ঈসা আসছেন, লোকেরা তাদের শিশুদের নিয়ে তাঁকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে আসলেন, তাদের হাতে তালপত্র ও জয়তুনের শাখা, তারা সমস্বরে গাইছিলেন, "ধন্য তিনি, আল্লাহর কালাম নিয়ে যিনি আমাদের মাঝে এসেছেন, তিনি দাউদপুত্র, আল্লাহর সব মহিমা।"

ঈসা নগরে প্রবেশ করার পর জনতা তাদের জামা খুলে গাধাটির পায়ের তলায় বিছিয়ে দিয়ে গাইতে লাগলেন, আল্লাহর সব মহিমা।"

ঈসা নগরে প্রবেশ করার পর জনতা তাদের জামা খুলে গাধাটির পায়ের তলায় বিছিয়ে দিয়ে গাইতে লাগলেন, "ধন্য তিনি, আল্লাহর কালাম নিয়ে যিনি আমাদের মাঝে এসেছেন, তিনি দাউদপুত্র, সবই আল্লাহর মহিমা।"

ফরিসীরা ঈসাকে তিরস্কার করে বললেন, "আপনি কি দেখছেন না এঁরা কি বলছে? এদের থামতে বলুন।" ঈসা তঠন বললেন, "দোহাই চিরঞ্জীব আল্লাহর, যাঁর মোকাবেলায় আমার আত্মা দণ্ডায়মান, যদি জনতা থেমে যায়, দুষ্ট পাপাত্মাদের অবিশ্বাসের বিপক্ষে পাথরগুলিও চীৎকার করে ওঠবে।" আর যেইমাত্র তিনি একথাগুলি বললেন জেরুসালেমের সকল পাথর ফুড়ে হঠাৎ সমস্বর উচ্চ নিনাদ

www.amarboi.org

ধ্বনিত হলো ঃ "ধন্য তিনি, আল্লাহর কালাম নিয়ে যিনি আমাদের মাঝে আসছেন।"

বলাই বাহুল্য ফরিসীরা তাদের বেঈমানিতে অটল হয়ে থাকলেন এবং নিজেরা একত্রে জড়ো হয়ে ঈসাকে তাঁর কথার মাঝে আঁটক করার ফন্দি আটতে লাগলেন।

২০১। জ্বেনার দায়ে অভিযুক্ত মহিলা ঃ

ঈসা মসজিদে প্রবেশ করা মাত্রই কাতিব ও ফরিসীরা ব্যভিচারে ধৃত এক মহিলাকে নিয়ে এলেন তাঁর কাছে। তাঁরা নিজেদের মাঝে বললেন, "যদি সে তাকে রক্ষা করে তা হবে মূসার শরীয়তের পরিপন্থী আর যদি সে তাকে শাস্তি দেয় তবে তা হবে তার নিজের মতবাদের উল্টা, কারণ সে ক্ষমা প্রচার করে যাচ্ছে।"— অতএব তারা ঈসার কাছে এসে বললে, "হুজুর, এই মহিলাকে আমরা জ্বেনারত অবস্থায় পেয়েছি। মূসার বিধানানুযায়ী একে পাথর ছুড়ে মারতে হবে ; আপনি তবে কি নির্দেশ করেছেন?"

ঈসা তখন মাটিতে ঝুঁকে তাঁর আঙ্গুল চালিয়ে একটি আরশি সদৃশ বৃত্ত নির্মাণ করলে সকলেই সেই আরশিতে নিজ নিজ পাপসমূহ ফলিত দেখতে পেলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর জবাবের জন্য তাঁরা পীড়াপীড়ি করায় ঈসা উঠে দাঁড়ালেন এবং আরশিবৃত্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "আপনাদের মাঝে যিনি মাসুম তিনিই এর ওপর প্রথম পাথর নিক্ষেপ করবেন।" পুনরায় তিনি মাটিতে ঝুঁকে আরশিটি পুনঃনির্মাণ করলেন।

লোকেরা তা দেখে একে একে প্রস্থান করলেন, প্রবীণতম ব্যক্তি হতে শুরু করে সকলেই কারণ, তারা নিজেদের পতনদৃশ্য দেখে নিজেরাই লজ্জিত হয়েছিলেন। মহিলাটি ছাড়া আর কাউকে সেখানে দেখতে না পেয়ে গাত্রোত্থান করে ঈসা প্রশ্ন করলেন, "হে নারী কোথায় তারা যারা তোমাকে নিন্দিত করতে চায়?"

মহিলাটি কেঁদে ওঠে বললেন, "প্রভু ! তারা চলে গিয়েছে আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন, দোহাই আল্লাহর, আর কখনো পাপে লিপ্ত হবো না।"

ঈসা তখন বললেন, "আল্লাহর নাম বরকতময়। যাও তোমার পথে শান্তিতে চলে যাও, আর কখনো পাপে লিপ্ত হয়ো না, কারণ আল্লাহ তোমাকে নিন্দা করার জন্য আমাকে দুনিয়ায় পাঠান নি।"

কাতিব ও ফরিসীরা পুনঃ জামায়েত হলে পর ঈসা তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমাকে বলুন, আপনাদের কারো থাকে যদি একশ'টি ভেড়া, আর তা থেকে যদি হারিয়ে যায় একটি, বাকি নিরানব্বইটাকে রেখে আপনি কি সেটি খুঁজতে বের হবেন না? আর যখন সেটি খুঁজে পেলেন, আপনার কাঁধে তুলে নিয়ে এসে সকল প্রতিবেশীদের ডেকে কি বলবেন না, 'শুনে খুশি হও তোমরা, আমার হারানো মেষ

www.amarboi.org

খুঁজে পেয়েছি।' অবশ্যই আপনি এইরূপ করবেন।"

"তাহলে আমাকে বলুন, আমাদের আল্লাহ কি মানুষকে কম ভালোবাসেন, যার জন্য এই দুনিয়াটাই তিনি সৃষ্টি করলেন? দোহাই আল্লাহর, কোনো একজন পাপীও যখন অনুতাপ করে ফেরেশতাদের মাঝে আনন্দ প্রকাশ করা হয়, কারণ আল্লাহর ক্ষমা সম্পর্কে পাপীরা অবহিত হলো তো।"

২০২। সাধু অন্যায়কারী ঃ

"বলুন আমাকে, চিকিৎসকের প্রতি ভালোবাসা জন্মায় কার বেশী, যাদের কখনো রোগ-শোক হয় না তাদের, না যাদেরকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে চিকিৎসক নিরাময় করেন তাদের?"

ফরিসীরা জবাবে বললেন, "সুস্থ লোক আবার চিকিৎসককে প্রীতির চোখে দেখবে কেন? অবশ্য সে সুস্থ আছে বলে নেক নজরে তাকে অবলোকন করতে পারে। আর রোগ-ব্যাধির কোনো জ্ঞান না থাকলে চিকিৎসককে সে পেয়ার করবে খুবই সামান্য।"

তখন গভীর আবেগে ঈসা বলতে লাগলেন, "চিরঞ্জীব আল্লাহর কসম, আপনাদের নিজেদের কথাই আপনাদের অহংকারের নিন্দা করছে, তা এইভাবে যে তওবা সম্পাদনকারী গোনাহগারের কাছে আল্লাহ পরহেজগারের চেয়ে অধিক প্রিয় যখন তার প্রতি আল্লাহর অপার করুণার কথা সে জানতে পায়। কারণ আল্লাহর অনন্ত ক্ষমা সম্পর্কে পরহেজগারের অভিজ্ঞতাই কম ; যে-কারণে নিরানব্বুই জন পরহেজগারের চেয়ে একজন গোনাহগারের আহাজারির কারণে আল্লাহর ফেরেশতাদের মাঝে আনন্দ-শিহরণ জাগে অনেক বেশী।"

"তাছাড়া আমাদের এ-যামানায় কোথায় পরহেজগারি? কসম চিরঞ্জীব আল্লাহর, যাঁর মোকাবেলায় আমার আত্মা দণ্ডায়মান, পরহেজগার-অন্যায়কারীর সংখ্যাই তো এখন অত্যধিক, শয়তানের আখলাকের মতই যাদের আচরণ।"

কাতিব ও ফরিসীরা জবাব দিলেন, "আমরাও গোনাহগার, এ-জন্য আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন।" আর এ-কথাটি বললেন তারা ঈসাকে প্রলুব্ধ করার জন্য; কারণ কাতিব ও ফরিসীরা নিজেদের গোনাহগার বলাটা খুবই অপমানজনক বলে গণ্য করতেন।

ঈসা তখন বললেন, "আমার আশংকা হচ্ছে আপনারাই পরহেজগার-অন্যায়কারী। কারণ যদি আপনারা পাপ করেও পাপকে অস্বীকার করেন, নিজেদের সাধু বলে ভাবেন, আপনারা অন্যায়কারী বটে; আর যদি আপনারা অন্তরে নিজেদের পরহেজগার বলে ভাবেন আর মুখে আওড়ান যে আপনারা গোনাহগার, তবে তো

www.amarboi.org

আপনারা দ্বিগুণ পরহেজগার-অন্যায়কারী।"

কাতিব ও ফরিসীরা এইরূপ শোনার পর লাজওয়াব হয়ে বিদায় নিয়ে ঈসা ও তাঁর সাথীদের সেখানে রেখে, কুষ্ঠরোগী সাইমনের গৃহে উপনীত হলেন ; যে-সাইমন ইতিমধ্যে কুষ্ঠব্যাধির কবল থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। নাগরিকেরা ততক্ষণে রোগীদের নিয়ে সাইমনের গৃহে ভিড় করেছিলেন ঈসার প্রতি এই আরয নিয়ে যে তিনি তাদের আরোগ্য দান করবেন।

নিজের সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ জেনে ঈসা বললেন, "ওখানে যত রোগী আছে তাদের সবাইকে ডাকো, কারণ আল্লাহ্ অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী ও তাঁর বান্দাদের প্রতি অতীব করুণাময়।"

জনতার পক্ষ থেকে বলা হলো, "জেরুসালেমে আর কোনো রোগী আছে বলে আমাদের জানা নেই।"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ঈসা বললেন, "হে জেরুসালেম, হে বনি ইসরাইল, আমি রোদন করছি তোমাদের মুক্তির জন্য, কারণ তোমরা বুঝতে পারছো না তোমাদের অবস্থান কোথায়। আমি তাই তোমাদের মা'বুদ আল্লাহর করুণার দিকে তোমাদের তারস্বরে ডাকছি যেভাবে মোরগ তার পাখার নিচে আসার জন্য তার শাবকদের ডাক দেয় ; অথচ তোমরা হয়েছো বিমুখ। অতএব আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে যে—

২০৩। জেরুসালেমের প্রতি আল্লাহর রায় ঃ

"হে নগরী, হৃদয়হীনা ও বিকৃত মানসিকতাময়ী, তোমার প্রতি নাযেল করেছিলাম আমার দাসকে যেন শেষ পর্যন্ত তোমার হৃদয়কে সে পরিবর্তিত করতে পারে এবং তুমি অনুতাপে বিগলিত হও ; কিন্তু তুমি, হে ফেৎনার নগরী সব ভুলে গেছো। ফেরাউন ও মিসরের প্রতি তোমার খাতিরে আমি কী করেছিলাম হে বনি-ইসরাইল! বহুবার তুমি রোদন করেছো যেন আমার দাস তোমার রুগ্ন দেহ নিরাময় করে। আর আমার দাসকে তোমরা হত্যা করতে উদ্যত হয়েছো কারণ সে তোমার অন্তরের বিমার সারাতে ইচ্ছুক হয়েছে।"

"তবে কি তুমি একাই আমার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে? চিরদিনই কি অবস্থান করবে তুমি ? আর তোমার অহংকার কি আমার বদ্ধমুষ্ঠি হতে তোমাকে উদ্ধার করবে? নিশ্চয়ই নয়। কারণ আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজ নায়কদের পাঠাবো তাদের বাহিনীসহ, আর তারা শক্তভাবে তোমাকে ঘেরাও করবে এবং এমনভাবে আমি তোমাকে তাদের হাতে তুলে দেবো যে তোমার গর্ব মিশে যাবে নারকীয় যন্ত্রে।"

www.amarboi.org

"ক্ষমা করা হবে না বৃদ্ধ বা বিধবাদের, রেহাই দেওয়া হবে না শিশুদের, সকলকেই নিক্ষেপ করা হবে দুর্ভিক্ষ ও অস্ত্রের পাল্লায় এবং ভাগ্যের দারুণ পরিহাসের মাঝে; আর যে মসজিদের দিকে আমি সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যাচ্ছি, নগরীর সাথে একেও আমি উচ্ছন্নে যেতে দেবো এমনভাবে যে, রূপকথা সদৃশ ভাগ্যবিপর্যয় ও প্রবাদের মত জাতিসমূহের মাঝে বিরাজ করবে তোমার বিবরণ। এই আমার ক্রোধ গজবের রূপ ধরে তোমার দিকে যাচ্ছে আর আমার বিতৃষ্ণা ঘুম পাড়ানিয়া গানে মজ্জমান নয়।"

২০৪। জেরুসালেমের ধ্বংস অনিবার্য ঃ

এইরূপ বলার পর ঈসা পুনরায় বললেন, আপনারা কি আর কোনো ব্যাধিগ্রস্ত লোক সম্পর্কে অবগত নন? কসম আল্লাহর ! শারীরিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের তুলনায় আত্মার ব্যধিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা অনেক বেশী এই জেরুসালেমে। আর এই সত্য যাতে প্রতিভাত হয় সেই জন্য আমি আপনাদের বলছি, হে রুগ্ন জনতা, আল্লাহর নাম নিয়ে বলছি, আপনাদের দেহ থেকে সকল রোগের নিরাময় হোক।"

আর একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সকলে আরোগ্য লাভ করলেন। জেরুসালেমের প্রতি আল্লাহর ক্রোধের কথা অবগত হয়ে জনতা কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং মাগফেরাতের জন্য আবেদন জানাতে লাগলেন। ঈসা তখন বললেন, "যদি জেরুসালেম তার পাপের জন্য রোদন করে এবং তওবা করে আর আমার হেদায়েত অনুসরণ করে,' আল্লাহ বলছেন ঃ'আমি আর তার পাপের কথা স্মরণ করবো না, আর যে গজবসমূহের কথা বললাম সেসব প্রয়োগ করবো না। কিন্তু জেরুসালেম তার ধ্বংসের আশংকায় রোদন করছে আমাকে যে সম্ভ্রমহীন করেছে, জাতিসমূহের কাছে যে মানহীন করা হয়েছে আমার নাম, সে জন্যে তো নয়। এ কারণে আমার ক্রোধ আরও বেশী উচকানো হয়েছে— যেহেতু আমি চিরঞ্জীব, তাই আইয়ুব, ইবরাহীম, সামুয়েল, দাউদ ও দানিয়েল যদি আমার দাস মূসাকে সঙ্গে নিয়ে এই জাতির জন্য মোনাজাত করে তুব তো জেরুসালেমের ওপর আমার ক্রোধ শান্ত হবার নয়।' আর এইরূপ বলার পর ঈসা গৃহাভ্যন্তরে গমন করলেন,— যখন সকলেই ভয়ে কাতর হয়ে পড়লেন।

২০৫। সাইমনের গৃহে ঈসা ঃ

সাইমনের গৃহে শিষ্যবর্গসহ ঈসা যখন নৈশ আহারে রত ছিলেন, ল্যাজারাসের বোন মরিয়মকে দেখা গেলো সেখানে এসে প্রবেশ করেছেন; এবং একটি পাত্র ভেঙে ঈসার শিরোদেশে ও পোশাকে মলম লাগাতে শুরু করেছেন। বিশ্বাসঘাতক জুদাস তা দেখে এ-কাজ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেয়ে বললো, "যাও, মলমটা

www.amarboi.org

বিক্রি করে টাকা নিয়ে এসো যাতে আমি সে-অর্থ গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিতে পারি।"

ঈসা বললেন, "তুমি তাকে বাধা দিচ্ছো কেন? তাকে তার কাজ করতে দাও, গরিবের জন্য তোমার কাজ সর্বক্ষণই থাকবে, কিন্তু আমাকে তো আর সারাজীবন পাবে না।"

জুদাস বললো, হে মুর্শিদ, এই মলমটা শ'তিনেক টাকায় বিক্রি করা যাবে, কত গরিবকে যে সাহায্য করা যাবে তা দেখুন না।"

ঈসা জবাব দিলেন, "হে জুদাস, আমি তোমার মনের কথা জানি, সবর করো, কারণ আমার কাছ থেকে তুমি সব কিছুই পাবে।"

সকলেই ভীতিবিহ্বল চিত্তে খাওয়ার কাজ শেষ করলেন আর শিষ্যরা হলেন অত্যন্ত গমগীন; কারণ তারা জানতেন শীঘ্রই ঈসা তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু জুদাস রুষ্টচিত্ত হয়ে গেল ; মলমটা বিক্রি না করায় অন্ততঃ তিরিশটি টাকা তার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে ; কারণ ঈসার তহবিলের দশমাংশ সে আত্মসাৎ করতো নিয়মিত।

সে প্রধান রাব্বির উদ্দেশ্যে বের হলো, তিনি তখন রাব্বি, কাতিব ও ফরিসীগণসহ বৈঠকে বসেছেন ; জুদাস তাঁর উদ্দেশ্যে বললো, "ঈসাকে যদি আমি ঠকিয়ে আপনাদের হাতে তুলে দেই, ব্যাটা যখন বনি ইসরাইলের বাদশা বনতে চায়, আমাকে তবে কি বিনিময় দেবেন?"

ওরা বললেন, "তা কি ভাবে তাকে আপনি আমাদের হাতে দেবেন?"

জুদাস বললো, "সে যখন ইবাদতের জন্য শহরের বাইরে যাবে আমি তখন আপনাদের সংবাদ দেবো এবং যেখানে গেলে তাকে পাওয়া যাবে সে-পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো, কারণ শহরের মধ্যে তাকে পাকড়াও করলে মারাত্মক দাঙ্গা বেঁধে যাবে।"

প্রধান রাব্বি বললেন, "যদি তুমি তাকে আমাদের হাতে তুলে দিতে পারো তবে তোমাকে তিরিশটি আশরফি দেওয়া হবে এবং দেখবে তোমাকে আমি কতটা সমাদর করি।"

২০৬। প্রধান রাব্বির সঙ্গে ঈসার বিতর্ক ঃ

বিপুল জনতাকে সঙ্গে নিয়ে পরের দিন ঈসা মসজিদে প্রবেশ করলেন। প্রধান রাব্বি তাঁর সমীপবর্তী হয়ে বললেন, "হে ঈসা, আমাকে বলুন দেখি, আপনি কি সকল কিছু ভুগে গেছেন, ইতিপূর্বে যা যা বলেছিলেন যে আপনি খোদা নন, খোদার ব্যাটাও নন, এমন কি নন সেই প্রতিশ্রুত শান্তিকর্তা ?"

www.amarboi.org

ঈসা জবাব দিলেন, "অবশ্যই নয়, কিছুই আমি ভুলিনি, কেননা, এই হবে আমার জবানবন্দি হাশরের দিন আল্লাহর বিচার-আসনের সামনে দাঁড়িয়ে। কেননা মূসার কিতাবে যা-যা লিপিবদ্ধ তার সবকিছুই সত্য, তা এইরূপ যে আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ লা-শরিক, আর আমি আল্লাহর এক বান্দা। শান্তিকর্তা বলে আপনারা যাকে অভিহিত করেন সেই রাসূলে খোদার খেদমতের একান্ত আগ্রহী।"

প্রধান রাব্বি বললেন, "তাহলে এত লোক নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করায় কি ফায়দা হচ্ছে? তবে কি বনি ইসরাইলের বাদশা বনবার ইচ্ছে হয়েছে আপনার? সাবধান, না কোনো বড় বিপদে পড়ে যান দেখবেন।

ঈসা জবাব দিলেন, "যদি নিজের গৌরব কামনা করতাম এবং পৃথিবীতে চাইতাম আমার অংশ তবে, নেইন-এর মানুষ আমাকে যখন তাদের শাসনকর্তা বানাতে চেয়েছিলো তখন পালিয়ে যেতাম না। অন্ততঃ একথা বিশ্বাস করতে পারেন, এ-দুনিয়ায় আমার কিছুই প্রত্যাশা করার নেই।"

প্রধান রাব্বি তখন বললেন, "শান্তিকর্তা সম্পর্কে আমরা একটি বিষয় অবগত হতে চাই।" আর তখনই রাব্বিগণ, কাতিব ও ফরিসীগণ ঈসাকে চারপাশে থেকে ঘিরে ফেললেন।

ঈসা জবাব দিলেন, "কি সেই বিষয় শান্তিকর্তা সম্পর্কে আপনারা যা অবগত হতে চান? অবশ্য যা আছে তা মিথ্যা ধারণা। নিশ্চয়ই আমি আপনাদের মিথ্যা বলতে যাবো না। কেননা, আমি যদি মিথ্যাই বলি তবে আমাকে মাথায় তুলে নেবেন স্বয়ং আপনি, সকল কাতিব ও ফরিসীগণ, সমগ্র বনি ইসরাইলকে সাথে নিয়ে। কিন্তু যেহেতু আমি আপনাদের কাছে সত্য উদ্ঘাটন করছি সেইহেতু আমাকে আপনারা ঘৃণা করছেন এবং আমাকে হত্যা করতে চাইছেন।"

প্রধান রাব্বি বললেন, "এখন আমরা বুঝতে পারছি আপনার কাঁধের ওপর শয়তান সওয়ার হয়েছে ; আর আপনি একজন সুমেরীয়, আল্লাহর মনোনীত প্রধান রাব্বির প্রতি নেই আপনার কোনো সম্ভ্রমবোধ।"

২০৭। শয়তানের সওয়ারী ঃ

ঈসা জবাব দিলেন, "কসম আল্লাহর, আমার কাঁধে শয়তান আসীন নয় বরং আমি শয়তান তাড়িয়ে ফিরছি। আর এ-কারণেই আমার বিপক্ষে শয়তান দুনিয়াকে চকিত করে তুলেছে, কারণ আমি তার জগতের বাসিন্দা নই, বরং, আমি কাজ করছি আল্লাহর গৌরব বৃদ্ধির জন্য যিনি আমাকে নাজেল করেছেন দুনিয়ায়। অতএব আমার কথা শ্রবণ করুন, আর আমি বলে দেই শয়তান আসলে কার কাঁধের ওপর সওয়ার হয়েছে। চিরঞ্জীব আল্লাহর কসম, যার মোকাবেলায় আমার আত্মা দণ্ডায়মান

www.amarboi.org

শয়তানের ইচ্ছার তাড়নায় যে ব্যক্তি কাজ করে, শয়তান তাঁর কাঁধেই আসোয়ার, তাকে সে তার ইচ্ছার ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে এবং শাসন করছে তাকে সে যথেচ্ছা, আর তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে সব পাপকর্ম।"

"এমন কি একই পোশাক, মালিক বদল হলে যেমন তার নাম বদল হয়ে যায় যদিও কাপড়টি কিন্তু অভিন্ন ; মানুষও অবিকল তাই ; আলবৎ সকল মানুষেরই উপাদান অভিন্ন, কিন্তু তার মাঝে যে অবস্থানকারী মানুষকে পরিচালনা করে যেভাবে সে ভিন্ন হয় তারই সেই আমলের কারণে।"

"যদি (যতটুকু আমি জানি) গোনাহ করে থাকি, তবে ভাই হিসাবে কেন আমাকে শত্রু জ্ঞান না করে তিরস্কার করলেন না? অবশ্যই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি একটি অপরটিকে সাহায্য করে যতক্ষণ এগুলি মাথার সঙ্গে থাকে যুক্ত, আর মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে একটি অপরটির কোনো সাহায্যই করে না। কারণ এক শরীরের হাত অন্য শরীরের পায়ের জন্য কোনো দরদই বোধ করে না নিজ নিজ শরীরের সেই সব অংশগুলি ছাড়া। আল্লাহ যেহেতু চিরঞ্জীব, যাঁর মোকাবেলায় আমার আত্মা দণ্ডায়মান, যে তাঁর স্রষ্টা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং ভয় পায়, ক্ষমার অনুভূতি লালন করে সেই-সকল লোকের প্রতি যাদের জন্য আল্লাহ তথা এই সৃষ্টির মাথার রয়েছে অনুকম্পা ; আর পাপীর মৃত্যু আল্লাহ্ চান না বরং অপেক্ষা করে আছেন তার তওবার জন্য, তাই আপনিও যদি সেই শরীরের সাথে যুক্ত হন আমি যার মাঝে অন্তর্ভূক্ত তবে, কসম খোদার, আপনিও আমাকে সাহায্য করবেন আমার মাথার নির্দেশানুযায়ী কাজ করার জন্য।"

২০৮। ঈসার প্রতি ইহুদীদের পাথর নিক্ষেপ ঃ

"যদি আমি অন্যায় কাজ করে থাকি, আমাকে তিরস্কার করুন, আল্লাহ্ আপনাকে ভালোবাসবেন, কারণ আপনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করছেন, কিন্তু যদি কেউ আমাকে তিরস্কার না করেন আমার পাপের জন্য, তবে বোঝা গেল আপনারা কেউই ইবরাহীমের সন্তান নন, যদিও তা দাবি করছেন ; আর ইবরাহীম যে-মাথার সঙ্গে প্রত্যঙ্গরূপে নিজেকে যুক্ত মনে করতেন আপনারা তাতে যুক্ত নন। কসম আল্লাহর, এমনই মহান আশিক ছিলেন তিনি তার মাবুদের যে, তিনি মিথ্যা দেব-দেবী গুড়া করে পিতা-মাতাকেই কেবল ত্যাগ করলেন না বরং উদ্যত হলেন নিজ পুত্রকে হত্যা করতে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য।"—প্রধান রাব্বি বললেন, "এটাই আপনাকে আমি প্রশ্ন করছি, আর আপনাকে আমি হত্যা করতে চাই না, অতএব আমাদের বলুন, ইবরাহীমের এ পুত্রটি কে ছিলেন?" ঈসা জবাব দিতে গিয়ে বললেন,

www.amarboi.org

“হে আল্লাহ, আপনার ইজ্জতের জজবা আমাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে আর আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। অবশ্যই আমি বলছি, ইবরাহীমের সে-পুত্র ছিলেন ইসমাইল, তাঁরই অধঃস্তন পুরুষে আবির্ভূত হবেন শান্তিকর্তা, যার ওয়াদা ইবরাহীমকে দেওয়া হয়েছে, আর তাঁরই (শান্তিকর্তা) মাধ্যমে জগতের সকল জাতি লাভ করবে আল্লাহর করুণা।”

উত্তর শুনে প্রধান রাব্বি গোস্বায় ফেটে পড়লেন এবং বিকট চিৎকার করে বললেন, “পাথর মারো এই বেঈমান লোকটিকে, সে আসলে একটা ইসমাইলী, আর সে মূসার নিন্দা করছে এবং আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করছে।”

তখনি প্রত্যেক কাতিব ও ফরিসী জননেতাদের সঙ্গে নিয়ে পাথর তুলে ঈসাকে মারতে উদ্যত হলে তিনি মুহূর্তে এঁদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন এবং মসজিদ থেকে নির্গত হয়ে গেলেন। আর তখন ঈসাকে হত্যা করার প্রচণ্ড নেশায়, ক্রোধে অন্ধ হয়ে এবং জিঘাংসায় মত্ত হয়ে এরা একে অন্যকে এমন ভাবে আঘাত করতে লাগলেন যে সেখানেই হাজার লোক মারা পড়লো। এবং তারা পবিত্র মসজিদকে নাপাক করে ফেললো। শিষ্যবৃন্দ ও ঈমানদার লোকেরা ঈসাকে মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে দেখলো (কারণ তাদের চোখে ঈসা গায়েব হয়ে যাননি), তাঁরা তাকে অনুসরণ করে সাইমনের গৃহে পদার্পণ করলেন।

নিকোডেমাস সে সময়ে এসে পৌঁছলেন সেখানে, তিনি ঈসাকে জেরুসালেমের বাইরে সিদ্রন নদী তীরে আত্মগোপন করার পরামর্শ দিয়ে বললেন, “হুজুর, সিদ্রন নদীর পাশে আমার একটি বাগানবাড়ি রয়েছে, আমি অনুরোধ করি আপনি কিছুসংখ্যক অনুসারী নিয়ে সেখানে অবস্থান করুন, যে পর্যন্ত রাব্বিদের ঘৃণার তরঙ্গ প্রশমিত না হয়; আমি আপনার খেদমতে সকল প্রয়োজনীয় বস্তুর সরবরাহ দিয়ে যাবো। আর অধিকাংশ শিষ্যবর্গকে সাইমন ও আমার গৃহে রেখে যান, আল্লাহ তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।”

আর ঈসা সে-অনুযায়ী বারজন হাওয়ারীকে নিজের সঙ্গে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করে সেখানে গমন করলেন।

২০৯। মরিয়মকে জিবরাইলের সান্ত্বনা দান ঃ

ঠিক এই সময়ে ঈসার মাতা কুমারী মরিয়ম ইবাদতে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন যখন, জিবরাইল তাঁর সন্নিধানে উপনীত হলেন এবং তাঁর পুত্রের প্রতি নির্যাতনের সংবাদ দিয়ে বললেন, “ভয় নেই মরিয়ম, কারণ আল্লাহ তাঁকে এ-দুনিয়া থেকে রক্ষা করবেন।” মরিয়ম তখন কেঁদে কেঁদে নাসারত থেকে বহির্গমন করে জেরুসালেমে তার বোন মরিয়ম সালামের গৃহে পৌঁছে পুত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু যেহেতু,

www.amarboi.org

সিদ্রন নদী তীরে উনি আত্মগোপন করেছিলেন, ফলে দুনিয়ায় তিনি আর তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন না, তবে সেই লজ্জাকর ঘটনার পর আল্লাহর হুকুমে জিবরাইল, মিকাইল, আযরাইল ও ইসরাফিল ফেরেশতাবৃন্দ তাঁকে তাঁর গোচরীভূত করেছিলেন।

২১০। ঈসার বিরুদ্ধে শাসনকর্তাদের ষড়যন্ত্র ঃ

ঈসার প্রস্থানের ফলে যখন মসজিদে সেই হাঙ্গামার নিরসন ঘটলো প্রধান রাব্বি একটি উঁচু মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং হাত নেড়ে শান্তি স্থাপন করে বললেন, "ভাইসব ! আমরা কী করলাম? বুঝতে কি পারলেন না যে সে কোনো শয়তানী যাদুবলে সারা দুনিয়াকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল? নইলে কী করে সে এখান থেকে গায়েব হয়ে গেল যদি সে যাদুকর না হয়। অবশ্যই যদি কোনো পবিত্র মানুষ সে হতো এবং ইসরাইলের আশা ভরসাস্থল যে মসীহ (শান্তিকর্তা) তাঁরও বিরুদ্ধে এভাবে মিথ্যাচার করতে পারতো না। কী আর বলবো আমি? গোটা রাব্বিবাদের বিরুদ্ধেও সে মিথ্যারোপ করেছে, যে কারণে, অবশ্যই আমি বলছি আপনাদের, তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় না করলে সারা ইসরাইল কওম দূষিত হয়ে যাবে আর, আমাদের আল্লাহ আমাদের তুলে দেবেন অন্য জাতির হাতে। চেয়ে দেখুন, তারই কারণে পবিত্র মসজিদের আজ কী কলংকিত রূপ !"

আর এমন ভাবেই প্রধান রাব্বি তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন যে অনেকেই ঈসাকে পরিত্যাগ করলো এবং গুপ্ত নির্যাতন প্রকাশ্য রূপ ধারণ করলো এমনি ভাবে যে প্রধান রাব্বি খোদ হেরোদের দরবারে এবং রোমক সুবাদারের সমীপে গমন করে ঈসার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন যে ঈসা বনি ইসরাইলের বাদশা হতে চান এবং এ-বিষয়ে অনেক মিথ্যা সাক্ষীও তাঁরা হাযির করে ফেললেন।

ফলে ঈসার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হলো একটি সাধারণ পরামর্শসভা। যদিও রোমকদের ডিক্রি তাদের ভাবিত করে তুললো ; কেননা, দু'দু'বার রোমক সিনেট ঈসা সম্পর্কে ডিক্রি জারি করেছে ; এক ডিক্রিতে ইহুদীদের নবী নাসারতের ঈসাকে খোদা বেটা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, নিষেধ অমান্য করলে হবে মৃত্যুদণ্ড ; অপর ডিক্রিতে ইহুদীদের নবী নাসারতের ঈসার বিরুদ্ধে বিতর্ক পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, নিষেধ অমান্য করলে এতেও আছে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান। অতএব এ-কারণে তাদের মাঝে মহা বিভেদের সঞ্চার হলো। কেউ চাইলো আবার ঈসার বিরুদ্ধে রোম-দরবারে লেখা হোক, অন্যেরা বললো ঈসাকে উপেক্ষা করা হোক, যাচ্ছে তাই বলুক বোকার মত, আবার কেউ কেউ তাঁর মহান মু'জিযাগুলির কথা উল্লেখ করলো।

অতএব প্রধান রাব্বি অভিশাপের ভয় দেখিয়ে ঈসার পক্ষে টু-শব্দটি উচ্চারণ করা থেকে সকলকে বিরত রাখলেন, আর তিনি হেরোদ ও রোমক সুবাদারের

www.amarboi.org

উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, "যেভাবেই হোক আমাদের হাতে একটি মন্দ অভিযানের দায়িত্ব এসে পড়েছে, কারণ যদি আমরা এ পাপীটাকে খতম করে ফেলি তবে সেটা সীজারের ডিক্রির বিরুদ্ধাচারণ হবে, আবার যদি তাকে আমরা বাঁচার সুযোগ দেই আর যদি সে নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করে তবে ব্যাপারটা কেমন হয়ে দাঁড়াবে।" এসময়ে হেরোদ উঠে রোমক সুবাদারকে হুমকি প্রদান করলেন এই বলে, "সাবধান, যদি এই লোকটাকে আপনার পক্ষ থেকে আনুকূল্য দেখানোর জন্য দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়, তবে সীজারের সামনে আপনাকে আমি অভিযুক্ত করবো বিদ্রোহী হিসেবে। সুবাদার তখন সিনেটের ভয়ে হেরোদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেললেন (কেননা, ইতিপূর্বে এঁরা দু'জন পরস্পরকে মরণপণ ঘৃণা করতেন) ; আর তাঁরা ঈসার মৃত্যু-বিষয়ে উভয়ে একাট্টা হয়ে গেলেন এবং প্রধান রাব্বিকে বললেন, "যখনি আপনি দুষ্কৃতিকারীটার সন্ধান পাবেন, আমাদের সংবাদ পাঠাবেন ; আমরা সেনা-স্কোয়াড পাঠিয়ে দেবো।" আর এ-ছিলো দাউদ-নবীর ভবিষ্যৎ বাণীর সাথে সঙ্গতিশীল, তিনি বনি ইসরাইলের নবী ঈসা সম্পর্কে বলেছিলেন, "পৃথিবীর রাজা-বাদশারা বনি ইসরাইলের পবিত্র বান্দার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে কারণ তিনি জগতের মুক্তির ঘোষণা জারি করবেন।"

অতঃপর সেই দিনই সারা জেরুসালেম ব্যাপী সাধারণভাবে ঈসাকে পাকড়াও করার জন্য সন্ধান চালানো হয়ে গেল।

২১১। ঈসা ও তার শিষ্যগণ ঃ

ছোট্ট নদী সিদ্রন-এর পাশে নিকোডেমাসের বাগানবাড়িতে অবস্থানরত ঈসা সে-সময়ে তাঁর হাওয়ারিদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন এই বলে, "দুনিয়া থেকে প্রস্থান করার সময় আমার নিকটবর্তী, তোমরা স্থির থাকো এবং বিষণ্ন হয়ো না, কেননা, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে কোনো দুর্দশা নেই। বলো যদি আমার বন্ধু হও তবে আমার মঙ্গলদশায় কি তোমরা নারাজ হতে পারো। নিশ্চয়ই নয় বরং দুশমনেরাই তেমন হবে। দুনিয়া যখন ফুর্তি করে তোমাদের তখন বিষণ্ন হওয়ার কথা, কেননা, দুনিয়ার প্রমোদ কান্নায় পর্যবসিত হয়, কিন্তু তোমাদের বিষণ্নতা আনন্দে রুপান্তরিত হবে এবং তোমাদের এ-আনন্দ কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কেননা, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতে যে-হৃদয় আনন্দের অনুভূতি লাভ করে, গোটা জগৎ তা হরণ করতে পারে না। দেখ, তোমরা ভুলে যেও না আল্লাহর বাণী আমার মুখ দিয়ে যা তোমাদের জন্য নিসৃত হয়েছে। আমি আমার বাণী দিয়ে দুনিয়া এবং দুনিয়াদারদের বিরুদ্ধে যে-সাক্ষ্য দিয়ে গেলাম, এ সাক্ষ্যকে যারা দুষিত করবে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে হবে আমার সাক্ষ্যদাতা।"

www.amarboi.org

২১২। ঈসার মোনাজাত ঃ

আল্লাহর দরবারে হাত তুলে তিনি তখন মোনাজাত করলেন এইভাবে, "মা'বুদ আল্লাহ আমাদের, হে ইবরাহীমের মা'বুদ, ইসমাইল ও ইসহাকের মা'বুদ আমাদের পিতৃপুরুষের মা'বুদ, আমাকে দেওয়া হয়েছে যাদের, তাদের রক্ষা করুন দুনিয়ার হাত থেকে, এবং করুণা ঢেলে দিন তাদের ওপর। আমি তাদের দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়ার দরখাস্ত করছি না, কারণ, যারা আমার বাণী দুষিত করবে এঁরা সাক্ষ্য দেবেন তাদের বিরুদ্ধে। বরং আমার প্রার্থনা হলো মন্দ থেকে যেন এঁরা রক্ষা পায় এবং হাশরের দিনে যেন এরা আমার সঙ্গী হয়ে দুনিয়া ও বনি ইসরাইল আপনার দ্বীনকে যে-ভাবে দূষিত করেছে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে। মা'বুদ আল্লাহ্, মহাশক্তিমান ও মহাসচেতন, পুতুল পূজার প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণকারী, পৌত্তলিক পিতাদের সন্তানদের চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত যে আক্রোশ সক্রিয় থাকে, চির অভিশাপ দিন তাদের প্রত্যেকের প্রতি যারা, আপনার প্রদত্ত আমার বাণীকে দূষিত করবে এবং লিখবে যে আমি আপনার পুত্র। কারণ, আমি কাদা ও ধুলিকণা, আমি আপনার গোলামদেরও গোলাম, আর আপনার উত্তম গোলাম হিসাবে নিজেকে ভাবতে পারিনি কোনো দিন, কেননা, আমাকে আপনি যা দিয়েছেন তার সামান্য বদলাও আমি দিতে পারলাম না, কারণ সমস্ত কিছুই তো আপনার। মা'বুদ আল্লাহ্, করুণাময়, যে আপনাকে ভয় করে তার হাজার পুরুষ পর্যন্ত আপনি করুণা বিতরণ করেন। তাই রহম করুন তাদের প্রতি যারা আমার বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে-বাণী আপনি আমাকে দিয়েছেন। কেননা যেহেতু, আপনি হলেন সত্য খোদা, আমি আপনার যে-কালাম প্রচার করেছি তাই তা সত্যময়। কারণ এ-বাণী আপনার, যেহেতু একজন পাঠকের মতই আমি শুধু পাঠ করে গেছি; এমন পাঠক যে সে যেটুক পড়ছে তা-ছাড়া আর কিছু পড়তে পারে না। ঠিক তেমনভাবেই আমি বলে গেলাম আপনার প্রদত্ত বক্তব্য।"

'মা'বুদ আল্লাহ্, রক্ষাকর্তা, রক্ষা করুন তাদের, যাদের আপনি আমাকে দিয়েছেন, এমনভাবে যে শয়তান যেন কোনো ক্ষতি তাদের না করতে পারে, এবং তাদেরই শুধু নয়, তাদের প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদের প্রত্যেককেই রক্ষা করুন আল্লাহ!

মওলা, মাবুদ, বরকতময় ও রহমতের অনন্ত ভাণ্ডার, শাহর-দিবসে আপনার রাসূলের জামাতে শরিক হওয়ার তওফিক দান করুন, কেবল আমাকে নয় বরং ওদের প্রত্যেককেই যাদের দেওয়া হয়েছে আমাকে, এঁদের মাধ্যমে আর যারা আমার প্রতি ঈমান আনবে তাদের সহ। আর তা করুন মওলা, খোদ আপনার খাতিরেই যেন শয়তান বড়াই করতে না পারে আপনার মোকাবেলায় মওলা হে !"

"মা'বুদ আল্লাহ্, আপনার রবুবিয়ত দিয়ে আপনার মনোনীত বনি ইসরাইলের

www.amarboi.org

সকল হাজত পুরা করে দিচ্ছেন, অন্য সকল জাতিগোষ্ঠীর প্রতিও আপনি দৃকপাত করুন, আপনার রাসূলের মাধ্যমে যাদের আপনি রহমত দান করবেন বলেছেন, যে রাসূলের জন্য আপনি সম্ভব করেছেন তামাম মাখলুকাত। দুনিয়ার প্রতি রহম করুন এবং আপনার রাসুলকে দ্রুত পাঠিয়ে দিন যাতে আপনার দুশমন শয়তানের রাজত্বটা শেষ হয়।" আর এইরূপ বলার পর ঈসা তিনবার উচ্চারণ করলেন, "আমীন ! মহান ও দয়াল আল্লাহ !"

আর তাঁরাও কেঁদে কেঁদে বললেন, "আমীন" সকলেই একমাত্র জুদাস ব্যতিরেকে, কারণ সে তো বিশ্বাস স্থাপন করেনি কোনো কিছুতেই।

২১৩। পর্ব উপলক্ষে নৈশভোজ ঃ

আশুরায় মেষ ভক্ষণের দিন সমাগত হলে নিকোডেমাস গোপনে বাগানবাড়িতে ঈসা ও তাঁর শিষ্যবর্গের জন্য মেষটি পাঠিয়ে দিয়ে সুবাদার ও প্রধান রাব্বিসহ হেরোদ যে-ঘোষণাটি দিয়েছেন সেই সংবাদ প্রদান করলেন।

ঈসা শুনে অন্তরে পুলকিত হয়ে বললেন, "বরকতময় আপনার পবিত্র নাম হে, আল্লাহ, কারণ আপনি তো আমাকে আপনার সেই সব বান্দা থেকে আলাদা করে দেন নি যাঁদের ওপর দুনিয়া জুলুম করেছে এবং যাঁদের নিহত করেছে। আমি আপনার শুকরিয়া আদায় করি যে আমার কাজ আমি সম্পন্ন করেছি।" আর জুদাসের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "দোস্ত, তুমি আর অপেক্ষা করছো কার জন্য? আমার সময় শেষ, তাই যাও, আর তাই করো তোমাকে যা করতেই হবে এখন।"

শিষ্যগণ ভাবলেন জুদাসকে ঈসা বাইরে পাঠাচ্ছেন আশুরা উপলক্ষে কিছু কেনাকাটার জন্য ; কিন্তু ঈসা তো জানতেনই জুদাস তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তাই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার জন্যই তিনি এইরূপ বললেন।

জুদাস বললো, "প্রভু, তাবাররুক গ্রহণ করতে দিন আমাকে, তারপর যাবো।"

"চলো খাওয়া যাক।"— বললেন ঈসা, "কেননা তোমাদের ছেড়ে যাওয়ার আগে মেষের গোশত একত্রে খাওয়ার খুবই ইচ্ছা আছে আমার।" আর তখন উঠে দাঁড়িয়ে একটি গামছা দিয়ে তিনি তাঁর কোমর পেঁচিয়ে নিলেন, তারপর একটি গামলায় পানি ভরে তিনি তাঁর শিষ্যদের চরণ ধোয়ার কাজ শুরু করলেন। জুদাস থেকে শুরু করলেন। জুদাস থেকে শুরু করে তিনি পিতর পর্যন্ত আসলেন। পিতর বললেন, "মুর্শিদ আপনি আমার পা ধুয়ে দেবেন?"

ঈসা বললেন, কাজটি আমি কি-জন্য করছি এখন তোমরা তা জানতে পারবে না, তবে আখেরাতে তা জানতে পারবে।"

পিতর বললেন, "আপনি কোনো মতেই আমার পা ধুতে পারেন না।"

www.amarboi.org

ঈসা তখন উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, "আমার সঙ্গী রূপে তাহলে হাশরের দিন তুমি উপস্থিত থাকতে পারবে না।"

পিতর বললেন, "তাহলে আমার পা নয়, হাত ও মাথাও ধুয়ে দিন।"

শিষ্যদের ধোয়ার কাজ শেষ হলে খানার টেবিলে এসে বসলেন সবাই; ঈসা বললেন, "আমি তোমাদের ধুয়ে সাফ করে দিলাম, তা সত্ত্বেও তোমাদের সকলেই পাক হয়েছো তা বলা যাবে না। কেননা, সাগরের তামাম পানি দিয়ে ধুলেও আমার ওপর যার ঈমান নেই সে ধৌত হবে না।"— ঈসা এইরূপ বললেন কারণ তিনি তো জানতেন কে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। শিষ্যগণ একথা শুনে দুঃখিত হতেই ঈসা আবার বললেন, "অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যে তোমাদের একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এমনভাবে যে আমাকে ভেড়ার মতই বিক্রি করা হবে, কিন্তু আফসোস তার জন্য, কারণ সে-তো সে-কথাই পূর্ণ করবে, আমাদের পিতা দাউদ এমন লোকটি সম্পর্কে যে-ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, 'সে সেই গর্তে নিজেই পতিত হবে যা সে খনন করেছে অন্যের জন্য।'

শিষ্যগণ তখন একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন গভীর বিষাদের সঙ্গে এইরূপ বলে, "এই বেঈমানটা কে হতে পারে?"

জুদাস তখন বললো, "সে কি তবে আমিই, হে মুর্শিদ !"

ঈসা বললেন, "তুমি তো বলেই ফেললে আমাকে সে কে, যে করবে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ?"— বাকি এগার জন হাওয়ারী এ-কথাটি আর শুনতে পেলেন না।

মেষ ভক্ষণ হয়ে যাবার পর, শয়তান এসে জুদাসের ঘাড়ে চেপে বসলো আর সে নির্গত হয়ে গেল সেই ঘর ছেড়ে; পুনরায় ঈসা তাকে বললেন, "তোমাকে যা করতে হবে তা জলদি করে ফেলো।"

২১৪। মুর্শিদের প্রতি জুদাসের বিশ্বাসঘাতকতা ঃ

ঘর থেকে বের হয়ে ঈসা বাগানে প্রবেশ করলেন ইবাদতের জন্য, তাঁর ইবাদত পদ্ধতি ছিলো হাঁটুর ওপর শতবার রুকুতে গমন এবং মুখাবয়ব সহ সেজদায় গমন। জুদাস তার জানামতে ঈসা ও তাঁর শিষ্যদের অবস্থান-সংবাদসহ প্রধান রাব্বির কাছে গিয়ে বললো, "যদি আমাকে যা দেবার কথা ছিলো তা দেওয়া হয়, তবে আজ রাতেই ঈসাকে আপনাদের হাতে তুলে দেবো, আপনারা তো তারই সন্ধান করছেন, সে তার এগারজন সাথী সহ একাকী অবস্থান করছে।"

প্রধান রাব্বি বললেন, "তুমি কত চাও?"

জুদাস বললো, "তিরিশটি সোনার আশরফি।"

তখন সোজা প্রধান রাব্বি তাকে গুণে মুদ্রাগুলো দিলেন এবং একজন ফরিসীকে

www.amarboi.org

রোমক সুবাদারের দপ্তরে পাঠালেন সৈন্য তলব করে। নবাব হেরোদের কাছেও লোক চলে গেল আর তাঁরা অশ্বারোহীসহ তিন থেকে ছয় হাজার সংখ্যক ফৌজ চালান দিলেন, কারণ, তারা গণবিদ্রোহের আশংকা করেছিলেন ; সৈন্যদল অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এবং লাঠির ঊর্ধ্বে মশাল ও প্রদীপ সন্নিবেশ করে জেরুসালেম থেকে বহির্গমন করলো।

২১৫। সশরীরে ঈসার স্বর্গারোহণ ঃ

জুদাসসহ সেনাবাহিনী যখন ঈসার অবস্থানের নিকটবর্তী হলো, ঈসা বহু লোকের অগ্রগমনের ধ্বনি শুনতে পেলেন, ফলে আতংকিত হয়ে তিনি ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলেন। এগারজন তখন নিদ্রাভিভূত।

আল্লাহ্ তাঁর বান্দার বিপদ দেখে তখন তাঁর দূতবৃন্দ, জিবরাইল, মিকাইল, আজরাইল ও ইসরাফিলকে হুকুম করলেন ঈসাকে দুনিয়ার মধ্য থেকে তুলে নিয়ে আসার জন্য।

পবিত্র ফেরেশতাগণ আবির্ভূত হয়ে ঘরের দক্ষিণমুখী জানালা দিয়ে ঈসাকে বের করে নিয়ে চলে গেলেন। তাঁরা তাঁকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে ফেরেশতাদের মাঝে রাখলেন যাঁরা সারাক্ষণ আল্লাহর প্রশংসা-ধ্বনি গাওয়ায় নিমগ্ন রয়েছেন।

২১৬। জুদাসের রূপান্তর ঃ

জুদাস মহাবেগে সেই কামরায় গিয়ে ঢুকলো যেখান থেকে ঈসাকে উত্তোলন করা হয়ে গেছে। শিষ্যগণ তখনও নিদ্রিত। আর তখনই মহা কুদরতময় আল্লাহ্ কুদরতের কাজটি সম্পন্ন করলেন। এমনভাবেই জুদাস রূপান্তরিত হলো যে কণ্ঠ ও চেহারায় সে বনে গেল অবিকল ঈসা (আর তা এতই নিখুঁত) যে আমরাও ঈসা বলেই তাকে বিশ্বাস করলাম। আর সে আমাদের নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে মুর্শিদ কোথায় তা জানতে চাইলো। এতে আমরা চমৎকৃত হয়ে বললাম, "প্রভু ! আপনিই তো আমাদের মুর্শিদ, তবে কি আপনি আমাদের ভুলে গিয়েছেন?"

আর সে স্মিতহাস্যে বললো, "কী আহাম্মক তোমরা, আমি যে জুদাস ইস্কারিও তা চিনতে পারছো না?"

আর সে যখন একথা বলতে ছিলো সৈন্যদল এসে কামরায় প্রবেশ করলো এবং জুদাসের কাঁধে হাত রাখলো, কারণ সে তখন অবিকল ঈসার প্রতিরূপ।

আমরা জুদাসের কথা শুনতে শুনতেই সৈন্যদলের ভীড় জমে গেল আর আমরা যে যে-ভাবে পারি তখন পালিয়ে গেলাম।

আর যোহনের গায়ে ছিলো একটি রেশমি কাপড়, জেগে উঠে তিনিও পালালেন,

www.amarboi.org

যখন একজন সৈনিক তাঁকে পাকড়াও করে রেশমি কাপড় টেনে ধরলো তিনি কাপড় ছেড়ে উলঙ্গ অবস্থায়ই পালালেন। কারণ আল্লাহ্ ঈসার দোয়া কবুল করেছিলেন তাই বাঁচিয়ে দিলেন এগারজনকে মন্দ পরিণতি থেকে।

২১৭। জুদাসের পরিণাম ঃ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরণ ঃ

সৈন্যরা জুদাসকে ধরে বেধে ফেললো এবং তাকে মশকরা না করে পারলো না, কারণ সে সত্য কথাই বলছিলো যে সে ঈসা নয়, আর সৈন্যদল তাকে পরিহাস করে বললো, "জনাব, ভয় পাবেন না, কারণ আমরা এসেছি আপনাকে বনি ইসরাইলের বাদশা বানাবার জন্য, আর আপনাকে আমরা হাতকড়া পরাতে বাধ্য হয়েছি, কারণ আপনি তো রাজত্ব করতে চাইছেন না।"

জুদাস বললো, "আপনারা দেখছি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বসেছেন। আপনারা আসলেন নাসারতের ঈসাকে বন্দী করার জন্য, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, বাতি জ্বালিয়ে ডাকাত পাকড়াও করার মত আয়োজন করে, আর বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে বাদশা বানাবার জন্য, যে-ছিলো আপনাদের পথ প্রদর্শক।"

সৈন্যরা তখন ধৈর্যহারা হয়ে কিল-ঘুষি মেরে জুদাসকে খুব করে বানালো আর প্রচণ্ড রোষের সঙ্গে তাকে নিয়ে এলো জেরুসালেমে।

যোহন ও পিতর দূর থেকে সৈন্যদের অনুসরণ করছিলেন, তাঁরা এই বিবরণী-লেখককে এই মর্মে অবহিত করেছেন যে, সে-সব পরীক্ষাদৃশ্য তাঁরা সচক্ষে দেখেছেন, কি ভাবে প্রধান রাব্বি ফরিসীদের পরামর্শ সভায় ঈসাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মানসে জুদাসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, সে-অবস্থায় জুদাস বহু অনুনয় করলো বদ্ধ উন্মাদের মত, এমনিভাবে যে সকলেই হাসিতে ফেটে পড়তে বাধ্য হলো, মনে করলো তারা তাকেই আসল ঈসা, এখন মৃত্যুর ভয়ে পাগলের ভান করছে। সে অবস্থায় কাতিবেরা তার চোখে পট্টি বেধে বিদ্রূপ করে বলতে লাগলো, "নাসারতের নবী ঈসা ! কেননা, ঈসার প্রতি ঈমান আনয়নকারীরা তাঁকে এ-ভাবেই ডাকতেন) বলো আমাদের, এ-কে যে তোমাকে থাপ্পড় দিলো?" তারা তাকে ঘুষি মারতে লাগলো এবং মুখে থুথু নিক্ষেপ করলো।

রাত্রি ভোর হওয়ার পর জননেতা ও কাতিবগণের মহা মজলিস বসলো আর প্রধান রাব্বি ফরিসীদের নিয়ে মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করলেন জুদাসের বিরুদ্ধে, তাকেই ঈসা মনে করে; কিন্তু তারা যা চেয়েছিলেন সে-আশা তাদের পূরণ হলো না। আর কেনই বা বলছি যে প্রধান রাব্বি জুদাসকে ঈসা মনে করলেন! সকল শিষ্যবর্গ, এমন-কি এই বিবরণী-লেখক সহ তাই-ই বিশ্বাস করে বসলেন, অধিকন্তু, ঈসার নিঃস্ব কুমারী মাতা, তাঁর জ্ঞাতিবর্গ ও হিতৈষিগণ সহ এইরূপই বিশ্বাস করলেন, এতই গভীরভাবে যে এঁদের

www.amarboi.org

শোক ছিলো অবিশ্বাস্য। কসম আল্লাহর, এ-বিবরণী-লেখক ভুলেই গেলেন সে-সব কথা যা ঈসা বলেছিলেন যে, কী-ভাবে তাঁকে দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়া হবে এবং কী-ভাবে তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁরই শাস্তিভোগ হবে এবং তাঁর যে আশু মৃত্যু নেই বরং, তিনি দুনিয়ার আখেরী পর্যায় পর্যন্ত আয়ু লাভ করবেন সে সবকথা। অতএব তিনিও (বার্নাবাস) ঈসার জননী ও যোহনের সাথী হয়ে ক্রুশ কাষ্ঠের সমীপবর্তী হলেন।

প্রধান রাব্বি বন্দী অবস্থায় জুদাসকে তাঁর সামনে হাযির করালেন এবং তাঁর মতবাদ ও তাঁর উম্মাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। জুদাস তখন কিছুটা স্বস্তিবোধ করা সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হলো। প্রধান রাব্বি তখন বনি ইসরাইলের চিরঞ্জীব খোদার দোহাই পেড়ে তাকে জবানবন্দী দিতে অনুরোধ জানালেন।

জুদাস বললো, "আমি আপনাকে বলেছি যে আমি জুদাস ইস্কেরিও, যে ওযাদাবদ্ধ হয়েছিলো নাসারতের ঈসাকে আপনাদের হাতে তুলে দেবে বলে, আর আপনারা কোনো যাদুবলে আমি বুঝতে পারছি না, নিজেরা এই সমঝ লাভ করেছেন, কেননা, আপনারা যে-কোনো ভাবেই এ-কথা প্রতিপন্ন করে ছাড়বেন যে আমি ঈসাই বটে।"

প্রধান রাব্বি বললেন, ওরে বিকৃতমনা প্রবঞ্চক, তুই সারা বনি ইসরাইলকে ধোঁকা দিয়েছিস, গালিলী থেকে শুরু করে এই জেরুসালেম পর্যন্ত, তোর বক্তব্য এবং মিথ্যা কারামত দিয়ে, আর এখন ভাবছিস তোর অর্জিত শাস্তি, যার যোগ্য হয়েছিস তুই, তা-থেকে পাগল সেজে রেহাই পেয়ে যাবি? কসম-খোদার আর তোর রক্ষা নেই। আর এইরূপ বলে তিনি তাঁর চাকরদের হুকুম দিলেন একে চড়-চাপ্পড়-কিল-ঘুষি ও লাথি মারার জন্য, যাতে তার ঘিলুতে আবার সমঝ ফিরে আসে। প্রধান রাব্বির চাকরদের হাতে এরপর যে অপমান তাকে ভোগ করতে হলো তা কতব্য নয়, বিশ্বাসের অযোগ্য। কেননা, ওরা সোৎসাহে নতুন নতুন নির্যাতন-শিল্প প্রয়োগ করলো মজলিসকে ফূর্তি দেওয়ার জন্য। তাই তারা তাকে ভেল্কিবাজের পোশাক পরিয়ে দিলো এবং হাত-পায়ের সদ্ব্যবহার করলো তার ওপর এমনভাবে যে (কর্কশ) কেনানীদেরও তা কাতর করার জন্য যথেষ্ট হতো যদি তারা এ-দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করতে পারতো।

কিন্তু প্রধান রাব্বি, ফরিসী ও গণমুরুব্বিদের অন্তর ঈসার বিরুদ্ধে এতই কুপিত হয়েছিলো যে জুদাসকে বাস্তবিক ঈসা ভেবে তার এই দুর্দশায় বেশ আমোদ লাভ করলেন ওঁরা।

পরে তাঁরা বন্দী অবস্থায় রোমক সুবাদারের সমীপে নিয়ে গেলেন তাকে। ইনি আবার একান্তে ঈসাকে প্রীতির নজরে দেখতেন। অতএব তিনি জুদাসকে ঈসা মনে করে তাকে নিজ কামরায় নিয়ে গেলেন এবং আলাপ শুরু করে জিজ্ঞাসা করলেন যে

www.amarboi.org

কি হেতু প্রধান রাব্বি ও জনগণ তাকে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন।

জুদাস বললো, "যদি আমি আপনাকে সত্য বলি তবে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না, কেননা, অবস্থা বৈগুণ্যে আপনিও ফরিসী ও প্রধান রাব্বি মতই প্রতারিত হয়েছেন।"

সুবাদার জবাব দিলেন (সে শরীয়ত সম্পর্কে কিছু বলতে চাইছে মনে করে), "আপনি কি জানেন না যে আমি কোনো ইহুদী নই? কিন্তু প্রধান রাব্বি এবং আপনার সম্প্রদায়ের নেতারা আপনাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে ; তাই আমার কাছে সত্য উদ্‌ঘাটন করুন যাতে আমি ন্যায়াচরণ করতে পারি। কেননা, আপনাকে মুক্তি দেওয়া অথবা আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা আমি সংরক্ষণ করি।"

জুদাস বললো, "হুজুর, আমাকে বিশ্বাস করুন, যদি আমাকে আপনি মেরে ফেলেন তবে আপনার মস্ত ভুল হবে, কেননা, তাতে একজন নির্দোষ লোককেই আপনি হত্যা করবেন, যেহেতু আমি হলাম জুদাস ইস্কেরিও, আমি ঈসা নই যে একজন যাদুকর ; সে তার মন্ত্র বলে আমাকে এ-ভাবে রূপান্তরিত করে ফেলেছে।"

একথা শুনে তিনি এত বেশী চমৎকৃত হলেন যে তিনি তাকে মুক্তি দিতে চাইলেন। তাই সুবাদার মহোদয় সেখান থেকে নির্গত হলেন এবং স্মিতহাস্যে বললেন, "অন্ততঃ একটি কারণে লোকটি মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত নয় বরং সে করুণার পাত্র। এই লোকটি বলছে," সুবাদার বললেন, "সে ঈসা নয় বরং সে জনৈক জুদাস যে ঈসাকে পাকড়াও করার জন্য সেনাদলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, আর সে বলছে যে গ্যালিলীর ঈসা তাঁর যাদুমন্ত্র বলে তাকে এভাবে রূপান্তরিত করে ফেলেছেন; অতএব যদি তা সত্য হয় তবে তাকে মেরে ফেলা হবে অত্যন্ত অন্যায় কেননা, সে একজন নির্দোষ ব্যক্তি। কিন্তু সে যদি ঈসা-ই হয় আর সে অস্বীকার করে নিজেকে, তবে সে তার বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, আর কোনো পাগলকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে অধার্মিক কাজ।"

তখন প্রধান রাব্বি ও গণমুরব্বিগণ, ফরিসী ও কাতিবেরা একজোট হয়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বললেন, সে-ই নাসারতের ঈসা কেননা, আমরা তাকে চিনি। আর সে দুষ্কৃতিকারী না হলে আমরা তাকে আপনার হাতে তুলে দিতাম না। সে পাগলও নয় বরং সাংঘাতিক লোক, কারণ তার এই কৌশল দিয়ে সে আমাদের হাত থেকে ছাড়া পেতে চায়; আর তাহলে যে-বিদ্রোহ সে গাঁজিয়ে তুলবে, যদি সে ছাড়া পায় তবে তা হবে আগের চেয়েও মারাত্মক।"

পীলাত (এই ছিলো সুবাদার সাহেবের নাম) এ-জাতীয় মামলা থেকে নিজেকে তফাৎ রাখার জন্য বললেন, "সে একজন গ্যালিলীয়; হেরোদ হলে গ্যালিলীর নবাব; অতএব এ-জাতীয় মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আমার এখতিয়ারে নয়, তাই একে তাঁর

www.amarboi.org

কাছেই নিয়ে যান।"

সে-অনুযায়ী ওঁরা জুদাসকে নিয়ে গেলেন হেরোদের কাছে, যিনি দীর্ঘকালব্যাপী আকাঙ্ক্ষা করছিলেন যে ঈসা তাঁর মহলে তশরিফ নেবেন। কিন্তু ঈসা তাঁর প্রাসাদে যেতে কখনোই ইচ্ছুক ছিলেন না কারণ ইনি একজন জেন্টাইল (বিজাতীয় পৌত্তলিক) এবং মিথ্যা ও কল্পিত দেবদেবীর পূজারী; তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতিও ছিলো বিজাতীয় পৌত্তলিক সুলভ। এখন যেহেতু জুদাসকে সেখানে নেওয়া হয়েছে, হেরোদ তাকে বহু বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, জুদাস সে-সবের কোনো সদুত্তরই দিতে পারলো না। শুধু সে যে ঈসা নয় এ-কথাই বলে গেল মাত্র।

হেরোদ তখন তাকে বিদ্রূপ করলেন, তাঁর সকল সভাসদ সহ, আর বোকা লোকদের যেরূপ সাদা কোর্তা পরানো হয় তাকেও তা পরিয়ে দেওয়া হলো এবং পীলাতের দরবারে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বার্তা দেওয়া হলো, "বনি ইসরাইলের প্রতি ন্যায় বিচারে পরান্মুখ না হওয়ার জন্য অনুরোধ রইলো।"

আর হেরোদ এটুকু লিখলেন, কারণ প্রধান রাব্বি, কাতিব ও ফরিসীগণ তাকে প্রচুর অর্থ ঘুষ দিলেন; আর হেরোদের জনৈক অফিসারের কাছ থেকে এ-খবর জানতে পেরে সুবাদারও কিছু অর্থ প্রাপ্তির জন্য ভাব দেখালেন যেন তিনি জুদাসকে মুক্তি দিয়ে দেবেন। এ-অবস্থায় তিনি তাকে চাবুক মারার জন্য তাঁর গোলামদের নির্দেশ দিলেন; কাতিবেরা একে চাবুক মেরে খতম করে ফেলার জন্য গোলামদের দিলো বখশিশ। কিন্তু আল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন এই ব্যবস্থা যে, ক্রুশবিদ্ধ হয়েই জুদাস মরবে, অন্যকে সে বিক্রি করেছিলো যে জঘন্য মৃত্যুর জন্য, তার পরিণাম সে ভোগ করবে। তাই চাবুকের ঘায়ে তিনি তাকে মরতে দিলেন না, তবে সেনাদল এমনি কঠিনভাবে তাকে চাবকালো যে তার সারা শরীর বিক্ষত হয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো বৃষ্টিধারার মত। তারপর হেনস্থা করার জন্য তাকে একটি জীর্ণ বেগুনে জোব্বা পরিয়ে সং সাজিয়ে তারা লতে লাগলো, "বেশ মানিয়েছে আমাদের নতুন বাদশাকে এই কাপড়ে আর এই মুকুটে," আর তারা কাঁটা সংগ্রহ করে একটা মুকুট বানিয়ে ফেললো, দেখতে অবিকল সোনা ও রত্ন খচিত রাজা বাদশাদের মুকুটের মতই যা তাদের শিরে শোভা পায়। আর এই কাঁটা মুকুট চাপিয়ে দিলো জুদাসের মাথায় আর তার হাতে তুলে দিলো একটা নলখাগড়ার রাজদণ্ড, আর তারা তাকে বসিয়ে দিলো একটি উঁচু স্থানে। আর সৈন্যদল মশকরা করতে করতে তার সামনে এসে মাথা ঝুঁকালো, ইহুদীদের রাজাকে সালাম ঠুকলো। আর তারা তার দিকে হাত প্রসারিত করলো নজরানা গ্রহণের জন্য। নতুন রাজা-বাদশাগণ যে-ভাবে তা দিয়ে থাকেন, কিন্তু কিছুই না পেয়ে তারা জুদাসের মুখে ঘুষি মেরে মেরে বললো, "এখন, কেমন লাগছে, ওরে বোকা রাজা,

www.amarboi.org

তোমার সৈন্যদল ও কর্মচারীদের কিছুই দিতে পারছো না যে?"

প্রধান রাব্বি, কাতিব ও ফরিসীগণ যখন দেখলেন এত চাবকানো সত্ত্বেও জুদাসের মরণ হলো না, পীলাত আবার তাকে না মুক্তি দিয়ে দেন এই ভয়ে তাকে প্রচুর অর্থ ভেট প্রদান করলেন। অর্থ গ্রহণের পর তিনি জুদাসকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে হস্তান্তর করলেন কাতিব ও ফরিসীদের হাতে। তারা তখন আরও দু'টি দস্যুকে একত্রে তার সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য রায় প্রদান করলেন।

তাঁরা তাকে ক্যালভারি পাহাড়-শীর্ষে নিয়ে গেলেন যেখানে দুষ্কৃতিকারদের শূলে চড়ানো হয়ে থাকে, আর সেখানে তাঁরা তার ওপর অধিক কলংক আরোপের জন্য তাকে বিবস্ত্র করে ক্রুশবিদ্ধ করলেন।

জুদাসের আর কিছুই করার ছিলো না কেবল এই অন্তিম আর্তনাদ ফুকরানো ছাড়া ঃ "এলি এলিলেমা সাবাক্তানি" (অর্থাৎ) "হে আল্লাহ কেন আমাকে তুমি পরিত্যাগ করলে, দোষী-যে সে পালালো আর আমি নির্দোষ মারা পড়লাম।"

অবশ্যই আমি বলছি যে কণ্ঠ, চেহারা ও জুদাসের গোটা ব্যক্তিত্ব ছিলো অবিকল ঈসার অনুরূপ, আর তাঁর শিষ্য ও উম্মাহর সকলেই বিশ্বাস করলেন যে এই হলেন ঈসা, ফলে অনেকেই তাঁর ধর্ম পরিত্যাগ করলেন, তাঁকে ভণ্ড নবী মনে করে, আর তাঁর মুজিযাসমূহকে ভেল্কিবাজি বলে ভাবলেন তাঁরা, কেননা, ঈসাই তো বলেছিলেন দুনিয়ার প্রায় আখেরী সময় পর্যন্ত তিনি আয়ু লাভ করবেন, আর এ-সময়ে তাঁকে দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়া হবে।

কিন্তু যাঁরা তাঁর দ্বীনে অটল ছিলেন এতই শোকাভিভূত হলেন ঈসাকে স্বচক্ষে মৃত্যুবরণ করতে দেখে যে তাঁরা ভুলেই গেলেন ঈসা তাদের কী বলে গিয়েছিলেন। তাই ঈসার জননীসহ তাঁরা ক্যালভারি পাহাড়ে গিয়ে জুদাসের মৃত্যুদৃশ্যই যে কেবল দেখলেন তা নয়, বিরামহীনভাবে রোদন করতে লাগলেন ; তাঁরা নিকোডেমোস ও আবারিমাথিয়ার ইউসুফের মাধ্যমে সুবাদারের কাছ থেকে জুদাসের মৃতুদেহ গ্রহণ করলেন দাফন করার জন্য। তখন তাঁরা তাকে ক্রুশকাষ্ঠ থেকে নামাতে গিয়ে এত ঘনঘোর রোদন করলেন যে না দেখলে কেউ তা বিশ্বাস করতে পারবে না, আর তাঁরা তাকে ইউসুফের নয়া কবরস্থানে সমাধিস্থ করলেন, মহামূল্যবান মলমাদি লাগিয়ে তার সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

২১৮। ঈসার পুনরুত্থানের গুজব ঃ

তারপর সকলেই যাঁর যাঁর ঘরে ফিরলেন। এই লেখক, যোহন ও তাঁর ভাই জেমস্ সহ ঈসার জননীর সঙ্গে নাসারতে চলে গেলেন। যে অনুসারীদের হৃদয় ছিলো আল্লাহর ভীতিশূন্য তারা রাতের বেলায় গিয়ে জুদাসের মৃতদেহ চুরি করে গোপন

www.amarboi.org

করে ফেললো; তারা গুজব রটিয়ে দিলো যে ঈসা পুনরুত্থিত হয়েছেন; আর এতে মহা ফিৎনার সূচনা হলো। প্রধান রাব্বি হুকুম জারি করলেন আল্লাহর গজবের দোহাই দিয়ে যে নাসারতের ঈসা সম্পর্কে যেন কেউ কোনো আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়। আর তাতে করে এক নিষ্ঠুর ধর্মীয় নির্যাতনের সূচনা হলো, কাউকে পাথর মারা হলো, কেউ খেলো প্রহার, আর অনেককেই নির্বাসন দেওয়া হলো সে-দেশ থেকে; কারণ এমন বিষয়ের আলাপ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা ছিলো তাদের পক্ষে অসম্ভব।

নাসারতবাসীদের কানে খবর পৌঁছলো, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর ঈসা পুনরুত্থিত হয়েছেন। তখন এ লেখক ঈসা-জননীকে বিলাপ সংবরণ করতে অনুরোধ করলেন কারণ তাঁর পুত্র লাভ করেছেন নবজীবন। একথা শুনে কুমারী মরিয়ম কেঁদে কেঁদে বললেন, "চলুন আমরা জেরুসালেমে গিয়ে আমার পুত্রের সন্ধান লই। আমার সুখের মরণ হবে যদি আমি তাকে একনজর দেখতে পাই।"

২১৯। আপনজনদের কাছে ঈসার অবতরণ ঃ

যে-দিন প্রধান রাব্বির ফরমান জারি হয়েছিলো সেই দিনই এই লেখক, যোহন ও জেমস সহ ঈসা জননীকে সঙ্গে নিয়ে জেরুসালেমে প্রবেশ করলেন।

সে-অবস্থায়, কুমারী মাতা যিনি আল্লাহকে ভয় করতেন, আলবৎ প্রধান রাব্বির ফরমানকে অন্যায় জেনে তাঁর নিজের সমীপে আহবান করলেন সেই সকল ব্যক্তিকে যাঁরা তার সন্তান-বিয়োগের দুঃখ ভুলে যাওয়ার জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দান করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই তখন কী-গভীর শোকাভিভূত। জুদাসকে আমাদের মুর্শিদ ঈসা মনে করে আমরা যে তার মৃত্যুদৃশ্য দেখে ঈসার জননীসহ ক্ষয়িষ্ণু দশায় উপনীত হয়েছি এবং তাঁকে এখন পুনরুত্থিত অবস্থায় দেখতে চাই, মানুষের হৃদয় প্রত্যক্ষকারী আল্লাহ তা জানতেন।

ফলে মরিয়মের অভিভাবক ছিলেন যে ফেরেশতাগণ তাঁরা তৃতীয় বেহেশতে উপনীত হয়ে ঈসাকে সকল কিছু জানালেন ; ফেরেশতাদের সম্মিলনে অবস্থান করছিলেন ঈসা তখন।

এ-অবস্থায় ঈসা আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করে শক্তি চাইলেন যাতে তিনি তাঁর জননী ও ভক্তবৃন্দকে দেখে আসতে পারেন। দয়াময় আল্লাহ তখন তাঁর প্রিয় চার ফেরেশতা— জিবরাইল, মিকাইল, আজরাঈল ও ইসরাফীলকে আদেশ দিলেন যেন তাঁরা তাকে তাঁর জননীর গৃহে নিয়ে যান এবং সেখানে একাধারে তিন দিন ব্যাপী তাঁর প্রতি নজর রাখেন যাতে তাঁর ওপর ঈমান স্থাপনকারী লোক ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে আদৌ প্রত্যক্ষ করতে না পারে।

www.amarboi.org

ঈসা অবতরণ করলেন, জমকালো ঐশ্বর্যময় রূপ নিয়ে সেই কামরায় যেখানে তাঁর জননী কুমারী মরিয়ম অবস্থান করছিলেন তাঁর দুইজন ভগ্নিসহ, আর ছিলেন মার্থা ও মাগদালেনের মরিয়ম, ল্যাজারাস, যোহন, জেমস, পিতর ও এই লেখক। সে-অবস্থায় সকলেই ভয়ে মড়ার মত হয়ে গেলেন। আর ঈসা তাঁর মাকে এবং আর সবাইকে ভূতলশায়ী অবস্থা থেকে জাগ্রত করে বললেন, ভয় পেয়ো না, কারণ আমি ঈসা, আর কেঁদো না কারণ আমি জীবিত, আমি মৃত নই। তাঁরা হতভম্ভ হয়ে রইলেন ঈসার উপস্থিতি সত্ত্বেও অনেক সময় পর্যন্ত; কারণ তারা সকলেই এ কথা বিশ্বাস করেছিলেন যে ঈসার মৃত্যু হয়েছে। তখন রোরুদ্যমানা কুমারী মাতা প্রশ্ন করলেন, "হে পুত্র, বলো আমাকে, কি-কারণে আল্লাহ্ তোমাকে এভাবে মরতে দিলেন, তোমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গের এমন বেইজ্জতি এবং তোমার প্রচারিত দ্বীনের এমন যিল্লতি ঘটিয়ে এমনকি যেখানে মুর্দাকে যিন্দা করার ক্ষমতা পর্যন্ত তোমাকে দিয়েছিলেন তিনি? কেননা, তোমাকে যারা ভালোবাসে তাদের তো দশা হয়েছে মড়ার মত।"

২২০। ঈসা ও চার ফেরেশতা ঃ

জননীকে আলিঙ্গন করে ঈসা জবাব দিলেন, "বিশ্বাস করো আমাকে আম্মা, আমি তোমাকে অবশ্যই বলছি যে আমি আদৌ মৃত নই, কেননা, আল্লাহ্ আমাকে দুনিয়ার আখেরী যামানা পর্যন্ত হায়াৎ দান করেছেন।" আর এরূপ বলার পর তিনি চার ফেরেশতা সমীপে আরয করলেন যেন তারা আত্মপ্রকাশ করেন এবং কী-ভাবে ঘটনা ঘটে গিয়েছে তার সাক্ষ্য দান করেন।

সে-অবস্থায় ফেরেশতাবৃন্দ চারটি উজ্জ্বল সূর্যের মত নিজেদের রূপ প্রকাশ করলে এমন অবস্থা হলো যে আবার তাঁরা ভয়ে মড়ার মত পড়ে রইলেন।

ঈসা তখন ফেরশেতাগণকে চারটি রেশমি বস্ত্র খণ্ড তুলে দিলেন যেন তাঁরা নিজেদের আবৃত করে রাখতে পারেন এজন্য যে আবরণের ভিতর দিয়ে তাঁদের দেখা যাবে, এবং তাঁদের কথাও শুনতে পাবেন তাঁর জননী ও শিষ্যবর্গ। আর প্রত্যেককেই জাগ্রত করে তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "এঁরা হলেন আল্লাহ্র ফেরেশতা; ইনি জিবরাইল যিনি আল্লাহ্র রহস্য প্রচার করেন, ইনি মিকাইল যিনি আল্লাহ্র দুশমনদের সাথে মোকাবেলা করেন, ইনি আজরাইল যিনি মৃতদের রূহ কবজ করেন, আর ইনি ইসরাফীল যিনি হাশরের দিন সকলকে আল্লাহ্র বিচারের দিকে ডাক দিবেন।"

চার ফেরেশতা তখন কুমারী মাতার কাছে ব্যক্ত করলেন কী-ভাবে আল্লাহ্ ঈসার জন্য তাদের প্রেরণ করেছিলেন এবং রূপান্তরিত করলেন জুদাসকে ঈসায় যেন সে তাই ভোগ করতে পারে যে-শাস্তি ভোগের জন্য সে অন্যকে দিয়েছিলো বিক্রি করে।

www.amarboi.org

তখন এ-লেখক প্রশ্ন করলেন, "হে মুর্শিদ, এখন কি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা ন্যায়সঙ্গত হবে যেমন ছিলো তা আগে যখন আপনি আমাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন?"

ঈসা বললেন, "তোমার যা-ইচ্ছা হয় তা আমাকে জিজ্ঞাসা করো বার্নাবাস, আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো।"

এই লেখক তখন বললেন, "হে মুর্শিদ, আল্লাহ তো দয়াময়, তাহলে তিনি আমাদের কেন বাধ্য করলেন বিশ্বাস করতে যে আপনি মৃত আর এত যাতনা দিলেন আমাদের? আর আপনার আম্মা এত রোদন করেছেন আপনার জন্য যে তিনি প্রায় মৃত্যুর দ্বারে উপনীত ; আর আপনি, আল্লাহর এক পবিত্র বান্দা, আপনার ওপর কেন এ-কলঙ্ক চাপানো হলো যে দুর্বৃত্তদের মাঝে ক্যালভানি পাহাড়ে আপনিও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন?"

ঈসা জবাব দিলেন, "বিশ্বাস রাখো আমার ওপর বার্নাবাস, যে প্রতিটি পাপ তা সে যতই ক্ষুদ্র হোক, কঠোরভাবে আল্লাহ তার শাস্তি দিয়ে থাকেন কেননা, পাপ হলো আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ। অতএব আমার জননী এবং আমার বিশ্বস্ত শিষ্যবর্গ যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন, দুনিয়াবী ঈশ্কে আবদ্ধ, তাঁরা আমার প্রতি যে প্রীতি পোষণ করতেন, হক আল্লাহ তায়ালা এই প্রেমাসক্তিকে বর্তমান ক্লেশ দিয়ে শাস্তি প্রদান করলেন যাতে দোযখের আগুনে তাকে পোড়াতে না হয়। আর দুনিয়ার বুকে যেহেতু আমি মা'সুম ছিলাম, তবে যেহেতু মানুষ আমাকে খোদা অথবা খোদার বেটা বলে অভিহিত করেছে, হাশরের দিন যাতে গজবের ফেরেশতারা আমাকে বিদ্রূপ করতে না পারে, সেই জন্য আল্লাহ ইচ্ছা করলেন জুদাসের মৃত্যুর মাধ্যমে এই দুনিয়াতেই মানুষ আমাকে অপমান করে ছাড়ুক। তাই সকল মানুষই একীন করলো যে ক্রুশের ওপর মৃত্যু হয়েছে আমারই। আর এ-বিদ্রূপ ততদিন পর্যন্ত জারি থাকবে যতদিন দুনিয়াতে আল্লাহর রাসূল মোহাম্মদ আবির্ভূত না হবেন ; যখন তিনি আসবেন আল্লাহর শরীয়তে বিশ্ববাসী মানুষের মাঝে তিনি এ-মিথ্যাচারের প্রতারণা দূর করে দেবেন।"

এইরূপ বলার পর ঈসা স্বগতোক্তি করলেন, "আপনি ন্যায়বান হে আল্লাহ, আমাদের মা'বুদ, কেননা, একমাত্র আপনারই স্বত্বাধীন চিরন্তন মহিমা ও অন্তহীন সম্ভ্রম।"

২২১। ঈসার উর্ধ্বলোকে উত্তোলন ঃ

আর তখন ঈসা এই লেখকের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, "দেখ বার্নাবাস, যে-ভাবেই হোক, যা-যা ঘটে গেলো সে-সম্পর্কে আমার বাণী তুমি লিপিবদ্ধ করে রাখবে। আর জুদাসের ক্ষেত্রে যা ঘটলো তাও সঠিক ভাবে লিখবে যাতে বিশ্বাসীরা প্রতারণার শিকার না হয়, আর যেন প্রত্যেকেই যা সত্য তা বিশ্বাস করতে পারে।"

এই লেখক তখন জবাব দিলেন, "ইনশা আল্লাহ আমি সব নির্দেশই পালন

www.amarboi.org

করবো হে মুর্শিদ, তবে জুদাসের ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটলো আমি জানতে পারিনি কারণ আমি সব কিছু দেখতে পাইনি।"

ঈসা বললেন, এই তো যোহন ও পিতর আছে যারা সব দেখেছে, তারা তোমাকে বলবে যা-যা ঘটে গিয়েছে।"

আর তখন ঈসা আমাদের আদেশ দিলেন তাঁর সব বিশ্বাসী অনুসারীদের ডেকে আনতে যাতে ওঁরা তাঁকে অবলোকন করতে সক্ষম হন। জেমস ও যোহন তখন নিকোডেমাস ও ইউসুফ সহ সাত জন অনুসারীকে আহ্বান করলেন এবং এই সঙ্গে বাহাত্তর জনের আরও অনেককেই, আর তাঁরা ঈসার সাথে ভোজে মিলিত হলেন।

তৃতীয় দিবসে ঈসা আদেশ দিলেন, "আমার আম্মাকে নিয়ে জয়তুন পর্বতের দিকে যাও, কেননা, সেখান থেকে আমি আসমানে উঠতে থাকবো, আর তোমরা দেখতে পাবে কারা আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন।"

তাই সবাই রওয়ানা হলেন, বাহাত্তর জন শিষ্যের পঁচিশ জনকে বাদ দিয়ে কারণ ওঁরা ভয়ে দামেস্কে পলায়ন করেছিলেন। আর এঁরা যখন প্রার্থনায় নিমগ্ন হলেন, মধ্যাহ্ন বেলায় বহু ফেরেশতা সহ ঈসা আগমন করলেন সেখানে, ফেরেশতারা আল্লাহর মহিমা গাইছিলেন ; আর তাঁর মুখমণ্ডলের অপার্থিব ভাব এঁদের সকলকে ভয়ে কাতর করে ফেললো, তাঁরা সেজদায় পড়ে থাকলেন। কিন্তু ঈসা তাঁদের তুললেন, সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, "ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের মুর্শিদ।"

আর তিনি তাঁদের অনেকেরই নিন্দা করলেন যাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন তিনি মরে গিয়ে আবার জিন্দা হয়েছেন, বললেন, "তবে কি আমাকে ও আল্লাহকে তোমরা মিথ্যাবাদী মনে করো? আমাকে আল্লাহ দুনিয়ার প্রায় আখেরী দশা পর্যন্ত হায়াৎ দান করেছেন, আমি সে-কথা তোমাদের বলেছি। অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি আমি মারা যাইনি, মরেছে বেঈমান জুদাস। সাবধান, শয়তান প্রাণান্ত প্রয়াস চালাবে তোমাদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে, তবে তোমরা হবে সারা ইসরাইলের জন্য আমার সাক্ষী এবং সারা দুনিয়াব্যাপী সেই সকল কিছুর যা, তোমরা শুনলে এবং যা দেখলে।"

আর এইরূপ 'বলার পর তিনি আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলেন বিশ্বাসীদের নাজাত এবং পাপীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য। আর তাঁর প্রার্থনা শেষ হলে তিনি তাঁর জননীকে আলিঙ্গন করে বললেন, "শান্তি নামুক আপনার প্রতি হে আমার জননী আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল রাখুন যিনি সৃষ্টি করেছেন আপনাকে এবং আমাকে।" আর এইরূপ বলার পর তিনি তাঁর শিষ্যবর্গের দিকে ফিরে বললেন, "আল্লাহর রহমত ও বরকত তোমাদের জন্য অটুট থাকুক।"

www.amarboi.org

অতঃ পর সকলের চোখের সামনে চার ফেরেশতা তাঁকে উত্তোলন করে বেহেশতের পানে নিয়ে গেলেন।

২২২। উপসংহার ঃ

ঈসার বিদায় গ্রহণের পর তাঁর শিষ্যবর্গ ইসরাইল ও দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়লেন, আর যা সত্য, শয়তানের কাছে যা ঘৃণিত, বরাবরের মতই মিথ্যার হাতে নির্যাতিত হতে লাগলো। কারণ কিছু মন্দ লোক ঈসার ভক্ত সেজে প্রচার করতে লাগলো যে তাঁর আসলেই মৃত্যু হয়েছে কিন্তু পুনরুত্থান হয়নি। অন্যদের প্রচারণা ছিলো এবং এখনও আছে যে ঈসা আল্লাহর সন্তান, এঁদের মাঝে প'ল একজন যিনি প্রতারিত। কিন্তু আমরা, যতটা সম্ভব আমার লিখিত তথ্যানুযায়ী, প্রচার চালাচ্ছি সকল খোদাভীরু লোকের কাছে যেন তাঁরা রক্ষা লাভ করেন আল্লাহর বিচার-পর্বের শেষ দিনটিতে। আমীন!

॥ বাইবেল সমাপ্ত ॥

www.amarboi.org

www.amarboi.org

গসপেল অব বার্নাবাস (ইভানজেলিয়াম বার্নাবি)-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আলেকজেন্দ্রিয়ার গির্জাসমূহে এই গসপেল আইনসম্মত (Canonical) গ্রন্থরূপে স্বীকৃত ছিলো।

ইরানীয়াস (Iranaeus. 130-200 A.D.) বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের সপক্ষে প্রচুর লেখালেখি করেছিলেন এবং সন্ত পলের বিরোধিতা করেছিলেন এ-কারণে যে পল প্লেটোর দর্শন এবং রোমক পৌত্তলিকতা খ্রীষ্টধর্মে প্রক্ষিপ্ত করে চলছেন। ইরানীয়াস বার্নাবাসের গসপেল থেকে তাঁর রচনায় প্রচুর উদ্ধৃতি প্রয়োগ করায় ১ম ও ২য় খ্রীষ্টীয় শতকে এই গ্রন্থের যে বহুল প্রচলন ছিলো তা অনুধাবন করা যায়।

নিসেন কাউন্সিল (Nicen Council)-এর অধিবেশন বসে ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে ; তখনি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মূল হিব্রু (ইবরানি) গসপেলগুলি ধ্বংস করে ফেলতে হবে এবং কেউ তা সংরক্ষণ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে।

সম্রাট জেনোর রাজত্বকালের চতুর্থ বৎসর (৪৭৮ খ্রীঃ) বার্নাবাসের অক্ষত লাশ পুনঃ সমাধিস্থ করা হয় এবং তাঁরই স্বহস্ত লিখিত এক কপি গসপেল তাঁর বুকের ওপর রক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায় (Acia Sanctorum, Boland Junni, Tom ii Pages : 422 & 450. Antwerp 1698) প্রসিদ্ধ একত্ববাদী বাইবেল (Uniterean Bible) ভালগেট গসপেলের উৎস যে এই গসপেলই তা বোঝা যায়।

পোপ সিক্সটাস (Pope Sixtus-1585-90)-এর বন্ধু ছিলেন ফ্রামারিনো; তিনি পোপের ব্যক্তিগত গ্রন্থশালায় একখণ্ড 'ইভানজেলিয়াম বার্নাবি'-র সন্ধান পান। ফ্রামারিনো ইরানীয়াসের রচনায় বার্নাবাসের প্রচুর উদ্ধৃতি পাঠ করে এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। আমস্টারডামের একজন বিদগ্ধ ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি এ গ্রন্থের মহাভক্ত ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর এই ইতালীয় পাণ্ডুলিপিখানি প্রাশিয়া রাজের উপদেষ্টা জে.ইস ক্রেমারের হাতে পৌছে। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে সেভয়ের প্রিন্স ইউজিন, যিনি ছিলেন বিখ্যাত তাত্ত্বিক; ক্রেমার পাণ্ডলিপিটি তাঁকে উপহার দেন। ১৭৩৮ খ্রীস্টাব্দে প্রিন্সের সংগ্রহশালাটি ভিয়েনার হফবিবলিয়েথেক-এ স্থানান্তরিত হয়। সেখানেই পাণ্ডলিপিখানি এখানে বিদ্যমান আছে।

টোল্যাণ্ড তাঁর গ্রন্থ 'Miscellaneous Work (মৃত্যুর পরে ১৭৪৭ সালে

www.amarboi.org

প্রকাশিত)-এর ১ম ভল্যুমের ৩৮০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে 'গসপেল অব বার্নাবাস' এখনও অবিলুপ্ত। পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্লাসিয়ান (Glesian Decree of 496) ডিক্রিতে নিষিদ্ধ পুস্তকমালার তালিকায় 'ইভানজেলিয়াম বার্নাবি'-র নাম আছে। এর আগে পোপ ইনোসেন্ট ৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করনে, পাশ্চাত্য গির্জাসমূহের ৩৮২ খ্রীস্টাব্দের ডিক্রি বলে। তারও আগে এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিলো।

স্টিকোমেট্রি অব নিসেফেরাস; ক্রমিক নং-৩, এপিসল অব বার্নাবাস .... পংক্তি ১,৩০০-তে বার্নাবাসের উল্লেখ আছে।

তাছাড়া আরও উল্লেখ আছে ঃ

ক্রমিক নং- ১৭ : ট্রাভেলস এণ্ড টিচিংস্ অব এপোসলস্
১৮ : এপিসল অব বার্নাবাস
২৪ : গসপেল একর্ডিং টু বার্নাবাস

কিছু বিচ্ছিন্ন পাতার অগ্নিদগ্ধ 'গসপেল অব বার্নাবাস'-এর গ্রীক সংস্করণেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

মিঃ ও মিসেস র‍্যাগ ল্যাটিন টেক্সট-এরই অনুবাদ করেছিলেন এবং অক্সফোর্ডের ক্লেয়ারেনডেন প্রেসে সেটি ছাপা হয়; অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস প্রকাশ করে ১৯০৭ সালে। অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে বাজার থেকে এর সকল কপি উধাও হয়ে যায়। এই ইংরেজী সংস্করণের মাত্র দু'টি কপি এখন আছে; একটি বৃটিশ মিউজিয়ামে, অপরটি ওয়াশিংটন ডিসি-র লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে। দ্বিতীয় দফায় যে-সংস্করণ হয় সেটি লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের মাইক্রোফিল্মের কপি থেকে গৃহীত।

(বেগম আয়েশা বাওয়ানী ওয়াক্ফ— করাচী থেকে প্রকাশিত বর্তমান গ্রন্থ 'গসপেল অব বার্নাবাস'-এর পরিশিষ্টাংশের অংশ-বিশেষ থেকে সংক্ষিপ্তাকারে সংকলিত।)

www.amarboi.org

শব্দপঞ্জী

(ইংরেজী গ্রন্থ 'গসপেল অব বার্নাবাস'-এর তথ্যাদি ও শব্দকোষ)

Adonai Sabaoth	:	রোমক সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ইবরানি (হিব্রু) ভাষায় উচ্চারিত ঈসা (আ)-এর ধমক বাণী। এর অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। (১৫২ নং অধ্যায়)।
Altar	:	বেদী, কুরবানি দেবার বিশেষ স্থান।
Amen	:	আমীন, তথাস্তু।
Apostle	:	দূত, হাওয়ারী, প্রেরিত পুরুষ।
Anoint	:	জয়তুন-তৈল দিয়ে কাউকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য মর্দন। ইহুদী রাজন্যবর্গের অভিষেক কালে এরূপ করা হতো। মরিয়ম মাগদেলেন পরম ভক্তিভরে ঈসা (আ.)-এর পায়ে সাইমনের গৃহে এইরূপ মর্দন করেছিলেন। 'তৈলসিক্ত একজন' বলতে গ্রীক ভাষায় খ্রীষ্টের প্রতিশব্দ বোঝায়।
Atonement Day of	:	ইহুদীদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। প্রধান রাব্বি ইসরাইলের পাপ মোচনের জন্য এই দিন কুরবানি করেন। ইহুদী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী সপ্তম মাসের ১০ম দিবসে এটি উদযাপিত হয়। ইহুদীরা দিনটিকে বলে ইয়াওমু-কিপপুর।
Baal	:	বা'ল-দেব, এদেশীয় শিবের সমান্তরাল দেবতা। কেনানীয়দের উপাস্য।
Babylon	:	মুসলিম ঐতিহ্যানুযায়ী উচ্চারণঃ বাবেল। ফিলিস্তিনের পূর্বে ইরাকে অবস্থিত, তাইগ্রিস ও ফোরাতের তীরে।
Beelzebub	:	ইবলিস, লুসিফার, আসল শয়তান।
Bethlehem	:	বায়তুল লাহাম ; অর্থ ঃ মাংসের শহর ; দাউদ (আ) ও ঈসা (আ)-এর স্মৃতি বিজড়িত শহর।
Ceasar	:	রোম সম্রাটের উপাধি।
Census	:	শুমারি। লোক ও বিত্তের রেজিস্ট্রেশন, করারোপের উদ্দেশ্যে।
Christ	:	মসীহ্‌র গ্রীক প্রতিশব্দ। এর অর্থ 'তৈলাসিক্ত একজন' বিধাতা

www.amarboi.org

কর্তৃক জগতের পাপহরণের জন্য ঈসা (আ) কে মনোনীত করা হয়েছে— এই ধারণা ব্যক্ত হয়েছে এই জগৎ বিখ্যাত শব্দটিতে।

Circumcision : খৎনা, ঐশী শরীয়তানুযায়ী লিংগাগ্রচ্ছেদন। ইহুদী সমাজে শিশুজন্মের অষ্টম দিবসে এটি পালিত হতো।

Council : সর্বোচ্চ ইহুদী ধর্মীয় পঞ্চায়েত। ইহুদীদের সত্তরজন নেতা সমবায়ে এটি গঠিত হতো। এর সভাপতি প্রধান রাব্বি।

Covenent : ঐশী চুক্তি, যথা খৎনার বিধান।

David's City : দাউদ (আ)-এর শহর ; জেরুসালেমের একাংশ এবং বায়তুললাহামের প্রসিদ্ধি বাচক বর্ণনা। ঈসা (আ) এর জন্মস্থান এবং দাউদ (আ)-এর শৈশবের শহর এটি।

Defile : আল্লাহর ইবাদতে কোনো লোককে অযোগ্য ঘোষণা করা।

Demon : জ্বিন, দৈত্য, দানো ইত্যাদি

Disciple : শিষ্য ঃ ঈসা (আ)-এর শিষ্যবর্গ।

Doctor : ধর্মবেত্তা, মুফতি পর্যায়ভুক্ত

Elders : ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। এঁদের কেউ কেউ মহামজলিসের সদস্য।

Elijah : ওল্ড টেস্ট্যামেন্ট অনুযায়ী মসীহ্-এর আবির্ভাব-ঘোষক নবী।

Elisha : এলিজার অব্যবহিত পরে আগত তাঁরই অনুসারী নবী।

Eli lema sabaktani : উচ্চারণঃ এলি লেমা সাবাকতানি। অর্থ-"আল্লাহ আমাকে পরিত্যাগ করলে কেন?" এটি বহুল উচ্চারিত ইবরানী বচন। খ্রীষ্টানগণ ক্রুশবিদ্ধ ঈসা (আ)-এর সর্বশেষ আর্তনাদ বলে দাবি করেন। ইংরেজী গ্রন্থ গসপেল অব বার্নাবাস-এ ক্রুশবিদ্ধ জুদাসের কণ্ঠে এর তরজমাই দেওয়া হয়েছে। ব্যঞ্জনাবৃদ্ধির জন্য অত্র বংগানুবাদে বহুল পরিচিত এই বচনটি জুদাসের বাক্য হিসাবে উদ্বৃত হয়েছে।

Fast : রোযা।

Gabriel : জিবরাইল (আ)।

Gentile : অ-ইহুদী, বিজাতীয়, পরজাতীয়।

Herod : প্রথম হেরোদ সমগ্র ইয়াহুদার একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিলো ৩৭-৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ব্যাপক শিশুহত্যার

www.amarboi.org

জন্য তিনি কলংকিত। হেরোদ এ্যান্টিপাস ছিলেন ঈসা (আ)-এর সমসাময়িক, তাঁর রাজত্বকাল ছিলো খ্রীষ্টপূর্ব ঃ অব্দ থেকে ৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন করদ রাজা। আমাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যানুযায়ী বর্তমান গ্রন্থে তাকে নবাব আখ্যায়িত করা হয়েছে।

Highpriest : প্রধান ইহুদী ধর্মগুরু, ইনি প্রধান রাব্বি সকল ধর্মীয় বিধানাবলীর ধারক, বাহক ও প্রবর্তক। সর্বোচ্চ ধর্মীয় পঞ্চায়েত বা মহা-মজলিসের সভাপতি। বছরে একবার ইয়াওমুকিপপুর দিবসে তিনি মসজিদের সবচেয়ে পবিত্র কোঠায় প্রবেশ করে কুরবানি দিতেন নিজের জন্য এবং বনি ইসরাইলের জন্য।)

Jerasalem : জেরুসালেম, বাংলায় জেরুজালেম বা জেরুসালেম লেখা হয়।

Joseph : ইউসুফ নবী ইয়াকুবের পুত্র। বিবি মরিয়মের সাথীরূপে এই গ্রন্থে বর্ণিত যোসেফ একজন সাধারণ ব্যক্তি।

Law : ওল্ড টেস্ট্যামেন্টের প্রথম পাঁচটি কিতাবকে ইহুদীরা এ-নামে অভিহিত করে থাকেন। 'মূসার কিতাব' নামেও এগুলোর আরেকটি নাম আছে।

Levi : ইহুদীদের অন্যতম গোত্রপ্রধান।

Magdala : গালিলী হ্রদের নিকটবর্তী শহর। মরিয়ম মাগদালেন এখানের অধিবাসিনী ছিলেন।

Magi : উচ্চারণ ঃ মেজাই; মেজিয়ান (যরথুস্ত্র বা জরদশত অনুসারী থেকে উদ্ভূত। অগ্নি উপাসক পুরোহিত।

Michael : মিকাইল (আ); ফেরেশতা।

Messiah : মসীহ, খ্রীষ্ট, প্রত্যাশিত উদ্ধারকর্তা, ইহুদীরা বিশ্বাস করেন এমন কেউ একজন নায়ক হিসাবে আসবেন যিনি দুদর্শাগ্রস্ত ইহুদী জাতিকে উদ্ধার করবেন। তিনি হবেন ইসহাক (আ) বংশোদ্ভূত; ইসমাইল (আ)-এর কুরবানি তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন কুরবানি ইসহাক (আ)-এর হয়েছিলো। মিসররাজবংশোদ্ভূত ইসমাইল জননী হজেরাকে তাঁরা বাঁদী হিসাবে তাচ্ছিল্য করেন।

www.amarboi.org

Most holy Place	:	মসজিদের পবিত্রতম কামরা। সেখানে একটি প্রাচীন নিদর্শন পবিত্র বাক্সে রক্ষিত ছিলো।
Nazarene	:	মুসলিম ঐতিহ্যানুসারে উচ্চারণ— নাসারত শহরের সংগে সম্পর্কিত ব্যক্তি তথা ঈসা (আ) এবং আদি খ্রীষ্টানদের এই নামে ডাকা হতো।
Noah	:	নূহ (আ); মহা প্লাবনকালীন নবী।
Passover	:	হিব্রু 'নিসান'-মাসের চৌদ্দ তারিখের মহাপর্ব। মিসর থেকে বনি ইসরাইলের মহামুক্তিদিবস। এই দিনে মেষশাবক কুরবানি করা হয়, যে কুরবানীর গোশত ঈসা (আ) সাগ্রহে শিরনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর দুনিয়া ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে। মূলতঃ এই দিবসটি হলো 'আশুরা'। অনুবাদে আমরা 'আশুরা'ই প্রয়োগ করেছি। মূসা (আ)-এর লোহিত সাগর অতিক্রম ও ঈসা (আ)-এর সশরীরে উত্তোলন অভিন্ন তারিখেই হয়েছিলো।
Parable	:	আধ্যাত্মিক বিষয়ক কাহিনী। ঈসা (আ) গল্পচ্ছলে যে সব উপদেশ দিয়েছেন।
Pharisee	:	ফরিসী, ইহুদী প্রভাবশালী মহল, এককালে ইহুদী দরবেশগণ এ-নামে কথিত হতেন, এঁরা শরাপন্থী হয়েও ছিলেন বিদআতগ্রস্ত। সুবিধাবাদী ও সুবিধাভোগী শ্রেণী।
Pilate	:	পন্টিয়াস পীলাত ছিলেন ইয়াহুদার সুবাদার বা গভর্নর, ইদুমী ও 'সুমেরিয়াও ছিলো তাঁর শাসনাধীন। তাঁর শাসনাধীন। তাঁর শাসনকাল ২৬-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।
Priest	:	ধর্মগুরু, রাব্বি-সম্প্রদায়, এঁদের প্রধান হলেন, High Priest প্রধান রাব্বি; প্রধান ইমাম পর্যায়ভুক্ত। সকল ধর্মীয় বিধানাবলীর ধারক, বাহক ও প্রবর্তক এবং পবিত্র মসজিদের তত্ত্বাবধানকারী গোষ্ঠী।
Rabbi	:	অর্থাৎ আমার শিক্ষক, ধর্মগুরুদের শ্রেণী বোধক শব্দ হিসাবে ইহুদী-আলেম পদবাচ্য।
Raphael	:	আযরাইল (আ)।
Sabbath	:	সপ্তাহের সপ্তম দিবস (শুক্রবার দিবাগত রাত থেকে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) পবিত্র দিবস, কোন কাজ জায়েয ছিলো না।

www.amarboi.org

Sadducee	:	ঈসা (আ)-এর সমসাময়িক একটি ইহুদী দুর্জ্ঞেয়বাদীর ক্ষুদ্র দল, এঁরা মূসার কিতাবের প্রতি নিজেদের আস্থা আছে বলে দাবি করতো কিন্তু ব্যাখ্যা দিতো অন্যরূপ। পরকালে অবিশ্বাস ছিলো এঁদের।
Samaritan	:	সামেরিয়াবাসী। গালিলী ও ইয়াহুদার মধ্যবর্তী ভূখন্ডের নাম সামারিয়া। ক্বিবলা-র ভিন্নতা সহ ধর্মীয় বহু বিষয়ে ইহুদী ও সামেরীয়দের মাঝে বিভেদ ও বিতৃষ্ণা ছিলো।
Scribe	:	লেখক বা কাতিব। পবিত্র তাওরাত ও ধর্মীয় দলিলপত্রের লেখক, পাঠক ও তিলাওতকারী। প্রাচীন ইহুদী রাজন্যবর্গের নিয়োজিত পদস্থ কর্মকর্তা।
Solomon's Porch	:	জেরুসালেমের পবিত্র মসজিদের পূর্বদিকের ঘেরাও-দেয়া অলিন্দ।
Son of David	:	ইহুদীদের প্রত্যাশিত মসীহ-এর উপাধি; যেহেতু তাঁর আগমন হবে দাউদ (আ)-এর বংশে। তাই তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে এই নাম প্রচলিত ছিলো।
Synagogue	:	প্রতি সাব্বাত দিবসে যে ইবাদতখানায় ইহুদীরা মিলিত হয় গণ প্রার্থনানুষ্ঠানে এবং যেখানে স্থানীয় পঞ্চায়েত বসে এবং মক্তব চালু থাকে।
Tabernacle	:	সুলায়মান (আ) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণে পূর্ব পর্যন্ত যে বৃহৎ তাঁবু প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হতো সেইটিকে 'আল্লাহর হাজির হওয়ার তাঁবু' নামে আখ্যায়িত করতেন ইহুদীরা। এ-নামে একটি পর্বও পালিত হতো। ভ্রাম্যমান তাজিয়া।
Uriel	:	ইসরাফীল (আ) ; ফেরেশতা।

উল্লেখ্য যে নবীদের নাম আরবী পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। একমাত্র এলিজাকে বাদ দিয়ে ; প্রচলিত বাইবেল গ্রন্থে এলিজার বহুল উল্লেখই এর কারণ। তাঁর আরবী প্রতিশব্দ ইয়াহিয়া। মিখাইয়া, ইসাইয়া, হাজ্জাই, হোসিয়া ইত্যাদি পবিত্র নামগুলি উভয় ঐতিহ্যে প্রায় অভিন্ন। মনে রাখতে হবে বাংলা-হিন্দীর মত হিব্রু ও আরবী, ভাষা হিসাবে নিকটাত্মীয় (Sister-language)।

*   * * *   *

www.amarboi.org

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা